কীর্ত্তন পদাবলী

শ্রীসুধীরচন্দ্র রায়
শ্রীঅপর্ণা দেবী

শনিরঞ্জন প্রেস
২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীপ্রবোধ নান কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

জন্মাষ্টমী, ভাদ্র ১৩৪৫

মূল্য তিন টাকা

রঞ্জন পাব্‌লিশিং হাউস
২৫।২ মোহনবাগান রো
কলিকাতা

সূচীপত্র

গ্রন্থসূচী

শ্রীকৃষ্ণের রূপ

বিষয়			পৃষ্ঠা

শ্রীরাধিকার রূপ

শ্রীযুগলরূপ

বিভিন্নলীলোচিত রূপ

বিষয়			পৃষ্ঠা

উৎসর্গ-পত্র

পরমপূজনীয়া

শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী মাতৃদেবীর

করকমলে

যিনি এই বর্ত্তমান যুগে পাশ্চাত্য বিদ্যায় উচ্চশিক্ষিত হইয়াও প্রাচ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহাসম্পদ্, মহাজন-পদাবলীর রস পূর্ণ মাত্রায় আস্বাদন করিয়াছিলেন,

যিনি সেই রসের অনুভূতিতে নিজ জীবনকে অনুরঞ্জিত করিয়া তুলিয়াছিলেন,

যিনি বাঙ্গালার রসধারা নিজে অন্তরঙ্গভাবে আস্বাদন করিয়া, সেই রসে বাঙ্গালীকে প্রথম উদ্বুদ্ধ করেন, এবং সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রসসম্পদের সঙ্গে বাঙ্গালীকে প্রথম পরিচিত করিয়া দেন,

যিনি প্রেমে আত্মহারা হইয়া দেশসেবায় সমগ্র জীবন নিয়োজিত করেন,

যিনি নিজ জীবনে বৈষ্ণব সাধনার মূলমন্ত্র "সব সমর্পিয়া একমন হৈয়া, নিশ্চয় হইলাম দাসী"—এই মহাবাক্যের পূর্ণ সার্থকতা দেখাইয়া গিয়াছেন,

যাঁহার প্রেরণায় আমরা প্রথম এই পদাবলীর মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হই,

তাঁহারি কথা এই গ্রন্থ সঙ্কলনে বার বার মনে হইতেছে।

তাঁহাকেই এই পদাবলী-সঙ্কলন "কীর্ত্তন পদাবলী" উৎসর্গ করিতে পারিলে ধন্য হইতাম, এবং তাহাই আমাদের সর্ব্বাধিক আনন্দের বিষয় হইত ; কিন্তু তিনি আজ নিত্য-ধামে।

সুতরাং যিনি এই মহাপুরুষের সহধর্ম্মিণী, যিনি আজিও এই মরজগতে আমাদের অভীষ্টদেবীরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন,

যিনি এই মহাজনকে এই বৈষ্ণব-পদাবলী-মাধুর্য্যে প্রথম আকৃষ্ট করেন,

এবং যিনি তাঁহাকে এই পদাবলীর রস আস্বাদন করান,

সেই পরমপূজনীয়া মাতৃদেবীকে এই "কীর্ত্তন পদাবলী" ভক্তিভরে উৎসর্গ করিলাম।

নিবেদন

এই "কীর্ত্তন পদাবলী" বাঙ্গালীর গূঢ় ধন বৈষ্ণব-পদাবলীর একটি ক্ষুদ্রতম সঙ্কলন, আমরা এই সঙ্কলনে কেবলমাত্র কতকগুলি উৎকৃষ্ট বৈষ্ণব-গীতি-কবিতা সংগ্রহেরই চেষ্টা করিয়াছি। কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, জানি না। তথাপি অনেক চিরপরিচিত পদ ইহার মধ্যে পাওয়া যাইবে। আবার অনেক পদ—যাহা সর্ব্বজনপরিচিত হওয়া উচিত, ইহাতে তাহারও সন্ধান মিলিবে। পূর্ব্বাচার্য্যগণের পদানুসরণে রসের ক্রম-পরিপুষ্টির পর্য্যায় বিভাগপূর্ব্বক একরূপ নূতন পদ্ধতিতে পদসমূহ সাজাইবার প্রয়াস পাইয়াছি। অন্যান্য পদ-সংগ্রহের সঙ্গে ইহাই "কীর্ত্তন পদাবলী"র পার্থক্য। আমাদের মনে হয়, এই প্রণালীতে সাধারণে পদাবলীর অর্থবোধে এবং রসাস্বাদে বিশেষ সুযোগ প্রাপ্ত হইবেন।

"মহাজন-পদাবলী"কে আমরা 'গীতি-কবিতা' আখ্যা দিয়াছি। হয়তো প্রশ্ন উঠিবে যে, গীতি-কবিতা কি এবং তাহার মধ্যে বৈষ্ণব-পদাবলীর স্থান কোথায়? ৺দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধ এবং অভিভাষণাদির মধ্যে এই প্রশ্নের বিশেষরূপ আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। আমরা এখানে আর সে প্রসঙ্গের অবতারণা করিব না। তবে

এইমাত্র বলিব যে, সাধারণতঃ গীতি-কবিতা বলিতে ইহাই বুঝায় যে, এই কবিতা মানব-চিত্তের একটি ভাব, অনুভূতি বা অবস্থা লইয়া ফুটিয়া উঠে। আমাদের মতে বাঙ্গালার বৈষ্ণব-পদাবলীতে গীতি-কবিতার যে উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে, রসসৃষ্টি ও আধ্যাত্মিক অনুভূতি, এই উভয় দিক্ দিয়া বিচার করিলে জগতে তাহা অদ্বিতীয় এবং অতুলনীয়। বিশ্বের রস-সাহিত্যের উদ্যানে সমস্ত সুরভিকুসুমের মধ্যে বাঙ্গালার বৈষ্ণব-পদাবলী বর্ণে ও সৌরভে যে কোন রসিক-জনের চিত্তকেই আকৃষ্ট করিবে। বঙ্গবাণীর মধ্যস্থতায় ভারত-জননী বিশ্ব-সভ্যতার ভাণ্ডারে এই এক শ্রেষ্ঠ উপহার অর্পণ করিয়াছেন।

অতঃপর জিজ্ঞাসা জাগিবে, গীতি-কবিতার উৎকর্ষ বা শ্রেষ্ঠতা কি প্রকারে নির্ণীত হইতে পারে। কাব্য-জিজ্ঞাসায় এ বিষয়ে বিচারের অন্ত নাই। তবে এই গ্রন্থ সঙ্কলনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমরা পদাবলী-চয়নে হস্তক্ষেপ করিয়াছি।

(১) কবিত্ব

কাব্যের বাহ্য রূপ—ভাষার মাধুর্য্য, ছন্দের পারিপাট্য ও অলঙ্কারের সৌন্দর্য্য। কাব্যের আভ্যন্তর রূপ—ভাবের গভীরতা ও প্রসার, এবং রসের ব্যঞ্জনা।

এই উভয় দিক্ হইতে যে কবিতাসমূহ সকলের নিকট শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইবে, আমরা মুখ্যতঃ সেইরূপ কবিতার দিকেই লক্ষ্য রাখিয়াছি।

(২) সঙ্গীত

বৈষ্ণব-পদাবলী কেবল কবিতা নহে, ইহা আবার খুব উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতও বটে। ইহার মধ্যে বহু কবিতা কীর্ত্তনীয়া-সমাজে 'দাগী গান' আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকে। যে কবিতা গান হিসাবে বড়, আমরা এই সংগ্রহে তাহাও লইয়াছি, এবং 'দাগী গান'-সমূহকে (§) চিহ্নিত করিয়া দিয়াছি।

(৩) আধ্যাত্মিকতা

বৈষ্ণব কবিতা শুধু কবিতা বা গান নহে। ইহা ভগবৎ-সাধনার এক বিশেষ অবলম্বন। আচার্য্যপরম্পরাক্রমে যে সমস্ত পদ এইরূপ সাধনার সিদ্ধমন্ত্ররূপে পরিচিত হইয়া রহিয়াছে, এই সঙ্কলনে সেইরূপ পদ সংগ্রহেরও চেষ্টা করিয়াছি।

(৪) ভাষা ও রচনার ক্রম-বিকাশ

পদাবলীরূপ সাহিত্য-শতদল এক দিনেই ফুটিয়া উঠে নাই। মহাজনের পর মহাজন ইহার ভাষার ও শৈলীর বিকাশ

সাধন করিয়াছেন। সেই ক্রম-পরিণতির একটি বিশেষ ধারা আছে। যেখানে কোন নির্দ্দিষ্ট বিষয় অবলম্বনে রচিত কতকগুলি পদে এই ভাষা ও প্রকাশের ভঙ্গি বিশেষ বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, সে পদগুলিও গ্রহণ করিয়াছি।

(৫) রস-সমীক্ষা

বৈষ্ণব-শাস্ত্রে মুখ্য রস পাঁচটি। যথা—(১) শান্ত, (২) দাস্য, (৩) সখ্য, (৪) বাৎসল্য ও (৫) মধুর। পদাবলী এই পঞ্চরসের সমবায়ে সুগঠিত। কিন্তু এই সঙ্কলনে মধুর রসের কবিতাই বিস্তৃতভাবে সংগৃহীত হইয়াছে। কারণ, পূর্ব্বকথিত কবিত্ব-লক্ষণ, ভাষা, ছন্দ ও অলঙ্কারের সৌন্দর্য্য এবং ভাব ও রসের মাধুর্য্য এই কবিতাগুলির মধ্যেই বিশেষরূপে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। আবার বৈষ্ণব-সাধকগণের অবলম্বিত সাধন-প্রণালীও এই পদাবলী-পুঞ্জে অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। এতদ্ভিন্ন প্রেমের নিপুণ বিশ্লেষণ এই সমস্ত পদের প্রতি রসিক ও ভাবুক চিত্তের শ্রদ্ধান্বিত কৌতূহল চির-উন্মুখ করিয়া রাখিয়াছে। এই জন্যই পূর্ব্বাচার্য্যগণ মধুর রসকে এবং এই রসাশ্রিত পদসমূহকে অত্যন্ত রহস্যময় বলিয়া মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। যে কয়েকটি কবিতায় এই রহস্য বিশেষরূপে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে, আমরা এই গ্রন্থে তাহা সংগ্রহ করিবার যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছি, এবং কবিতাগুলি

রসের বিভিন্ন পর্য্যায়ে সাজাইবার চেষ্টা করিয়াছি। তবে এই প্রসঙ্গে আমাদের আর একটি কথা বলিবার আছে, প্রথম হইতে তৃতীয় খণ্ড পর্য্যন্ত আমরা কবিগণের ক্রম-পর্য্যায় অনুসারে তাঁহাদের রচিত পদগুলি সাজাইয়া দিয়াছি এবং চতুর্থ খণ্ড হইতে শেষ খণ্ড পর্য্যন্ত পদগুলি পালা অনুসারে সাজানো হইয়াছে।

(৬) রূপানুভূতি

বৈষ্ণব কবিতার বিষয়—রূপ। এই রূপ দর্শনে বা শ্রবণে পূর্ব্বরাগ হয়। এবং এই রাগ ক্রমে গভীর হইতে গভীরতর হইতে থাকে ;—

যথা—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

"পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল॥"

পূর্ব্বরাগ বাড়িয়া অনুরাগে পরিণত হয়। এই অনুরাগের প্রেরণায় অভিসারে আকুলতা জাগে। অভিসারের পরিণতি—মিলন। অতঃপর আত্মনিবেদন ও প্রার্থনা। এই ধারার অনুসরণে রসের বিভিন্নতা হেতু সংগৃহীত পদাবলী আমরা নিম্নোক্তরূপে শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছি। যথা—পূর্ব্বরাগ, অনুরাগ, অভিসার, মিলন, নিবেদন ও প্রার্থনা।

শ্রীভগবানের বিভিন্ন লীলার কবিতাসমূহকে ভিন্ন ভিন্ন পর্য্যায়ে বিভক্ত করা হইয়াছে। যথা—জন্ম, বাল্য, গোষ্ঠ, উত্তরগোষ্ঠ, দান, নৌকা, মান, বিরহ, বসন্ত, হোলী, ঝুলন এবং মহারাস ও নর্ত্তকরাস।

ভিন্ন ভিন্ন লীলার তদুচিত গৌরচন্দ্রিকা দিয়াছি। এবং কয়েকটি নাম-কীর্ত্তনের পদও সংগ্রহ করিয়াছি। এই উপায়ে এই গ্রন্থকে যথাসম্ভব সম্পূর্ণ করিবার জন্য যত্ন লইয়াছি।

আমরা এই গ্রন্থে রসপর্য্যায় এবং শ্রীভগবানের লীলা-পর্য্যায় বিষয়ে যথাসাধ্য সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছি। সর্ব্বত্রই 'উজ্জ্বল নীলমণি'র আলোকে লক্ষ্য-নির্ণয়ের প্রয়াস পাইয়াছি। তথাপি পূর্ব্ববর্ত্তী সঙ্কলন-গ্রন্থসমূহের সঙ্গে এই গ্রন্থে পদ-সন্নিবেশের যে পার্থক্য লক্ষিত হইবে, তাহা রুচি ও দৃষ্টিভেদের বিভিন্নতা মাত্র। ভরসা আছে, ভক্ত বৈষ্ণবমণ্ডলী এজন্য আমাদিগকে মার্জ্জনা করিবেন। মনে হয়, আমাদের অবলম্বিত রীতি সহৃদয় জনসাধারণ ও সাহিত্যামোদী পাঠক-গণকে বৈষ্ণব-পদাবলীর মর্ম্মগ্রহণ ও রসাস্বাদনে বিশেষ সাহায্য করিবে। অধিকন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও ছাত্রীগণ, যাঁহাদিগকে বাঙ্গালা পাঠ্যরূপে বৈষ্ণব-পদাবলী আলোচনা করিতে হয়, আমাদের অবলম্বিত পদ্ধতিতে তাঁহাদেরও সেই আলোচনার পথ সহজ ও সুগম হইবে।

বিশেষ শ্রদ্ধা ও যত্নের সঙ্গে পুনঃ পুনঃ বিচার ও আলোচনার পর পদগুলি নির্ব্বাচন করিয়াছি। সুতরাং যে

পদ গ্রহণ করিয়াছি এবং যে পদ গ্রহণ করি নাই, প্রত্যেকটির সম্বন্ধেই আমাদের সতর্ক দৃষ্টি ছিল।

এই গ্রন্থ-সঙ্কলনে নানা বিষয়ে আমরা শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত প্রফুল্লরঞ্জন দাশ মহাশয়, ডাঃ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়, ডাঃ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, বিখ্যাত কীর্ত্তনবিদ্ এবং শ্রীখোলবাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী কীর্ত্তন-রসসাগর মহাশয় এবং সর্ব্বোপরি বিখ্যাত সাহিত্য-সাধক শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয়ের নিকট বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিয়াছেন—

"এইরূপ রতন, ভক্তগণের গূঢ় ধন"

আমরা মনে করি, বৈষ্ণব মহাজন-পদাবলী সমগ্র বাঙ্গালীর গূঢ় ধন। অনেক সাধনার ফলে আমরা ইহা পাইয়াছি।

বাঙ্গালার নরনারী "কীর্ত্তন পদাবলী"র সমাদর করিলে, জাতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ এই পদাবলী-সাহিত্যের সঙ্গে তাঁহাদের কথঞ্চিৎ পরিচয় ঘটিলে, আমরা কৃতার্থ হইব।

৺শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ

উপক্রমণিকা

(১) কীর্ত্তন-পদাবলী

নামলীলাগুণাদীনাম্ উচ্চৈর্ভাষা তু কীর্ত্তনং।

শ্রীভগবানের নামলীলা গুণাদির উচ্চ ভাষণই কীর্ত্তন। কিন্তু রসস্বরূপ পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ এবং মহাভাবময়ী পরমা প্রকৃতি শ্রীশ্রীরাধাঠাকুরাণীর নামলীলা ও গুণাদি এক বিশিষ্ট পদ্ধতিতে বিশুদ্ধ সুর তাল লয়ে গান করাকেই বাঙ্গালী কীর্ত্তন বলিয়া জানে। বাঙ্গালায় কীর্ত্তনের দুইটি ধারাই বিশেষ প্রচলিত,—একটি নামকীর্ত্তন, অন্যটি লীলাকীর্ত্তন। চণ্ডীদাসাদি রচিত যে গানে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের এই নামলীলাদি বর্ণিত আছে, বাঙ্গালায় তাহা "পদাবলী" নামে পরিচিত। সংস্কৃত সাহিত্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী গীতিকবি কবিরাজ গোস্বামী জয়দেব আপনার কবি-কীর্ত্তিকে পদাবলী নামেই অভিহিত করিয়াছেন।

"মধুরকোমলকান্তপদাবলীং
শৃণু তদা জয়দেবসরস্বতীম্।"

জয়দেব হইতে চন্দ্রশেখর শশিশেখর পর্য্যন্ত প্রাচীন অর্ব্বাচীন সকল কবির রচনাই পদাবলী আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। বাঙ্গালী-রচিত পদাবলীরও একটি বিশিষ্ট শৈলী আছে। কীর্ত্তন-পদাবলী মূলতঃ সঙ্গীত হইলেও ইহার মধ্যে কথা এবং সুর গঙ্গা-যমুনার মত পাশাপাশি মিশিয়া গিয়াছে।

সুতরাং কীর্ত্তন-পদাবলীর আলোচনা করিতে হইলে সাহিত্যের রসভাব অথবা সঙ্গীতের সুর তাল, ইহার কোনটিকেই উপেক্ষা করিলে চলিবে না। এক কথায়, ইহাকেও আমরা বাঙ্গালার রসধারার অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলিয়াই মনে করি।

(২) বাংলার রসধারার বৈশিষ্ট্য

এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, আবহমান কাল হইতে বাঙ্গালায় আমাদের প্রাণে যে রসস্রোত বহিয়া আসিতেছিল, তাহার একটি বিশেষ লক্ষণীয় ধারা আছে। বহুল সংঘাত এবং বিপর্য্যয়ের মধ্যে সেই রসধারা মন্দীভূত, এমন কি, অবলুপ্ত হইবার উপক্রম ঘটিয়াছিল। কিন্তু সম্প্রতি কতকগুলি বিশেষ শুভযোগের ফলে বাঙ্গালীর মনে তাহার জাতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে যে নব জাগৃতি আসিয়াছে, বাঙ্গালীর নিজ প্রাণবস্তুর পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় তাহার অন্যতম মুখ্য প্রকাশ পরিলক্ষিত হইতেছে। এই নব জাগৃতির কথা নানা জনে নানা ভাবে নানা দিক্ হইতে আলোচনা করিতেছেন। এই আলোচনার ফলে বাঙ্গালা আবার তাহার হারানো রসধারা খুঁজিয়া পাইয়াছে।

তাই বাঙ্গালার মনে পড়িয়াছে তাহার ধর্ম্মের আদর্শ রূপ-ধর্ম্ম, মনে পড়িয়াছে তাহার সাহিত্যের আদর্শ বৈষ্ণব-পদাবলী, বাঙ্গালীর মনে পড়িয়াছে তাহার ভাস্কর্য্যের আদর্শ পাহাড়পুরের

নব-আবিষ্কৃত শ্রীরাধাগোবিন্দের মর্ম্মরমূর্ত্তি, মনে পড়িয়াছে তাহার স্থাপত্যের আদর্শ শ্রীবৃন্দাবনে গোবিন্দজীর মন্দির, আর তাহার সঙ্গীতের আদর্শ লীলাকীর্ত্তন।

(৩) সঙ্গীত এবং তাহার শ্রেষ্ঠত্বের মান

এখন পদাবলীর কথায় প্রথম প্রশ্ন উঠিবে যে, সঙ্গীত এবং তাহার শ্রেষ্ঠত্বের মান কি?

সঙ্গীত বলিতে গীত, বাদ্য ও নৃত্য বুঝায়। তাই সঙ্গীত-শাস্ত্রকারগণ বলেন—

"গীতং বাদ্যং তথা নৃত্যং
ত্রয়ং সঙ্গীতমুচ্যতে"

সঙ্গীত ললিতকলার একটি বিশেষ অঙ্গ। অন্যান্য কলার সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সামঞ্জস্য আছে। চিত্রকর তুলির রেখায় এবং রঙের খেলায়, কবি বাক্যরচনায় এবং ছন্দের লীলায়, ভাস্কর পাষাণ-প্রসাধনে এবং স্থপতি প্রস্তর বা ইষ্টক সংযোজনে যে রূপমাধুর্য্যের সৃষ্টি করেন, সঙ্গীতজ্ঞও রাগ-রাগিণীর সমাবেশে এবং তাল-সন্নিবেশে ঠিক সেইরূপই এক অপূর্ব্ব রসমাধুর্য্যের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। রসসৃষ্টিই এই পঞ্চবিধ কলার উদ্দেশ্য। সুতরাং ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত যে, ললিতকলার প্রাণ—রস। সঙ্গীতের প্রাণও রস। শ্রীভগবান্ও রসস্বরূপ। তাই উপনিষদ্ বলিয়াছেন,—"রসো বৈ সঃ।"

পূর্ণ এবং প্রকৃত রসসৃষ্টি ললিতকলার শ্রেষ্ঠত্বের মান। যদি কোন ললিতকলায় পূর্ণ মাত্রায় এবং প্রকৃত ভাবে রসসৃষ্টি হয়, তাহা হইলেই সেই ললিতকলা কলামাধুর্য্যের সর্ব্বোচ্চ শিখরে উঠে। সেই প্রকৃত রসসৃষ্টির, সেই পূর্ণ রসসৃষ্টির প্রধান উপাদানই হইতেছে তাহার সরলতা, তাহার স্বচ্ছতা, সুস্নিগ্ধতা, তাহার কমনীয়তা, এবং তাহার সর্ব্বপ্রিয়তা। যখন ললিতকলা এই উচ্চ শিখরে উঠে, তখন সকলেই ইহার মাধুর্য্য সমভাবে আস্বাদন করিতে পারেন। তখন ইহার মাধুর্য্য আস্বাদনের জন্য কোন বিশেষ অনুসন্ধান, কোন বিশেষ জ্ঞান বা কোন বিশেষ সাধনার আবশ্যক হয় না। সকলেই ইহা সমভাবে উপভোগ করিতে পারে। আবার সকল মানবেরই ইহা উপভোগ করিবার সমান অধিকার আছে।

ললিতকলায়ও ঠিক সেইরূপ। যখন চিত্রকলায় র‍্যাফেল, বা লিওনার্ড ভিন্সি, ভাস্কর্য্যে ফিডিয়াস বা প্র্যাক্সিটিলিস, সাহিত্যে কালিদাস বা সেক্ষপীয়ার বা গেটে, সঙ্গীতে ওয়েগনার বা বিথোভন, কোন রসমাধুর্য্য সৃষ্টি করেন; স্থপতি যখন মিশরের পিরামিডে বা গ্রীসের পার্থিননে, কনারকের সূর্য্যমন্দিরে, আগ্রার তাজে বা জাপানের নিকোর বুদ্ধমন্দিরে, আপনার স্থাপত্য-প্রতিভাকে মূর্ত্তি দান করেন; ভাস্কর যখন অজন্তা, ইলোরা বা সিগিরিয়ার শিলাশিল্পে ও চিত্রণে আপনার অপূর্ব্ব রসানুভূতিকে রূপ ও রঙের অপরূপ শতদলে বিকশিত করিয়া তোলেন;—তাহা সকল মানবই

উপভোগ করিতে পারে, সকল মানবেরই তাহা সমানভাবে আস্বাদন করিবার অধিকার আছে। কারণ, এই পূর্ণ এবং প্রকৃত রসসৃষ্টিতেই শ্রীভগবানের বিকাশ। তাই পূর্ব্বে বলিয়াছি, "রসো বৈ সঃ।" আমাদের মনে হয়, ভারতীয় সঙ্গীত অথবা বাঙ্গালার কীর্ত্তনও ললিতকলার এই উচ্চ শিখরেই অধিষ্ঠিত। আমরা আরও মনে করি যে, বিশ্বের ললিতকলার উদ্যানে সমস্ত সুরভিকুসুমের মধ্যে এই ভারতীয় অর্থাৎ হিন্দুস্থানী সঙ্গীত এবং এই কীর্ত্তন বর্ণে ও সৌরভে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টির মধ্যে বিশেষ স্থান পাইবার উপযুক্ত। ভারত-জননী বিশ্ব-সভ্যতার ভাণ্ডারে এই দুই শ্রেষ্ঠ উপহার অর্পণ করিয়াছেন।

পূর্ব্বোক্ত পঞ্চপ্রকার কলাবিদ্যার মধ্যে সঙ্গীতই সর্ব্ব-পুরাতন ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাই সঙ্গীত-মহাজনেরা বলেন—

জপকোটীগুণং ধ্যানং ধ্যানকোটীগুণং লয়ঃ।
লয়কোটীগুণং গানং গানাৎ পরতরং নহি ॥

আমরা এখানে নৃত্য ও বাদ্যের কোন আলোচনা করিব না, শুধু সঙ্গীতের কথাই বলিব। কিন্তু তৎপূর্ব্বে তাহার সাতটি উপাদানের কথা উল্লেখ করিয়া রাখিতেছি। যথা—

(১) বিষয়, (২) রচনা, (৩) স্বর, সুর ও তাল, (৪) গীত-পদ্ধতি, (৫) গায়ক, (৬) বাদ্য ও বাদক, (৭) শ্রোতা।

এই সাতটি উপাদানের সামঞ্জস্যবিধানে সঙ্গীত সম্পূর্ণ হয়।

(৪) ভারতবর্ষীয় সঙ্গীত

অতঃপর হয়তো জিজ্ঞাসা জাগিবে যে, ভারতবর্ষীয় সঙ্গীতের মধ্যে বাঙ্গালার সঙ্গীতের স্থান কোথায়? উত্তরে বলিতে হয়, বাঙ্গালার সঙ্গীত ভারতবর্ষীয় সঙ্গীতেরই অন্যতম রূপ। এই দুই সঙ্গীতেরই উৎপত্তি এক, ধারা এক, প্রবাহ ও তরঙ্গ এক, এবং গন্তব্য স্থান এক। অর্থাৎ বাঙ্গালার সঙ্গীত ভারতবর্ষীয় সঙ্গীত-রস-প্রবাহেরই একটি শাখা মাত্র। তাই বাঙ্গালার সঙ্গীতের প্রকৃত রূপ-নির্ণয় করিতে হইলে ভারতবর্ষীয় সঙ্গীতের মূল স্বরূপের অনুসন্ধান করিতে হইবে। আমাদিগকে অনুসন্ধান করিতে হইবে তাহার তত্ত্ব, তাহার ইতিহাস, তাহার ক্রমবিকাশের পর্য্যায় ও পদ্ধতি এবং তাহার বর্ত্তমান অবস্থা-বৈচিত্র্য। এই পথে অগ্রসর হইতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে ভারতবর্ষীয় সঙ্গীতের ইতিহাসের আলোচনা করিতে হইবে। বলিয়া রাখা উচিত যে, পূর্ব্বাচার্য্যগণ ভারতবর্ষীয় সঙ্গীতকে হিন্দুস্থানী সঙ্গীত নামে অভিহিত করিয়াছেন।

(ক) ভারতীয় সঙ্গীতে হিন্দু যুগ

(খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দ ১৫০০—১২০০ শতাব্দী পর্য্যন্ত)

ভারতীয় সভ্যতা বেদমূলক। সুতরাং ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে, হিন্দুস্থানী সঙ্গীতও বেদ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে।

পূর্ব্বাচার্য্যগণের কেহ কেহ সামবেদকেই সঙ্গীতের আদি গ্রন্থ বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। বেদে বহুবিধ সঙ্গীত-যন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সমস্ত যন্ত্র সহযোগে অনেক ঋক্‌মন্ত্র গীত হইত। এইরূপ ঋক্‌মন্ত্রের সঙ্গে বহুশত নূতন সূক্তের সমবায়ে সামবেদ সঙ্কলিত হইয়াছিল। সামগানে সপ্ত স্বরই ব্যবহৃত হইত। মহাভারতে, রামায়ণে এবং পুরাণে সঙ্গীতের এমন অনেক কথা আছে, যাহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, বৈদিক যুগ হইতে পৌরাণিক যুগে সঙ্গীতের বিশেষরূপ প্রসার এবং বিকাশ সাধিত হইয়াছিল।

সঙ্গীত-শাস্ত্রের প্রথম সঙ্কলয়িতারূপে ভরতমুনির নাম উল্লেখ করিতে হয়। ভরতের নাট্যশাস্ত্রই বোধ হয়, সঙ্গীত-শাস্ত্রের আদি গ্রন্থ। কেহ কেহ বলেন, ভরতমুনি রসবিভাগেরও প্রবর্ত্তন করেন। তাঁহার মতে রস আটটি। যথা—আদি, বীর, করুণ, হাস্য, রৌদ্র, অদ্ভুত, ভয়ানক ও বীভৎস। পণ্ডিত-গণের মতে ভরতের নাট্যশাস্ত্র খ্রীষ্টীয় শতকের দুই শত বৎসর পূর্ব্বে সঙ্কলিত হইয়াছিল। ইহাতে সঙ্গীততত্ত্বের বিশেষরূপ বিশ্লেষণ পাওয়া যায়।

ইংরেজী ১৯১৯ সালে নিজাম রাজ্যের অন্তর্গত গাড়ওয়ালে নারদকৃত "সঙ্গীতমকরন্দ" নামাঙ্কিত একখানি পুথি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। পণ্ডিতগণের মতে এই গ্রন্থ খ্রীষ্টীয় সপ্তম হইতে একাদশ শতকের মধ্যে সঙ্কলিত হয়। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের বিবিধ তত্ত্ব ও তথ্যপূর্ণ এই গ্রন্থখানি প্রকাশ করিয়া বরোদার

মহারাজা বাহাদুর সঙ্গীতজ্ঞ মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

ইহার পর সংস্কৃত-সাহিত্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী গীতিকবি কবিরাজ গোস্বামী শ্রীজয়দেবের যুগ। কবি জয়দেব বাঙ্গালার সম্রাট্ লক্ষ্মণসেনের সভাকবি ছিলেন। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগে বীরভূমের কেন্দুবিল্ব গ্রামে তিনি আবির্ভূত হন। "সেক-শুভোদয়া" এবং "সংস্কৃত-ভক্তমাল" প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থ হইতে আমরা জানিতে পারি, একাধারে সুকবি, সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞ এবং সুগায়ক বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ শ্রীগীতগোবিন্দের নাম সারা ভারতে, এমন কি, ভারতের বাহিরেও সুপরিজ্ঞাত। কবির জীবদ্দশায় এবং তাঁহার তিরোধানের অব্যবহিত কালের মধ্যেই শ্রীগীতগোবিন্দের রসমাধুর্য্য ভারতের সহৃদয়-সমাজকে কিরূপ বিমুগ্ধ করিয়াছিল, শ্রীগীতগোবিন্দের টীকার এবং তাহার অনুকরণে রচিত বহু গ্রন্থের সংখ্যাধিক্যই তাহা প্রমাণিত করিবে। শ্রীগীত-গোবিন্দের প্রত্যেকটি গানে কবি নিজেই তাল ও রাগিণীর সন্নিবেশ করিয়াছিলেন। এবং আজ পর্য্যন্ত সেই মধুর-কোমল-কান্ত-পদাবলী সেই তালে সেই রাগিণীতেই গীত হইয়া আসিতেছে। মাত্র সংস্কৃত-সাহিত্যের ইতিহাসে নহে, হিন্দু-স্থানী-সঙ্গীতের ইতিহাসেও শ্রীগীতগোবিন্দের নাম চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

কবি জয়দেবের পরই আচার্য্য শার্ঙ্গদেবের নাম করিতে

হয়। তাঁহার "সঙ্গীতরত্নাকর" হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের তত্ত্ব ও তথ্যপূর্ণ একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ। পণ্ডিতগণের মতে তিনি খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। শার্ঙ্গদেবের পূর্ব্বপুরুষ কাশ্মীর দেশের অধিবাসী। তাঁহার পিতামহ দাক্ষিণাত্যে দৌলতাবাদে গিয়া বাস করেন। শার্ঙ্গদেব সঙ্গীতকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—

(১) মার্গ সঙ্গীত—অর্থাৎ প্রাচীন সঙ্গীত ;

(২) দেশী সঙ্গীত—অর্থাৎ প্রচলিত লোকসঙ্গীত।

পরবর্ত্তী কালে সঙ্গীতশাস্ত্রের সমস্ত লেখকই এই "সঙ্গীত-রত্নাকর"কে সঙ্গীত-সম্বন্ধীয় একখানি সম্পূর্ণ গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এই গ্রন্থে সুর, তাল, রাগ, রাগিণী, সঙ্গীত-রচনা, ছন্দ, বাদ্য ও নৃত্যবিষয়ক বহু তথ্য এবং পূর্ব্ববর্ত্তী সঙ্গীতাচার্য্যগণের মতামত বিশদরূপে সংগৃহীত হইয়াছে।

(খ) মুসলমান যুগ

(খ্রীঃ ১২০০—১৮০০ শতাব্দী)

ইহার পর মুসলমান আধিপত্যের যুগ। এই সময় হিন্দুস্থানী-সঙ্গীতের পূর্ব্বভিত্তির উপর বহু নূতন রাগ রাগিণীর সমাবেশে এই সঙ্গীতের বিশেষরূপ উন্নতি সাধিত হয়। এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, বাদশাহ

আকবরের সময় হিন্দুস্থানী-গান এক স্মরণীয় উৎকর্ষে রূপায়িত হইয়া উঠে। মুসলমান যুগে গোপাল নায়ক, বৈজু, হরিদাস স্বামী, গওসের আলি, তানসেন প্রভৃতি সঙ্গীত-মহাজনগণের সাহায্যে ভারতীয় সঙ্গীতে এক নব জাগরণ আসিল। হিন্দুদের হিন্দুস্থানী-সঙ্গীত যেন নবজীবন লাভ করিল। তাঁহাদের রচিত গীতাবলী আজিও রহিয়াছে। সেই সমস্ত গানের রাগ রাগিণী কত সুন্দর, কত মধুর, সঙ্গীতজ্ঞমাত্রেই তাহা অবগত আছেন। এই গানগুলি যাহাতে যথাযথভাবে সুরক্ষিত হয়, তদ্‌বিষয়ে আমাদের সর্ব্বপ্রযত্নে অবহিত হওয়া কর্ত্তব্য।

মুসলমান যুগে ভারতের উত্তর এবং দক্ষিণে দুইটি সঙ্গীতের ঘরের উদ্ভব ঘটে। উত্তরের ঘর হিন্দুস্থানী ঘর এবং দক্ষিণের ঘর কর্ণাটি ঘর নামে অভিহিত হয়। কিন্তু এই দুই ঘরেরই ভিত্তি এক। উভয় ঘরের মধ্যে সুস্পষ্ট সীমারেখানির্দ্দেশ সহজসাধ্য নহে।

হিন্দুস্থানী ঘরের রাগকে ছয়টি প্রধান ভাগে বিভক্ত করিয়া, তাহার প্রত্যেক ভাগকে পাঁচ, কি ছয় রাগিণীতে চিহ্নিত করা হইয়াছে। কিন্তু কর্ণাটকের ঘরে বাহাত্তরটি প্রধান রাগ রহিয়াছে এবং তাহা সাতটি সুরের বিভিন্ন অবস্থা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত দুইটি ঘর ভিন্ন মহারাষ্ট্রে এবং বাঙ্গালায় হিন্দুস্থানী-সঙ্গীতে আরও দুইটি ঘরের সৃষ্টি হইয়াছিল।

হিন্দুস্থানী-সঙ্গীত বাঙ্গালার ঘরে কেমন নূতন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, সে কথা আমি সাধ্যমত সংক্ষেপে পরে নিবেদন করিব।

(গ) ইংরেজ আমল

(১৮০০ শতাব্দী—বর্ত্তমান)

এইবার ইংরেজ আমলের কথা। ইংরেজ আধিপত্যে সেই হিন্দুস্থানী-সঙ্গীতই পূর্ব্ববৎ চলিতে লাগিল। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে উইলার্ড নামক একজন ইংরেজ হিন্দুস্থানী-সঙ্গীতের একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিলেন। তিনি নিজেও হিন্দুস্থানী-সঙ্গীতে অভিজ্ঞ ছিলেন। লেখক এই গ্রন্থে বিশেষরূপ অনুসন্ধান ও পরিশ্রমে হিন্দুস্থানী-সঙ্গীতের প্রায় যাবতীয় তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থে মিশর ও গ্রীসের সঙ্গীতের সহিত হিন্দুস্থানী-সঙ্গীতের তুলনামূলক আলোচনা এবং গানের তাল ও মান নির্ণয় করা হইয়াছে। ইহাতে অনেক সঙ্গীত সংগ্রহ এবং প্রত্যেকটি সঙ্গীতের স্বরূপ নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে। এই গ্রন্থে বিশিষ্ট গায়কদের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে এবং গ্রন্থের শেষে সঙ্গীত-পরিভাষার নির্ঘণ্ট প্রদত্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থের বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় এই যে, ইহা বিশিষ্ট গায়কদের মতামত অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছিল।

এই দিক্ দিয়া বাঙ্গালীর কৃতিত্বও বড় কম নহে। বরং ভারতীয়গণের মধ্যে বাঙ্গালীকে এই বিষয়ে পথপ্রদর্শক বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা ৺রাধা-মোহন সেন, ৺ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, রাজা ৺শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, ৺কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সঙ্গীতবিশেষজ্ঞ কৃতী বাঙ্গালীর নাম করিতে পারি। হিন্দুস্থানী-সঙ্গীতের ইতিহাসে ৺রাধামোহন, আচার্য্য ক্ষেত্রমোহন ও শৌরীন্দ্রমোহনের দান বড় কম নহে।

বাঙ্গালা ১২২৫ সাল (১৮১৮ খ্রীঃ) ২৫এ আষাঢ় রাধা-মোহন সেন মহাশয় 'সঙ্গীত-তরঙ্গ' নাম দিয়া একখানি সঙ্গীতের গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে এক শত তেইশটি সঙ্গীত মুদ্রিত হইয়াছে। সেন মহাশয় প্রাচীন শাস্ত্রাদি হইতে সঙ্গীতের উৎপত্তি, বিভিন্ন রাগরাগিণীর বিবরণ, তোগলক বাদশার সভায় গোপাল গায়ক ও আমীর খসরুর সঙ্গীত-দ্বন্দ্বের কাহিনী, আমীর খসরু ও সুলতান হোসেন শাহের কৃত রাগ ও তালের বৃত্তান্ত, গায়কের দোষ গুণ প্রভৃতি বহুবিধ বিষয় সংগ্রহপূর্ব্বক প্রকাশ করিয়াছেন। সংগৃহীত সঙ্গীত ভিন্ন গ্রন্থখানির অপর অংশ পয়ারাদি ছন্দে রচিত। ১২৫৬ সালে এই গ্রন্থ দ্বিতীয় বার প্রকাশিত হয়। সুপ্রসিদ্ধ 'বঙ্গবাসী' সংবাদপত্র কার্য্যালয় হইতে বহু প্রাচীন মূল্যবান্ গ্রন্থের মত পরে "সঙ্গীত-তরঙ্গ" গ্রন্থখানিও প্রকাশিত হইয়াছে।

ইংরেজী ১৮৬৮ সালে ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয় রাজা শৌরীন্দ্রমোহনের সহায়তায় 'সঙ্গীতসার' নামক একখানি মূল্যবান্ গ্রন্থ প্রকাশ করেন। পরে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে গোস্বামী মহাশয়ের দ্বিতীয় গ্রন্থ 'সঙ্গীত-সারসংগ্রহ' প্রকাশিত হয়।

ইংরেজী ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ৺কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 'গীতসূত্রসার' গ্রন্থখানি প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থে সঙ্গীতের ভিত্তি এবং তত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষরূপ আলোচনা আছে। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রন্থের শেষ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

'গীতসূত্রসার' প্রকাশের অব্যবহিত পরে অনুমান ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে বিষ্ণুপুরের সঙ্গীতাচার্য্য ৺রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 'সঙ্গীতমঞ্জরী' নাম দিয়া একখানি মূল্যবান্ সঙ্কলন-গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে বিশুদ্ধ স্বরলিপি এবং তাল, বাঁট প্রভৃতি সহ পূর্ব্বাচার্য্যগণের রচিত ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা ও ঠুংরী প্রায় তিন শত প্রসিদ্ধ সঙ্গীত প্রকাশপূর্ব্বক বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সঙ্গীতজ্ঞগণকে এক অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

ইহার পরই আমরা বর্ত্তমান বঙ্গের সুবিখ্যাত সঙ্গীতনায়ক শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 'সঙ্গীতচন্দ্রিকা' গ্রন্থের নাম করিতে পারি। এই প্রতিভাবান্ গায়ক বাল্যে ও যৌবনে তাঁহার সঙ্গীতবিশেষজ্ঞ পিতৃদেব ৺অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট সঙ্গীতশিক্ষার সুযোগ লাভ

করিয়াছিলেন। পরিণত বয়সে পিতৃগৌরবের সুযোগ্য অধিকারিরূপে, আজ সমগ্র ভারতে গুণিগণসমাজে তাঁহার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইংরেজী ১৯০৯ সালে ইঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'সঙ্গীতচন্দ্রিকা' প্রকাশিত হয়। প্রাচীন আচার্য্যগণপ্রণীত গীতাবলী যাহাতে বিলুপ্ত না হয়, তজ্জন্য তিনি স্বীয় গ্রন্থে বহু অনর্ঘ্য সঙ্গীতের স্বরলিপি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, ইতিমধ্যেই গ্রন্থখানি দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। এই গ্রন্থ পুনঃ প্রকাশিত হইলে সঙ্গীতজ্ঞ-গণের মহদুপকার সাধিত হইবে। হিন্দুস্থানী-সঙ্গীতের ইতিহাসে পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডের নামও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহারই উদ্যোগে বরোদা, দিল্লী, কাশী ও লক্ষ্ণৌয়ে নিখিল-ভারত সঙ্গীত-সম্মেলনের অধিবেশন হইয়াছিল। এই কয়টি অধিবেশনেই সমগ্র ভারতবর্ষের বিশিষ্ট গায়কবৃন্দ উপস্থিত হইয়াছিলেন। হিন্দুস্থানী-সঙ্গীতে তাঁহার বিশেষ দান এই যে, তিনি সারা ভারতবর্ষ হইতে সমস্ত রাগ, রাগিণী আলাপের সহিত অনেক প্রসিদ্ধ গান সংগ্রহপূর্ব্বক কয়েক খণ্ড পুস্তকে প্রকাশিত করিয়াছেন। ভাতখণ্ডের গ্রন্থরাজির মধ্যে হিন্দুস্থানী-সঙ্গীতপদ্ধতি এবং ক্রমিক পুস্তক বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ভারতবর্ষীয় সঙ্গীতের এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস হইতে ইহা বুঝিতে পারা যায় যে, ভারতের সঙ্গীত প্রধানতঃ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা—

(১) হিন্দুস্থানী সঙ্গীত—পাঞ্জাব হইতে পাটনা পর্য্যন্ত ইহার প্রসার।

(২) মহারাষ্ট্রীয় সঙ্গীত—ভারতের পশ্চিম অঞ্চলে ইহা প্রচলিত।

(৩) কর্ণাটী সঙ্গীত—ভারতের দক্ষিণে ইহার স্থান।

(৪) বাঙ্গালা সঙ্গীত—বাঙ্গালার এবং বাঙ্গালার বাহিরে বহু স্থানে ইহার প্রচলন রহিয়াছে।

(৫) ভারতবর্ষীয় গানের প্রকার ও রীতি

হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে তিন প্রকার রীতির গানই প্রধান যথা—(১) ধ্রুপদ, (২) খেয়াল, (৩) টপ্পা।

ঠুংরী, গজল, খেমটা প্রভৃতি টপ্পার অন্তর্গত।

(১) ধ্রুপদ

উপরোক্ত তিন প্রকার রীতির গানের মধ্যে ধ্রুপদ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। গদ্য ও পদ্য, উভয় ছন্দেই ধ্রুপদ রচিত হয়। ইহাতে সুরের গাম্ভীর্য্য বিশেষরূপে রক্ষিত হইয়া থাকে। ধ্রুপদের গতি প্রায়ই ধীর ; গতির প্রকৃতি অনুসারে এই গান ভগবৎসাধনার বিশেষ উপযোগী। ইহা কীর্ত্তনের গড়েরহাটী গানের সর্ব্বলক্ষণযুক্ত। মৃদঙ্গে যে সকল তালের

ব্যবহার রহিয়াছে অর্থাৎ চৌতাল, ধামার, আড়াচৌতাল, রূপক, সুরফাঁকতাল, ঝাঁপতাল, সওয়ারী, ব্রহ্মতাল, ঢিমা তেতাল,—ইহার সব কয়টি ধ্রুপদে ব্যবহৃত হয়। অধিকন্তু গড়েরহাটী কীর্ত্তনে আরও কতকগুলি নূতন তাল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গড়েরহাটী কীর্ত্তনে তালের সংখ্যা ১০৮। গড়েরহাটী কীর্ত্তনের রূপ ও লক্ষণ 'সঙ্গীতরত্নাকর', 'সঙ্গীত-দামোদর' ও অন্য কয়েকটি গ্রন্থে বিশদরূপে বর্ণিত ছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ ঐ সমস্ত গ্রন্থ আজিও প্রকাশিত হয় নাই। এ বিষয়ে কেহ কোন চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়াও মনে হয় না। অনুসন্ধান করিলে 'সঙ্গীতদামোদর' গ্রন্থখানি এখনও পাওয়া যাইতে পারে। সাহিত্যসেবিগণকে এদিকে অবহিত হইতে অনুরোধ করিতেছি।

ধ্রুপদের রচনা বিস্তৃত এবং ইহা চারি অংশে বা কলিতে বিভক্ত। ঐ কলিকে হিন্দুস্থানী গায়কেরা তুক বলেন। যে গানের প্রত্যেক তুক উক্ত কোন তালের চারি ফেরের কমে সম্পন্ন হয় না, তাহাকেই ধ্রুপদ বলে। ধ্রুপদের চারিটি রীতি প্রচলিত ছিল। যথা—গওহাড়বাণী, নওহাড়বাণী, ডাগরবাণী ও খাণ্ডারবাণী। ইহা হিন্দী শব্দ—ইহাদের অর্থ প্রকাশ নাই। কেহ কেহ বলেন যে, গৌড়ীয় হইতে গওহাড় হইয়াছে। সেই জন্যই কি তবে বাঙ্গালার গড়েরহাটী কীর্ত্তনের সহিত ইহার এত সাদৃশ্য রহিয়াছে?

অনেকে বলেন যে, গওহাড়বাণী ধ্রুপদই এখন প্রচলিত।

(২) খেয়াল

খেয়ালের রচনা ধ্রুপদাপেক্ষা সংক্ষেপ। এই জন্য ইহার প্রত্যেক ভাগ তালের চারি ফেরের কমেও নিষ্পন্ন হয়। অবশ্য তালের চারি ফেরে প্রত্যেক কলি সম্পন্ন হইলে খেয়ালও বিস্তৃত হইয়া ধ্রুপদের রূপ ধারণ করে। কিন্তু তালে তাহার প্রভেদ হয়। কাওয়ালী, আড়া, মধ্যমান, একতালা, তেওট ও যৎ—এই সকল তালে খেয়াল গীত হয়।

এই সব তালই শ্লথ হইয়া ধ্রুপদে নামান্তর গ্রহণ করিয়াছে। যেমন যৎ শ্লথ হইয়া ধ্রুপদে ধামার ও তেওড়া হইয়াছে। তেওট শ্লথ হইয়া রূপকে আড়া চৌতাল হইয়াছে। কাওয়ালী শ্লথ হইয়া ঢিমা তেতালা হইয়াছে। অথবা ধামার দ্রুত হইয়া খেয়ালে যৎ হইয়াছে, কিম্বা রূপক ও আড়া দ্রুত হইয়া তেওট হইয়াছে, এরূপও বলা যাইতে পারে। যাহা হউক, তালের ছন্দ বিষয়ে খেয়াল ও ধ্রুপদ একরূপ হইলেও এ দুইয়ের এক বিশেষ পার্থক্য দৃষ্ট হয়—খেয়ালের তান গিট্‌কারীতে এবং ধ্রুপদের গমকে। ধ্রুপদে যে গমক ব্যবহৃত হয়, তাহা খেয়ালে হয় না, আবার খেয়ালে যে তান গিট্‌কারী আছে, তাহা ধ্রুপদে নাই। ইহাতেই উহাদের প্রকৃতির বিভিন্নতা নিরূপিত হইতে পারে। ধ্রুপদের ন্যায় খেয়ালও ভগবদ্‌বিষয়ক গানের উপযোগী। ইহা কীর্ত্তনে মনোহরসাহী গানের সর্ব্বলক্ষণান্বিত। খেয়ালে যে সকল তাল ব্যবহৃত হয়, এই পদ্ধতির কীর্ত্তনেও সেই সেই তালের ব্যবহার দেখিতে পাই।

(৩) টপ্পা

ধ্রুপদ ও খেয়াল হইতে সংক্ষিপ্ততর গানকে টপ্পা বলে। ইহার কেবল দুই তুক—আস্থায়ী ও অন্তরা। টপ্পা গান খুব প্রাচীন নয়। প্রকৃতি-সংক্ষেপ জন্য টপ্পায় ভৈরবী, কলিঙ্গড়া, খাম্বাজ, সিন্ধু, কাফী, ঝিঁঝোটি, পিলু, বাঁরোয়া, মাঝ ও লুম —এই কয়টি অর্ব্বাচীন রাগরাগিণী ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাদের প্রকৃতি ক্ষুদ্র ও বিস্তার অল্প। ইহা কীর্ত্তনের রেণেটী গানের লক্ষণযুক্ত। তালেও ইহাদের মধ্যে বিশেষরূপ ঐক্য দৃষ্ট হয়। রেণেটীর মত এই পদ্ধতির শুদ্ধ গান লুপ্ত হইয়াছে।

(৬) ভারতবর্ষের সঙ্গীতের বিশেষত্ব

ভারতবর্ষের সঙ্গীতকে প্রধানতঃ নয়টি লক্ষণে চিহ্নিত করিতে পারি।

(১) প্রাচীনত্ব

ভারতবর্ষের সঙ্গীত বেদ হইতে উদ্ভূত। সুতরাং ইহাও বেদের মতই প্রাচীন। ভারতবর্ষীয় সঙ্গীতই পৃথিবীর মধ্যে প্রাচীনতম সঙ্গীত।

(২) স্বর-সমীক্ষা

হিন্দুস্থানী-সঙ্গীতে স্বরবিন্যাসের বিশেষ স্বাতন্ত্র্য আছে। এই সঙ্গীতে একই সময়ে একটি স্বরের অভিব্যক্তি হয়।

একটি স্বর লইয়াই গান বিকশিত হয়। অন্য স্বরের সহিত কখনও মিশ্রণ ঘটে না। ইহাকে স্বরের একত্ব পদ্ধতি বলা যাইতে পারে। ইংরেজীতে ইহার নাম 'মেলডি'। পাশ্চাত্য-সঙ্গীতে স্বরবিন্যাস কিন্তু একেবারে অন্যরূপ। তাহাতে স্বরের সংমিশ্রণ করা হয়। একাধিক স্বর লইয়াই তাহাদের গান ফুটিয়া উঠে। এই স্বর-মিশ্রণ-পদ্ধতির ইংরেজী নাম 'হার্‌মনি'।

(৩) রাগ-রাগিণী

প্রাচীন সঙ্গীতকারগণ কল্পনাবলে রাগ রাগিণীর এক বৃহৎ পরিবারের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। স্বরের সৌন্দর্য্য হৃদয়ঙ্গমপূর্ব্বক সঙ্গীতশাস্ত্র রচনা তাঁহাদের এক অবিনশ্বর । যে সকল স্বর মধুর, যে সকল স্বরের সমাহারে মাধুর্য্য বৃদ্ধি পায়, সেই সকল স্বরের একত্র সন্নিবেশে তাঁহারা নানা রাগ রাগিণী সৃষ্টি করিয়াছেন। আবার রাগ রাগিণীরও পুরুষ রমণী ভেদ নির্ণয় এবং সন্তান সন্ততি কল্পনা তাঁহাদের সমুজ্জ্বল রসানুভূতি ও সুমহান্ গীতি-প্রতিভারই পরিচায়ক।

(৪) আলাপ

রাগের বিশেষত্বই আলাপ। গানের পদ পরিত্যাগপূর্ব্বক তাহার স্বরসমূহকে আস্থায়ী অন্তরা ক্রমে গানের ধরণে প্রকাশ করার নাম আলাপ। আলাপের রীতি তিন প্রকার,—বিলম্বিত, মধ্য ও দ্রুত। গানে যেমন ভিন্ন ভিন্ন কলিতে

বিভিন্ন স্বরবিন্যাস থাকে, আলাপেও সেইরূপ। সঙ্গীতে যাঁহার বিশেষরূপ ব্যুৎপত্তি আছে, তিনিই শুধু বিশুদ্ধভাবে আলাপ করিতে পারেন। শুনিতে পাই, প্রাচীন কালে হিন্দু সঙ্গীতাচার্য্যগণ "তেনেরি, নানা" প্রভৃতি অর্থহীন শব্দে আলাপ করিতেন না। আলাপে "ওঁ হরি ওঁ" এই কয়েকটি শব্দেরই পুনরাবৃত্তি চলিত।

(৫) স্বরলিপি

প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে স্বরলিপির বিশেষ প্রচলন ছিল বলিয়া মনে হয় না। সাধারণতঃ গুরুমুখে শুনিয়া গান শিক্ষা করার রীতি ছিল। শার্ঙ্গদেব এবং সোমনাথের গ্রন্থ হইতে এক রকম স্বরলিপির সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু মনে হয়, ইহার সেরূপ ব্যবহার ছিল না, এবং ইহার তেমন উৎকর্ষও হয় নাই। অনুমিত হয়, স্বরলিপিতে ভারতবর্ষীয় সঙ্গীতের সম্পূর্ণ প্রকাশ অসম্ভব।

স্মৃতির সহায়তায় এবং সঙ্গীত সংরক্ষণে স্বরলিপির প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ইহা নিশ্চিত যে, স্বরলিপির অভাবে অনেক প্রসিদ্ধ হিন্দুস্থানী-সঙ্গীত বিলুপ্ত হইয়াছে। সুখের বিষয়, কিছু দিন হইতে স্বরলিপি প্রবর্ত্তনে অনেকেরই বিশেষ প্রয়াস পরিলক্ষিত হইতেছে।

(৬) সঙ্গীত-পদ্ধতি

হিন্দুস্থানী-সঙ্গীত আয়তনে অতি সংক্ষিপ্ত। পুনরাবৃত্তিতে তাহাকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বড় করা হয়। গানের সম্পূর্ণ

কলিটি একবারের বেশী গীত হয় না। কিন্তু পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি ও আলাপ-সংযোগে কলি ও তাল ঘোরানো ফিরানোতে গানটি বিস্তৃত হইয়া উঠে। সর্ব্বশেষে আবার প্রথম কলিতে পৌঁছাইতে হয়।

(৭) সময়োচিত রূপ

দিন রজনীর ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন ঋতুতে ভিন্ন ভিন্ন গান গাহিবার পদ্ধতি ভারতবর্ষীয় সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য। হিন্দুস্থানী-সঙ্গীতে শার্ঙ্গদেবের পূর্ব্ব হইতেই এই রীতি প্রচলিত ছিল। পূর্ব্বাচার্য্যগণের মত আধুনিক আচার্য্যগণও এই রীতির সম্মান করিয়া থাকেন।

(৮) ভাব-মাধুর্য্য

ভারতবর্ষীয় সঙ্গীত ভাব-প্রধান। গায়ক যে ভাব-মাধুর্য্য নিজে অনুভব করেন, তাহাই গীতে ফুটাইয়া তোলেন এবং সেই অনুভূতিতে শ্রোতাকে অনুরঞ্জিত করেন। কিন্তু পাশ্চাত্য-সঙ্গীতে বাহ্য রূপই বিশেষ লক্ষ্যের বস্তু হয়। সঙ্গীতে কেমন করিয়া গানের বাহিরের রূপ পূর্ণমাত্রায় প্রকটিত হইবে, তৎপ্রতিই গায়কের বিশেষ দৃষ্টি থাকে।

(৯) শ্রোতার অনুভূতি

ভারতীয় সঙ্গীতে গায়ক এবং শ্রোতার মধ্যে গীতিমাধুর্য্যের আদান-প্রদান চলে। শ্রোতারা তাই গায়কের সহিত এক

আসনে উপবেশন করেন। তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে ভাব-প্রবাহের গতাগতি সহজ হইয়া উঠে। কিন্তু পাশ্চাত্য-সঙ্গীতে এই আদান-প্রদানের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয় না। শ্রোতারা পৃথক্ আসনে এবং দূরে সমালোচকের মত বসিয়া থাকেন। আমাদের মনে হয়, তাহাতে গায়ক এবং শ্রোতার মধ্যে ভাবের আদান প্রদান ততটা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না।

(৭) বাংলার নিজস্ব গান

বাঙ্গালার গান, বাঙ্গালীর গান—কীর্ত্তন। রাগরাগিণীযুক্ত ধ্রুপদ খেয়াল টপ্পা ও ঠুংরী বাঙ্গালার গান নহে। বাঙ্গালী উহা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করে নাই। তাই বাঙ্গালী অন্যান্য ভারতীয়ের মত উহার উন্নতি সাধনে সচেষ্ট হয় নাই। বাঙ্গালার নিজস্ব গান, জাতীয় গান—কীর্ত্তন। বাঙ্গালী বহুকাল হইতে হিন্দুস্থানী-গানের তত্ত্ব ও পদ্ধতি অবলম্বনে এই কীর্ত্তনের অনুশীলন করিয়া আসিতেছে। স্মরণাতীত কাল হইতে বাঙ্গালার প্রান্তরে, কান্তারে বাঙ্গালার আকাশে বাতাসে, বাঙ্গালার গ্রামে গ্রামে, গৃহে গৃহে, বাঙ্গালীর প্রাণে প্রাণে, যে সুর ঝঙ্কৃত হইতেছিল, তাহা লইয়াই বাঙ্গালী প্রথম কীর্ত্তন গানের সৃষ্টি করে। পরে ক্রমে ক্রমে বাঙ্গালার বাহির হইতেও অনেক নূতন নূতন সুর আসিয়া উহাতে প্রবিষ্ট হইয়াছে। ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা ও ঠুংরী হইতেও অনেক রাগরাগিণী, তাল

মান, বাঙ্গালী কীর্ত্তনে গ্রহণ করিয়াছে। ভারতের অন্যান্য দেশের মত বাঙ্গালায় সঙ্কীর্ণতা তত প্রবল ছিল না। বাঙ্গালার সঙ্গীতাচার্য্যগণ অধিক পরিমাণে স্বাধীন মনোবৃত্তিসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহারা নূতন রাগরাগিণী, নূতন সুর সৃষ্টি করিতে জানিতেন এবং তাহা হিন্দুস্থানী-সঙ্গীতে সংযুক্ত করিতে পারিতেন। এই হিন্দুস্থানী-সঙ্গীত বাঙ্গালায় এক নূতন রূপ ধারণ করে। হিন্দুস্থানী-সঙ্গীতের সেই ক্রম-পরিবর্ত্তিত রূপই বাঙ্গালার কীর্ত্তন। সুর ও তালের দিক্ হইতে মূলতঃ এইরূপ সামঞ্জস্য থাকিলেও কথা ও সুরে বাঙ্গালার কীর্ত্তনে বাঙ্গালীর যে নিজস্বতা আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছে, কীর্ত্তনের তাহাই সর্ব্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য।

৮) পদাবলীর সঙ্গীত

পদাবলীর সঙ্গীত কীর্ত্তন। এই কীর্ত্তনে গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমের ন্যায় বাঙ্গালার গীতি-কবিতার ধারা এবং সঙ্গীতের ধারা একত্র মিলিয়া এক মধুর রসপ্রবাহের সৃষ্টি করিয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কীর্ত্তন বলিতে এখন বাঙ্গালার এক বিশেষ সঙ্গীত বুঝায়। সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া সমকণ্ঠে এবং শ্রীখোল করতালের সহিত সুমেল করিয়া বিশেষ সুরে এবং তালে মহাজন-পদাবলী গান করাকে কীর্ত্তন বলে। এই কীর্ত্তন আস্বাদন করিতে হয়।

'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'-কার বলিয়াছেন—

"বহিরঙ্গ সনে নাম সংকীর্ত্তন।
অন্তরঙ্গ সনে রস আস্বাদন॥"

শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলিতেছেন—

"শ্রীকৃষ্ণের লীলা গান করিবেন আস্বাদন
পূরিবে সবার অভিলাষ।"

কীর্ত্তনে হৃদয় নির্ম্মল এবং অন্তঃকরণ পবিত্র হয়। কীর্ত্তন গণ-সংযোগের অন্যতম সেতু এবং জন-সৌখ্যের অনাবিল হেতু।

আমরা স্বর্গগত দেশবন্ধুর মুখে নানা দেশের আচার-ব্যবহার এবং নানা ধর্ম্মের প্রচার-পদ্ধতির কথা শুনিয়াছি। তাঁহার সঙ্গে এবং পরে আমরা পৃথক্ ভাবে নানা দেশ বিদেশে ঘুরিয়াছি, যথাসাধ্য অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি লইয়া দেশকে এবং দেশবাসীকে দেখিয়াছি। কিন্তু কীর্ত্তনের মত অধ্যাত্ম-সাধনার এবং জাতিগঠনের উপায়স্বরূপ এমন সুন্দর ও মনোহারী প্রচার-পদ্ধতি আমরা দেখি নাই বা শুনি নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। কীর্ত্তনের মত মানব-সম্মেলনের এমন নির্দ্দোষ, এমন উদার, এমন পবিত্র ভূমি, এমন ফলপ্রদ নির্ভুল পদ্ধতি আর কোন জাতি কল্পনা করিতে পারিয়াছে কি না, জানি না।

নাম-কীর্ত্তনে কাঞ্চনকৌলীন্য নাই, জাতিভেদ নাই, পণ্ডিত-মূর্খের বিচার নাই; বালক, প্রৌঢ়, যুবক, বৃদ্ধ, সকলেই সমান

অধিকারে আসিয়া তাহাতে যোগ দিতে পারে। বহু পল্লী-বৃদ্ধের মুখে শুনিয়াছি, সে কালে বৈশাখ মাসের প্রতি সন্ধ্যায়, অথবা সঙ্কল্পিত অহোরাত্র, চব্বিশপ্রহর বা নবরাত্রের প্রতি দিনান্তে বা ধুলোটের দিনে "নগর-কীর্ত্তন" গ্রাম বা নগর প্রদক্ষিণ করিত। তখন শুদ্ধান্তঃপুরের অসূর্য্যম্পশ্যা কুল-বধূও গবাক্ষপথে, অলিন্দ হইতে, অথবা বহির্দ্বারে আসিয়া সেই কীর্ত্তনমণ্ডলীর উদ্দেশে প্রণতি জানাইত। লীলা-কীর্ত্তনেও নরনারী-নির্ব্বিশেষে সকলে মিলিয়া শ্রোতৃরূপে যোগ দিতে পারে। আজিকার দিনে নাম-কীর্ত্তনের বহুল প্রচলনের প্রয়োজন আমরা অতি তীব্রভাবে অনুভব করিতেছি এবং লীলা-কীর্ত্তনের প্রাচীন ধারার সংরক্ষণ ও প্রচারের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতেছি। দেশের প্রত্যেক সাহিত্য-প্রতিষ্ঠান এবং দুইটি বিশ্ববিদ্যালয়ের এ বিষয়ে বিশেষ কর্ত্তব্য রহিয়াছে। দীর্ঘসূত্রী বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 'চণ্ডীদাস-পদাবলী'র প্রথম খণ্ড প্রকাশের পর আজ কয়েক বৎসর ধরিয়াই বিশ্রাম করিতেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধারগণ বৈষ্ণব-সাহিত্যের এক ভগ্নাংশ উচ্চশ্রেণীর নামমাত্র পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট রাখিয়া কর্ত্তব্য শেষ করিয়াছেন। 'উজ্জ্বলনীলমণি' অথবা 'ষট্ সন্দর্ভ' তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না, বৈষ্ণব চরিতগ্রন্থ, দর্শন, অলঙ্কার এবং পদাবলী মিলিত-রূপে উচ্চশ্রেণীর ছাত্রের উপাধি-পরীক্ষার পাঠ্যরূপে গৃহীত হয় না।

এই সমস্ত গ্রন্থের আলোচনা ভিন্ন নাম-কীর্ত্তন বা লীলা-কীর্ত্তনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইতে পারে না। এই আত্মাবমাননা, এই চিত্তদৈন্য কোন জাতির পক্ষেই মঙ্গলকর হয় নাই। বাঙ্গালীর সাবধান হইবার সময় আসিয়াছে।

(৯) কীর্ত্তনের উৎপত্তি ও বিকাশ

পদাবলী যেমন, কীর্ত্তনও তেমনই; শ্রীমন্মহাপ্রভুর পূর্ব্ব হইতেই বাঙ্গালা দেশে কীর্ত্তনের প্রচলন ছিল। স্বর্গগত আচার্য্য মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদের আবিষ্কৃত 'বৌদ্ধগান ও দোঁহা' হইতে প্রমাণিত হয় যে, বাঙ্গালা গান হাজার বৎসরেরও পুরাতন। লুইপাদ, নাড় পণ্ডিত প্রভৃতি বৌদ্ধাচার্য্যগণের পদ প্রাচীন কীর্ত্তনের রীতিতেই বিরচিত, এবং বাঙ্গালী ভিক্ষু-ভিক্ষুণীরা সে পদ পল্লীতে পল্লীতে গান করিয়া বেড়াইত। শ্রীজয়দেব, বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাসের পদাবলী এক দিনেই গড়িয়া উঠে নাই। সেই পদাবলীর ছন্দ এবং ঝঙ্কার শুনিলেই বুঝা যায় যে, তাহা গীত হইত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কবি জয়দেব নিজেই তাঁহার গানে সুর এবং তাল সংযোজিত করিয়াছিলেন। বহু প্রাচীন হস্ত-লিখিত পুথিতে এবং মুদ্রিত গ্রন্থে এই গীতাবলীর সুর তাল লিখিত আছে। এই সমস্ত সুর ও তাল হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলামাধুর্য্যপূর্ণ

রসভাববিশুদ্ধ জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতির পদাবলী যে শাস্ত্রসম্মত সুরতালযুক্ত ছিল, সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণিত থাকিলেও রসাভাসদোষযুক্ত কোন গ্রন্থ বা শ্লোক বা গান রসতত্ত্ববেত্তা সুপণ্ডিত শ্রীপাদ স্বরূপদামোদর অনুমোদন করিতেন না। এবং শ্রীপাদ স্বরূপ অনুমোদন না করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহা পাঠের ও শ্রবণের অযোগ্য বলিয়াই মনে করিতেন। শ্রীপাদ রূপসনাতন প্রভৃতি রসিক ভাবুক কবি পণ্ডিতাগ্রণী গৌরভক্তগণ সকলেই স্বরূপের এই মর্য্যাদার প্রতি সমান শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন। শ্রীপাদ স্বরূপ ও রায় রামানন্দের সঙ্গে শ্রীমহাপ্রভুর আস্বাদনীয় গ্রন্থ ও পদাবলী সম্বন্ধে কবিরাজ গোস্বামীর উক্তি এইরূপ—

"চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটক গীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রি দিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ॥"

শ্রীমহাপ্রভুর পূর্ব্বে বাঙ্গালায় কীর্ত্তন ছিল, তবে তাহার তেমন প্রচার ছিল না, তাহা প্রণালীবদ্ধ ছিল না। কীর্ত্তন যে ছিল, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে'ই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা—

"হেন মতে প্রভুর হৈল অবতার।
আগে হরিসংকীর্ত্তন করিয়া প্রচার॥"

কীর্ত্তন ছিল, কিন্তু ব্রাহ্মণ চণ্ডালে মিলিয়া সাধনার অবলম্বন-রূপ নাম-কীর্ত্তনের রীতি ছিল না। লীলা-কীর্ত্তনকে কেহ উপাসনার অঙ্গ বলিয়া মনে করিত না। শ্রীমহাপ্রভুই ইহার প্রথম প্রবর্ত্তক। তাই কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

"সংকীর্ত্তনপ্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।"

শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলিতেছেন—

"শিষ্যগণ বলেন কেমন সংকীর্ত্তন।
আপনে শিখায় প্রভু শচীর নন্দন॥
হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥
দিশা শিখায়েন প্রভু হাতে তালি দিয়া।
আপনি কীর্ত্তন করে শিষ্যগণ লইয়া॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবাসের গৃহে সপারিষদ নাম-কীর্ত্তন করিতেন। কীর্ত্তনবিরোধিগণ নবদ্বীপের কাজির নিকট মহাপ্রভুর কীর্ত্তনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলেন। তাহাতে নবদ্বীপের কাজি খোল ভাঙ্গিয়া কীর্ত্তন করা নিষেধ করিয়া দিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু সেই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিয়া ভক্তগণসহ প্রকাশ্য রাজপথে কীর্ত্তন করিতে করিতে চলিলেন। সমগ্র নবদ্বীপবাসী খোল করতাল লইয়া ঐ কীর্ত্তনে যোগদান করিলেন। সেই কীর্ত্তনরোল সমগ্র বঙ্গদেশে ছড়াইয়া পড়িল। বাঙ্গালী 'সংকীর্ত্তনৈকপিতরং' বলিয়া মহাপ্রভুর বন্দনা করিল।

মুকুন্দ, বাসু ঘোষ, ছোট হরিদাস, স্বরূপ, রামানন্দ প্রভৃতি কীর্ত্তনে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। এই কীর্ত্তন শুনিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু অপার আনন্দ পাইতেন। নরহরি সরকার ঠাকুর, বাসুদেব ঘোষ প্রভৃতি যাঁহারা স্বচক্ষে ইহা দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা গৌরচন্দ্রিকায় ও অপরাপর পদে তাহা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এই কীর্ত্তনে বাঙ্গালার প্রাণ গলিয়া গেল এবং শীঘ্রই ইহা ভক্তগণের সাধন-ভজনের একটি প্রধান অঙ্গ হইয়া উঠিল। বাঙ্গালার ঘরে ঘরে, মন্দিরে মন্দিরে, পথে ঘাটে, সর্ব্বত্র এই কীর্ত্তন-ধ্বনি এক অপূর্ব্ব উন্মাদনাময় প্রতিধ্বনি তুলিল। সে উন্মাদনা আজিও একেবারে অন্তর্হিত হয় নাই, সে প্রতিধ্বনির রেশ আজিও নিঃশেষে মিলাইয়া যায় নাই।

(১০) লীলা-কীর্ত্তন

কীর্ত্তনীয়াগণ মহাজন-পদাবলী অবলম্বনে শ্রীরাধা-গোবিন্দের বিবিধ লীলা পালায় গাঁথিয়া যে গান করেন, তাহাকেই লীলা-কীর্ত্তন বলে। শ্রীরাধাগোবিন্দের লীলারসের একটি রূপ আছে। ইহার গানেরও একটি বিশেষ ধারা আছে। রসের ক্রমপর্য্যায় আছে এবং ধারারও বিশেষ বিশেষ ভঙ্গি আছে।

বিভিন্ন মহাজনের ভিন্ন ভিন্ন রসের পদ একটির পর একটি

সাজাইয়া কীর্ত্তনীয়াগণ এক অপূর্ব্ব মাল্য রচনা করেন। ইহাকে পালা-গান বলে। কীর্ত্তন-গানে প্রায় শতাধিক পর্য্যায় আছে। এক একটি পর্য্যায়ে এরূপ পালার সংখ্যা নিতান্ত কম হইবে না। এইরূপ পালা সাজাইতে ভক্তি-সিদ্ধান্ত-জ্ঞান, কাব্যপ্রতিভা এবং রসানুভূতির বিশেষ প্রয়োজন। ইহার অভাবে পদে পদে রসাভাসের সম্ভাবনা। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রসাভাসদোষযুক্ত গান মহাপ্রভু শুনিতেন না।

চরিতামৃতকার বলিয়াছেন—

"বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত আর গান রসাভাস।
যাহা শুনি মহাপ্রভুর না হয় উল্লাস॥"

কীর্ত্তন গাহিবার সময় কীর্ত্তনীয়াগণকে সুর তালের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়। সুর তাল কীর্ত্তনের বহিরাবরণ, ইহা সত্য, কিন্তু সুর তাল বিশুদ্ধ না হইলে রসস্ফূর্ত্তি হয় না। সুর তাল অবলম্বনে রস মূর্ত্তিমান্ হয়। কিন্তু ইহাও সত্য যে, কীর্ত্তন শুধু সুর ও তালে ফুটিয়া উঠে না। কীর্ত্তনকে পূর্ণাঙ্গ করিতে হইলে সুর ও তালের সঙ্গে রসভাববিকাশের প্রতিও মনঃসংযোগ আবশ্যক। ইহা সাধনসাপেক্ষ। যে কোন রসের লীলা-কীর্ত্তন গানে কীর্ত্তনীয়াকে প্রাণে প্রাণে সেই রস অনুভব করিতে হইবে, এবং সেই রসে অনুপ্রাণিত হইয়াই কীর্ত্তন গাহিতে হইবে। তবেই কীর্ত্তনীয়াগণ শ্রোতা-দিগকে সেই রসে অনুরঞ্জিত করিতে পারিবেন। তবেই র্ত্তনীয়া ও শ্রোতার মধ্যে সেই রসের আদানপ্রদানের

স্রোত বহিবে। এই অবস্থাকেই বৈষ্ণব-শাস্ত্রে "প্রসন্নোজ্জ্বল-চিত্ততা" বলে। এই অবস্থা না আসিলে কীর্ত্তনের রসাস্বাদনও সম্ভবপর হয় না।

(১১) লীলা-কীর্ত্তনপদ্ধতি

শ্রীচৈতন্যদেবের সময় হইতেই রস-কীর্ত্তনের বহুলপ্রচার আরম্ভ হয়। কিন্তু সেই রস-কীর্ত্তন কি পদ্ধতিতে গীত হইত, তাহার সঠিক পরিচয় আমরা পাই নাই।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পরে শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের জন্মস্থান খেতুরীতে এক বিখ্যাত বৈষ্ণব-মহোৎসবের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। এই মহা-উৎসবে অনেক বিখ্যাত পদকর্ত্তা এবং কীর্ত্তনীয়া উপস্থিত ছিলেন। যথা—নরোত্তম দাস, গোবিন্দ দাস, জ্ঞান দাস, নয়নানন্দ, শ্রীনিবাস আচার্য্য, রামচন্দ্র কবিরাজ ইত্যাদি। তাহাতে কীর্ত্তন-উৎসব হইয়াছিল, যথা—'ভক্তিরত্নাকরে'—

"সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মাধুর্য্যের নাহি সীমা।
সংকীর্ত্তন আবেশে কি মধুর ভঙ্গিমা॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দাদ্বৈতচন্দ্রে।
গণ সহ চিন্তয়ে মানসে মহানন্দে॥
বার বার প্রণমিয়া সবার চরণে।
আলাপে অদ্ভুত রাগ প্রকট কারণে॥

রাগিণী সহিত রাগ মূর্ত্তিমন্ত কৈলা।
শ্রুতি স্বরগ্রাম মূর্চ্ছনাদি প্রকাশিলা॥
সুমধুর কণ্ঠধ্বনি ভেদয়ে গগন।
পরম মাদক সুধা নাহি তার সম॥"

ইহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, এই মহোৎসবে নরোত্তম ঠাকুর নিজেই বিশুদ্ধ রাগরাগিণীর সহিত কীর্ত্তন গাহিয়াছিলেন। তিনি পালা সাজাইয়া গান করিয়াছিলেন এবং পালা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে গৌরচন্দ্রিকা গাহিয়াছিলেন। ঠাকুর মহাশয় যে লীলা-কীর্ত্তনের পদ্ধতি দেখাইলেন, তাহাই পরবর্ত্তী গায়ক এবং পদকর্ত্তাগণ অনুসরণ করিলেন। সেই পদ্ধতি আজ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে।

(১২) লীলা কীর্ত্তনের পাঁচটি ঘর

বর্ত্তমান কীর্ত্তনের যে পদ্ধতি, তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরবর্ত্তী কালের সৃষ্টি। তাঁহার পরে কীর্ত্তনীয়া-সম্প্রদায়ে পাঁচটি ঘরের উদ্ভব হইল, যথা—

(১) গড়েরহাটী, (২) মনোহরসাহী, (৩) রেণেটী, (৪) মন্দারিণী, (৫) ঝাড়খণ্ডী।

এখন আমরা বর্ত্তমান চারি ঘরের কীর্ত্তন-পদ্ধতির কিঞ্চিৎ আভাস দিব। ঝাড়খণ্ডী বহুদিন পূর্ব্বেই লুপ্ত হইয়াছে।

(১) গড়েরহাটী—

রাজসাহী জেলার গড়েরহাট পরগণার খেতুরীতে এই পদ্ধতির প্রথম প্রচলন হয়। রাজসাহীতে গড়েরহাট বলিয়া একটি পরগণা আছে—গরাণহাটী বলিয়া কোন পরগণা নাই।* সেই গড়েরহাট পরগণা এখনও শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের ভ্রাতা সন্তোষের বংশধরগণ ভোগ করিতেছেন। পরগণার নামানুসারে এই পদ্ধতির কীর্ত্তনের নাম গড়েরহাটী। অনেকে ভুল করিয়া ইহাকে গরাণহাটী বলে।

এইখানেই শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের আবির্ভাব হয়। তাঁহার পিতার নাম কৃষ্ণানন্দ দত্ত। পিতার মৃত্যুর পর শ্রীনরোত্তম স্বীয় খুল্লতাতপুত্র রাজা সন্তোষ দত্তকে রাজত্ব দান করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে চলিয়া যান। তিনি শ্রীবৃন্দাবনে সঙ্গীতশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। ১৫৮১-৮২ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীনিবাস আচার্য্য এবং শ্যামানন্দের সঙ্গে বাঙ্গালায় তাঁহার পুনরাগমন ঘটে। ১৫৮৩-৮৪ খ্রীষ্টাব্দে খেতুরীতে রাজা সন্তোষ দত্ত কর্ত্তৃক ছয়টি বিগ্রহপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে যে মহোৎসব হয়, সেই উৎসবে নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় এই গড়েরহাটী

* রাজসাহী জেলার কালেক্টরীর পরচায় এই পরগণা গড়েরহাট নামে উল্লিখিত হইয়াছে। যাঁহারা এ বিষয়ে প্রমাণ চান, তাঁহাদিগকে জিলা রাজসাহী, থানা গোদাগাড়ী, মৌজা খেতুর, নং ৩১১, গোকুলানন্দ গোস্বামীর জোতের ২০২ তৌজির ২৩৯ নং খতিয়ান দেখিতে বলি। এই খতিয়ানে 'পরগণা গড়েরহাট' মুদ্রিত আছে। রাজসাহী কালেক্টরীতে এইরূপ বহু পরচা আছে।

কীর্ত্তন-পদ্ধতি প্রথম প্রবর্ত্তন করেন। তিনিই প্রথম বিশুদ্ধ হিন্দু-সঙ্গীতশাস্ত্রের উপর এই কীর্ত্তন-পদ্ধতিকে স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার পর এই কীর্ত্তন-পদ্ধতি বাঙ্গালা দেশে এবং শ্রীবৃন্দাবনে বিশেষরূপে প্রচলিত হয়। এই পদ্ধতির গানে কীর্ত্তনীয়াগণ সুর ও তালের উপর বিশেষ মনোযোগ দেন। ইহাতে ১০৮ তাল ব্যবহৃত হয়। ক্রমে এই পদ্ধতির গান বাঙ্গালা হইতে একরকম বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং ইহার প্রচলন একমাত্র শ্রীবৃন্দাবনেই আবদ্ধ থাকে।

শ্রীবৃন্দাবনে সর্ব্বশেষে শ্রীপণ্ডিত বাবাজী এই কীর্ত্তন-পদ্ধতি রক্ষা করেন এবং ইহার বিশেষ রূপ দেন। পণ্ডিত বাবাজীর পরলোকগমনের পর এই কীর্ত্তন তাঁহার কয়েকজন প্রিয় শিষ্য —কীর্ত্তনাচার্য্য শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী কীর্ত্তন-রসসাগর মহাশয় এবং শ্রীবৃন্দাবনের অন্যতম কীর্ত্তনসাধক শ্রীগদাধর দাস বাবাজী কীর্ত্তন-রসসাগর মহাশয় প্রভৃতি রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। সম্প্রতি শ্রীব্রজমাধুরী সঙ্ঘ এই কীর্ত্তন-পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন, এবং শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী মহাশয়ের শিক্ষকতায় বঙ্গদেশে তাহার পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও প্রচারের চেষ্টা করিতেছেন।

(২) মনোহরসাহী—

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শ্রীমন্মহাপ্রভুর পূর্ব্বেও বাঙ্গালায় কীর্ত্তন গান প্রচলিত ছিল। রাঢ়দেশ কীর্ত্তনের অন্যতম

প্রধান কেন্দ্র। খেতুরীর মহোৎসবে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় যখন কীর্ত্তনের নূতন পদ্ধতি প্রবর্ত্তন করিলেন, তখন রাঢ়ে প্রচলিত কীর্ত্তন-ধারার সংস্কারসাধনের প্রয়োজন অনুভূত হইল। রাঢ়দেশে কাঁদরা গ্রামে সে সময় জ্ঞানদাস, মনোহর এবং মঙ্গল ঠাকুরের বংশধর বদন প্রভৃতি কয়েকজন পদকর্ত্তা ও সুগায়ক বর্ত্তমান ছিলেন। আচার্য্য শ্রীনিবাস শ্রীখণ্ডের ঠাকুর রঘুনন্দনের সহযোগিতায় পূর্ব্বোক্ত গায়ক ও পদকর্ত্তা-গণকে লইয়া এই সংস্কারকার্য্যে অগ্রবর্ত্তী হইলেন। কাঁদরা মনোহরসাহী পরগণার অন্তর্গত বলিয়া রাঢ়ের কীর্ত্তনের প্রাচীন ধারার সুসংস্কৃত নূতন রূপ মনোহরসাহী আখ্যা প্রাপ্ত হইল। এই কার্য্যে মঙ্গল ঠাকুরের অন্যতম শিষ্য বিখ্যাত মৃদঙ্গবাদক নৃসিংহপ্রসাদ মিত্র ঠাকুর বিশেষ সাহায্য করেন। নৃসিংহ-প্রসাদ পূর্ব্বনিবাস রাজুর গ্রাম হইতে বীরভূমের ময়নাডালে গিয়া বাস করিয়াছিলেন। তদবধি আজ চারি শত বৎসর ধরিয়া ময়নাডাল মনোহরসাহী কীর্ত্তন ও মৃদঙ্গ-বাদ্য শিক্ষার অন্যতম কেন্দ্র হইয়া রহিয়াছে। কীর্ত্তনের এই পদ্ধতিতে গড়েরহাটীর মত বিলম্বিত তালের আতিশয্য নাই। মনোহর-সাহী পদ্ধতিতে ৫৪টি তাল ব্যবহৃত হয়। অধুনা বাঙ্গালা দেশের অধিকাংশ কীর্ত্তন-গায়কই এই পদ্ধতিতে কীর্ত্তন গাহিয়া থাকেন। সুপ্রসিদ্ধ কীর্ত্তনীয়া পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অবধূতচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কীর্ত্তন-রসসাগর মহাশয় অধুনাতন এই পদ্ধতির গায়কগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ৺গণেশ দাস কীর্ত্তন-রসসাগর

এবং ৺ফটিক চৌধুরী কীর্ত্তন-রসসাগর মহাশয় এই পদ্ধতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ গায়ক ছিলেন। এই পদ্ধতির বর্ত্তমান গায়কগণের মধ্যে শ্রীখণ্ডের শ্রীযুক্ত গৌরগুণানন্দ ঠাকুর মহাশয়, শ্রীবৃন্দাবনের প্রভুপাদ শ্রীল গৌরগোপাল ভাগবতভূষণ মহাশয়, ময়নাডালের শ্রীরাসবিহারী মিত্র ঠাকুর কীর্ত্তন-রসসাগর মহাশয় এবং দক্ষিণ খণ্ডের ৺বড় রসিকের পুত্র শ্রীযুক্ত রাধেশ্যাম দাস কীর্ত্তন-রসসাগর মহাশয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(৩) রেণেটী—

বর্দ্ধমান জেলার রাণীহাটী পরগণায় প্রথম এ পদ্ধতির উদ্ভব হয়। পদকর্ত্তা বিপ্রদাস ঘোষ ইহার প্রবর্ত্তন করেন। ইহার গতি ও মাত্রা দ্রুত ও অপেক্ষাকৃত সরল। এই পদ্ধতিতে ২৬টি তাল ব্যবহৃত হয়। এই পদ্ধতির শেষ গায়ক তারকেশ্বরের নিকটবর্ত্তী বাসুদেবপুরনিবাসী ৺বেণীদাস কীর্ত্তনীয়া মহাশয়। এই পদ্ধতির গান এখন প্রায় অবলুপ্ত।

(৪) **মন্দারিণী**—

সরকার মান্দারণে বা তাহার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে এই পদ্ধতির প্রথম উৎপত্তি হয়। এই পদ্ধতির গান এখন প্রায় লোপ পাইয়াছে, কোন কীর্ত্তনীয়াই এখন আর বিশুদ্ধভাবে এই পদ্ধতি অবলম্বন করেন না। তবে কীর্ত্তনীয়াগণ এ পদ্ধতির কীর্ত্তন নিজেদের পদ্ধতির সহিত মিশাইয়া গান করেন। এ পদ্ধতিতে ৯টি তাল ব্যবহৃত হয়।

(১৩) চৌষট্টি রসের কীর্ত্তন

পূর্ব্বে পালা-গানের কথা উল্লেখ করিয়াছি। কীর্ত্তনে এই-রূপ বহুসংখ্যক পালা-গান আছে। চৌষট্টি রসের কীর্ত্তনও কতকগুলি পালা-গানের সমষ্টি মাত্র। বৈষ্ণব আলঙ্কারিকগণ নায়িকার অবস্থাভেদ লইয়া আটটি মূল রসের কল্পনা করিয়াছেন। যথা—অভিসারিকা, বাসকসজ্জা, উৎকণ্ঠিতা, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, প্রোষিতভর্ত্তৃকা ও স্বাধীন-ভর্ত্তৃকা।

ইহার প্রত্যেকটির আট আট ভাগে চৌষট্টি রসের কীর্ত্তন নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। এই কীর্ত্তনে প্রত্যেক মূল রসেরই পালা-গান আছে, এবং এক একটি পালার মধ্যেই খণ্ড রসের দুই একটি পদ আছে। বলা বাহুল্য যে, পূর্ব্বরাগাদি গান এই চৌষট্টি রসের অন্তর্ভুক্ত নহে। রাসাদি নিত্যলীলা নামে পরিচিত। গোষ্ঠাদি অষ্টকালীয় লীলার অন্তর্ভুক্ত, এবং ঝুলন, হোরি, ফুলদোলাদি নৈমিত্তিক লীলা নামে অভিহিত। নিম্নে চৌষট্টি রসের কীর্ত্তনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিলাম।

(১) **অভিসারিকা** (যে নায়িকা নায়কের উদ্দেশে অভিসার করেন, অথবা নায়ককে অভিসার করান)

১ জ্যোৎস্নাভিসারিকা

২ তামসাভিসারিকা

৩ বর্ষাভিসারিকা

৪ দিবাভিসারিকা

৫ কুজ্ঝটিকাভিসারিকা

৬ তীর্থযাত্রাভিসারিকা

৭ উন্মত্তাভিসারিকা (বংশীধ্বনি শ্রবণে)

৮ অসমঞ্জসাভিসারিকা (যাঁহার বেশ বাস অসম্বৃত)

(২) **বাসকসজ্জা** (কান্তের আগমনাশায় কুঞ্জ সাজাইয়া এবং নিজে সজ্জিতা হইয়া প্রতীক্ষমানা)

১ মোহিনী (সুবেশধারিণী)

২ জাগ্রতিকা (প্রতীক্ষায় জাগ্রতা)

৩ রোদিতা (বিলম্ব হেতু রোদনপরায়ণা)

৪ মধ্যোক্তিকা (কান্ত আসিয়া প্রিয়বাক্য বলিবেন, এইরূপ চিন্তা ও আলাপযুক্তা)

৫ সুপ্তিকা (কপট নিদ্রায় নিদ্রিতা)

৬ চকিতা (নিজাঙ্গছায়ায় কৃষ্ণভ্রমত্রস্তা)

৭ সুরসা (সঙ্গীতপরায়ণা)

৮ উদ্দেশা (দূতীপ্রেরণকারিণী)

(৩) **উৎকণ্ঠিতা** (প্রিয় আগমনে বিলম্ব দেখিয়া বিরহ-পীড়িতা)

১ দুর্ম্মতি (কেন খলের বাক্যে বিশ্বাস করিলাম— এই চিন্তায় ব্যথিতা)

২ বিকলা (পরিতাপযুক্তা)

৩ স্তব্ধা (চিন্তিতা)

৪ উচ্চকিতা (তরুলতার পত্রপতনে সন্ত্রস্তা)

৫ অচেতনা (দুঃখাভিভূতা)

৬ সুখোৎকণ্ঠিতা (কৃষ্ণধ্যানমুগ্ধা ও গুণকথননিযুক্তা)

৭ মুখরা (দূতী সঙ্গে কলহপরায়ণা)

৮ নির্ব্বন্ধা (আমার কর্ম্মদোষে তিনি আসিলেন না, আমি বাঁচিব না—এইরূপ খেদযুক্তা)

(৪) **বিপ্রলব্ধা** (সঙ্কেত করিয়াও প্রিয় কেন আসিলেন না—এই চিন্তায় নির্ব্বেদযুক্তা)

১ বিফলা (কান্ত না আসায় সমস্ত বিফল হইল —এইরূপ খেদযুক্তা)

২ প্রেমমত্তা (অন্যা নায়িকার সঙ্গে কান্তের মিলন আশঙ্কাযুক্তা)

৩ ক্লেশা (সব বিষময় বোধ হইতেছে—এইরূপ ক্লেশযুক্তা)

৪ বিনীতা (বিলাপযুক্তা)

৫ নির্দ্দয়া (কান্ত নির্দ্দয় ইত্যাদি বাক্যে খেদযুক্তা)

৬ প্রখরা (শয্যা এবং বেশভূষাদি অগ্নিতে অথবা যমুনায় নিক্ষেপ-উদ্যতা)

৭ দূত্যাদরা (দূতীকে আদরকারিণী এবং দূতীর সঙ্গে আলাপযুক্তা)

৮ ভীতা (প্রভাত দেখিয়া ভয়যুক্তা)

(৫) **খণ্ডিতা** (অন্যা নায়িকার সম্ভোগচিহ্নযুক্ত নায়ককে দেখিয়া রোষযুক্তা)

১ নিন্দা (কান্তকে নিন্দাকারিণী)

২ ক্রোধা (অনুনয়পরায়ণ কান্তকে তিরস্কারকারিণী)

৩ ভয়ানকা (কান্তকে সিন্দূর-কজ্জলে ভূষিত দেখিয়া ভীতা)

৪ প্রগল্‌ভা (কান্তের সঙ্গে কলহরতা)

৫ মধ্যা (অন্যা নায়িকার সম্ভোগচিহ্নে লজ্জান্বিতা)

৬ মুগ্ধা (রোষবাষ্পমৌনা এবং কাতরা)

৭ কম্পিতা (কম্পিতহৃদয়া এবং অমর্ষবক্ষে রোদন-পরায়ণা)

৮ সন্তপ্তা (ভোগাঙ্কযুক্ত নায়ক দর্শনে তাপযুক্তা)

(৬) **কলহান্তরিতা** (প্রত্যাখ্যাত নায়ক চলিয়া গেলে পশ্চাত্তাপযুক্তা)

১ আগ্রহা (আগ্রহযুক্ত নায়ককে কেন ত্যাগ করিলাম)

২ ক্ষুব্ধা (পাদপতিত কান্তকে কেন দুর্ব্বাক্য বলিলাম)

৩ ধীরা (পাদপতিত কান্তকে কেন দেখি নাই)

৪ অধীরা (সখীতিরস্কৃতা)

৫ কুপিতা (কান্তের মিথ্যাভাষণস্মরণে কোপযুক্তা)

৬ সমা (কান্তের একা দোষ নাই, দূতীর, আমার এবং সময়ের দোষেই আমি ক্লেশ পাইলাম)

৭ মৃদুলা (পরিতাপে রোদনযুক্তা)

৮ বিধুরা (সখী কর্ত্তৃক আশ্বস্তা)

(৭) প্রোষিতভর্ত্তৃকা (পতি যাঁহার প্রবাসে)

১ ভাবি (কান্ত কি প্রবাসে যাইবেন)

২ ভবন্ (বর্ত্তমান বিরহ)

৩ ভূত (কান্ত মথুরায়)

৪ দশ দশা (চিন্তা, জাগরণ, উদ্বেগ, কৃশতা, জড়তা, প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ, মৃত্যু)

৫ দূত-সংবাদ (উদ্ধবাদিমুখে)

৬ বিলাপা (বিলাপপরায়ণা)

৭ সখ্যুক্তিকা (যাঁহার সখী কান্তের নিকট গিয়া বিরহের কথা নিবেদন করেন)

৮ ভাবোল্লাসা (ভাবসম্মিলনে উল্লসিতা)

(৮) স্বাধীনভর্ত্তৃকা (নায়ক যাঁহার সদা বশীভূত)

১ কোপনা (বিলাসে বাহ্যরোষযুক্তা)

২ মানিনী (নায়কাঙ্গে নিজকৃত চিহ্ন দর্শনে)

৩ মুগ্ধা (নায়ক যাঁহার বেশবিন্যাসাদি করেন)

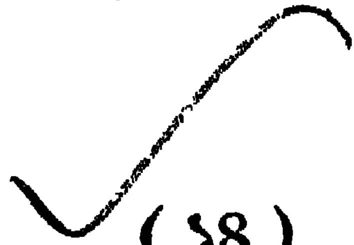
৪ মধ্যা (নায়ক যাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ)

৫ সমুক্তিকা (সমীচীন উক্তিযুক্তা)

৬ সোল্লাসা (কান্তের ব্যবহারে উল্লসিতা)

৭ অনুকূলা (নায়ক যাঁহার অনুকূল)

৮ অভিষিক্তা (অভিষেকপূর্ব্বক নায়ক যাঁহাকে চামর-ব্যজনাদি করেন)



(১৪) কীর্ত্তনে উপাঙ্গ-ভেদ

লীলা-কীর্ত্তনে কথা, দোঁহা, আখর, তুক, ছুট এবং ঝুমর, এই কয়টি উপাঙ্গ-ভেদ আছে।

(ক) কথা,—একটি পদ গাহিয়া, অন্য পদ গাহিবার পূর্ব্বে গায়ক এই উভয় পদের সংযোগসূত্রস্বরূপ যাহা বলিয়া থাকেন। অথবা নায়ক, নায়িকা কিম্বা দূতী বা সখা-সখী প্রভৃতির উক্তিরূপে যাহা বর্ণনা করেন।

(খ) দোঁহা,—কোন হিন্দী কবির রচিত দোঁহা বা চৌপাই, কোন সংস্কৃত শ্লোক, কোন বৈষ্ণব গ্রন্থের পয়ার, ত্রিপদী বা চৌপদী—গায়ক যাহা আবৃত্তি করেন।

(গ) আখর,—ব্রজবুলি, প্রাচীন বাঙ্গালা, সংস্কৃতবহুল বাঙ্গালা, কিম্বা সংস্কৃত ভাষায় রচিত পদাবলী, সাধারণের

সুবোধ্য নহে। পদের মর্ম্ম আরও দুর্ব্বোধ্য। আখর এই পদের কবিত্বময় ব্যাখ্যা, পদের মর্ম্মের রসভাবপূর্ণ বিশ্লেষণ। আখর শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলারহস্যভাণ্ডারের কুঞ্চিকা। আখর কোন একজনের রচনা নহে। কোন ভক্ত কবি অথবা ভাবুক গায়ক কোন এক শুভ মুহূর্ত্তে কোন একটি পদের অনুধ্যানে হয়তো দুই চারিটি আখরের সৃষ্টি করিলেন। এমনি আর একজন, তার পরে আর একজন, এইরূপে কবি এবং গায়কগণ পুরুষানুক্রমে আখরের সৃষ্টি এবং পুষ্টি করিয়া আসিতেছেন। আখর কীর্ত্তনের এক অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য। আর কোন দেশের কোন গানে আখরের প্রচলন আছে কি না, জানি না।

(ঘ) তুক,—তুক সম্পূর্ণ পদ নহে, পদের অংশও নহে। ইহাও কবি এবং গায়কগণের এক অভিনব সৃষ্টি। তুককে মিলাত্মক আখর বলিতে পারি। কোন কোন বিশেষ বিশেষ পদের মাঝে তুক গাহিবার পদ্ধতি আছে। পদাবলী এবং বিবিধ বৈষ্ণব-কাব্য হইতেই তুকের উৎপত্তি। কীর্ত্তনীয়াগণ একটি পদের অংশবিশেষের সহিত অন্য পদাংশ মিলাইয়া কিম্বা বৈষ্ণব-কাব্যের পয়ার বা ত্রিপদীর অংশবিশেষ লইয়া তুক গান রচনা করিয়া গিয়াছেন।

(ঙ) ছুট,—সম্পূর্ণ পদ না গাহিয়া, তরল তালে পদের অংশবিশেষ গানকে ছুট গান বলে। বড় তালের গানের মাঝে তাল ফেরতায় ছোট তালের গানও ছুট গান নামে অভিহিত।

(চ) ঝুমর,—সুরবিশেষের নাম ঝুমর বা ঝুমরী। কিন্তু কীর্ত্তনে ঝুমর অন্য অর্থে ব্যবহৃত হয়। চারি পাঁচ জন কীর্ত্তনীয়া পর পর গান করিতে গিয়া, প্রত্যেকেই মিলন গাহিয়া পালা শেষ করিতে পারেন না। সে ক্ষেত্রে ঝুমর গাহিয়া পালা রাখিবার রীতি আছে। একটি পালা দুই তিন দিন ধরিয়া গাহিতে হইলেও অভিসার এবং মিলন না গাহিয়া ঝুমর গাহিতে হয়। সাধারণতঃ দুই বা চারি ছত্রের পয়ার, ভঙ্গপয়ার বা ত্রিপদীতে রচিত পদাংশ ঝুমর নামে পরিচিত। কীর্ত্তনীয়াগণ গৌরচন্দ্রিকা বা পালা শেষ করিয়া সংক্ষেপে তাহার মর্ম্ম বুঝাইবার জন্যও ঝুমর গাহিয়া থাকেন।

(১৫) কীর্ত্তনে বাদ্য

কীর্ত্তনের প্রধান বাদ্য খোল এবং করতাল। শঙ্খ ঘণ্টা না হইলেও বরং দেবতার পূজা হইতে পারে, কিন্তু খোল করতাল না হইলে কীর্ত্তন হইতে পারে না। মৃত্তিকানির্ম্মিত মৃদঙ্গের নাম প্রায় সকলেই শুনিয়াছেন। খোল সেই মৃদঙ্গেরই রূপান্তর মাত্র। কাংস্যনির্ম্মিত করতালও বাঙ্গালীর বিশেষ পরিচিত। কীর্ত্তন গান যাহাতে সকলের পক্ষেই সুলভ এবং সহজসাধ্য হয়, তদুদ্দেশ্যেই মহাপ্রভু এবং তাঁহার মতানুবর্ত্তিগণ খোল-করতালের প্রচলন করিয়াছিলেন। কি সাধারণ শ্রোতা অথবা কি কীর্ত্তনীয়া, সকলেই খোল-করতালকে

বিশেষ সম্ভ্রমের চক্ষে দেখিয়া থাকেন। খোল-করতালকে প্রণাম না করিয়া, কিম্বা খোল-করতালে মাল্যচন্দন না দিয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিতে নাই, অথবা কীর্ত্তনীয়া বা অপর কাহাকেও মাল্যচন্দন দিতে নাই। খোলের বাঁধা সুর, নূতন করিয়া সুর বাঁধিতে হয় না। যে কোন যন্ত্রের সঙ্গেই বাজাইবেন, ইহার সুর মিলিয়া যাইবে। মনে হয়, খোলে যেন সর্ব্বসুরের সমন্বয় সাধিত হইয়াছে। খোল-করতালের মধুরধ্বনি কীর্ত্তন গানের সঙ্গে মিলিত হইয়া শ্রোতার হৃদয়কে এক অমৃতরসে অভিষিক্ত করে।

কীর্ত্তন গানে যেমন চারিটি ঘরের উদ্ভব হইয়াছে, খোলেও তেমনই এই চারিটি ঘরের অনুরূপ ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতির বাদ্য আছে। ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতির বাদ্যের বিভিন্ন তাল, প্রত্যেক তালের আবার সঙ্গম, লয়, লহর, মাতান্, তেহাই, ফাঁক এবং তাহার স্বতন্ত্র বোল আছে। কীর্ত্তনে যেমন আখর আছে, খোলেও তেমনই কাটান আছে। এই কাটানে বাদক আপনার কৃতিত্ব দেখাইয়া, এবং গায়ক গানের বিভিন্ন ঢেউ উঠাইয়া শ্রোতৃগণের চিত্তে এক অপূর্ব্ব আনন্দলোকের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। যাঁহারা শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী কীর্ত্তন-রসসাগর মহাশয়ের খোল-বাদ্য শুনিয়াছেন, তাঁহারাই আমাদের কথার সত্যতা উপলব্ধি করিবেন। তাঁহার ন্যায় বাদক বাঙ্গালায় দুর্লভ।

(১৬) কীর্ত্তনে নৃত্য

অধুনা লীলাকীর্ত্তনে নৃত্যের কোন স্থান নাই। কিন্তু শ্রীমহাপ্রভুর সময়ে এবং তাঁহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী কালে কীর্ত্তনের সঙ্গে নৃত্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। শ্রীবাস-অঙ্গনে নামকীর্ত্তনে মহাপ্রভুর নৃত্য, অদ্বৈত আচার্য্যগৃহে নবীন সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের নৃত্য, রথাগ্রে তাঁহার নৃত্য, যিনিই দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন, তিনিই কৃতার্থ এবং মুগ্ধ হইয়াছিলেন। মহাপ্রভুর পার্শ্বচর শ্রীপাদ বক্রেশ্বর পণ্ডিতের নাচিয়া নাচিয়া তৃপ্তি হইত না, আকাঙ্ক্ষা মিটিত না। তিনি মহাপ্রভুকে বলিয়াছিলেন—

"দশ সহস্র গন্ধর্ব্ব মোরে দেহ চন্দ্রমুখ।
তারা গায় মুঞি নাচি তবে মোর সুখ॥"

চরিতামৃতে'র বহু স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর এবং তাঁহার ভক্তগণের নৃত্যের বর্ণনা আছে। উদাহরণস্বরূপ মধ্যলীলা, একাদশ পরিচ্ছেদের একটি বর্ণনা দিলাম।

"বেড়া নৃত্য মহাপ্রভু করি কতক্ষণ।
মন্দিরের পাছে রহি করয়ে কীর্ত্তন॥
চারি দিকে চারি সম্প্রদায় উচ্চৈঃস্বরে গায়।
মধ্যে তাণ্ডব নৃত্য করে গৌর রায়॥
বহুক্ষণ নৃত্য করি প্রভু স্থির হৈলা।
চারি মহান্তেরে তবে নাচিতে আজ্ঞা দিলা॥

এক সম্প্রদায়ে নাচে নিত্যানন্দ রায়
অদ্বৈত আচার্য্য নাচে আর সম্প্রদায়॥
আর সম্প্রদায়ে নাচেন পণ্ডিত বক্রেশ্বর।
শ্রীবাস নাচেন আর সম্প্রদায় ভিতর॥"

পদাবলীর ছন্দের ঝঙ্কার, কীর্ত্তনে সুর ও তালের তরঙ্গ এবং খোল-বাদ্যের লহর শুনিলে মনে হয়, কীর্ত্তনের সঙ্গে নৃত্যের খুব ঘনিষ্ঠ সংযোগ রহিয়াছে। মহারাস-কীর্ত্তনে সঙ্গীত ও বাদ্যে যে নৃত্যভঙ্গির ইঙ্গিত, এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণের পৃথক্ পৃথক্ নৃত্যের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহা মার্জ্জিত রুচি, সৌন্দর্য্যবোধ এবং রসানুভূতিরই পরিচয় প্রদান করে।

বিবিধ মঙ্গলকাব্য ও পদাবলী প্রভৃতি প্রাচীন সাহিত্য পাঠে মনে হয়, এই চারি শত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালার পল্লী-সমাজে ভদ্রমহিলাগণের মধ্যেও নৃত্যের যথেষ্ট প্রচলন ছিল। নৃত্য অন্তরের আনন্দেরই অন্যতম অভিব্যক্তি, সংসারে স্বাচ্ছন্দ্য এবং প্রাণে প্রাচুর্য্য না থাকিলে আনন্দের স্ফূর্ত্তি হয় না। কীর্ত্তন পরিপূর্ণ প্রাণেরই সৃষ্টি, এবং স্বচ্ছন্দ জীবনেই তাহার পুষ্টিলাভ ঘটিয়াছিল।

(১৭) তদুচিত গৌরচন্দ্র

শ্রুতি বলিয়াছেন, শ্রীভগবান্ রসস্বরূপ। আবার আলঙ্কারিক বলিতেছেন, রসই সাহিত্যের আত্মা। সুতরাং ধরিয়া

লইতে পারি, সাহিত্যের রস এবং যোগী জ্ঞানী বা ভক্ত-সম্প্রদায়ের অন্বেষণীয় শ্রুতিপ্রতিপাদিত রস মূলে এক। রস অনির্ব্বচনীয় হইলেও অনুভবসংবেদ্য, আস্বাদনীয়। ভাব-রাজ্যের যে স্তরে পৌঁছিলে এই রসের স্পর্শ অনুভূত হয়, আস্বাদনের সৌভাগ্য ঘটে, তাহাকেই রসের অধিষ্ঠানভূমি বলিতে পারি। সাধারণ সাহিত্যের পক্ষেও যেমন, পদাবলী-সাহিত্যের পক্ষেও তেমনই এই অধিষ্ঠানভূমির প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। সাধারণ সাহিত্যে ইহাই রসাস্বাদনের ভূমিকা এবং কীর্ত্তন ও পদাবলী সাহিত্যে এই অধিষ্ঠানভূমির নামই তদুচিত গৌরচন্দ্র বা গৌরচন্দ্রিকা।

আনুকূল্যে অনুশীলনই এই রস আস্বাদনের উপায়। এই উপায় দুই রূপ—শ্রবণ ও কীর্ত্তন। গান শুনিতে হইলে, পদাবলী-সাহিত্যের রস আস্বাদন করিতে হইলে, কান ও প্রাণ উভয়কেই প্রস্তুত করিতে হয়। এবং সঙ্গে সঙ্গে রসনাকে সম রসে সরস করিয়া লইতে হয়। কারণ, এই রস যেমন কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া প্রাণকে স্পর্শ করে, কান উন্মুখ এবং প্রাণ উৎসুক না থাকিলে সে সৌভাগ্য ঘটে না; তেমনই ভগবানের নাম-গুণাদি জপ করিলে বা গান করিলে, রসনাপথে প্রবাহিত এই রসধারা হৃদয়ে উৎসারিত হইয়া সর্ব্বাত্মস্নপনে মানবকে কৃতার্থ করে; জিহ্বা মরুভূমিতে পরিণত হইলে এই স্বাতীযোগ আর জীবনে উপস্থিত হয় না। পদাবলী-সাহিত্যের কীর্ত্তন ও শ্রবণে রসাস্বাদনের এই দুই

পথেই গৌরচন্দ্রের প্রয়োজন। গৌরচন্দ্রের চন্দ্রিকাস্পর্শে চঞ্চল মন নিশ্চল, হৃদয় নির্ম্মল ও উজ্জ্বল হইয়া উঠে, এবং এই বিশ্বে সেই যুগলকিশোরের লীলাবিলাস অনুভবের শুভদৃষ্টি ঘটে।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলারস কীর্ত্তন এবং শ্রবণের পূর্ব্বে তদুচিত গৌরচন্দ্র কীর্ত্তন এবং শ্রবণ আমাদের মানস নয়নে একটি অভিনব দৃশ্য উদ্‌ঘাটিত করে। আমরা দেখিতে পাই, পুণ্যক্ষেত্র নীলাচলে গম্ভীরার নিভৃত কক্ষে অন্তরঙ্গ ভক্ত স্বরূপদামোদর এবং রায় রামানন্দের সঙ্গে প্রেমবিগ্রহ শ্রীচৈতন্যচন্দ্র এই ব্রজলীলার রস আস্বাদন করিতেছেন; এবং ভক্তগণ সেই আস্বাদন-কালের ভাবগত চিত্র ছন্দে, সুরে ধরিয়া রাখিতেছেন। স্নেহময়ী স্থবিরা জননী, শচী দেবীর অন্ধের নয়নমণি নিমাই, প্রেমময়ী সুন্দরী তরুণী ভার্য্যা বিষ্ণু-প্রিয়ার প্রিয়দয়িত বিশ্বম্ভর, নবদ্বীপবাসী অনুরক্ত স্বজনগণের মহাপ্রভু, বাঙ্গালীর শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাসগ্রহণপূর্ব্বক মহিমময় ব্রতধারীর নিষ্ঠায় নিজ জীবনে কোন্ সাধনে এই রসের আস্বাদন করিয়া গিয়াছেন, মানবকে সেই অসাধনের ধন করুণাময় পতিতপাবনের কথা স্মরণ করাইয়া দিবার জন্যই এই গৌরচন্দ্রের অবতারণা।

শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলা অর্থাৎ পদাবলী-সাহিত্য কীর্ত্তন বা শ্রবণের পূর্ব্বে গৌরচন্দ্র গীত হওয়ার অপর একটি কারণ; যে রসের গান অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণের জন্মলীলা বা বাল্যলীলা

অথবা পূর্ব্বরাগ, রূপানুরাগ, অভিসার, মিলন, মান, বিরহ প্রভৃতি যে পর্য্যায়ের লীলা কীর্ত্তিত হইবে, গৌরচন্দ্রের মধ্যে তাহার একটি সংক্ষিপ্ত আভাস, একটি পূর্ব্ব-রূপ থাকে। ইহা হইতে শ্রোতা বা পাঠক তত্তৎলীলা অনুধ্যানে অথবা অনুধাবনে সাহায্যলাভ করে। ইহা আবার সংস্কৃত সাহিত্যের প্রস্তাবনার, হিন্দুস্থানী-সঙ্গীতের আলাপের এবং ইউরোপীয় সঙ্গীতের overtureএর স্থলাভিষিক্ত

(১৮) পদাবলীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

পদাবলীর কথা বলিতে হইলেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা বলিতে হয়। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর কথা আলোচনা করিতে গেলেই পদাবলীর কথা আসিয়া পড়ে। অবশ্য একথা সকলেই জানেন যে, শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বেই পদাবলীর সৃষ্টি হইয়াছিল। পদাবলী শব্দ আজিকার নহে। বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই ইহার আবির্ভাব। কবি জয়দেব তাঁহার সংস্কৃতগীতিময় কাব্যকে পদাবলী বলিয়াই অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির কবিকীর্ত্তিও পদাবলী নামেই সুপরিচিত। কিন্তু বাঙ্গালী জানে, শ্রীচৈতন্যপূর্ব্ববর্ত্তী মহাজন জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসের রচিতই হউক, অথবা শ্রীচৈতন্য-পরবর্ত্তী মহাজন জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, লোচনদাস প্রভৃতি কবিগণই রচনা করিয়া থাকুন, পদাবলীর বিগ্রহরূপেই

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। পদাবলীর প্রতিপাদ্য বস্তুই শ্রীমন্মহাপ্রভুরূপে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। সুতরাং আমরা এই পদাবলীর গহনে তাঁহাকে আলোকস্তম্ভরূপে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া এবং তাঁহার চরণে কোটি কোটি প্রণতি নিবেদন করিয়া, তাঁহারই করুণা-কিরণে পদাবলী ও কীর্ত্তনের দিগ্‌দর্শন করিতেছি। আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা পদাবলী-সাহিত্যকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। প্রথম—প্রাক্‌চৈতন্য-যুগের পদাবলী, দ্বিতীয়—পরচৈতন্য-যুগের পদাবলী।

(ক) পদাবলীর প্রাক্‌চৈতন্য-যুগ

প্রাক্‌চৈতন্য-যুগের পদাবলী আলোচনার পথে সর্ব্বপ্রথম কবিরাজগোস্বামী শ্রীজয়দেবের নাম উচ্চারণ করিতে হয়। শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীপদ্মপুরাণ ও শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ হইতে বিষয়-বস্তু গ্রহণপূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবতের কবিত্বময় ভাষ্যরূপে তিনি যে অতুলনীয় গীতিকবিতাময় কাব্য রচনা করেন, সেই শ্রীগীত-গোবিন্দ শুধু ভারতীয় সাহিত্যে নহে, বিশ্বের সাহিত্যোদ্যানেও প্রোজ্জ্বল সুরভি পুষ্পরূপে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। পুরাণে শুনিয়াছি, মহাবিষ্ণুর চক্র ও গদা কখনও কখনও পুরুষরূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। আমাদের সন্দেহ হয়, ব্রজকিশোরের করধৃত মুরলীই কি শ্রীজয়দেব-রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; অথবা বংশীধারীর মনোহারিণী

সঙ্গিনীরূপে কবি তাঁহার প্রিয় বান্ধবের মোহন বাঁশরী কাড়িয়া লইয়াছিলেন? কবি জয়দেব তাঁহার স্বদেশবাসীকে সেই বাঁশরীর নিঃস্বন শুনাইয়াছিলেন, সৃষ্টি যেমন স্রষ্টার প্রেমে বিভোর, স্রষ্টাও তেমনই সৃষ্টির অনুরাগে অস্থির। ভক্ত যেমন ভগবানের জন্য ব্যাকুল, ভগবান্‌ও তেমনই ভক্তের প্রীতিতে আকুল। এই অমৃতময়ী আশার বাণী কবি জয়দেবের কণ্ঠেই সর্ব্বপ্রথম সুগীত হইয়াছিল। কিন্তু জাতির দুর্ভাগ্য, সে বিশ্ববিমোহন বংশীরব তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল না। জরাভারাক্রান্ত স্থবির, বধির জাতি সে বাণী শুনিতে পাইল না। বিলাসব্যসনের আশীবিষদংশনে, আলস্যের মোহে সুষুপ্তির সুখানুভূতিভ্রমে সে মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িল। দুঃখরজনীর অন্ধকারে বাঙ্গালার গগন-মেদিনী একাকার হইয়া গেল।

কিন্তু বাঙ্গালী মরিল না; বুঝি বা মরিতে মরিতে বাঁচিয়া গেল। স্মৃতির অমৃতপানে যে অমরত্ব লাভ করিয়াছিল, বিস্মৃতি তাহাকে অধিক দিন আচ্ছন্ন রাখিতে পারিল না। বাঙ্গালীর ভাবসাবিত্রী অপরাজেয় নিষ্ঠায় মরণজয়ী তপস্যায় তাহার সত্যবান্‌কে—আপন রসানুভূতিকে প্রাণবন্ত করিয়া তুলিল। বাঙ্গালার মহাশ্মশানে ধীরে ধীরে কল্পতরুর নবাঙ্কুর উদ্গত হইল।

দীর্ঘ তিন শত বৎসরের ব্যবধান! কত নিদাঘের ঝটিকাবর্ত্ত, কত বরষার ধারাবর্ষণ, কত শিশিরের হিমানীপ্রবাহ বাঙ্গালার

উপর দিয়া বহিয়া গেল। জড়তার বল্মীকস্তূপের অন্তরাল হইতে বাঙ্গালার অতীত স্মৃতির তপস্যানিরত কঙ্কাল, যেন কোন্ যাদুদণ্ডস্পর্শে এক দিব্যদেহে প্রাণ প্রাপ্ত হইল। কবি চণ্ডীদাস আবির্ভূত হইলেন। বীরভূমের অজয়তীরবর্ত্তী কেন্দুবিল্বের কবিকুঞ্জে যে মধুগীত ঝঙ্কৃত হইয়াছিল, তাহারই অদূরবর্ত্তী নান্নুরের নিরজন পাতের কুটীরে সে গীতি প্রতিধ্বনি তুলিল। কবি জয়দেবের অন্তরদেবতা যে বাঁশী বাজাইয়াছিলেন—

"সঞ্চরদধরসুধা-মধুরধ্বনি-মুখরিতমোহন-বংশম্।
বলিতদৃগঞ্চলচঞ্চলমৌলিকপোলবিলোলাবতংসম্॥"

সেই বংশীধ্বনি কবি চণ্ডীদাসকে আকুল করিল। তিনি যাঁহাকে পান, তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করেন, "এ কাহার বাঁশী, কোথায় বাজিতেছে, কে বাজাইতেছে?"

"কে না বাঁশী বাএ বড়াই কালিনী নই কূলে
কে না বাঁশী বাএ বড়াই এ গোঠ গোকুলে॥
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশীর শবদে মো আউলাইলোঁ রান্ধন॥
কে না বাঁশী বাএ বড়াই সে না কোনজনা।
দাসী হঞাঁ তার পায়ে নিশিবোঁ আপনা॥
কে না বাঁশী বাএ বড়াই চিত্তের হরিষে।
তার পাএ বড়াই মো কৈলোঁ কোন দোষে॥

আঝর ঝরয়ে মোর নয়নের পানী।
বাঁশীর শবদে বড়াই হারাইলোঁ পরাণী॥
আকুল করিতেঁ কিবা আহ্মার মন।
বাজাএ সুস্বর বাঁশী নান্দের নন্দন॥
পাখী নহোঁ তার ঠাঁয়ি উড়ি পড়ি জাওঁ।
মেদনী বিদার দেও পশিআঁ লুকাওঁ॥
বন পোড়ে আগ বড়াই জগজনে জানী।
মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পণি॥
আন্তর সুখাএ মোর কাহ্ন আভিলাষে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥"

বাঙ্গালীর ভাগ্যাকাশে নব অরুণোদয়ের ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে যে দুই জন কবির কণ্ঠে উষার আগমনী গীতি ধ্বনিত হইয়াছিল, তাহার এক জন বর্ষার প্রেমকরুণকণ্ঠ পাপিয়া চণ্ডীদাস, অন্য জন বসন্তের মদকল কোকিল বিদ্যাপতি। চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি যে মহাপ্রভুর পূর্ব্ববর্ত্তী কবি, সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। কিন্তু তাঁহারা কত দিন পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, নিশ্চয় করিয়া কেহই বলিতে পারেন না। দুই চারিটি উপমার সাদৃশ্য, ভাষার প্রাচীনত্ব, বিষয়বস্তুর ঐক্য এবং ভাবের আংশিক সমতা দেখিয়া উভয়কেই প্রায় সমকালবর্ত্তী মনে হয়। মিথিলার সঙ্গে বাঙ্গালা সে কালে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্রে আবদ্ধ ছিল। মিথিলায় গিয়া শিক্ষালাভ না করিলে, বাঙ্গালী ন্যায়শিক্ষার্থী ছাত্রের পাঠ সম্পূর্ণ হইত না। বাঙ্গালায়

মিথিলায় যাতায়াত চলিত। তথাপি চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি যদিই বা সমকালের হইয়া থাকেন, তাঁহারা পরস্পরের মধ্যে পরিচিত ছিলেন কি না, জানিবার কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই।

বিদ্যাপতিকে লইয়া তত নহে, কিন্তু চণ্ডীদাসকে লইয়া সমস্যার বুঝি বা অন্ত মিলিবে না। চণ্ডীদাসের পিতৃপরিচয় একেবারেই অজ্ঞাত। চণ্ডীদাসের সময় লইয়া সমস্যা, জন্মস্থান লইয়া সমস্যা, রামীকে লইয়া সমস্যা, রচিত পদ লইয়াও সমস্যা। আর এই সমস্যার গ্রন্থি ক্রমেই যেন জটিল হইতে জটিলতর হইয়া উঠিতেছে। আমরা বাল্যকাল হইতেই শুনিয়া আসিতেছি, চণ্ডীদাস বীরভূম জেলার নানুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। কিছু দিন ধরিয়া বাঁকুড়া জেলার ছাতনা হইতে তাহার প্রতিবাদ উঠিতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ পুথিও আবিষ্কৃত হইতেছে।

চণ্ডীদাস যে তিন জন ছিলেন—সে বিষয়ে বোধ হয় সংশয়ের অবকাশ নাই। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন'-রচয়িতা অনন্ত বড়ুই আদি চণ্ডীদাস, এবং তিনি নান্নুরে বাস করিতেন বলিয়াই আমরা বিশ্বাস করি। আমরা চণ্ডীদাসকে বর্ষার কবি বলিয়াছি। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' পাঠ করিলেই আমাদের উক্তি প্রমাণিত হইবে। "ফুটিল কদম ফুল ভরে নোয়াইল ডাল", "আষাঢ় মাসেতে নব মেঘ গরজয়ে" প্রভৃতি কবিতা বর্ষার মতই ভাবে নিবিড় এবং কবিত্বে উচ্ছল। 'কৃষ্ণকীর্ত্তনে' বসন্তের বিশেষ কোন

প্রসঙ্গ আছে বলিয়া মনে হইতেছে না। আশ্চর্য্যের বিষয়, রায়শেখর, কবিরঞ্জন, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি কবিগণও এই ধারার অনুসরণ করিয়াছেন। অপর একটি বিষয়ে এই ঐক্য আরও আশ্চর্য্যজনক। আমি আক্ষেপানুরাগের পদের কথা বলিতেছি। বিপ্রলম্ভ বিরহেরই নামান্তর মাত্র। পূর্ব্ব-রাগে বিরহ, প্রেমবৈচিত্ত্যে বিরহ, মানে বিরহ, প্রবাসে বিরহ। কোনটি ক্ষণিক, কোনটি দীর্ঘ অথবা দীর্ঘতম। প্রেমবৈচিত্ত্যের বিরহই সর্ব্বপেক্ষা রহস্যময়। পরস্পর মিলিত থাকিয়াও বিরহের যে অনুভূতি, তাহারি নাম প্রেমবৈচিত্ত্য।—"দুহুঁ কোড়ে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।" আক্ষেপানুরাগ এই প্রেম-বৈচিত্ত্যেরই অবস্থাভেদ মাত্র। চণ্ডীদাসের কালে আক্ষেপানু-রাগ নামের প্রচলন ছিল বলিয়া মনে হয় না। তথাপি 'উজ্জ্বল-নীলমণি'র সূত্রানুসরণে "বংশীখণ্ড" ও "রাধাবিরহখণ্ডে"র কয়েকটি উৎকৃষ্ট পদ আমরা স্বচ্ছন্দে এই পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করিতে পারি। শ্রীচৈতন্যপরবর্ত্তী বহু কবি বিরহ অপেক্ষা আক্ষেপানুরাগের পদেই সমধিক কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন।

অপর পরিচয়ের অভাবে অন্য দুই জন চণ্ডীদাসকে আমরা দ্বিজ চণ্ডীদাস ও দীন চণ্ডীদাস নামে অভিহিত করিব। প্রচলিত পদাবলীর মধ্যে অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাসের রচিত পদের সংখ্যা বোধ হয়, দশ পনরোটির বেশী হইবে না। চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত বাকী কতকগুলি উৎকৃষ্ট পদ আমরা দ্বিজ চণ্ডীদাসের রচিত বলিয়া মনে করি। উদাহরণস্বরূপ—"সই, কেবা

শুনাইল শ্যামনাম", "ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার তিলে তিলে আইস যাও", "রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা" প্রভৃতি পদ উল্লেখযোগ্য। দ্বিজ চণ্ডীদাসের রচনা, আদি চণ্ডীদাসের রচনার প্রায় পাশাপাশি স্থান পাইয়াছে, হয়তো মিশিয়া গিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। দীন চণ্ডীদাস বৈষ্ণবোচিত বিনয়বশতঃ 'দীন' ভণিতা ব্যবহার করিতেন। ইঁহার রচনায় সেরূপ কবিত্ব আছে বলিয়া মনে হয় না। ইনি কৃষ্ণলীলাত্মক পদ্যময় এক বৃহৎ কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। পরিষদ্-প্রকাশিত 'চণ্ডীদাস-পদাবলী'র প্রাচীন ও নবীন সংস্করণে উদ্ধৃত—শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা, মাথুর ও জন্মলীলা প্রভৃতি ইঁহারই রচিত।

বিদ্যাপতির পরিচয়ে কোনরূপ অস্পষ্টতা নাই। কিন্তু তাঁহার পদ লইয়াও সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে। এই সমস্যা দুই এক জন মাত্র এদেশবাসী ও ভিন্নপ্রদেশবাসী পণ্ডিতের ইচ্ছাকৃত বলিয়াই মনে হয়। বাঙ্গালায় রঞ্জন নামে একজন কবি ছিলেন। ইনি শ্রীখণ্ডের অধিবাসী, জাতিতে বৈদ্য। কবিত্বখ্যাতির জন্য লোকে ইঁহাকে ছোট বিদ্যাপতি নামে অভিহিত করিত। ইনি নিজে "কবিরঞ্জন" ভণিতায় পদ রচনা করিতেন। ইঁহার প্রায় সমস্ত পদই বিদ্যাপতির নামে চলিতেছে। অপর একজন বাঙ্গালী কবি "রায়-শেখর" শ্রীখণ্ডের অধিবাসী ছিলেন। "গগনে অব ঘন মেহ দারুণ, সঘনে দামিনী ঝলকই" এবং "এ ভরা বাদর মাহ

ভাদর, শূন্য মন্দির মোর” প্রভৃতি উৎকৃষ্ট পদগুলি ইঁহারই রচিত।

আমরা ‘প্রেমবিলাস’ প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে জানিতে পারি, শ্রীমহাপ্রভুর শ্যালক, মাধবাচার্য্য শ্রীধাম বৃন্দাবনে “কবিবল্লভ” উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। “সই, কি পুছসি অনুভব মোয়”—এই প্রসিদ্ধ পদটি ইনিই রচনা করেন। এইরূপ আরও অনেক বাঙ্গালী কবির পদ বিদ্যাপতির নামে গৃহীত হইয়াছে। বিদ্যাপতি-রচিত পদের সংখ্যা চারি শতের অধিক হইবে কি না সন্দেহ। আনন্দের কথা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন’ ও ‘চণ্ডীদাস-পদাবলী’র এক একখানি প্রামাণ্য সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজিও বিদ্যাপতির একটি নির্ভরযোগ্য পদসংগ্রহ প্রকাশিত হইল না।

আমরা বলিয়াছি, চণ্ডীদাস বর্ষার কবি, বর্ষার সুর বিরহের সুর। বিদ্যাপতি বসন্তের কবি—বসন্তের সুর মিলনের সুর, কিন্তু চণ্ডীদাসের সুরের মধ্যে বিরহের দুঃসহ তপস্যার তন্ময়তার যে একটি পরিপূর্ণতা, গরলের সঙ্গে অমৃতের যে একটি অনুভূতির আস্বাদ পাওয়া যায়, বিদ্যাপতির পদে তাহার সন্ধান পাই না। চণ্ডীদাসের মিলনেও যেন তৃপ্তি নাই, আবার বিরহেও কোন ঈর্ষা, দ্বেষ, দ্বন্দ্ব, কিম্বা মৎসরতা নাই। চণ্ডীদাসের কবিতা পড়িয়া মনে হয়, ভালবাসার দুঃখের সাগরে সে যে কূল পায় নাই, ইহার সমস্ত অপরাধই যেন তাহার

নিজের, দোষ তাহার অদৃষ্টের। সুতরাং বর্ষার কবি বলিয়াও চণ্ডীদাসের ঠিক পরিচয় দেওয়া গেল না। বর্ষার নিকষ কালো নবীন মেঘ যে দিন দিগন্তরালের সীমারেখা নিশ্চিহ্ন করিয়া মর্ত্ত্যের বুকে নামিয়া আসে, অবিশ্রান্ত ধারাবর্ষণে আমারই ক্ষুদ্র কুটীরে আমাকে একাকী আবদ্ধ রাখিয়া বিশ্বের সঙ্গে ব্যবধান সৃষ্টি করে, আপনাতে আপনি ফিরিয়া-আসা অন্তরের সে দিনের ছন্দের সঙ্গে যেন চণ্ডীদাসের কবিতার মিল খুঁজিয়া পাই। চণ্ডীদাসের কবিতা পড়িতে বসিয়া কেবলই যেন মনে হয়—

রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
পর্য্যুৎসুকো ভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ।
তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্ব্বং
ভাবস্থিরাণি জননান্তরসৌহৃদানি ॥”

চণ্ডীদাসের কবিতা বাঙ্গালায় এক বিপুল পরিবর্ত্তনের সূচনা করিল। দিকে দিকে রাধাকৃষ্ণলীলা-কথার আলোচনা আরম্ভ হইল। গুণরাজ খান, যশোরাজ খান, চতুর্ভুজ প্রভৃতি কবিগণ রাধাকৃষ্ণলীলাত্মক কবিতা এবং কাব্য রচনা করিলেন। নানাবিধ পুরাণ ও বৈষ্ণব গ্রন্থাদির অনুলিপি পল্লীতে পল্লীতে হরিকথা চর্চ্চার সহায় হইল। সমগ্র বঙ্গদেশ এক যুগসন্ধিক্ষণে পৌঁছিয়া যেন যুগমানবের প্রতীক্ষায় চঞ্চল হইয়া উঠিল। চণ্ডীদাসের যে প্রেম ভগবান্‌কে দানী সাজাইয়া পথের মাঝে আনিয়া দাঁড় করাইয়াছে, যাচিয়া সাধিয়া হাত পাতিয়া

দানগ্রহণে বাধ্য করিয়াছে, যে প্রেমে ভগবান্ মানবের মানস যমুনার তীরে দাঁড়াইয়া পার-যাত্রীকে অ-দান খেয়ায় আহ্বান করিয়াছেন, যে প্রেমে ভগবান্ ব্রজগোপীগণের দধি-দুগ্ধের ভার বহিতে, ভক্তের যোগক্ষেম বহন করিতে ভারবাহক সাজিয়াছেন, মানবপ্রতিনিধি আচার্য্য অদ্বৈতের সাধনায় সেই প্রেম এক দিন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। গোলোকের সম্পদ্ ভূলোকে আসিয়া অবতীর্ণ হইলেন। ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ স্বয়ং ভগবান্ বীরভূমের একচক্রায় একাংশে পতিতপাবন শ্রীনিত্যানন্দরূপে, এবং শ্রীধাম-নবদ্বীপে শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলিততনু শ্রীগৌরস্বরূপে প্রকাশিত হইয়া বাঙ্গালাকে ধন্য করিলেন। বাঙ্গালার নরনারী সম্মিলিত কণ্ঠে যুক্তকরে উচ্চারণ করিল-

"বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ ॥"

(খ) পর-চৈতন্য যুগ

শ্রীমন্মহাপ্রভু অবতীর্ণ হইলেন। বাঙ্গালী দেখিল,— "নয়নে দরবিগলিত ধারা, অমৃতকণ্ঠে উচ্চ হরিকীর্ত্তন, হেমগৌর তনু ধূলি-ধূসরিত, বিশ্বের নরনারীর জন্য আলিঙ্গনোদ্যত প্রসারিত বাহু। সে এক অপূর্ব্ব রূপ!" সেই রূপ দেখিয়া বাঙ্গালী ভুলিল। সেই ভুবনমোহন রূপ হৃদয়পটে চিরতরে

অঙ্কিত করিয়া লইল। একজন আর একজনকে ডাকিয়া দেখাইল—

"নীরদ নয়ানে নীর ঘন সিঞ্চনে
পুলক মুকুল অবলম্ব।
স্বেদ মরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত
বিকশিত ভাবকদম্ব॥
পেখঁলু নটবর গৌর কিশোর।
অভিনব হেম কলপতরু সঞ্চরু
সুরধুনী তীরে উজোর॥
চঞ্চল চরণ- কমলতলে ঝঙ্করু
ভকত-ভ্রমরগণ ভোর।
পরিমলে লুবধ সুরাসুর ধাবই
অহনিঁশি রহত অগোর॥
অবিরত প্রেম- রতন-ফল বিতরণে
অখিল মনোরথ পূর।
তাকর চরণে দীনহীন বঞ্চিত
গোবিন্দদাস রহু দূর॥"

সেই রূপমাধুর্য্যের ভাবকান্তি এত প্রখর এবং এত ব্যাপক যে, তাহার ছটায় সমস্ত বাঙ্গালা, উড়িষ্যা, আসাম, এমন কি, সুদূর মণিপুর পর্য্যন্ত আলোকিত হইয়া উঠিল। সে কালে না ছিল দৈনিক সংবাদপত্র, না ছিল মাসিক পত্রিকা, না ছিল মুদ্রণযন্ত্র, বাষ্পীয় শকট, বেতার-যন্ত্র। তথাপি

তাঁহার করুণার কথা তড়িদ্‌বার্ত্তার মত অতি অল্প সময়ের মধ্যেই দিক্ হইতে দিগন্তরে ছড়াইয়া পড়িল। বলরাম দাস বলিতেছেন—

"প্রেমবন্যা নিতাই হইতে অদ্বৈত তরঙ্গ তাতে
চৈতন্য বাতাসে উথলিল।
আকাশে লাগিল ঢেউ স্বর্গে নাএড়ায় কেউ
সপ্ত পাতাল ভেদি গেল॥"

কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে', বৃন্দাবনদাসের 'শ্রীচৈতন্যভাগবতে', লোচনদাসের 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে' এবং অন্যান্য মহাজনগণ-রচিত গৌরচন্দ্রিকায় শ্রীগৌরাঙ্গের এই অলৌকিক লীলা এবং রূপের আভাস পাওয়া যায়।

বাঙ্গালী সেই রূপ দেখিল। যে রাধাপ্রেমের অদ্ভুত মধুরিমা আস্বাদনের জন্য মহাপ্রভুর অবতারগ্রহণ, সেই প্রেমের মহিমা বাঙ্গালী প্রত্যক্ষ করিল। ব্রজপ্রেমের যে অলৌকিক লীলা আত্মারামগণকেও মুগ্ধ করে, সেই অপ্রাকৃত প্রেমের তরঙ্গোচ্ছ্বাসে বাঙ্গালী-হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। অপ্রাপ্তির আকুলতায় অধীর, বিরহে জর্জ্জর শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেই দিব্যোন্মাদ আসমুদ্র হিমাচল প্রমত্ত করিয়া তুলিল। কাননে বসন্তসমাগমে যেমন তরুলতা মুঞ্জরিত হয়, অগণিত বিহগকলকণ্ঠে তাহার বন্দনাগীতি উদ্গীত হয়, শ্রীচৈতন্যের পদস্পর্শে বাঙ্গালীর জীবনেও তেমনই বসন্ত দেখা দিল।

অগণিত পুণ্যস্মৃতি ভগবৎপ্রেমিক বৈতালিক সেই রূপসাগরের জলতরঙ্গের তালে তালে গাহিয়া উঠিল।

শ্রীচৈতন্য-পরবর্ত্তী বৈষ্ণব কবিগণের রচনার মধ্যে এমন দুই একটি পদ পাওয়া যায়, পদের মধ্যে এমন দুই একটি পংক্তি পাওয়া যায়, যাহা জগতের যে কোন কবির উৎকৃষ্ট রচনার সহিত তুলিত হইতে পারে। বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। তথাপি আমরা এ পর্য্যন্ত প্রায় তিন শতাধিক বৈষ্ণব কবির নাম জানিতে পারিয়াছি। ইঁহাদের পদের সংখ্যা প্রায় দশ সহস্রের কম হইবে না। কয়েকজন উৎসাহী সাহিত্যসেবীর চেষ্টায় ইদানীং আমরা আরও কতকগুলি নূতন কবির নাম এবং পদের সন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছি। ইঁহাদের মধ্যে প্রাচীন সাহিত্যের অনুসন্ধানে ত্রিপুরা হইতে উড়িষ্যা পর্য্যন্ত নানা স্থানে পর্য্যটনপূর্ব্বক যিনি বহু ক্লেশ ও ক্ষতি স্বীকার করিয়াছেন, সর্ব্বাগ্রে আমি সেই পদাবলী-সাহিত্যে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয়ের নাম করিতেছি। স্বর্গগত আচার্য্য সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের পর পদাবলী-সাহিত্যের কথায় ইঁহারই নাম উল্লেখ করিতে হয়। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায়, শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী, শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মহম্মদ সহিদ্‌উল্লাহ এবং শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয়ের নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের

অধ্যবসায় এবং উদ্যমে, ইঁহাদের আবিষ্কৃত পুথি এবং রচিত প্রবন্ধ ও গ্রন্থে যেমন বাঙ্গালা সাহিত্য সমৃদ্ধ হইয়াছে, তেমনই বাঙ্গালীর অধ্যাত্ম-সাধনার অতীত ইতিহাসের এক অপঠিত অধ্যায় জাতিকে নূতন পথের সন্ধান দিয়াছে। এজন্য ইঁহারা জাতির ধন্যবাদের পাত্র। বাঙ্গালী ইঁহাদের নিকট চিরদিনের জন্য ঋণী হইয়া রহিল। দুঃখের বিষয়, উপযুক্ত উৎসাহ ও সাহায্যের অভাবে ইঁহাদের কার্য্য আশানুরূপ অগ্রসর হইতেছে না। আমি এদিকে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

পদাবলী-সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিহাস আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। আমাদের সময় এবং সাধ্যেও তাহা কুলাইবে না। আমরা সংক্ষেপে দুই এক জন পদকর্ত্তার নাম উল্লেখ করিতেছি। পদাবলীর আলোচনা করিতে গিয়া আমার মনে হইয়াছে, প্রাচীন সাহিত্যের পক্ষ হইতেও যেমন, পদাবলী-সাহিত্যের দিক্ দিয়াও তেমনই রায়শেখর, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস এবং বলরামদাসের নাম সাহিত্যসেবী মাত্রেরই স্মরণীয়। ইঁহাদের কবিত্ব বৈষ্ণবসম্প্রদায়, শিক্ষিতসমাজ, অথবা সাধারণ পাঠক কিম্বা সুদূর পল্লীর নিরক্ষর শ্রোতৃবৃন্দ —নরনারীনির্ব্বিশেষে সকলকেই মুগ্ধ করে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রায়শেখরের কয়েকটি উৎকৃষ্ট পদ বিদ্যাপতির নামে চলিতেছে। কেবলমাত্র ভণিতার পরিবর্ত্তনেই সে পদ বিদ্যাপতির নামে পরিচিত হয় নাই,

বরং পরিবর্ত্তিত ভণিতাই আমাদিগকে ধরাইয়া দিয়াছে, এ পদ মিথিলার নবকবিশেখরের রচিত নহে, ইহা বাঙ্গালার রায়শেখর বা কবিশেখরেরই রচনা। পদের গঠনপারিপাট্য, রসমাধুর্য্য, ভাবগাম্ভীর্য্য এবং ছন্দোঝঙ্কার অনবদ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বিদ্যাপতির নামে গৃহীত বর্ষাভিসারের পদটিই আবৃত্তি করিতেছি।—

"গগনে অব ঘন মেহ দারুণ
সঘনে দামিনী ঝলকই।
কুলিশ-পাতন- শবদ ঝন ঝন
পবন খরতর বলগই॥
সজনি, আজি দুরদিন ভেল।
কান্ত হামারি নিতান্ত আগুসারি
সঙ্কেতকুঞ্জহি গেল॥
তরল জলধর বরিখে ঝরঝর
গরজে ঘন ঘন ঘোর।
শ্যাম মোহনে একলি কৈসনে
পন্থ হেরই মোর॥
সঙরি মঝু তনু অবশ ভেল জনু
অথির থর থর কাঁপ।
এ মঝু গুরুজন নয়ন দারুণ
ঘোর তিমিরহি ঝাঁপ॥

তুরিতে চল অব কিয়ে বিচারব
জীবন মঝু আগুসার।
রায়শেখর বচনে অভিসর
কিয়ে সে বিঘিনি বিথার॥"

ইঁহার 'দণ্ডাত্মিকা পদাবলী' বৈষ্ণবসমাজে সাধনের অবলম্বনরূপে সমাদৃত হইয়া আসিতেছে। অষ্টকালীয় নিত্যলীলা স্মরণে বৈষ্ণবগণ এই সমস্ত পদই গান করিয়া থাকেন। ইঁহার বাৎসল্য-রসের পদগুলিও অতি সুন্দর। রায়শেখর শ্রীখণ্ডের শ্রীল রঘুনন্দন ঠাকুরের শিষ্য এবং শাখাভুক্ত ছিলেন। 'গোপালবিজয়' নামক কৃষ্ণলীলাত্মক কাব্যখানি ইঁহারই রচিত বলিয়া মনে হয়।

জ্ঞানদাস প্রাচীন বীরভূমির অন্তর্গত কান্দরার অধিবাসী ছিলেন। ইনি শ্রীজাহ্নবাদেবীর শিষ্য এবং নিত্যানন্দ-শাখাভুক্ত। খেতরীর বৈষ্ণব-সম্মেলনে কবির উপস্থিতি তাঁহার কালনির্ণয়ে সাহায্য করিয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রবর্ত্তিত প্রেমধর্ম্মের পটভূমিতে ইঁহার প্রাণরসে অঙ্কিত শ্রীরাধার চিত্র বাঙ্গালা সাহিত্যকে সমুজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। ইনি চণ্ডীদাসের অনুগামী; ব্রজবুলী অপেক্ষা বাঙ্গালা রচনাতেই ইঁহার কৃতিত্বের পরিচয় পাই। ইঁহার রচনা পূর্ব্বরাগ, অভিসার, মিলন, মান, মাথুর, প্রশ্নদূতিকা প্রভৃতি নানা পর্য্যায়ে বিভক্ত। পদের ভাষা দেখিয়া কিছু কম প্রায়

চারি শত বৎসরের এই কবিকে আধুনিক কবি বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। একটি উদাহরণ দিতেছি—

“আলো মুঞি কেন গেলুঁ কালিন্দীর জলে।
কালিয়া নাগর চিত হরি নিল ছলে॥
রূপের সাগরে আঁখি ডুবিয়া রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল॥
ঘরে যাইতে পথ মোর হইল অফুরাণ।
অন্তরে অন্তর কাঁদে কিবা করে প্রাণ॥
চন্দনের চান্দ মাঝে মৃগমদ ধান্ধা।
তার মাঝে হিয়ার পুতলী রৈল বান্ধা॥
কটী পীত বসন রসনা তাহে জড়া।
বিধি নিরমিল ঘাটে কলঙ্কর কোঁড়া॥
জাতি কুল শীল সব হেন বুঝি গেল।
ভুবন ভরিয়া মোর ঘোষণা রহিল॥
কুলবতী হইয়া দু কুলে দিলুঁ দুখ।
জ্ঞানদাস কহে দঢ় করি থাক বুক॥”

গোবিন্দদাস শ্রীখণ্ডের চিরঞ্জীব সেনের পুত্র। ইঁহারই জ্যেষ্ঠ সহোদর সুপণ্ডিত রামচন্দ্র কবিরাজ। ইঁহারা কিছুদিন কুমারনগরে বাস করিয়া, পরে বুধরি গ্রামে গিয়া বাস করেন। দুই ভ্রাতাই শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য। শ্রীচৈতন্যপরবর্ত্তী পদাবলীপ্রণেতৃগণের মধ্যমণি, একাধারে বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাসের কবিত্বপ্রতিভার উত্তরাধিকারী গোবিন্দ কবিরাজের

নাম বাঙ্গালার সর্ব্বত্র সুপরিচিত। যশোরাজ খান, রায় রামানন্দ প্রভৃতি যে ব্রজবুলিতে পদরচনার সূত্রপাত করেন, রায়শেখর এবং জ্ঞানদাসের হস্তে যাহার বিকাশ, সেই ব্রজবুলি গোবিন্দদাসের রচনায় একটি বিশেষ পরিণতি লাভ করিয়াছিল। ভাষার ছটায়, অলঙ্কারের ঘটায়, রসের ব্যঞ্জনায়, ভাবের দ্যোতনায় এবং ছন্দের ভঙ্গিমায় আমরা ইঁহাকে মহাকবির কৃতিত্বগৌরবের অধিকারী বলিয়া মনে করি। ইঁহার কবিত্ব সম্বন্ধে এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, তদানীন্তন কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক এবং রসজ্ঞ সাধক আকুমার সন্ন্যাসী শ্রীপাদ শ্রীজীব শ্রীধাম বৃন্দাবনে বসিয়াও গোবিন্দ কবিরাজের কবিতাপ্রাপ্তির প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকিতেন। পূর্ব্বরাগে, অভিসারে, মিলনে, আক্ষেপানুরাগে, রসোদ্গারে, স্বয়ংদৌত্যে, মাথুর বিরহে, কোন্‌টি রাখিয়া কোন্‌ পর্য্যায়ের কথা বলিব? তাঁহার প্রায় প্রত্যেকটি কবিতাই অতি সুন্দর। একটি মাত্র পদ উদ্ধৃত করিতেছি। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে দেখিয়া বলিতেছেন—

"যাঁহা যাঁহা নিকসয়ে তনু তনু জ্যোতি।
তাঁহা তাঁহা বিজুরি চমকময় হোতি॥
যাঁহা যাঁহা অরুণ চরণ চল চলই।
তাঁহা তাঁহা থল কমল দল খলই॥
দেখ সখি কো ধনি সহচরী মেলি।
হামারি জীবন সঞে করতহি খেলি॥

যাঁহা যাঁহা ভঙ্গুর ভাঙ বিলোল।
তাঁহা তাঁহা উছলই কালিন্দি হিলোল॥
যাঁহা যাঁহা তরল বিলোচন পড়ই।
তাঁহা তাঁহা নীল উতপল বন ভরই॥
যাঁহা যাঁহা হেরিয়ে মধুরিম হাস।
তাঁহা তাঁহা কুন্দ কুমুদ পরকাশ॥
গোবিন্দ দাস কহ মুগধল কান।
চিনলহুঁ রাই চিনই নাহি জান॥"

বলরামদাসও বুধরির অধিবাসী। ইনি নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন, ইঁহার কবিপতি উপাধি ছিল। 'পদকল্পতরু'-প্রণেতা বৈষ্ণবদাস, গোবিন্দদাসের পৌত্র ঘনশ্যামের সঙ্গে ইঁহারই বন্দনা করিয়া বলিয়াছেন—

"কবি নৃপ বংশজ ভুবন বিদিত যশ
জয় ঘনশ্যাম বলরাম।"

ইনিও একজন প্রথম শ্রেণীর কবি ছিলেন। ব্রজবুলি এবং বাঙ্গালায় ইঁহার উভয়বিধ রচনাই কবিত্বসম্পদে সমুজ্জ্বল। ইঁহার আক্ষেপানুরাগের পদ চণ্ডীদাসের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। আমরা ইঁহার একটি গোষ্ঠের পদ উদ্ধৃত করিলাম।—

"গোঠে আমি যাব মা গো গোঠে আমি যাব।
শ্রীদাম সুদাম সঙ্গে বাছুরি চরাব॥
চূড়া বান্ধি দে গো মা মুরলী দে মোর হাতে।
আমার লাগিয়া শ্রীদাম দাঁড়াঞা রাজপথে॥

পীতধড়া পরাও মা গো গলায় দাও মালা।
মনে পড়ি গেল মোর কদম্বের তলা ॥
শুনিয়া গোপালের কথা মাতা যশোমতী
সাজায় বিবিধ বেশে মনের আরতি ॥
অঙ্গে বিভূষিত কৈল রতন ভূষণ।
কটিতে কিঙ্কিণী ধটী পিয়ল বসন ॥
কিবা সাজাইল রূপ ত্রিভুবন জিনি।
পুষ্প গুঞ্জা শিখিপুচ্ছ চূড়ার টালনি ॥
চরণে নূপুর দিলা তিলক কপালে।
চন্দনে চর্চ্চিত অঙ্গ রত্নহার গলে ॥
বলরামদাসে কয় সাজাইয়া রাণী।
নেহারে গোপালের মুখ কাতর পরাণি ॥"

প্রসঙ্গতঃ এইখানে একটি কথা নিবেদন করিয়া রাখিতে চাই। সংক্ষিপ্ত ভাবেই হউক আর সম্পূর্ণ রূপেই হউক, পদাবলী-সাহিত্যের আলোচনা করিতে হইলে শ্রীপাদ রূপ-গোস্বামি-প্রণীত 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু', 'শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি' এবং শ্রীপাদ জীবগোস্বামি-প্রণীত 'শ্রীগোপালচম্পূ' ও সন্দর্ভ-গ্রন্থাদির নাম উল্লেখ করিতে হয়। পদাবলীর মর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইলে এই সমস্ত গ্রন্থের সাহায্য আমরা অপরিহার্য্য বলিয়াই মনে করি। বাঙ্গালার পদকর্ত্তৃগণ এবং 'রসকল্পবল্লী'-প্রণেতা রামগোপাল দাস, 'রসমঞ্জরী'-প্রণেতা তৎপুত্র পীতাম্বর

দাস প্রভৃতি আলঙ্কারিকগণ প্রায় প্রত্যেকেই উপরোক্ত গ্রন্থসমূহ হইতে বহু সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ঋষিগণ যেমন মন্ত্রের দ্রষ্টা ছিলেন, বাঙ্গালার বৈষ্ণব কবিগণও তেমনই পদাবলীর দ্রষ্টা ছিলেন। পদাবলী তাঁহাদের হৃদয়েরই বহিঃপ্রকাশ বলিয়া তাহা আমাদের হৃদয়কে আজিও সহজেই অধিকার করিয়া লয়। তাঁহারা যে রূপের সাধক ছিলেন, পদাবলী সেই রূপেরই ভাষাময় প্রকাশ, সেই শাশ্বত রূপের সনাতন ভাষ্য। এই জন্যই এই যুগকে আমরা রূপ-সাধনার যুগ বলিয়া অভিহিত করিয়াছি। এই যুগের ধর্ম্ম—রূপধর্ম্ম; এই যুগের ধর্ম্মগ্রন্থ—বৈষ্ণব পদাবলী; এই যুগের সঙ্গীত, এই যুগের সাধনমন্ত্র—কীর্ত্তন। ইহার বিনিয়োগ আচণ্ডালে প্রেমদানে, মানবতার উৎকর্ষ-সাধনে; এ যুগের দেবতা, এই মন্ত্রের মূর্ত্ত বিগ্রহ—প্রেমাবতার শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং।

(১৯) রূপধর্ম্ম

রসস্বরূপ শ্রীভগবানের প্রধান প্রকাশ রূপে। সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহের রূপের তুলনা নাই। তিনি অনন্ত রূপের আকর, তাই তো তাঁহার বিশ্ব জুড়িয়া রূপের মেলা আর রঙের খেলার অন্ত খুঁজিয়া পাই না। যে দিকে চাই, রূপে রঙে মাখামাখি

দেখিয়া মনে হয়, বিশ্ব যেন তাঁহারই রূপের কণামাত্র লইয়া নিজেকে অনুরঞ্জিত করিয়াছে, এবং এই রূপের মধ্য দিয়াই বিশ্ববাসীকে বিশ্বেশ্বরের রূপের সন্ধান দিতেছে। তাই তো কবি জয়দেব বলিয়াছেন—

"বিশ্বেষামনুরঞ্জনেন জনয়ন্নানন্দমিন্দীবর-
শ্রেণীঃ শ্যামলকোমলৈরুপনয়ন্নঙ্গৈরনঙ্গোৎসবং।
স্বচ্ছন্দং ব্রজসুন্দরীভিরভিতঃ প্রত্যঙ্গমালিঙ্গিতঃ
শৃঙ্গারঃ সখি মূর্ত্তিমানিবমধৌ মুগ্ধো হরিঃ ক্রীড়তি ॥"

সখী বিশ্বকে ভাবানুরূপ অনুরঞ্জনে আনন্দ দান করিতে করিতে করিতে নীলোৎপলদলশ্যামল কোমল অঙ্গে ব্রজ-সুন্দরীগণ কর্ত্তৃক যথেচ্ছরূপে আলিঙ্গিত হইয়া আনন্দোৎসব বর্দ্ধন করিতে করিতে করিতে মুগ্ধ হরি এই বসন্তে মূর্ত্তিমান্ শৃঙ্গার রসের ন্যায় বিলাস করিতেছেন।

শ্রীভগবান্ যেমন রসময়, তেমনই রূপময়। তিনি যেমন মধুর, তেমনই সুন্দর। কিন্তু সৃষ্টি তাঁহার সৌন্দর্য্যেই প্রথম আকৃষ্ট হয়। তাই তো সৃষ্টির প্রধান উপাস্য—রূপ। তিনি যেমন অনন্ত রূপের আকর, তেমনই আবার অনন্ত গুণেরও রত্নখনি। তাঁহার রূপ গুণের তুলনা নাই, তাঁহার রূপে ত্রিলোক আলোকিত, গুণে চরাচর বশীভূত। তাঁহার রূপে যেমন মাধুর্য্যের প্রকাশ, গুণে তেমনই ঐশ্বর্য্যের বিকাশ। বৈষ্ণব ভক্ত এই মাধুর্য্যেই আকৃষ্ট হন।

বৈষ্ণব মহাজনেরা মনে করেন যে, মানুষ কেবল মানুষের

ভাব দিয়াই শ্রীভগবানের রূপ উপলব্ধি করিতে পারে। শ্রীভগবানের রূপ বলিতে তাঁহারা বুঝেন—তাঁহার দেহ সুন্দর, গঠন সুন্দর, তাঁহার ভঙ্গি সুন্দর, গতি সুন্দর, তাঁহার মন সুন্দর, তাঁহার কার্য্য সুন্দর, এক কথায় তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর। সাধক কবি বিল্বমঙ্গল বলিতেছেন—

"মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো-
র্মধুরং মধুরং বদনং মধুরং।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরঃ

আমরা এই সৌন্দর্য্যেরই উপাসনা করি। শ্রীভগবান্ সৃজন, পালনঃ এবং বিনাশকর্ত্তা। তিনি পুণ্যের পুরস্কর্ত্তা, এবং পাপের দণ্ডবিধাতা; তিনি বিরাট্। কিন্তু এই কথাই তো শেষ কথা নহে। তিনি যে চিরসুন্দর, চিরমধুর, চিরকরুণাময়, চিরনবীন। তিনি যে "নব রে নব নিতুই নব"। তাই তো আমরা মাধুর্য্যময়ী শ্রীরাধার প্রেমে চিরবিক্রীত গোপবেশ বেণুকর নবকিশোর নটবর রূপই ভালবাসি। ঐ যে ব্রজ-রাখালের বন্ধু, জননী যশোদার স্নেহের দুলাল, ঐ যে ব্রজহরিণী-নয়নাগণের প্রিয় দয়িত, ঐ যে বামে বৃষভানুরাজ-নন্দিনী সহ চিরকোমল চিরনবীন রূপ, ঐ রূপেই আমাদের নয়ন ভরিয়া উঠে। হৃদয় আপনহারা হয়। আমরা এই রূপেরই আরাধনা করি, তাহাতেই আকৃষ্ট হই এবং ডুবিয়া যাই। কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায় বলি—

"কৃষ্ণের মধুর রূপ শুন সনাতন।
যে রূপের এক কণ ডুবায় সব ত্রিভুবন॥
সর্ব্ব প্রাণী করে আকর্ষণ।"

বৈষ্ণব মহাজনগণ এই রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, এবং এই প্রত্যক্ষদৃষ্ট রূপকেই সুরে, ছন্দে, ভাষায়, ভাবে বাঁধিয়া রাখিয়া তাহার উত্তরাধিকারিত্ব আমাদিগকে দান করিয়া গিয়াছেন। পদ-সাহিত্যের পটভূমিতে বৈষ্ণব কবির অমৃতময়ী তূলিকা এই রূপকে চিরকালের জন্য চিত্রিত করিয়া রাখিয়াছে।

(২০) পদাবলীর দ্বাদশ তত্ত্ব

বৈষ্ণব পদাবলী পাঠে মহাজনগণ এবং প্রাচীন আচার্য্যগণের অনুসরণে আমরা পদাবলীর মধ্যে যে দ্বাদশ তত্ত্বের সন্ধান পাইতেছি, সংক্ষেপে তাহা বিবৃত করিলাম।

প্রথম তত্ত্ব—যুগলরূপ—

যুগল রূপই শ্রীভগবানের স্বরূপ। রসস্বরূপ শ্রীনন্দনন্দন এবং মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীমতী রাধা ঠাকুরাণী তত্ত্বতঃ এক এবং অভিন্ন। যথা—'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে'—

"রাধা পূর্ণ শক্তি কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান্।
দুই বস্তু ভেদ নাই শাস্ত্র পরমাণ॥"

এই যুগল রূপই মানবের চরম এবং পরম উপাস্য।

দ্বিতীয় তত্ত্ব—প্রকাশ এবং বিলাস—

কৃষ্ণ এবং শ্রীরাধা যেমন অভিন্ন, তিনি এবং তাঁহার সৃষ্টি তেমনই অভিন্ন। সৃষ্টির চরম এবং পরম উৎকর্ষই শ্রীরাধারূপে সপ্রকাশ। শ্রীভগবানের ইচ্ছাতেই এই সৃষ্টি সম্পন্ন হইয়াছে। তাঁহার রসময়ত্ব এবং করুণাময়ত্বই এই ইচ্ছার হেতু। 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'-কার বলিতেছেন—

"রসিকশেখর কৃষ্ণ পরম করুণ।
এই দুই হেতু হৈতে ইচ্ছার উদ্গম॥"

এই ইচ্ছা মূলতঃ রসাস্বাদনের ইচ্ছা। বহু না হইলে একাকী সেই ইচ্ছা পূর্ণ হইবার নহে। তাই এক দিকে যেমন শ্রীরাধাকে পৃথক্ করিয়া, গোপীযূথকে পৃথক্ করিয়া তিনি বহু হইয়াছেন; শ্রীরাসমণ্ডলে তেমনই আপনাকেও বহু রূপে প্রকাশিত করিয়াছেন। অন্য দিকে এই বৈচিত্র্যপূর্ণ বিশ্বসৃষ্টিও তাঁহার বহুত্বের দ্যোতনা মাত্র। তিনি যেমন সৃষ্টিরূপে বহু হইয়াছেন, তেমনই বিশ্বের ভোক্তারূপে সৃষ্টির প্রতি অণু পরমাণুতে বিলসিত হইতেছেন।

তৃতীয় তত্ত্ব—রসাস্বাদন—

রসাস্বাদনের জন্যই, শ্রীভগবানের লীলাবৈচিত্র্যের জন্যই এই পার্থক্য। 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'-কার বলিয়াছেন—

"রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলসে রস আস্বাদন করি॥"

'শ্রীমদ্ভাগবত' বলিতেছেন—

"রেমে রমেশো ব্রজসুন্দরীভি
যথার্ভকঃ স্বপ্রতিবিম্ববিভ্রমঃ ॥

চতুর্থ তত্ত্ব—পরস্পর ভজনা—

শ্রীভগবানের শ্রীরাধার জন্য, আপন সৃষ্টির জন্য যে আকর্ষণ, শ্রীরাধার শ্রীভগবানের জন্য, সৃষ্টির স্রষ্টার জন্য তেমনই আকর্ষণ। শ্রীরাধার প্রতি যে আকর্ষণে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন—

"সজনি, তোহে হাম কি কহব আর।
মঝু লাগি সো ধনি ভেলহি যৈছন
ঐছন অবহুঁ হামার ॥"

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার সেই আকর্ষণ দেখিয়া সখী বলিয়াছিলেন—

"ধনি ধনি, রমণীজনম ধনি তোর।
সব জন কানু কানু করি ঝুরয়ে
সো তুয়া ভাবে বিভোর ॥"

পরস্পরের এই অনুরাগ দেখিয়া দ্বিজ চণ্ডীদাস বলিয়াছিলেন—

"এমন পীরিতি কভু দেখি নাই শুনি।
পরাণে পরাণ বাঁধা আপনা আপনি ॥

তুহুঁ কোড়ে তুহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
তিল আধ না দেখিলে যায় যে মরিয়া॥'

পঞ্চম তত্ত্ব—শ্রীভগবান্ এবং মানুষ—

মানুষ শ্রীভগবানের সর্ব্বোত্তম সৃষ্টি—মানুষ শ্রীভগবানেরই পরা প্রকৃতি। মানুষ শ্রীভগবানের অংশ। যথা—'শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে'—

"অনন্ত স্ফটিকে যৈছে এক সূর্য্য ভাসে।
তৈছে জীবে গোবিন্দের অংশ প্রকাশে॥"

মানবের প্রতি কৃপাপ্রকাশের জন্যই করুণাময় গোবিন্দের নরলীলা। 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'-কার বলিয়াছেন—

"কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্ব্বোত্তম নরলীলা
নরবপু তাহারি স্বরূপ।"

ষষ্ঠ তত্ত্ব—মানবের সাধ্য বস্তু—

শ্রীরাধার প্রেমই সাধ্যশিরোমণি। মানবজীবনের এক মাত্র প্রয়োজন প্রেম। প্রেমই পঞ্চম পুরুষার্থ। এই প্রেমেই মানুষ বিশ্বসৃষ্টির রহস্য বুঝিতে পারে। স্রষ্টার প্রতি সৃষ্টির আকর্ষণের, এবং সৃষ্টির প্রতি স্রষ্টার আকর্ষণের মর্ম্ম উপলব্ধি করে।

সপ্তম তত্ত্ব—মানবের সাধন—

মানবের সাধন—গোপীভাব। গোপীভাব ভিন্ন শ্রীরাধা-কৃষ্ণের কৃপালাভের দ্বিতীয় কোন পন্থা নাই। বিশ্বরহস্য বুঝিবার অপর কোন উপায় নাই। আপনার সর্ব্বস্ব সমর্পণে, শ্রীরাধাকৃষ্ণের জন্যই শ্রীরাধাকৃষ্ণকে ভালবাসার নামই গোপী-ভাব। যথা—'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে'—

"সেই গোপীভাবামৃতে যার লোভ হয়।
বেদধর্ম্ম ত্যজি সেই কৃষ্ণকে ভজয়॥"

রাগানুগামার্গে ভজনাই গোপীভাবের সাধনা। যথা—'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে'—

"রাগানুগামার্গে তারে ভজে যেই জন।
সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥"

অন্যত্র—

"অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার।
রাত্রি দিন চিন্তে রাধাকৃষ্ণের বিহার॥
সিদ্ধদেহে চিন্তি করে তাহাঞি সেবন।
সখিভাবে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ॥"

অষ্টম তত্ত্ব—পূর্ব্বরাগ ও অনুরাগ—

প্রেমোদয়েরই অপর নাম পূর্ব্বরাগ। পূর্ব্বরাগ ক্রমে বাড়িয়া অনুরাগে পরিণত হয়। এই অনুরাগ তিলে তিলে নূতন হয়। অনুরাগের কালাকাল নাই, স্থানাস্থান নাই।

পূর্ব্বরাগ বিচারের কোন অপেক্ষা রাখে না, পরিণাম চিন্তা করে না। এই পূর্ব্বরাগ মানবকে দুঃসাধ্য সাধনে উদ্বুদ্ধ করে। শ্রীভগবানের জন্য, দেশের জন্য, জাতির জন্য, মানবকে সর্ব্বস্বত্যাগে বাধ্য করে। অনুরাগে মানুষ ঘরের বাহির হইয়া, সীমা হইতে অসীমের পথে আসিয়া দাঁড়ায়। এই অনুরাগের অবস্থার বর্ণনা চণ্ডীদাস প্রভৃতি কবির বহু পদেই পাওয়া যায়।

নবম তত্ত্ব—অভিসার—

পূর্ব্বরাগের আবেগে দুর্লভের আকাঙ্ক্ষায় মানুষ দুর্গমের পথে অভিসার করে। পথে কত বাধা, কত বিঘ্ন, পথিকের কিন্তু বিশ্রামের অবসর নাই। যতক্ষণ না অভীষ্ট সিদ্ধ হয়, তাহাকে পথ চলিতে হইবে। কত তপস্যায়, কোন্ সাধনায়, এই অভিসারে সিদ্ধিলাভ ঘটে, কবি গোবিন্দদাস তাহার ইঙ্গিত করিয়াছেন—

"কণ্টক গাড়ি কমল সম পদতল
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি বারি ঢারি করু পিছল
চলতহিঁ অঙ্গুলি চাপি॥
মাধব, তুয়া অভিসারক লাগি।
দুতর পন্থ গমন ধনি সাধয়ে
মন্দিরে যামিনী জাগি॥

করযুগে নয়ন মুন্দি চলু ভাবিনী
তিমির পয়ানক আশে।
কর কঙ্কণ পণ ফণী মুখ বন্ধন
শিখই ভুজগ গুরু পাশে॥
গুরুজন বচনে বধির সম মানই
আন শুনই কহ আন।
পরিজন বচনে মুগধি সম হাসই
গোবিন্দদাস পরমাণ॥

দশম তত্ত্ব—বাসকসজ্জা—

মানবের একমাত্র গন্তব্য স্থান শ্রীবৃন্দাবন। অভিসারের পরিসমাপ্তি শ্রীবৃন্দাবনে। গোপীভাবের সাধনায় হৃদয় বৃন্দাবনে রূপান্তরিত হয়। মানুষ তখন আপন ভাবানুরূপ কুঞ্জ সাজাইয়া প্রিয়সমাগমের প্রতীক্ষা করে। অতঃপর এক শুভক্ষণে মানবের মানস নেত্রের সম্মুখে শ্রীরাধাকৃষ্ণ আসিয়া আবির্ভূত হন।

একাদশ তত্ত্ব—মিলন—

এই বাস্তব জগতেই মানুষের সঙ্গে শ্রীভগবানের মিলন ঘটে। সাধক তাঁহার হৃদয়-বৃন্দাবনে, প্রাণের কুঞ্জে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের সেবাধিকার প্রাপ্ত হন। এই অবস্থাকেই লক্ষ্য করিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন—"রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবন্তি।"

দ্বাদশ তত্ত্ব—শ্রীরাধাকৃষ্ণই পরতত্ত্ব—

শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলিত তনুই শ্রীগৌরাঙ্গ। শ্রীরাধাকৃষ্ণ-প্রাপ্তির জন্য শ্রীগৌরাঙ্গচরণে শরণ লইতে হইবে। আবার শ্রীরাধাকৃষ্ণপ্রাপ্তির ফলে স্বতঃসিদ্ধরূপেই শ্রীগৌরাঙ্গপ্রাপ্তি ঘটিবে। বাঙ্গালী একদিন এই সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল। আসুন, সেই সৌভাগ্যের কথা স্মরণ করিয়া যুক্তকরে সমবেত-কণ্ঠে উচ্চারণ করি—

"রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্।"

(২১) পদাবলীর রস-বিভাগ

বৈষ্ণব-আচার্য্যগণ রসকে পঞ্চ মুখ্য ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন; যথা—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর। পদাবলীর মধ্যে শান্ত এবং দাস্য রসের পদের সংখ্যা নিতান্তই কম। সখ্য এবং বাৎসল্য রসের পদের সংখ্যাও অধিক নাই। মধুর বা উজ্জ্বল রসের পদের সংখ্যাই প্রচুর। শ্রীভগবানের প্রেমবিষয়ক বলিয়াই অপ্রাকৃত আদিরসকেই তাঁহারা মধুর বা উজ্জ্বল রস নামে অভিহিত করিয়াছেন। মধুর রস দুই ভাগে বিভক্ত। একটির নাম বিপ্রলম্ভ, অপরটির নাম সম্ভোগ। চতুর্ব্বিধ বিপ্রলম্ভের নাম—পূর্ব্বরাগ, প্রেমবৈচিত্ত্য, মান এবং প্রবাস। পূর্ব্বরাগ দুইরূপ, যথা—দর্শন ও শ্রবণ। দর্শন তিন প্রকার—চিত্রপট, স্বপ্ন ও সাক্ষাদ্দর্শন। শ্রবণ পাঁচ

প্রকার—ভাটমুখে, দূতীমুখে, সখীমুখে ও গুণী জনের গানে শ্রবণ এবং বংশীধ্বনি শ্রবণ। প্রেমবৈচিত্ত্যেরই অবস্থাবিশেষের নাম আক্ষেপানুরাগ। ইহা আট প্রকার—যেমন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি, নিজ প্রতি, সখী প্রতি, দূতী প্রতি, মুরলী প্রতি, বিধি প্রতি, কন্দর্প প্রতি ও গুরুজনের প্রতি আক্ষেপ। মান দুই রূপ—সহেতু ও নির্হেতু। প্রিয় দয়িতের অন্যানুরাগ শ্রবণ বা দর্শনে মানই সহেতু। যেমন সখীমুখে ও শুকমুখে শ্রবণ, বিপক্ষাগাত্রে ভোগাঙ্ক দর্শন, প্রিয়গাত্রে ভোগচিহ্ন দর্শন, এবং অন্যা নায়িকার সঙ্গে একত্র দর্শন। নির্হেতু মান তিন প্রকার —স্বপ্নে পূর্ব্বোক্তরূপ দর্শন বা শ্রবণ, প্রিয় দয়িতের বক্ষঃ-কৌস্তুভে, অঙ্গলাবণ্যে, করপদনখরে কিম্বা মণিভিত্তিতে প্রিয়-পার্শ্বে স্বীয় প্রতিবিম্বদর্শনে অন্যা নায়িকাভ্রম; এবং গোত্রস্খলন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক শ্রীরাধাকে আহ্বান করিতে গিয়া বিপক্ষা নায়িকার নাম কথন, কিম্বা কথাপ্রসঙ্গে অথবা স্বপ্নে শ্রীকৃষ্ণ-মুখ হইতে ঐরূপ নামের উচ্চারণ। বংশীতে শ্রীরাধার নাম লইতে গিয়া ঐরূপ অন্যার নাম লওয়াও গোত্রস্খলনের অন্তর্ভুক্ত। প্রবাস দুইরূপ—নিকটপ্রবাস ও দূরপ্রবাস। কালীয়দমন, গোচারণ, নন্দমোক্ষণ, কার্য্যানুরোধ ও রাসে অন্তর্দ্ধান—নিকটপ্রবাস নামে অভিহিত। নিকটপ্রবাস পূর্ব্বে অনিশ্চিত থাকে, হঠাৎ সংঘটিত হয়। একমাত্র গোচারণই নিত্য নিকটপ্রবাস, যাহা পূর্ব্ব হইতে নিশ্চিত রহিয়াছে। সেই সঙ্গে ইহারও নিশ্চয়তা থাকে যে, প্রতি সন্ধ্যায় প্রিয় রাখালগণ

সঙ্গে ধেনুগণ লইয়া গোক্ষুররেণু-ধূসরতনু বনমালী ব্রজে প্রত্যাগমন করিবেন। দূরপ্রবাসে এইরূপ কোন স্থিরতা নাই, এবং যাত্রার পূর্ব্বে সকলকে জানাইয়া আয়োজনের ঘটা পড়িয়া যায়, যেমন অক্রূরাগমন। এই জন্য এই ভাবী বিরহ, অর্থাৎ দূরপ্রবাসযাত্রার সম্ভাবনাও দূরপ্রবাসের মতই দুঃখদায়ক হয়। তাই দূরপ্রবাস তিন প্রকার—ভাবী বিরহ, মথুরাগমন ও দ্বারকাগমন। দূরপ্রবাসের বিরহের তিনটি অবস্থা দেখিতে পাই। ভাবী বিরহ, ভবন্ অর্থাৎ বর্ত্তমান বিরহ এবং ভূত, বিরহ অর্থাৎ প্রিয়দয়িতের প্রবাসে স্থিতিকালের বিরহ

বিপ্রলম্ভের যেমন এই দ্বাত্রিংশৎ প্রকার ভেদ রহিয়াছে, সম্ভোগেরও চারি প্রধান রূপ, এবং প্রতি রূপের অষ্ট প্রকার বিভাগ ধরিয়া ঐরূপই বত্রিশটি অবস্থান্তর আছে। লীলা-কীর্ত্তনে পূর্ব্বোক্ত বিপ্রলম্ভের সব কয়টি রসেরই গান রহিয়াছে।

(২২) পদাবলীর ভাষা

পদাবলীর ভাষা এখন দুরূহ এবং দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে নানা রকম ভাষা আছে। যথা—

(ক) সংস্কৃত—সাধারণভাবে বলিতে গেলে কবি জয়-দেবের 'শ্রীগীতগোবিন্দে' ইহার সূচনা দেখিতে পাই। পরে শ্রীসনাতন গোস্বামী, শ্রীরূপ গোস্বামী এবং শ্রীরামানন্দ রায়

তাঁহার অনুসরণ করেন। পরবর্ত্তী সময়ে অন্যান্য মহাজনেরা বোধ হয়, আর কেহ এ পথে অগ্রসর হন নাই।

শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীসনাতনের গীতাবলী এবং শ্রীরূপ গোস্বামীর অন্যান্য কবিতা 'স্তবমালা' নামক গ্রন্থে সংগ্রহ করিয়াছেন। সনাতন-গীতাবলী ভক্তজনসমাজে বিশেষরূপে আদৃত হইয়াছে। কীর্ত্তনীয়াগণ এবং সাধকবৃন্দ এই সমস্ত পদ প্রায়ই গাহিয়া থাকেন। ভাবমাধুর্য্যে, ভাষার লালিত্যে, ছন্দের ঝঙ্কারে এই সমস্ত পদাবলী 'শ্রীগীতগোবিন্দে'র কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়, ইহা সত্য, তথাপি নূতন নূতন ছন্দের প্রবর্ত্তনে, রসবিশ্লেষণে এবং শ্রীরাধাগোবিন্দের লীলা-বৈচিত্র্যে সনাতন-গীতাবলীর বৈশিষ্ট্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

(খ) প্রাচীন বাঙ্গালা—অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস ইহার আরম্ভ করেন। যথা—'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন'। তাহার পরে দ্বিজ চণ্ডীদাস, রায়শেখর, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, বলরামদাস এবং অন্যান্য বহু মহাজন এই পথ অনুসরণ করেন। তাঁহারা সকলেই ইহাতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন এবং বাঙ্গালা ভাষার বহুল উন্নতি সাধন করিয়াছেন।

(গ) মৈথিলী—বিদ্যাপতি ইহার প্রবর্ত্তক। তাঁহার পরে এই পথ অন্য মহাজনেরা বিশেষ অনুসরণ করেন নাই।

(ঘ) ব্রজবুলী—ব্রজবুলী বলিতে বৃন্দাবনের ব্রজভাষা বুঝায় না। ইহা বৈষ্ণব কবিদের কল্পিত একটি নূতন পরিভাষা। ইহা কেবল বৈষ্ণব কবিতাতেই দৃষ্ট হয়। ইহা

প্রাচীন বাঙ্গালা, মৈথিলী, হিন্দী এবং ব্রজভাষার এক অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ। বাঙ্গালা দেশেই এই ভাষার উৎপত্তি হয় এবং এই দেশেই ইহা প্রসার লাভ করে। আসামে ও উড়িষ্যাতেও একপ্রকার ব্রজবুলীর উৎপত্তি হইয়াছিল। কিন্তু তাহার বিশেষ প্রসার হয় নাই।

তুর্কী জাতীয় বিদেশী মুসলমানগণ কর্ত্তৃক বাঙ্গালা বিজয়ের পরেও মিথিলা হিন্দুর শাসনে স্বাধীন ছিল। সে সময় মিথিলা সংস্কৃত শিক্ষার জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। এদিকে বাঙ্গালা দেশে তখন এই বিদেশী তুর্কীদের দাপটে ও তাহাদের সহানুভূতির অভাবে সংস্কৃত শিক্ষার একটা ব্যত্যয় বা হানি ঘটিতেছিল। তাই বাঙ্গালা দেশ হইতে বহু শিক্ষার্থী সংস্কৃত শিক্ষার—বিশেষ ন্যায়দর্শন অধ্যয়নের জন্য মিথিলাতে যাইতেন। তাঁহারা যখন শিক্ষান্তে বাঙ্গালায় ফিরিয়া আসিতেন, তখন সংস্কৃত শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মিথিলার গান এবং কবিতাও শিখিয়া আসিতেন। সেই কবিতা এবং গান সাধারণতঃ প্রেম এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণবিষয়ক। বেশীর ভাগই তাহা বিদ্যাপতি এবং তাঁহার সমসাময়িক কবিদিগের রচিত। কাব্য এবং সঙ্গীতরসমাধুর্য্যে বাঙ্গালী সে গানে ও কবিতায় মুগ্ধ হইল, এবং শীঘ্রই সে সমস্ত গান সমগ্র বাঙ্গালা দেশে ছড়াইয়া পড়িল। এমন কি, ঐ সমস্ত সঙ্গীত ও কবিতা শ্রীমহাপ্রভুর আস্বাদন-গৌরবলাভে ধন্য ও স্মরণীয় হইয়া গেল। দেখাদেখি বাঙ্গালী কবিরাও ঐ ধারায় পদাবলী

রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। তাই বাঙ্গালায় ব্রজবুলী শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলা লইয়া নূতন করিয়া বৈষ্ণব পদাবলীতে ফুটিয়া উঠিল। অনেক মহাজন এই পথ অনুসরণ করিলেন। এমন কি, অনেক মুসলমান কবিও এই পথ ধরিলেন। ব্রজ-বুলীর পদরচয়িতাগণের মধ্যে শ্রীখণ্ডের বৈদ্যবংশোদ্ভব সেই যশোরাজ খানের নামই সর্ব্বাগ্রে স্মরণ করিতে হয়। তাঁহার পরই উল্লেখ করিতে হয় শ্রীরায় রামানন্দের নাম। রায়শেখর, কবিরঞ্জন, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, ঘনশ্যাম দাস প্রভৃতি মহাজনেরা ব্রজবুলী পদ রচনায় বাঙ্গালা সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। মোটামুটি বলিতে গেলে খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগ হইতেই বাঙ্গালায় ব্রজবুলী-সাহিত্য প্রসার লাভ করিয়াছে। বিশুদ্ধ ব্রজবুলীতে পদের সংখ্যা প্রায় দুই সহস্রের কম হইবে না।

(২৩) আধুনিক সঙ্গীত ও কীর্ত্তন

আমাদের দেশের বিশেষ দুর্ভাগ্য যে, শাস্ত্রসঙ্গত এবং কলারসপরিপূর্ণ হিন্দুস্থানী-সঙ্গীত এবং বঙ্গীয়-কীর্ত্তনপদ্ধতি থাকা সত্ত্বেও এক নূতন রকমের সঙ্গীত ও কীর্ত্তন আজ আধুনিক সঙ্গীত এবং আধুনিক কীর্ত্তন নামাঙ্কিত হইয়া চলিয়া যাইতেছে। ভারতের দুর্ভাগ্য যে, সুরে, তালে, মানে, লয়ে, এই হিন্দুস্থানী-সঙ্গীত সুপ্রকট থাকা সত্ত্বেও এই আধুনিক সঙ্গীত সমস্ত ভারত ব্যাপিয়া চলিতেছে। বাঙ্গালারও বিশেষ

দুর্ভাগ্য যে, স্থরে, তালে, মানে, লয়ে, ঐ চারিঘরের কীর্ত্তন-পদ্ধতি সুপ্রকট থাকা সত্ত্বেও এই আধুনিক কীর্ত্তন আজ কীর্ত্তন নামাঙ্কিত হইয়া বাঙ্গালা দেশ জুড়িয়া আছে।

এই আধুনিক সঙ্গীতে হিন্দুস্থানী-সঙ্গীতের যেমন লক্ষণ বিশেষ কিছুই নাই এবং ইহা হিন্দুস্থানী-সঙ্গীতশাস্ত্রের যেরূপ সম্পূর্ণ বহির্ভূত, তেমনই এই আধুনিক কীর্ত্তনও চারিঘরের কীর্ত্তনের সম্পূর্ণ বহির্ভূত। ইহাতে প্রকৃত কীর্ত্তনের স্থর ও তাল কিছুই নাই। রসাভাসের মত ইহাকে কীর্ত্তনাভাস বলাই সঙ্গত।

এই আধুনিক সঙ্গীত এবং কীর্ত্তন কতক হিন্দুস্থানী-সঙ্গীত, কতক গ্রাম্য সঙ্গীত এবং কতক পাশ্চাত্য সঙ্গীতের অনুকরণ ও মিশ্রণে সঙ্গীতশাস্ত্রবিরুদ্ধ এক বর্ণসঙ্কর সঙ্গীতের সৃষ্টি করিয়াছে। এই উভয় সঙ্গীতই দেশবাসীর ইচ্ছাতে হউক বা অনিচ্ছাতেই হউক, অজ্ঞানে হউক আর সজ্ঞানেই হউক, ইউরোপীয় "জ্যাজ" সঙ্গীতের অনুকরণে সৃষ্টি হইয়াছে। এই অনুকরণ ইউরোপীয় সঙ্গীতজ্ঞগণও লক্ষ্য করিয়াছেন। হিন্দুস্থানী-সঙ্গীতে এবং পাশ্চাত্য সঙ্গীতে অভিজ্ঞা শ্রীমতী মড ম্যাকার্থি নাম্নী একজন ইংরাজ মহিলা বলিতেছেন—

Unfortunately there is too much of that destructive imitativeness in India today, so that we may truly assert that much of the music we hear is not pure Indian music at all, but only a horrid imposition of the worst of the West."

তিনি আরও বলিয়াছেন—

"I have mentioned the tendency in India nowadays feebly to imitate some Jazz tune. If we get Jazz in proper perspective, we will not do this. The attraction of Jazz to Indians lies partly in the instruments which approach their own, but do not excel or even equal them."

ভারতবর্ষের সঙ্গীতাচার্য্যগণ আধুনিক সঙ্গীতকে 'জংলী' সঙ্গীত আখ্যা দিয়াছেন। আমাদের দেশের কীর্ত্তনীয়াগণও এই কীর্ত্তনকে 'রঙের গান' নামে অভিহিত করিয়াছেন।

আমরা ইহা বলিতে চাহি না যে, সঙ্গীতাচার্য্যের নূতন রাগ রাগিণী, নূতন তাল মান, নূতন পদ্ধতি সৃষ্টি করিবার অধিকার নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বাঙ্গালায় এই স্বাধীনতা প্রচুর ছিল, এবং এখনও আছে। তাহারই প্রভাবে বাঙ্গালার নিজস্ব সঙ্গীত কীর্ত্তন এবং তাহার পর অল্পসংখ্যক আধুনিক গান হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ভিত্তির উপর গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সেই স্বাধীনতার অর্থ স্বেচ্ছাচার নহে। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের শাস্ত্র মানিয়াই সেই স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার করিতে হইবে। ইহার অন্যথা হইলে পূর্ণ রসসৃষ্টি হইবে না। আশা করি, আমরা অতঃপর সঙ্গীতে এই সাঙ্কর্য্য দোষ পরিহারের যথাসাধ্য যত্ন লইব ও সতর্কতা অবলম্বন করিব।

(২৩) প্রকৃত রসসৃষ্টির দুইটি মূলমন্ত্র

বহু শতাব্দী যাবৎ বাঙ্গালী আত্মবোধ এবং আত্মসম্মান হারাইয়া ফেলিয়াছে। পাশ্চাত্ত্য রসস্রোতের সংঘাতে বাঙ্গালার নিজস্ব রসধারার প্রতি তাহার আর তেমন শ্রদ্ধা নাই। বাঙ্গালী মনে করিয়াছিল যে, পাশ্চাত্ত্য রসসৃষ্টির মান অবলম্বনে তাহাকে নিজ রস আস্বাদন এবং অনুভব করিতে হইবে। এই বোধে বাঙ্গালার রসসৃষ্টিকে বাঙ্গালী হেয় বলিয়া গণ্য করিল। বাঙ্গালী ক্রমে এই হীনতাবোধে অভিভূত হইয়া পড়িল। ফলে, পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীত তাহার আদর্শ হইল, এবং পরানুকরণে বাঙ্গালীর স্পৃহা বাড়িল। কিন্তু বাঙ্গালী ভুলিয়া গেল যে, অনুকরণ করিয়া কেহ কখনও কোনরূপ রসসৃষ্টি করিতে পারে নাই। তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত আমেরিকা। আমাদের চক্ষের সম্মুখে তাহার জীবন্ত দৃষ্টান্ত—বাঙ্গালার আধুনিক সঙ্গীত এবং আধুনিক কীর্ত্তন। মহামতি এমার্সনের উক্তি হইতেও আমরা এই কথার সমর্থন পাইতেছি। তিনি বলিয়াছেন—"Because the soul is progressive, it never quite repeats itself, but in every act attempts the production of a new and fairer whole. Thus in our Fine Arts not imitation but creation is the aim."

আবার যদি প্রকৃত রসসৃষ্টি আমরা করিতে চাই, তবে আমাদের বাঙ্গালার নিজস্ব রসধারার অনুসন্ধান করিতে

হইবে ; তাহারই উৎস খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, তাহাই পূর্ণ মাত্রায় প্রবাহিত করাইবার চেষ্টা করিতে হইবে। রুশিয়াও একদিন আমাদের মত অনুকরণের মোহে আবিষ্ট হইয়াছিল। তাই তাহার মহাজন এবং দার্শনিক তুর্গানিভ তাহাকে সেই অবস্থা হইতে উদ্ধার ও তাহার প্রকৃত রস-সৃষ্টির জন্য এই মূলমন্ত্র প্রচার করিয়াছিলেন—

"Virgin soil should be turned up, not by a harrow, but by a plough biting deep into the Earth."

(২৪) বৈষ্ণব গ্রন্থ-তালিকা ও কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন

এই গ্রন্থ সঙ্কলনে যে সকল গ্রন্থ হইতে আমরা সাহায্য পাইয়াছি, এবং যাহা হইতে পাঠকবৃন্দ বৈষ্ণব পদাবলীর রস আস্বাদনে বিশেষ সহায়তা পাইবেন, তাহার তালিকা পাঁচটি বিভাগে নিম্নে উদ্ধৃত হইল। যথা—

(১) **তত্ত্বসন্দর্ভ**

(ক) শ্রীমদ্ভাগবত
(খ) হরিবংশ (খিল)
(গ) পদ্মপুরাণ
(ঘ) ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ
(ঙ) বিষ্ণুপুরাণ

(চ) শ্রীসনাতন গোস্বামিকৃত বৃহদ্ভাগবতামৃত
(ছ) শ্রীরূপগোস্বামিকৃত সংক্ষিপ্ত ভাগবতামৃত
(জ) শ্রীজীবগোস্বামীর ষট্‌সন্দর্ভ
(ঝ) শ্রীজীবগোস্বামীর গোপালচম্পূ

(২) অলঙ্কারশাস্ত্র ও ইতিহাস

(ক) শ্রীরূপগোস্বামিকৃত উজ্জ্বলনীলমণি
(খ) শ্রীশিবরতন মিত্র-সম্পাদিত উজ্জ্বলচন্দ্রিকা
(গ) শ্রীরূপগোস্বামিকৃত ভক্তিরসামৃতসিন্ধু
(ঘ) শ্রীকবিকর্ণপূরকৃত অলঙ্কারকৌস্তুভ
(ঙ) শ্রীগোপালদাসকৃত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণরসকল্পবল্লী (অপ্রকাশিত)
(চ) শ্রীপীতাম্বর দাসকৃত রসমঞ্জরী
(ছ) শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তিকৃত ভক্তিরত্নাকর
(জ) শ্রীনিত্যানন্দ দাসকৃত প্রেমবিলাস

(৩) নাটক ও কাব্য

(ক) শ্রীবিল্বমঙ্গল ঠাকুরকৃত কৃষ্ণকর্ণামৃত
(খ) শ্রীরূপগোস্বামিকৃত ললিতমাধব
(গ) শ্রীরূপগোস্বামিকৃত বিদগ্ধমাধব
(ঘ) শ্রীরামানন্দ রায়কৃত জগন্নাথবল্লভ
(ঙ) শ্রীরূপগোস্বামিকৃত দানকেলীকৌমুদী

(চ) শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিকৃত দানকেলীচিন্তামণি

(ছ) শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজকৃত গোবিন্দলীলামৃত

(৪) শ্রীমন্মহাপ্রভুর জীবনী

(ক) শ্রীমুরারি গুপ্তের কড়চা

(খ) শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজকৃত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

(গ) শ্রীলোচনদাসকৃত শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

(ঘ) শ্রীবৃন্দাবনদাসকৃত শ্রীচৈতন্যভাগবত

(ঙ) শ্রীকবিকর্ণপূর-প্রণীত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়

(চ) ৺জগবন্ধু ভদ্রের গৌরপদতরঙ্গিণী

(ছ) ৺শিশিরকুমার ঘোষকৃত "Lord Gouranga"

(জ) ৺শিশিরকুমার ঘোষকৃত অমিয় নিমাইচরিত

(ঝ) শ্রীকবিকর্ণপূর প্রণীত গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা

(৫) মহাজন-পদাবলী

(ক) শ্রীজয়দেবের শ্রীগীতগোবিন্দ (শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের সংস্করণ)

(খ) বিদ্যাপতির পদাবলী (বিভিন্ন সংস্করণ—৺নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ৺সারদাচরণ মিত্র, এবং শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ সঙ্কলিত)

(গ) বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন (শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত)

(ঘ) চণ্ডীদাস (৺নীলরতন মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত)

(ঙ) চণ্ডীদাস (শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত)

(চ) শ্রীরূপগোস্বামীর গীতাবলী (বহরমপুর সংস্করণ)

(ছ) শ্রীজীবগোস্বামীর স্তবমালা।

(জ) শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর ক্ষণদাগীতচিন্তামণি (দেবকী-নন্দন যন্ত্রালয় হইতে মুদ্রিত)

(ঝ) শ্রীরাধামোহন ঠাকুরের পদামৃতসমুদ্র (বহরমপুর রাধামোহন-যন্ত্রে মুদ্রিত)

(ঞ) বৈষ্ণবদাসের পদকল্পতরু (৺সতীশচন্দ্র রায়ের সম্পাদিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে মুদ্রিত)

(ট) শ্রীগৌরসুন্দর দাসের কীর্ত্তনানন্দ (বহরমপুর রাধা-মোহন-যন্ত্রে মুদ্রিত)

(ঠ) শ্রীদীনবন্ধু দাসের সংকীর্ত্তনামৃত (৺দেশবন্ধু চিত্ত-রঞ্জন দাশ মহাশয়ের সংগৃহীত পুথি হইতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক মুদ্রিত)

(ড) ৺সতীশচন্দ্র রায়ের অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী

(ঢ) শ্রীরাধানাথ কাবাসীকৃত পদকল্পতরু (ধানকুড়িয়া সংস্করণ)

(ণ) বঙ্কবিহারী সাহাকৃত গীতরত্নাবলী ও পদামৃত-তরঙ্গিণী

(ত) শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী ও শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র সঙ্কলিত পদামৃতমাধুরী

(থ) শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

(দ) বাসু ঘোষের পদাবলী (শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ সম্পাদিত)

* (ধ) গোবিন্দদাসের পদাবলী (কালিদাস নাথ সম্পাদিত)

(ন) জগদানন্দের পদাবলী (কালিদাস নাথ সম্পাদিত)

(প) চণ্ডীদাস পদাবলী (রমণীমোহন মল্লিক সম্পাদিত)

(ফ) শ্রীসজনীকান্ত দাসের সংগৃহীত বাঙ্গালার সর্ব্ব-প্রাচীন পদাবলী সংগ্রহের পুঁথি (১০৬০ বঙ্গাব্দ)

(৬) ভাষা, সাহিত্য ও সমালোচনা

* (ক) ৺দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের গীতিকবিতা ও রূপান্তরের কথা

(খ) ৺সতীশচন্দ্র রায়ের প্রবন্ধ

(গ) শ্রীদীনেশচন্দ্র সেনের বঙ্গভাষার ইতিহাস ও সাহিত্য ও প্রবন্ধ

(ঘ) শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ

(ঙ) শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালীর প্রবন্ধ

(চ) শ্রীসুকুমার সেনের ব্রজবুলীর ইতিহাস (ইংরেজীতে)

(ছ) "Caitanya et sa theorie de l'amour divin" (prema)

par

Sukumar Chakrabarti, Avocat an Barreau de Loudres

"চৈতন্য ও তাঁহার প্রেম-তত্ত্ব" শ্রীসুকুমার চক্রবর্ত্তী (প্যারী-বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত, ইং ১৯৩৩ সন)

পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থকারেরা সকলেই আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন। তাঁহাদের সাহায্য না পাইলে আমাদের এই গ্রন্থ সঙ্কলন অসম্ভব হইত। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা ইহলোকে আছেন, তাঁহাদিগকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। এবং যাঁহারা পরলোকগত, তাঁহাদিগকে আমাদের অন্তরের ভক্তিশ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিতেছি।

প্রথম খণ্ড

শ্রীকৃষ্ণের রূপ

প্রথম অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণপ্রকরণ

শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ

১। অথ শ্রীকৃষ্ণদেবস্য ॥

শ্রীকৃষ্ণঃ পরমানন্দো গোবিন্দো নন্দনন্দনঃ
তমালশ্যামলরুচিঃ শিখণ্ডকৃতশেখরঃ ॥১॥
পীতকৌশেয়বসনো মধুরস্মিতশোভিতঃ।
কন্দর্পকোটিলাবণ্যো বৃন্দারণ্যমহোৎসবঃ ॥২॥
বৈজয়ন্তীস্ফুরদ্বক্ষাঃ কক্ষাত্তলগুড়োত্তমঃ।
কুঞ্জার্পিতরতির্গুঞ্জাপুঞ্জমঞ্জুলকণ্ঠকঃ ॥৩॥
কর্ণিকারাঢ্যকর্ণশ্রীর্ধৃতস্বর্ণাভবর্ণকঃ।
মুরলীবাদনপটুর্বল্লবীকুলবল্লভঃ ॥৪॥

"রূপ গোস্বামী"

অথ শ্রীকৃষ্ণের স্তব

শ্রীকৃষ্ণ, পরমানন্দ (যিনি পরম আনন্দ স্বরূপ), গোবিন্দ, নন্দনন্দন, তমালশ্যামলরুচি (তমালতরুর ন্যায় যাঁহার স্নিগ্ধ কান্তি), শিখণ্ডকৃতশেখর (ময়ূরপুচ্ছ দ্বারা যাঁহার মস্তক সুশোভিত) ॥১॥

পীতকৌশেয়বসন (যিনি পীতবর্ণ বস্ত্রে সুশোভিত), মধুরস্মিতশোভিত (যিনি মধুর ঈষৎহাস্যযুক্ত), কন্দর্পকোটি-লাবণ্য (কোটি কন্দর্পের ন্যায় যাঁহার রূপলাবণ্য), বৃন্দারণ্য-মহোৎসব (যাঁহার বৃন্দাবনে অতিশয় উৎসব) ॥২॥

বৈজয়ন্তীস্ফুরদ্বক্ষা (যাঁহার বক্ষঃস্থল বৈজয়ন্তী অর্থাৎ পঞ্চবর্ণ পুষ্পমালায় সুশোভিত), কক্ষান্তলগুড়োত্তম (যিনি পশুপালনার্থ বাহুপরিমাণ উত্তম যষ্টি কক্ষে ধারণ করিয়াছেন), কুঞ্জার্পিতরতি (লতাবেষ্টিত বনের মধ্যস্থানে অবস্থান করিতে যিনি ভালবাসেন), গুঞ্জাপুঞ্জমঞ্জুলকণ্ঠক (গুঞ্জামালায় যাঁহার মনোহর কণ্ঠস্থল সুশোভিত) ॥৩॥

কর্ণিকারাঢ্যকর্ণশ্রী (কর্ণিকার কুসুমে যাঁহার কর্ণযুগল সুশোভিত), ধৃতস্বর্ণাভবর্ণক (যিনি স্বর্ণবর্ণ অনুলেপনে অনুলিপ্ত), মুরলীবাদনপটু (যিনি বংশীবাদনে দক্ষ), বল্লবী-কুলবল্লভ (যিনি ব্রজরমণীগণের বল্লভ) ॥৪॥

২। অথ শ্রীকৃষ্ণের গুণ ॥

স্নুধীঃ সপ্রতিভো ধীরো বিদগ্ধশ্চতুরঃ স্নুখী।
কৃতজ্ঞো দক্ষিণঃ প্রেমবশ্যো গম্ভীরতাম্বুধিঃ ॥
বরীয়ান্ কীর্ত্তিমান্ নারীমোহনো নিত্যনূতনঃ।
অতুল্যকেলিসৌন্দর্য্যপ্রেষ্ঠবংশীস্বনাঙ্কিতঃ ॥
ইত্যাদয়োঽস্য মধুরে গুণাঃ কৃষ্ণস্য কীর্ত্তিতাঃ।
উদাহৃতিরমীষাস্তু পূর্ব্বমেব প্রদর্শিতাঃ ॥

"উজ্জ্বলনীলমণিঃ"

স্নুধী, সপ্রতিভ, ধীর, বিদগ্ধ, চতুর।
স্নুখবান, কৃতজ্ঞ, দক্ষিণ, প্রেম-প্রচুর ॥
গাম্ভীর্য্য-সমুদ্র, বরীয়ান, কীর্ত্তিমান।
নারীর মোহন, নিত্য নূতন বরধাম ॥
অতুল্য কেলি-সৌন্দর্য্য আর প্রেয়সীরগণ।
এ সব চিহ্নিত কৃষ্ণ আর বংশীক্বণ ॥
ইত্যাদি শৃঙ্গার গোবিন্দের গুণগণ।
উদাকৃতি ইঁহ কিছু নাহি বিবরণ ॥

"উজ্জ্বলচন্দ্রিকা"

৩। অথ শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ॥

“ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান ;
সর্ব্ব-অবতারী সর্ব্বকারণ-প্রধান।
অনন্ত বৈকুণ্ঠ আর অনন্ত অবতার,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড—ইহা সবার আধার।
সচ্চিদানন্দ-তনু শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন ;
সর্ব্বৈশ্বর্য্য—সর্ব্বশক্তি—সর্ব্বরস-পূর্ণ।
বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন ;
কামগায়ত্রী কামবীজে যাঁর উপাসন।
পুরুষ যোষিৎ কিবা স্থাবর-জঙ্গম ;
সর্ব্বচিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ—মন্মথমদন।
নানা ভক্তে নানামত রসামৃত হয় ;
সেই সব রসামৃতের বিষয়-আশ্রয়।
শৃঙ্গাররসরাজময়মূর্ত্তিধর ;
অতএব আত্মপর্য্যন্ত সর্ব্বচিত্তহর।
লক্ষ্মীকান্ত আদি অবতারের হরে মন ;
লক্ষ্মী আদি নারীগণের করে আকর্ষণ।
আপনার মাধুর্য্য হরে আপনার মন ;
আপনে আপনা চাহে করিতে আলিঙ্গন।”
সংক্ষেপে কহিল এই—কৃষ্ণের স্বরূপ

“শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত”

দ্বিতীয় অধ্যায়

তদুচিত গৌরচন্দ্রিকা

অথ শ্রীগৌরাঙ্গের স্তব ॥

অপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য কুতুকী
রসস্তোমং হৃত্বা মধুরমুপভোক্তুং কমপি যঃ।
রুচিং স্বামাবব্রে দ্যুতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন্
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥
মুখেনাগ্রে পীত্বা মধুরমিহ নামামৃতরসং
দৃশোর্দ্বারা যস্তং বমতি ঘনবাষ্পাম্বু মিষতঃ।
ভুবি প্রেম্নস্তত্ত্বং প্রকটয়িতুমুল্লাসিততনুঃ
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥
তনূমাবিষ্কুর্ব্বন্ নবপুরটভাসং কটিলসৎ-
করঙ্গালঙ্কারস্তরুণগজরাজাঞ্চিতগতিঃ।
প্রিয়েভ্যো যঃ শিক্ষাং দিশতি নিজনির্ম্মাল্যরুচিভিঃ
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥

"রূপ গোস্বামী"

যিনি মধুর রস আস্বাদন করিব বলিয়া ব্রজবনিতাদিগের অপার মাধুর্য্য-ভাব অপহরণপূর্ব্বক তদীয় কান্তি অঙ্গীকার করতঃ স্বীয় রূপ গোপন করিয়াছেন, সেই চৈতন্যাকৃতি গৌরাঙ্গদেব আমাদিগকে সাতিশয় অনুকম্পা করুন।

যিনি প্রথমতঃ মুখদ্বারা হরিনামরূপ অমৃতরস পান করিয়া অনবরত অশ্রুবিসর্জ্জনচ্ছলে নয়নদ্বারা ঐ রস যেন উদ্গীরণ করিতেছেন এবং জগতে প্রেমতত্ত্ব শিক্ষা দিবার নিমিত্ত যাঁহার কলেবর সর্ব্বদা উল্লাসিত, সেই চৈতন্যাকৃতি মহাপ্রভু আমাদিগকে অনুকম্পা করুন॥

প্রতপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় যাঁহার শরীরকান্তি, যাঁহার কটিদেশ করঙ্গ-(সন্ন্যাসীদিগের ভিক্ষাভাজন পাত্রবিশেষ)-রূপ অলঙ্কারে সুশোভিত এবং তরুণ গজরাজের ন্যায় যাঁহার প্রশস্ত গমন ও যিনি স্বয়ং প্রীতিপূর্ব্বক ভগবৎপ্রসাদ মাল্যাদি গ্রহণ করিয়া নিজ ভক্তদিগকে শিক্ষা অর্থাৎ "তোমরাও এই প্রকার আচরণ করিও" এই বলিয়া উপদেশ প্রদান করিতেছেন, সেই চৈতন্যাকৃতি মহাপুরুষ আমাদিগকে প্রচুর কৃপা করুন॥

§ কামোদ—বড় দশকুসী

কাঁচা কাঞ্চন মণি গোরারূপ তাহে জিনি
ডগমগি প্রেমের তরঙ্গ।

ও নব কুসুমদাম গলে দোলে অনুপাম
হিলন নরহরি অঙ্গ ॥
বিহরই পরম আনন্দে।
নিত্যানন্দ করি সঙ্গে গঙ্গার পুলিনে রঙ্গে
হরি হরি বলে নিজ বৃন্দে ॥ ধ্রু ॥
ভাবে অবশ তনু পুলক কদম্ব জনু
গরজই যৈছন সিংহে।
নিজ প্রিয় গদাধর ধরিয়াছে বাম কর
নিজগুণ গাওই গোবিন্দে ॥
ঈষৎ অধরে পহুঁ লহু লহু হাসত
বোলত কত অভিলাষে।
সোঙরি সে সব খেলা বৃন্দাবন রসলীলা
কি বলিবে বাসুদেব ঘোষে ॥

§ সূহই—বড় দশকুসী

মরমে লাগিল গোরা না যায় পাসরা।
নয়ানে অঞ্জন হৈয়া লাগি রৈল পারা ॥
জলের ভিতরে ডুবি সেথা দেখি গোরা
ত্রিভুবনময় গোরাচাঁদ হৈল পারা ॥

তেঞি বলি গোরারূপ অমিয়া পাথার।
ডুবিল তরুণীর মন না জানে সাঁতার॥
বাসুদেব ঘোষ কহে নব অনুরাগে।
সোণার বরণ গোরাচাঁদ হিয়ার মাঝে জাগে॥

ধানশী—বড় দশকুসী

গৌরাঙ্গ চাঁদেরে হেরি আঁখি ফিরাইতে নারি
মন অনুগত তাহে ভেল।
পরশ থাকুক দূরে অপরশে মন হরে
নদীয়া-নাগরী কুল গেল॥
গৌর পীরিতিময় ধাম।
অঙ্গহি অঙ্গ সকলি পরিপূরিত
পূরয়ে মানস কাম॥
চরণ পরশ রসে অবনী আনন্দে ভাসে
মন্দগতি গজরাজ জিনি।
তেরছ নয়নে চায় মনমথ মূরছায়
আনন্দে ভুলল কুল ধনি॥
গৌরাঙ্গ লাবণ্য রাশি হৃদয়ে রহল পশি
কি করে তার ছার জাতি কুলে।
বাসুদেব ঘোষে কয় জীবন সফল হয়
যাবত থাকিব পদতলে॥

§ ধানসী—মধ্যম দশকুসী

বিমল হেম জিনি তনু অনুপাম রে
তাহে শোভে নানা ফুলদাম।
কদম্বকেশর জিনি একটি পুলক রে
তার মাঝে বিন্দু বিন্দু ঘাম॥
চলিতে না পারে গোরাচাঁদ গোঁসাই রে
বলিতে না পারে আধ বোল।
ভাবে অবশ হইয়া হরি হরি বোলাইয়া
আচণ্ডালে ধরি দেই কোল॥
গমন মন্থর অতি জিনি মদমত্ত হাতী
ভাবাবেশে ঢুলি ঢুলি যায়।
অরুণ বসন ছবি জিনি প্রভাতের রবি
গোরা অঙ্গে লহরী খেলায়॥
এ হেন সম্পদ কালে গোরা না ভজিলাম হেলে
তছু পদে না করিলাম আশ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দ
গুণ গায় বৃন্দাবন দাস॥

তুড়ি—রূপক

মদন-মোহন-রূপ গৌরাঙ্গ সুন্দর,
ললাটে তিলক শোভে ঊর্দ্ধ-মনোহর।
ত্রিকচ্ছ বসন শোভে কুটিল-কুন্তল,
পঙ্কজ নয়ন দুই—পরম চঞ্চল।
শুভ্র যজ্ঞসূত্র শোভে বেঢ়িয়া শরীরে,
সূক্ষ্ম-রূপে অনন্ত যেহেন কলেবরে।
অধরে তাম্বুল, হাসে শ্রীভুজ তুলিয়া,
যাঙ বৃন্দাবন দাস সে রূপ নিছিয়া।

৪ সুহই—বড় বা মধ্যম দশকুসী বা পরাতাল

লাখবাণ কাঞ্চন জিনি।
প্রেমে অঙ্গ ঢর ঢর মুঞি যাঙ নিছনি॥
কি ছার শরদ কোটি শশী।
জগত করিল আলো গোরা-মুখের হাসি॥
ভাঙ গঞ্জে মদন ধানুকি।
কুলবতী উনমত কৈলে দুটি আঁখি॥
মদন বিজই দোলে মালা।
ইথে কি পরাণে বাঁচে কামিনী অবলা॥
নিশি দিশি শশী ষোল কলা।
জ্ঞানদাসেতে কহে মুনির মন ভোলা॥

§ গৌরী—তেওট

চম্পক, শোণ কুসুম, কনকাচল
জিতল গৌর-তনু-লাবণী রে,
উন্নত গীম, সীম নাহি অনুভব,
জগ-মন-মোহন ভাঙনি রে
জয় শচীনন্দন, ত্রিভুবন বন্দন
কলিযুগ-কালভুজগ-ভয়-খণ্ডন রে ॥ ধ্রু ॥
বিপুল পুলক কুল আকুল কলেবর
গর গর অন্তর প্রেমভরে
লহু লহু হাসনি গদ গদ ভাষণি
কত মন্দাকিনী নয়নে ঝরে।
নিজ রসে নাচত, নয়ন ঢুলায়ত
গাওত কত কত ভকত মেলি,
যো রসে ভাসি অবশ মহীমণ্ডল
গোবিন্দদাস তহি পরশ না ভেলি ॥

সুহই—মধ্যম দশকুসী

কি হেরিলাম অপরূপ গোরা রূপনিধি
কতই চান্দ নিঙ্গাড়িয়া নিরমিল বিধি ॥

উগারই সুধা জনু গোরা-মুখের হাসি।
নিরখিতে গোরা-রূপ হৃদয়ে রইল পশি ॥
আঁখি পালটিতে কত যুগ হেন মানি।
হিয়ার মাঝে গাঁথি থোব গোরারূপখানি ॥
মনে অভিলাষ ক্ষমা নাহি হয় মোর।
গোবিন্দদাস কহে মুঞি ভেল ভোর ॥

৯ ধানশ্রী—জোত সম তাল

কি ক্ষণে দেখিনু গোরা, তরুণ কামের কোঁড়া
সেই হইতে রইতে নারি ঘরে।
কত না করিব ছল, কত না ভরিব জল
কত যাব সুরধুনীর তীরে ॥
বিহি তো বিনু বলিতে নাহি ঠাঁই।
ঘরে গুরু গরবিত গঞ্জয়ে বচন শত
ফুকরি কান্দিতে নাহি পাই ॥ ধ্রু ॥
অরুণ নয়ন কোণে চাঞাছিল আমা পানে
পরাণ বঁড়সি জনু টানে।
কুলের ধরম মোর ছারে খারে গেল গো,
না জানি কি হয় পরিণামে ॥

কেন বা আপনা খাইনু, ঘরের বাহির হইনু
শুনি খোল করতাল নাদ।
তখনি পড়ল বাদ, টুটিল গৃহের সাধ,
লক্ষ্মীকান্ত গণে পরমাদ॥

গৌরী—দাসপেড়ে

আল সই সই নদীয়া মাঝারে ওনা রূপ।
সোনার গৌরাঙ্গ নাচে অতি অপরূপ॥ ধ্রু॥
অলকা তিলকা শোহে মুখের পরিপাটী।
রসে ডুবু ডুবু করে রাঙ্গা আঁখি দুটী॥
অধরে ঈষত হাসি মধুর কথা কয়।
গ্রীবার ভঙ্গিমা দেখি প্রাণ কোথা রয়॥
হিয়ার দোলনে দোলে বকুল ফুলের মালা
কত রস লীলা জানে কত রস কলা॥
বংশীবদনে কয় শুন লো আজলি।
তুমি কিনা জান গোরা নাগর বনমালী॥

বেলয়াড়—একতালা

দেখ দেখ সুন্দর—শচীনন্দনা
আজানু-লম্বিত-ভুজ, বাহু-সুবলনা,

মদমত্ত হাতী ভাতি গতি চলনা—
কিয়ে মালতী মালা গোরা-অঙ্গে দোলনা
শরদ চাঁদ জিনি সুন্দর বয়না—
প্রেম আনন্দবারি পূরিত নয়না।
সহচর লই সঙ্গে অনুখন খেলনা
নবদ্বীপ মাঝে গোরা হরি হরি বলনা।
অভয় চরণারবিন্দে মকরন্দ-লোভনা—
কহয়ে শঙ্কর ঘোষ, অখিল-লোকতারণা।

গৌরী—তেওট

গৌর বরণ মণি-আভরণ
নাটুয়া মোহন বেশ।
দেখিতে দেখিতে ভুবন ভুলল
টলিল সকল দেশ॥
মলুঁ মলুঁ সই! দেখিয়া গৌর ঠাম।
বধিতে যুবতী গঢ়ল কি বিধি
কামের উপরে কাম॥ ধ্রু॥
চাঁপা নাগেশ্বর মল্লিকা সুন্দর
বিনোদ কেশের সাজ।
ওরূপ দেখিতে যুবতী উমতী
ছাড়ল ধৈরয লাজ॥

গুরূপ দেখিয়া পতি উপেখিয়া
নদীয়া-নাগরী কান্দে।
ভণে বলরাম আপনা নিছিল
গোরাপদ-নখ ছান্দে ॥

§ কামোদমঙ্গল—বড় দশকুসী

দামিনি-দাম-দমন-রুচি দরশনে
দূরে গেও দরপক দাপ।
সোন কুসুম তাহে কোন গণিয়ে রে
প্রাতর-অরুণ-সন্তাপ ॥
গোরারূপে যাঙ বলিহারি।
হেরি সুধাকর মূরছি চরণ তলে
পড়ি দশ-নখ-রূপধারী ॥ ধ্রু ॥
সুবরণ-বরণ হেরি নিজ কুবরণ
মানি আপন মনতাপে।
নিজ তনু জারি ভসম সম করইতে
পৈঠল অনল সন্তাপে ॥
যা সম বিধিক অধিক নহে অনুভব
তুলনা দিবার নাহি ঠোর।
জগদানন্দ কহুঁ পহুঁক তুলনা পহুঁ
নিরুপম গৌরকিশোর ॥

কামোদ মঙ্গল—মধ্যম দশকুসী

চাঁচর চারু চিকুরচয় চূড়হি
চঞ্চল চম্পক মাল।
মারুত চালিত, ভালে অলকাবলী,
জনু উছলিত অলি জাল॥
মাই রি কো পুন বিহরই ইহ।
সুরধুনী তীরে, ধীরে চলি আওত
থির বিজুরী সম দেহ॥ ধ্রু॥
ঢল ঢল গণ্ড- মণ্ডল মণিমণ্ডিত,
ঝলমল কুণ্ডল বিকাশ।
বারিজ বদনে, বিহসি বিলোকনে
বর বধূ বরত বিনাশ॥
কটি অতি খীণ পীন তহি চীনজ
নীলিম বসন উজোর।
জগদানন্দ ভণ, শ্রীশচীনন্দন,
সতী কুলবতী-মতি চোর॥

কামোদ রাগ—মধ্যম দশকুসী

চাঁদ নিঙ্গাড়ি কেবা, অমিঞা ছানল রে
তাহে মাজল গোরামুখ।
মোতিম দরপণ, সিন্দূরে মাজল,
হেরইতে কতই না সুখ॥
ভূতলে কি উদল চাঁদ।
মদন বেয়াধ কি, নারী হরিণী ধরা
পাতল নদীয়ামে ফাঁদ॥ ধ্রু॥
গেও মঝু ধরম, গেও মঝু সরম,
গেও মঝু কুলশীলমান।
গেও মঝু লাজভয়, গুরু গঞ্জনাচয়
গোরা বিনু অথির পরাণ॥
গৌর পীরিতি রসে, হম ভেল গরবিত,
কুল মানে আনল ভেজাই।
জগদানন্দ কহ, ধনি ধনি তুয়া নেহ,
মরি যাঙ লইয়া বালাই॥

কামোদ—মধ্যম দশকুসী

মধুকররঞ্জিত-মালতিমণ্ডিত-
জিতঘনকুঞ্চিতকেশং।
তিলকবিনিন্দিত-শশধররূপক-
যুবতিমনোহরবেশং॥
সখি কলয় গৌরমুদারং।
নিন্দিতহাটক-কান্তিকলেবর-
গর্ব্বিতমারকমারং॥ ধ্রু॥
মধুমধুরস্মিত-লোভিততনুভৃত-
মনুপমভাববিলাসং।
নিজনবরাগ-বিমোহিতমানস-
বিকথিতগদগদভাষং॥
পরমাকিঞ্চন-কিঞ্চননরগণ-
করুণাবিতরণশীলং।
ক্ষোভিতদুর্ম্মতি-রাধামোহন-
নামকনিরুপমলীলং॥

তৃতীয় অধ্যায়

রূপ খণ্ড

অথ রূপং ॥

"অঙ্গান্যভূষিতান্যেব কেনচিদ্ভূষণাদিনা ।
যেন ভূষিতবদ্ভাতি তদ্রূপমিতি কথ্যতে ॥"

"উজ্জ্বলনীলমণিঃ"

"অলঙ্কার বিনা অঙ্গ যাথে বিভূষিত ।
রূপ বলি কহে তারে রসিক পণ্ডিত ॥"

"উজ্জ্বলচন্দ্রিকা"

ধানসী—লোফা

চন্দন-চর্চ্চিত-নীল-কলেবর-
পীত-বসন-বনমালী ।
কেলিচলন্মণি-কুণ্ডল-মণ্ডিত-
গণ্ড-যুগ-স্মিতশালী ॥

হরিরিহ মুগ্ধ-বধূ-নিকরে
বিলাসিনি বিলসতি কেলি-পরে ॥
পীন-পয়োধর-ভার-ভরেণ
হরিং পরিরভ্য সরাগং।
গোপ-বধূরনুগায়তি কাচি-
দুদঞ্চিত-পঞ্চম-রাগং ॥
কাপি বিলাস-বিলোল-বিলোচন-
খেলন-জনিত-মনোজং।
ধ্যায়তি মুগ্ধ-বধূরধিকং মধু-
সূদন-বদন-সরোজং ॥
কাপি কপোল-তলে মিলিতা-
লপিতুং কিমপি শ্রুতি-মূলে।
চারু চুচুম্ব নিতম্ববতী দয়িতং
পুলকৈরনুকূলে ॥
কেলি-কলা-কুতুকেন চ কাচি-
দমুং যমুনা-বন-কূলে।
মঞ্জুল-বঞ্জুল-কুঞ্জ-গতং
বিচকর্ষ করেণ দুকূলে ॥
কর-তল-তাল-তরল-বলয়াবলি-
কলিত-কল-স্বন-বংশে।
রাস-রসে সহ-নৃত্য-পরা
হরিণা যুবতীঃ প্রশশংসে ॥

শ্লিষ্যতি কামপি চুম্বতি কামপি
রময়তি কামপি রামাং।
পশ্যতি সস্মিত-চারু পরামপরা-
মনুগচ্ছতি বামাং॥
শ্রীজয়দেব-ভণিতমিদমদ্ভুত-
কেশব-কেলি-রহস্যং।
বিপিন-বিনোদ-কলা-বলিতং
বিতনোতু শুভানি যশস্যং॥

পাহাড়ীআ রাগ—ব্রীড়া।

ময়ূর পুছেঁ বান্ধিআঁ চুড়া
তাত কুসুমের মালা।
চন্দন তিলকেঁ শোভিত ললাট
যেহ্ন চান্দ ষোল কলা॥
কাজলেঁ উজল নয়ন যুগল
খঞ্জনকে উপহাসে।
ঈষত হসিত ভুবন মোহন
যেহ্ন কমল বিকাসে॥

ফুলের ধনু হাথে করি কান্থ
গেলা বৃন্দাবন পাশে।
বাসলী চরণ শিরে বন্দিঞাঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥

মায়ূর—মধ্যম দশকুসী

সজনি, কি হেরিলুঁ যমুনার কূলে।
ব্রজকুলনন্দন হরিল আমার মন
ত্রিভঙ্গ দাঁড়াইঞা তরুমূলে॥
গোকুল নগর মাঝে আর কত নারী আছে
তাহে কেন না পড়িল বাধা।
নিরমল কুলখানি যতনে রেখেছি আমি
বাঁশী কেন বলে রাধা রাধা॥
মল্লিকা চম্পকদামে চূড়ার টালনি বামে
তাহে শোভে ময়ূরের পাখে।
আশে পাশে ধেয়ে ধেয়ে সুন্দর সৌরভ পেয়ে
অলি উড়ি পড়ে লাখে লাখে॥
সে কিরে চূড়ার ঠাম কেবল যেমন কাম
নানা ছান্দে বান্ধে পাকমোড়া।
শির বেঢ়ল বেনানি জালে নবগুঞ্জামণিমালে
চঞ্চল চাঁদ উপরে জোড়া॥

পায়ের উপর থুয়ে পা   কদম্ব হেলাঞা গা
গলে শোভে মালতীর মালা।
বড়ু চণ্ডীদাসে কয়   না হইল পরিচয়
রসের নাগর বড কালা॥

মায়ূর—তেওট

সুধা ছানিয়া কেবা   ও সুধা ঢেলেছে গো
তেমতি শ্যামের চিকণ দেহা।
অঞ্জন গঞ্জিয়া কেবা   খঞ্জন আনিল রে
চাঁদ নিঙ্গাড়ি কৈল থেহা॥
থেহা নিঙ্গাড়িয়া কেবা   মুখানি বনাল রে
জবা নিঙ্গাড়িয়া কৈল গণ্ড।
বিম্বফল জিনি কেবা   ওষ্ঠ গড়ল রে
ভুজ জিনিয়া করি-শুণ্ড॥
কম্বু জিনিয়া কেবা   কণ্ঠ বনাইল রে
কোকিল জিনিয়া সুস্বর।
আরদ্র মাখিয়া কেবা   সারদ্র বনাইল রে
ঐছন দেখি পীতাম্বর॥

বিস্তারি পাষাণে কেবা রতন বসাইল রে
এমতি লাগয়ে বুকের শোভা।
দাম কুসুমে কেবা সুষম করেছে রে
এমতি তনুর দেখি আভা॥
আদলি উপরে কেবা কদলি রোপিল রে
ঐছন দেখি উরুযুগ।
অঙ্গুলি উপরে কেবা দর্পণ বসাইল রে
চণ্ডীদাস দেখে যুগে যুগ॥

গৌরী—তেওট।

না যাইও যমুনার জলে তরুয়া কদম্বমূলে
চিকণ কালা করিয়াছে থানা।
নবজলধর-রূপ মুনির মন মোহে গো
তেঁই জলে যেতে করি মানা॥
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা ভাতি রহিয়া মদন জিতি
চাঁদ জিতি মলয়জ ভালে।
ভুবন-বিজয়ী মালা মেঘে সৌদামিনী-কলা
শোভা করে শ্যামচাঁদের গলে॥

নয়ান-কটাক্ষ ছাঁদে হিয়ার ভিতর হানে
আর তাহে মুরলীর তান।
শুনিয়া মুরলীর গান ধৈরয না ধরে প্রাণ
নিরখিলে হারাবি পরাণ ॥
কানড়া কুসুম জিনি শ্যামের বদনখানি
হেরিবে নয়ন কোণে যে।
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে চাহিয়া গোবিন্দ পানে
পরাণে বাঁচিবে সখি কে ॥

তিরোথা—ধানসী—মধ্যম একতালা

কি কহব রে সখি কানুক রূপ।
কো পতিয়ায়ব স্বপন স্বরূপ ॥
অভিনব জলধর সুন্দর দেহ।
পীত বসনপরা সৌদামিনি রেহ ॥
সামর ঝামর কুটিলহি কেস।
কাজরে সাজল মদন সুবেস ॥
জাতকি কেতকি কুসুম সুবাস।
ফুলসর মনমথ তেজল তরাস ॥
বিদ্যাপতি কহ কী কহব আর।
সূন কয়লি বিহি মদন ভঁড়ার ॥

শ্রীরাগ—লোফা তাল

মৃদুতর-মারুত-বেল্লিত-পল্লব-
বল্লী-বলিত-শিখণ্ডম্ ।
তিলক-বিড়ম্বিত-মরকত-মণিতল-
বিম্বিত-শশধর-খণ্ডম্ ॥
যুবতি-মনোহর-বেশম্ ।
কলয় কলানিধিমিব ধরণীমনু-
পরিণত-রূপ-বিশেষম্ ॥ ধ্রু
খেলা-দোলায়িত-মণি-কুণ্ডল-
রুচি-রুচিরানন-শোভম্ ।
হেলা-তরলিত-মধুরবিলোচন-
জনিত-বধূ-জন-লোভম্ ॥
গজপতিরুদ্র-নরাধিপ-চেতসি
জনয়তু মুদমনুবারম্ ।
রামানন্দরায়-কবি-ভণিতং
মধুরিপু-রূপমুদারম্ ॥

বেলয়ার—মধ্যম একতালা

সৌরভ-সেবিত- পুষ্প-বিনির্ম্মিত-
নির্ম্মল-বনমালা-পরিমণ্ডিত।
মন্দতরস্মিত- কান্তি-করম্বিত-
বদনাম্বুজ নব-বিভ্রম-পণ্ডিত॥
জয় জয় মরকত-কন্দল-সুন্দর।
বরচামীকর- পীতাম্বর-ধর
বৃন্দাবন-জন-বৃন্দ-পুরন্দর॥ ধ্রু॥
নব-গুঞ্জাফল- রাজিভিরুজ্জ্বল-
কেকি-শিখণ্ডক-শেখর-মঞ্জুল।
গুণবর্গাতুল- গোপবধূ-কুল-
চিত্ত-শিলীমুখ-পুষ্পিত-বঞ্জুল॥
কলমূরলীক্বণ- পূর-বিচক্ষণ
পশু-পালাধিপ-হৃদয়ানন্দন।
গিরিশ-সনাতন- সনক-সনন্দন-
নারদ-কমলাসন-কৃত-বন্দন॥

জয়জয়ন্তী—ঠুঠুকী

মনোহর কেশ বেশ মনোহর
মনোহর মালতী মাল।
মনোহর মণি- কুণ্ডল ঝলমল
মনোহর তিলক রসাল ॥
দেখ সখি বায়ে মোহন রায়।
মনোহর অধরে মনোহর মুরলী
মনোহর তান বোলায় ॥ ধ্রু ॥
মনোহর সকলি অঙ্গ মনোহর
মনোহর চন্দন সাজ।
মনোহর কটি-তট মনোহর পিত-পট
মনোহর রসনা বাজ ॥
মনোহর চলনী মনোহর বোলনী
মনোহর নূপুর পায়।
মনোহর পহুঁ কর সবহি মনোহর
কহ কবিশেখর রায় ॥

§ শ্রীবাশ—মধ্যম দশকুসী

চূড়াটি বাঁধিয়া উচ্চ কে দিলে ময়ূরপুচ্ছ
ভালে সে রমণী মনলোভা।
আকাশ চাহিতে কিবা ইন্দ্রের ধনুকখানি
নব মেঘে করিয়াছে শোভা॥
মল্লিকা-মালতী-মালে গাঁথনি গাঁথিয়া ভালে
কেবা দিল চূড়াটি বেড়িয়া।
মনে হেন অনুমানি বহিতেছে সুরধুনি
নীলগিরি শিখর বাহিয়া॥
কালার কপালে চাঁদ চন্দনের ঝিকিমিকি
কেবা দিল ফাগু রঞ্জিয়া।
রজতের পত্রে কেবা কালিন্দী পূজিল গো
জবাকুসুম তাহে দিয়া॥
হিঙ্গুল গুলিয়া কালার অঙ্গে কে দিয়াছে গো
কালিন্দী পূজিল করবীরে।
জ্ঞানদাসেতে কয় মোর মনে হেন লয়
শ্যামরূপ দেখি ধীরে ধীরে॥

শ্রীরাগ—তুঠুকি ॥

কি রূপ হেরিনু কালিন্দীকূলে।
অপরূপ মেঘ কদম্বমূলে ॥
অচলা চপলা সহিত তায়।
মৃগাঙ্ক বিহীন শশাঙ্ক ভায় ॥
নাচিছে ময়ূর জলদোপরি।
অলিকুল সব চান্দকে ঘেরি ॥
বিকচ সরোজ মিলিত বিধু।
মেঘের গরজে অমৃত মধু ॥
আরো অপরূপ কহিতে নারি।
যথা মেঘ তথা না বহে বারি ॥
মোর মনে হয় বিজুরী হইয়া।
রহি জড়াইয়া ওমেঘে যাইয়া ॥
জ্ঞানদাস কহে নহে ত আন।
যে কহিলে ধনি সেই প্রমাণ ॥

শ্রীরাগ—তেওট

দেখে এলাম তারে সই দেখে এলাম তারে ॥
এক অঙ্গে এত রূপ নয়ানে না ধরে ॥ ধ্রু ॥

বেন্ধেছে বিনোদ চূড়া নব গুঞ্জা দিয়া।
উপরে ময়ূরের পাখা বামে হেলাইয়া॥
কালিয়া বরণখানি চন্দনেতে মাখা।
আমা হৈতে জাতি কুল নাহি গেল রাখা॥
মোহন মুরলী হাতে কদম্ব হিলন।
দেখিয়া শ্যামের রূপ হৈলাম অচেতন॥
গৃহকর্ম্ম করিতে এলায় সব দেহ।
জ্ঞানদাস কহয়ে বিষম শ্যামের নেহ॥

§ সুর সারঙ্গ—তেওট

চিকণ কালা গলায় মালা
বাজন-নূপুর পায়।
চূড়ার ফুলে ভ্রমর বুলে
তেরছ নয়ানে চায়॥
কালিন্দীর কূলে কি পেখলুঁ সই
ছলিয়া নাগর কান।
ঘর মু যাইতে নারিলুঁ সই
আকুল করিল প্রাণ॥
চাঁদ ঝলমলি ময়ূর-পাখা
চূড়ায় উড়য়ে বায়।

ঈষৎ হাসিয়া মোহন বাঁশী
মধুর মধুর বায় ॥
রসের ভরে অঙ্গ না ধরে
কেলি-কদম্বের হেলা।
কুলবতী সতী যুবতী জনার
পরাণ লইয়া খেলা ॥
শ্রবণে চঞ্চল মকর-কুণ্ডল
পিন্ধন পিয়ল বাস।
রাতা উতপল চরণ-যুগল
নিছনি গোবিন্দদাস ॥

শ্রীরাগ—তেওড়া

নন্দ-নন্দন চন্দ-চন্দন-
গন্ধ-নিন্দিত-অঙ্গ।
জলদ-সুন্দর কম্বু-কন্ধর
নিন্দি সিন্ধুর-ভঙ্গ ॥
প্রেম-আকুল গোপ-গোকুল-
কুলজ-কামিনি-কন্ত।
কুসুম-রঞ্জন মঞ্জু-বঞ্জুল-
কুঞ্জ-মন্দিরে সন্ত ॥

গণ্ড-মণ্ডল বলিত কুণ্ডল
উড়ে চূড়ে শিখণ্ড।
কেলি-তাণ্ডব তাল-পণ্ডিত
বাহু-দণ্ডিত-দণ্ড॥
কঞ্জ-লোচন কলুষ-মোচন
শ্রবণ-রোচন-ভাষ।
অমল-কোমল চরণ-কিশলয়-
নিলয় গোবিন্দদাস॥

শ্রীরাগ—মধ্যম তুঠুকি

ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি
অবনী বহিয়া যায়।
ঈসত হাসির তরঙ্গ-হিলোলে
মদন মূরুছা পায়॥
কিবা সে নাগর কি খেনে দেখিলুঁ
ধৈরজ রহল দূরে।
নিরবধি মোর চিত বেয়াকুল
কেন বা সদাই ঝুরে॥
হাসিয়া হাসিয়া অঙ্গ দোলাইয়া
নাচিয়া নাচিয়া যায়।

নয়ান-কটাখে বিষম-বিশিখে
পরাণ বিন্ধিতে ধায় ॥
মালতী ফুলের মালাটি গলে
হিয়ার মাঝারে দোলে।
উড়িয়া পড়িয়া মাতল ভ্রমরা
ঘুরিয়া ঘুরিয়া বুলে ॥
কপালে চন্দন- ফোঁটার ছটা
লাগিল হিয়ার মাঝে।
না জানি কি ব্যাধি মরমে বাধল
না কহি লোকের লাজে ॥
এমন কঠিন নারীর পরাণ
বাহির নাহিক হয়।
না জানি কি জানি হয়ে পরিণামে
দাস গোবিন্দ কয় ॥

§ শ্রীরাগ মিশ্র সুহই—ধড়া

ও মুখ-মণ্ডল জিতি শারদ সুধাকর
তনুরুচি তরুণ তমাল।
চূড় হি চারু শিখণ্ডক মণ্ডিত
মালতী মধুকর মাল ॥

ধনি ধনি বনি নব নাগর কান।
রহই ত্রিভঙ্গ ভুবন মনমোহন
মধুর মুরলী করু গান॥
টলমল অলক তিলক ভালে ঝলকই
ভাঙ কি ধনুয়া ধুনান।
কুলবতী-বরত- বিমোচন লোচন
বিষম কুসুমশর-বাণ॥
বান্ধুলী-বন্ধু অধরে মধু মাখন
মধুর মধুর মৃদু হাস।
যছু আমোদ মদন মদ মন্থর
ভণতহি গোবিন্দদাস॥

§ বেলয়াড়—বড় দশকুসী

কুবলয়-নীল-রতন-দলিতাঞ্জন-
মেঘ-পুঞ্জ জিনি বরণ সুছান্দ।
কুঞ্চিত কেশ-খচিত শিখি-চন্দ্রক
অলকা-বলিত ললিতানন-চান্দ॥
আওত রে নব নাগর কান।
ভাবিনি-ভাব-বিভাবিত-অন্তর
দিন রজনী নহি জানত আন॥ ধ্রু॥

মধুরাধরহি হাস অতি মনোহর
তঁহি অতি সুমধুর মুরলী বিরাজ
ভাঙ্গ-বিভঙ্গীম কুটিল নেহারণি
কুলবতী উমতি দূরে রহু লাজ ॥
গজপতি-ভাতি গমন অতি মন্থর
মণি-মঞ্জীর বাজত রুণুঝুনিয়া।
হেরইতে কত মনমথ মুরুছায়ই
গোবিন্দদাস কহই ধনি ধনিয়া ॥

শ্রীরাগ—মধ্যম দশকুসী

ভালে সে চন্দন চান্দ কামিনী-মোহন ফাঁদ
আন্ধারে করিয়া আছে আলা।
মেঘের উপর কিবা সদাই উদয় করে
নিশি দিশি শশী ষোলকলা ॥
সই, কিবা সেই নয়ান-চাহনি।
আঁখির হিলোলে মোর পরাণ-পুতলী দোলে
দিতে চাহি যৌবন নিছনি ॥ ধ্রু ॥
কিবা সে চূড়ার ঠাট দশ-নখ-চান্দ-নাট
অপরূপ বাঁশী বাজাইতে।
হেরইতে সেই মুখ মনে হয় যত সুখ
জিতে কি পারিয়ে পাসরিতে ॥

কুল শীল যত ছিল মনে লাগে সব গেল
দেখিয়া বারেক সেই রূপ।
গোবিন্দদাসের চিতে ঐছন লাগয়ে গো
নব অনুরাগের স্বরূপ॥

মালসী—তেওট

মুদির-মরকত- মধুর মূরতি
মুগধ মোহন ছান্দ।
মল্লি-মালতী মালে মধু-মত
মধুপ মনমথ ফান্দ॥
শ্যামসুন্দর সুঘড়-শেখর
শরদ-শশধর-হাস।
সঙ্গে সবয়স সুবেশ সমরস
সতত সুখময়-ভাষ॥ ধ্রু॥
চিকণ-চাঁচর- চিকুর-চুম্বিত
চারু-চন্দ্রক-পাঁতি।
চপল চমকিত চকিত চাহনি
চীত-চোরক ভাতি॥

গিরিক গৈরিক গোরজ-গোরোচন
গন্ধ-গরভিত বাস।
গোপ-গোপন- গরিম-গুণগণ
গাওত গোবিন্দদাস ॥

ধানসী—ছুটাতাল

সুরপতি-ধনু কি শিখণ্ডক চূড়ে।
মালতি-ঝুরি কি বলাকিনি উড়ে ॥
ভাল কি ঝাঁপল বিধু আধখণ্ড।
করিবর-কর কিএ ও ভুজদণ্ড ॥
ও কি শ্যাম নটরাজ।
জলদ কলপ-তরু তরুণি-সমাজ ॥ ধ্রু ॥
কর-কিশলয় কিএ অরুণ-বিকাশ।
মুরলী-খুরলি কিএ চাতক-ভাষ ॥
হাস কি ঝরএ আমিঞা-মকরন্দ।
হার কি তারক জ্যোতিক ছন্দ ॥
পদতল থলকমল কি ঘন-রাগ।
তাহে কলহংস কি নূপুর জাগ ॥
গোবিন্দদাস কহয়ে মতিমন্ত।
ভুলল যাহে দ্বিজরাজ বসন্ত ॥

§ বেলয়াড়—বড় দশকুসী

বিকচ সরোজ- ভান মুখমণ্ডল
দিঠি-ভঙ্গিম নট খঞ্জন জোর।
কিয়ে মৃদু মাধুরি হাস উগারই
পী পী আনন্দে আঁখি পড়লহি ভোর॥
বরণি না হয় রূপ বরণ চিকণিয়া।
কিয়ে ঘনপুঞ্জ কিয়ে কুবলয়দল
কিয়ে কাজর কিয়ে ইন্দ্রনীলমণিয়া॥ ধ্রু॥
অঙ্গদ বলয় হার মণি-কুণ্ডল
চরণে নূপুর কটি কিঙ্কিনি-কলনা।
অভরণ-বরণ- কিরণে অঙ্গ ঢর ঢর
কালিন্দি-জলে যৈছে চান্দকি চলনা॥
কুঞ্চিত কেশ বেশ-কুসুমাবলি
শির পর শোভে শিখি-চান্দকি ছান্দে।
অনন্ত দাস পহুঁ অপরূপ লাবণি
সকল যুবতী-মন পড়ি গেও ফান্দে॥

মায়ূর—মধ্যম দশকুসী

সজনি! কি আজ পেখলু রূপধাম।
দেখিলে করিব কি, না দেখিলে নাহি জি,
ভালে সে অনঙ্গ ভেল কাম॥ ধ্রু॥

সুকুঞ্চিত কেশ জালে, মালতী রচিয়া ভালে,
তছুপরি শিখিপুচ্ছ চন্দ।
মুগধ রাহু বেঢ়ি, মধুকর মধুকরী,
উড়ি পড়ি পিয়ে মকরন্দ॥
ভালে সে চন্দন বিন্দু, নিন্দিয়া শরত ইন্দু,
ঘন মেঘে পূর্ণ পরকাশ।
নবীন নলিনী দল, আঁখি যুগ চঞ্চল,
বিম্ব অধরে মৃদু হাস॥
শ্যাম অঙ্গে শোভা হেন, তিমিরে তড়িত যেন
কটি আঁটি পীত নিচোর।
মুখর মঞ্জীর ধ্বনি উলসিত ধরণী
বংশীদাস পদতলে ভোর॥

§ মায়ূর বিভাস কল্যাণ মিশ্র—তেওট

সজনি, সো বর নাগররাজ।
তপন-তনয়া-তট নীপহি নিকট
হিলন নটবর সাজ॥ ধ্রু॥
মরকত রতন মুকুর বর লাবণি
প্রতি তনু পীরিতি পসার।
শারদ চান্দ ফান্দ মুখমণ্ডল
কুণ্ডল শ্রবণে বিহার॥

নাচত ভাঙ্গ মদন-ধনু ভঙ্গিম
নট-খঞ্জন দিঠি জোড় ।
বান্ধুলী-অধরে মুরলীরব মাধুরী
উমতায়ল মন মোর ॥
উড়ত চূড় চারু শিখি-চন্দ্রক
মন্দ মলয় সঞে মেলি ।
ভণ যত্নন্দন নয়ন রসায়ন
মম মন রসায়ন কেলি ॥

ঽ শঙ্করাভরণ—বড় দাসপেড়ে

আমার শ্যামের মুখানি পূর্ণিমার শশী
আলো বরণ চিকণ কালো
আলো রূপ চল দেখি যাইয়া ॥ ধ্রু ॥
চল দেখি যাইয়া রূপ চল দেখি যাইয়া ।
পাসরিব সব দুখ চান্দ মুখ চাইয়া ॥
ময়ূরের কণ্ঠ জিনি অঙ্গ ঝলমলি ।
হাসিতে মুকুতা খসে অঞ্জলি অঞ্জলি ॥
চান্দ নিঙ্গাড়িয়া সুধা কৈল নিরমাণ ।
রূপ হেরি কুলবতী না ধরে পরাণ ॥

কি ক্ষেণে যমুনায় গেলাম দেখিলাম নয়নে
দিবানিশি পড়ে মনে শয়নে স্বপনে ॥
যতুনাথ দাস রূপের নিছনি লইয়া ।
যৌবন সাজাঞা ডালি চল দেখি যাইয়া ॥

§ ভাটারী শ্রীরাগ মিশ্র—আড়া ধামালী

সে যে বিনোদ নাগর বড় রসিয়া ।
গলে মণি মতি বেড়া কম্বু কণ্ঠ আধ তেড়া
চূড়াটি বেন্ধেছে বামে কসিয়া ॥
একে সে মোহন শ্যাম ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ঠাম
অধরে মুরলী পুরে হাসিয়া হাসিয়া হাসিয়া ।
মিলাইছে শিলারাশি স্থগিত হইছে শশী
ময়ূর নাচিছে কাছে আসিয়া আসিয়া আসিয়া ॥
স্থগিত কোকিলা গান শুনিয়া মুরলী সান
আপনার কলরব ভুষিয়া ভুষিয়া ভুষিয়া ।
বাঁশী কিবা মন্ত্র জানে অবলা-হৃদয় হানে
রহিতে না দিলে ঘরে রুষিয়া রুষিয়া রুষিয়া ॥
অরুণ কমল আঁখি নাচিছে খঞ্জন পাখি
আকুল করিল কুল নাশিয়া নাশিয়া নাশিয়া ।
যতুনাথ দাসে বলে বাঁশী শুনে কেনা ভুলে
ধনি রে ধনি রে শ্যামের বাঁশীয়া বাঁশীয়া বাঁশীয়া ॥

বড়াড়ি—একতালা

মকর কুণ্ডল মেলে, কনয়া-কেতকী দোলে
কিয়ে নহে—কামের করাতি।
উপরে বিজুরী ভাতি, হেম আভরণ কাঁতি
পীত পিন্ধন কত ভাতি॥
সজনি! (কি) পেখনু বরিহা চূড়া-মালে—
ঘুরিয়া ঘুরিয়া বুলে, মাতল ভ্রমরা ভুলে
পড়ে জানি নয়ন-কমলে॥ ধ্রু॥
কুন্দে কুন্দাওল কালা, কনয়া কেয়ূর মালা,
শ্যাম-অঙ্গে করে ঝিকিমিকি।
অঙ্গের সৌরভ পাইয়া, অলিরাজ আইল ধাইয়া
লাখে লাখে মদন ধানুকি॥

§ মল্লার—দাসপেড়ে

কেলি-কদম্বমূলে ওনা নব মেঘের কোড়া।
মেঘের উপরে চাঁদ তাঁহে দুটী কমল জোড়া॥
কিয়ে কমল দোলে নাটুয়া খঞ্জন পাখী।
মোর সর্ব্বস্ব যৌবন দিয়ে শ্যামরূপ দেখি॥

কিবা নিশি কিবা দিশি কিছুই না জানি
জাগিতে স্বপন দেখি শ্যামরূপখানি ॥
কাল কপালে শোভে চন্দনের চাঁদে ।
বলরাম দাস কহে পরাণ সদাই কাঁদে ॥

§ সুহই—ধড়া

উজর হার উর পীত-বসন-ধর
—ভালহি চন্দন-বিন্দু ।
মিলিত বলাকিনি তড়িত-জড়িত ঘন
উপরে উজোরল ইন্দু ॥
পেখলুঁ অপরূপ শ্যামরুধাম ।
কুঞ্জ সমীপ নীপ অবলম্বন
রহই ত্রিভঙ্গিম ঠাম ॥ ধ্রু ॥
চরণ অবধি বন-মাল বিরাজিত
হেরইতে উনমত হোই ।
মধুকর ছলে কত ব্রজরমণী-চিত
তহিঁ রহু মতি গতি খোই ॥
মুরলী অলাপি ঝাঁপি গগনাবধি—
গায়ত কতহুঁ সুতান ।
ভণ ঘনশ্যাম দাস-চিত ঝুরত
মদন রায় মন মান ॥

কামোদ—মধ্যম দশকুশী

ব্রজকুল-নন্দন চান্দ হাম পেখলুঁ
অপরূপ কত কত বেরি।
প্রতি অঙ্গ রঙ্গ তরঙ্গিম শোভন
পুরুবহি এতহুঁ না হেরি॥
সজনি কো ইহ মাধুরী অপার।
যো রস-সিন্ধু বিন্দু নব পুন পুন,
মঝু আঁখি পিবই না পার॥ ধ্রু॥
তনু তনু অতনু, যূথ কিয়ে সেবই
কিয়ে রূপ আপহি সেব।
কিয়ে সুমনোহর, কান্তি-রূপ-ধর
কিয়ে বর-রস-অধিদেব॥
এত কহি গোরি ভোরি কিয়ে অনিমিখ-
নয়ন-চসকে করু পান।
সো বচনামৃত কিয়ে রাধামোহন
শ্লাঘহি পাতব কান॥

মায়ুর—তেওট

পেখলুঁ অপরূপ নন্দকুমার
কালিন্দি-নীর-তীর-তরু হেলন
যৈছন জলদ সঞ্চার॥ ধ্রু॥

চূড়হি উড়য়ে ময়ূর শিখণ্ডক
সো এক অপরূপ ঠাম।
যৈছন ইন্দ্র-ধনুক তঁহি উয়ল
ঐছন মঝু মনে ভান॥
মোতিম হার উর পর লোলত—
হেরিয়ে তারক পাঁতি।
কটিপর পীত বসন তহি রাজিত
জিনি সৌদামিনি-কাঁতি॥
চরণ অবধি বন- মাল বিরাজিত
উনমত মধুকরজাল।
পদপঙ্কজ তলে মানস সোঁপলুঁ
কাতরে কহত দয়াল॥

ভাটালী—ধামালী

দেখ সখি মোহন-মধুর-সুবেশং।
চন্দ্রক-চারু-মুকুতা-ফল-মণ্ডিত
অলিকুল-সুন্দর-কেশং॥ ধ্রু॥
তরুণ-অরুণ-করুণাময় লোচন
মনসিজতাপ-বিনাশং।
অপরূপ-রূপ-মনোভব-মঙ্গল-
মধুর-মধুর-মৃদু হাসং॥

অভিনব-জলধর-কলিত-কলেবর
দামিনি-বসন-বিকাশং।
কিয়ে জড় অজড় সকল পুলকায়িত
কুঞ্জ-ভবন-কৃতবাসং॥
যো পদ-পঙ্কজ ভব নারদ অজ
ভাব অভাব-বিশেষং।
ব্রজ-বনিতা-গণ-মোহন-কারণ-
বিরচিতবিবিধ-বিলাসং॥
পঞ্চম-রাগ-তান-তরঙ্গায়িত-
অধর-মিলিত-বর-বংশং।
অভিনব কমল জিতল পদ-পঙ্কজ
বীরবাহু-মন-হংসং॥

শ্রীরাগ—ঠুঠ্‌কী

কি রূপ দেখিনু মধুর মূরতি
পীরিতি-রসের সার।
হেন লয় মনে, এ তিন ভুবনে,
তুলনা নাহিক আর॥
বর বিনোদিয়া, চূড়ার টালনি,
কপালে চন্দন-চান্দ

জিনি বিধুবর, বদন সুন্দর,
ভুবনমোহন ফান্দ ॥
নব জলধর, রসে ঢর ঢর,
বরণ চিকণ কালা ।
অঙ্গের ভূষণ, রজত কাঞ্চন,
মণি মুকুতার মালা ॥
জোড়া ভূরু যেন কামের কামান,
কেবা কৈল নিরমাণ ।
তরল নয়ানে তেরছ চাহনি
বিষম কুসুম-বাণ ॥
সুন্দর অধরে মধুর মুরলী
হাসিয়া কথাটি কয় ।
দ্বিজ ভীমে কহে, ও রূপ নাগর,
দেখিলে পরাণ রয় ॥

শ্রীরাগমিশ্র মল্লার—বৃহৎ জপতাল

নবহুরুচি মেহ সখি ' নীপমূলে পেখলু,
নয়ন মন ভুলল মঝু ভরমং ।
তরুণ তমাল কিএ, কিএ দামিনী অম্বরে
লখিতে নারিলু সখি গৌর কিয়ে শ্যামং ॥

উচ্চ চূড়া টেড়া, নব পুচ্ছ তহি উপর,
বিরাজিত সতত তছু বামং।
ইন্দ্রধনু আকৃতি, চূড়াপরি শোভই,
শোভিত মণি মুকুতা দামং॥
অঙ্গাকৃতি ভঙ্গী বাঁকা, বঙ্কিম সুচাহনি,
করেতে বাঁশী অধরে হাসি শোভং।
শশিশেখর সঙ্গে হাম, যোই রূপ পেখলুঁ
সোই রূপ নিশি দিবস লোভং॥

চতুর্থ অধ্যায়

পূর্ব্বরাগ খণ্ড

অথ পূর্ব্বরাগ ॥

"রতির্যা সঙ্গমাৎ পূর্ব্বং দর্শনশ্রবণাদিজা।
তয়োরুন্মীলতি প্রাজ্ঞৈঃ পূর্ব্বরাগঃ স উচ্যতে ॥
"উজ্জ্বলনীলমণিঃ"

"দর্শন, শ্রবণ আদি সঙ্গমের পূর্ব্বে।
দোঁহার রতি পূর্ব্বরাগ কহে কবি সর্ব্বে ॥"
"উজ্জ্বলচন্দ্রিকা"

ধানশ্রী—মধ্যম দশকুসী

সই, কেবা শুনাইলে শ্যাম নাম।
কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ ॥

না জানি কতেক মধু   শ্যাম নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম   অবশ করিল গো
কেমনে বা পাসরিব তারে॥
নাম-পরতাপে যার   ঐছন করিল গো
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।
যেখানে বসতি তার   নয়নে দেখিয়া গো
যুবতী ধরম কৈছে রয়॥
পাসরিতে চাহি মনে   পাসরা না যায় গো
কি করিব কি হবে উপায়।
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে   কুলবতী কুল নাশে
আপনার যৌবন যাচায়॥

§ ধানশী—ধড়া

ঘরের বাহিরে   দণ্ডে শতবার
তিলে তিলে আইস যাও।
মন উচাটন,   নিশ্বাস সঘন,
কদম্ব-কাননে চাও॥
রাই, কেন বা এমন হৈলে।
গুরু দুরুজন,   ভয় নাহি মন,
কোথা বা কি দেবা পাইলে॥ ধ্রু॥

সদাই চঞ্চল বসন অঞ্চল,
সম্বরণ নাহি কর।
বসি থাকি থাকি উঠহ চমকি,
ভূষণ খসাঞা পর॥
বয়সে কিশোরী, রাজার কুমারী,
তাহে কুলবধূ বালা।
কিবা অভিলাষে বাঢ়ালে লালসে,
না বুঝি তোমার ছলা॥
তোমার চরিতে হেন বুঝি চিতে,
হাত বাড়াইলা চাঁদে।
চণ্ডীদাস কয়, করি অনুনয়
ঠেকেছে কালিয়া ফাঁদে॥

§ শ্রীসিন্ধুড়া—মধ্যম দশকুসী

আগো রাধার কি হোল অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে,
না শুনে কাহারো কথা॥ ধ্রু॥
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ পানে,
না চলে নয়নের তারা।
বিরতি আহারে, রাঙ্গা বাস পরে,
যেমতি যোগিনী পারা॥

আউলাইয়া বেণী ফুলের গাঁথনী
দেখয়ে খসায়া চুলি।
হসিত বয়ানে চাহে চন্দ্র পানে,
কি কহে দু হাত তুলি॥
এক দিঠি করি ময়ূরা ময়ূরী
কণ্ঠ করে নিরিখনে।
চণ্ডীদাস কয় নব পরিচয়
কালিয়া বঁধুর সনে॥

ধানশ্রী - মধ্যম একতালা

অবনত আনন কএ হম রহলিহুঁ
বারল লোচন-চোর।
পিয়ামুখরুচি পিবএ ধায়ল
জনু সে চাঁদ চকোর॥
ততহু সয়ঁ হঠ হটি মো আনল
ধএল চরণ রাখি।
মধুপ মাতল উড়এ ন পারএ
তইঅও পসারএ পাখি॥
মাধব বোলল মধুর বাণী
সে সুনি মুদু মোয়ঁ কান।

তাহি অবসর ঠাম বাম ভেল
ধরি ধনূ পাঁচ বাণ ॥
তনু পসেব পসাহনি ভাসলি
পুলক তইসন জাগু ।
চুনি চুনি ভএ কাঁচুয়া ফাটলি
বাহু বলআ ভাঁগু ॥
ভণ বিদ্যাপতি কম্পিত কর হো
বোলন বোল ন জায় ।
রাজা সিবসিংঘ রূপনরায়ন
সাম সুন্দর কায় ॥

কামোদ—ছোট দশকুসী

রাধে নিগদ নিজং গদমূলং ।
উদয়তি তনুমনু কিমিতি তাপ-কুল-
মনুকৃতবিকট-কুকূলং ॥ ধ্রু ॥
প্রচুর পুরন্দর গোপ-বিনিন্দিত-
কান্তি-পটলমনুকূলং ।
ক্ষিপসি বিদূরে মৃদুলং মুহুরপি
সংভৃতমুরসি দুকূলং ॥
অভিনন্দসি নহি চন্দ্র-রজোভর-
বাসিতমপি তাম্বূলং ।

ইদমপি বিকিরসি বর-চম্পক-কৃত-
মনুপমদাম সচূলং ॥
ভজদনবস্থিতি- মখিল পদে সখি
সপদি বিড়ম্বিততূলং ।
কলিত-সনাতন- কৌতুকমপি তব
হৃদয়ং স্ফুরতি সশূলং ॥

তথা রাগ

আলো মুঞি কেন গেলুঁ কালিন্দীর জলে
কালিয়া নাগর চিত হরি নিল ছলে ॥
রূপের সাগরে আঁখি ডুবিয়া রহিল ।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল ॥
ঘরে যাইতে পথ মোর হইল অফুরাণ ।
অন্তরে অন্তর কাঁদে কিবা করে প্রাণ ॥
চন্দনের চাঁদ মাঝে মৃগমদ ধান্ধা ।
তার মাঝে হিয়ার পুতলী রৈল বান্ধা ॥
কটি পীত বসন রসনা তাহে জড়া ।
বিধি নিরমিল ঘাটে কলঙ্কর কোঁড়া ॥
জাতি কুল শীল সব হেন বুঝি গেল ।
ভুবন ভরিয়া মোর ঘোষণা রহিল ॥

কুলবতী হইয়া দুকুলে দিলুঁ দুখ।
জ্ঞানদাস কহে দঢ় করি থাক বুক॥

§ সুহই—বড় একতালা

কিশোর বয়েস মণিকাঞ্চন আভরণ
ভালে চূড়া চিকণ বনান।
হেরইতে রূপ- সায়রে মন ডুবল
বহু ভাগ্যে রহল পরাণ॥
পেখলুঁ নাগর পন্থকি মাঝ।
হাম নারী অবলা একলি যাইতে পথে
বিছুরল সব নিজ কাজ॥ ধ্রু॥
নয়ান সন্ধান বাণে তনু কৈল জরজর
কাতর বিনি অবলম্বে।
বসন খসয়ে ঘন পুলকে পূরল তনু
পানি না পূরল কুম্ভে॥
ঘর নহে ঘোর যেন জাগিতে স্বপন হেন
আরতি কহনে না যায়।
জ্ঞানদাস কহে মনে অনুমানিয়ে
বাস করব নীপ ছায়॥

ভূপালী মিশ্ররাগিণী—মধ্যম দশকুসী

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পীরিতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥
সই কি আর বলিব।
যে পুনি করিয়াছি মনে সেই সে করিব॥ ধ্রু॥
দেখিতে যে সুখ উঠে কি বলিব তা।
দরশ পরশ লাগি আউলাইছে গা॥
হাসিতে খসিয়া পড়ে কত মধুধার।
লহু লহু হাসে পহু পীরিতির সার॥
গুরু গরবিত মাঝে রহি সখী সঙ্গে।
পুলকে পূরয়ে তনু শ্যাম-পরসঙ্গে॥
পুলক ঢাকিতে করি কত পরকার।
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার॥
ঘরের যতেক সভে করে কাণাকাণি।
জ্ঞান কহে লাজ-ঘরে ভেজাইলাম আগুনি॥

গৌরী—তেওট

চিকণ কালিয়া রূপ মরমে লেগেছে গো
ধরণে না যায় মোর হিয়া।
কত চাঁদ নিঙ্গাড়িয়া মুখখানি মাজিয়াছে
না জানি কতেক সুধা দিয়া॥
অধরের দুটি কূল জিনিয়া বান্ধুলি ফুল
হাসিখানি মুখেতে মিশায়।
নবীন মেঘের কোরে বিজুরি প্রকাশ করে
জাতি কুল মজাইলাম তায়॥
ভুরুযুগ সন্ধান কামের কামান বাণ
হিঙ্গুলে মণ্ডিত দুটি আঁখি।
অরুণ নয়ানের কোণে চাঞাছিল আমা পানে
সেই হইতে শ্যামরূপ দেখি॥
যমুনার ঘাট হইতে উঠিয়া আসিতে পথে
সখী কিবা অপরূপ তনু।
জ্ঞানদাসেতে কয় শুধুই সে সুধাময়
গোকুলে নন্দের বালা কানু॥

সূহই—দশকুসী

(রাই) কেনে বা এমন হইলা।
কি রূপ দেখিয়া আইলা॥
মরম কহ না মোয়।
ব্যাধি ঘুচায়ব তোয়॥
না পারি বুঝিতে রীত।
সব দেখি বিপরীত॥
সোণার বরণ তনু।
কাজর ভৈগল জনু॥
নয়ানে বহয়ে ধারা।
কহিতে বচন হারা॥
জ্ঞানদাস মনে জাপ।
কহিলে ঘুচিবে তাপ॥

মায়ুর কল্যাণ—তেওট

তরুমূলে কি রূপ দেখিলুঁ কালা কানু।
যে রূপ দেখিলুঁ সই, স্বরূপে তোমারে কই
জল ভরিতে বিসরিলুঁ॥
একে সে কালিন্দী কূল, ত্রিভঙ্গিম তরুমূল,
সজল-জলদ শ্যাম তনু।

জল ভরিয়া যাই, ফিরিয়া ফিরিয়া চাই,
হাসি হাসি পূরে মন্দ বেণু ॥
জল ফেলিয়া যাই, লোক লাজ ভয় পাই,
কি করিব কিবা লয় মন ।
জ্ঞানদাসেতে কয়, মোর মনে হেন লয়,
ভজি গিয়া ও রাঙ্গা চরণ ॥

শ্রীরাগ—মধ্যম দশকুসী

ভালে সে চন্দন-চাঁদ কামিনী-মোহন ফাঁদ
আন্ধারে করিয়া আছে আলা ।
মেঘের উপর কিবা সদাই উদয় করে
নিশি দিশি শশী ষোলকলা ॥
সই—কিবা সেই নয়ান-চাহনী ।
আঁখির হিলোলে মোর পরাণ-পুতলী দোলে
দিতে চাহি যৌবন নিছনি ॥ ধ্রু ॥
কিবা সে চূড়ার ঠাট দশ-নখ-চান্দ-নাট
অপরূপ বাঁশী বাজাইতে ।
হেরইতে সেই মুখ মনে হয় যত সুখ
জিতে কি পারিয়ে পাসরিতে ॥

কুলশীল যত ছিল মনে লাগে সব গেল
দেখিয়া বারেক সেই রূপ।
গোবিন্দদাসের চিতে ঐছন লাগয়ে গো
নব অনুরাগের স্বরূপ॥

তুড়ি গৌরী—তেওট

কি পেখলুঁ যমুনার তীরে।
কালিয়া-বরণ এক মানুষ আকার গো
বিকাইলুঁ তাঁর আঁখি-ঠারে॥
নিতি নিতি আসি যাই এমন কভু দেখি নাই
কি খেনে বাড়াইলাম পা ঘরে।
গুরুয়া গরব কুল নাশাইল কুলবতী
কলঙ্ক আগে আগে ফিরে॥
কামের কামান জিনি ভুরুর ভঙ্গিমা গো
হিঙ্গুলে বেড়িয়া দুটি আঁখি।
কালিয়া-নয়ান বাণ মরমে হানিল গো
কালাময় আমি সব দেখি॥
চিকণ কালিয়া রূপে আকুল করিল গো
ধরণে না যায় মোর হিয়া।
কত চান্দ নিঙ্গাড়িয়া মুখানি মাজিল গো
যদু কহে কত সুধা দিয়া॥

মায়ুর—দশকুসী

কি হেরিলুঁ কদম্বতলাতে ।
বিনি পরিচয়ে মোর পরাণ কেমন করে
জিতে কি পারিয়ে পাসরিতে ॥ ধ্রু ॥
কপালে চন্দন-চাঁদ কামিনী-মোহন ফাঁদ
আঁধারে করিয়া আছে আলা ।
মেঘের উপরে চাঁদ সদাই উদয় করে
নিশি দিশি শশী ষোলকলা ॥
কিশোর বয়েস বেশ আর তাহে রসাবেশ
আর তাহে ভাতিয়া চাহনি ।
হাসির হিলোলে মোর পরাণ-পুতলী দোলে
দিতে চাই যৌবন নিছনি ॥
যে দেখয়ে একবার সে কি পাসরয়ে আর
শুধুই সুধার তনুখানি ।
দাস অনন্ত বলে রূপ হেরি কে না ভুলে
জগতে নাহিক হেন প্রাণী ॥

মায়ূর—দশ

আজু দেখিলুঁ রূপ কদম্বের তলে।
হিয়ার মাঝারে মোর না জানি কি হৈল গো
নিরবধি ধিকি ধিকি জ্বলে ॥ ধ্রু ॥
আগে পিছু চলে মোর কত প্রিয় সহচরী
যমুনার জলে আজু যাই।
ঘুঙ্গট কাড়িতে রূপ নয়নে লাগিয়া গেল
সরম রহিল সেই ঠাঁই ॥
কেন বা চঞ্চল চিত নিবারিতে নারি গো
মন মোর স্থির নাহি বান্ধে।
তিলে তিলে বারে বারে মূরছা হইয়া থাকি
চেতন পাইলে প্রাণ কান্দে ॥
ধীরে ধীরে পাখানি বাড়াই কত ছল করি
তাহে গুরুজনেরে ডরাই।
বংশীবদনে কহে শুন অনুরাগিণী
পীরিতি অনল না নিভায় ॥

পঞ্চম অধ্যায়

অনুরাগ খণ্ড

অথ অনুরাগ

"সদানুভূতমপি যঃ কুর্য্যান্নবনবং প্রিয়ং।
রাগো ভবন্নবনবঃ সোঽনুরাগ ইতীর্য্যতে ॥"

"উজ্জ্বলনীলমণিঃ"

"সদাদৃষ্ট কৃষ্ণে দেখে নূতন নূতন।
রাগ নব নব হএ অনুরাগ পুনঃ ॥

"উজ্জ্বলচন্দ্রিকা"

শ্রীরাগ—জপতাল

কি রূপ দেখিনু সই কদম্বের তলে।
ঘরে যাইতে নাহি মন পরাণ কেমন করে ॥
নয়ানে লাগিল রূপ কি আর বলিব।
নিতি নব অনুরাগে পরাণ হারাব ॥

নিবারিতে নারি চিতে শয়নে স্বপনে।
আকুল করিল মোরে কালার বরণে॥
অধরে মধুর হাসি চমকে চপলা।
ইথে কি পরাণ জীয়ে কামিনী অবলা॥
বড়ু চণ্ডীদাসে কহে না ভাবিহ আন।
কালা সে তোমার তুমি কালার পরাণ॥

গৌড়ী—দাসপেড়ে

সখি হে, ফিরিয়া আপন ঘরে যাও।
জীয়ন্তে মরিয়া যে আপনা খাইয়াছে
তারে তুমি কি আর বুঝাও॥ ধ্রু॥
নয়ন-পুতলি করি লইয়াছি মোহন রূপ
হিয়ার মাঝারে করি প্রাণ।
পীরিতি-আগুনি জ্বালি সকলি পুড়াইয়াছি
জাতি কুল শীল অভিমান॥
না জানিয়া মূঢ় লোকে কি জানি কি বলে মোকে
না করিয়ে শ্রবণ গোচরে।
স্রোত-বিথার জলে এ তনু ভাসাইয়াছি
কি করিবে কুলের কুকুরে॥

খাইতে শুইতে রইতে আন নাহি লয় চিতে
বন্ধু বিনে আন নাহি ভায়।
মুরারি গুপতে কহে পীরিতি এমতি হইলে
তার গুণ তিন লোকে গায়॥

বরাড়ী—একতালা

সখি, কি পুছসি অনুভব মোয়
সোই পীরিতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়॥
জনম অবধি হাম রূপ নিহারলুঁ
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনলুঁ
শ্রুতিপথে পরশ না গেল॥
কত মধু যামিনী রভসে গোঁয়ায়লুঁ
না বুঝলুঁ কইছন কেলি।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলুঁ
তবু হিয়ে জুড়ন না গেলি॥
কত বিদগধ জন রস অনুমগন
অনুভব কাহু না পেখ।
কহ কবিবল্লভ প্রাণ জুড়াইতে
লাখে না মিলল এক॥

সুহই—মধ্যম দশকুসী (অথবা তেওট)

মলুঁ মলুঁ শ্যাম-অনুরাগে।
মনোহর মধুর মূরতি নব কৈশোর
সদাই হিয়ার মাঝে জাগে ॥ ধ্রু ॥
জীতে পাসরিতে নারি বল না কি বুদ্ধি করি
কি শেল রহল মোর বুকে।
বাহির হৈয়া নাহি যায় টানিলে না বাহিরায়
অন্তরে জ্বলয়ে ধিকে ধিকে ॥
চরণে চরণ থুঞা অধরে মুরলী লৈয়া
দাঁড়াইয়া তেরছ নয়ানে।
অঙ্গুলি লোলাইয়া শ্যাম কি জানি কি দেখাইল
সে কথা পড়য়ে সদা মনে ॥
কিছু না মোর সহে গায় কেবা পরতীত যায়
তিলে প্রাণ তিন ঠাঞি ধরি।
বসু রামানন্দের বাণী দিবানিশি নাহি জানি
গোপতে গুমরি মরি মরি ॥

সুহই—ছোট দশকুসী

একা কুম্ভ কাঁখে করি যমুনাতে জল ভরি
জলের ভিতরে শ্যামরায়।
ফুলের চূড়াটি মাথে, মোহন মুরলী হাতে
পুন কানু জলেতে মিলায়॥
অনেক প্রবন্ধ করি ধরিবারে চাই হরি
ধীরে ধীরে কর বাড়াইনু।
কর বাড়াইয়া চাই আর না দেখিতে পাই
আকুল হৈয়া জলেতে ডুবিনু॥
ঢেউ মোর হৈল কাল না পাইলাম নন্দলাল
উঠিলাম যমুনার তীরে।
না দেখি বন্ধুর মুখ, হইল বিষম দুখ,
কান্দিতে কান্দিতে আইনু ঘরে॥
জ্ঞানদাসের বাণী শুন রাধা বিনোদিনী
মিছা কেন ডুবিছিলে জলে।
বুঝিতে নারিলে মায়া জলে ছিল অঙ্গ ছায়া
শ্যাম ছিল কদম্বের ডালে॥

তিরোথা ধানসী—মধ্যম একতালা

কিবা রূপে, কিবা গুণে মোর মন বান্ধে,
মুখেতে না সরে বাণি, দুটি আঁখি কান্দে।
মনের মরম-কথা, শুন গো সজনি,
শ্যাম বন্ধু পড়ে মনে, দিবস রজনি।
কোন বিহি সিরজিল কুলবতী বালা?
কেবা নাহি করে প্রেম, কার এত জ্বালা?
চিতের আগুনি কত, চিতে নিবারিব,
না যায় কঠিন প্রাণ, কারে কি বলিব!
ঘর হৈতে বাহির, বাহির হৈতে ঘর
দেখিবারে করি সাধ, নহি স্বতন্তর।
জ্ঞানদাস বলে, সখি! সেই সে করিব,
কানুর পীরিতি লাগি, সাগরে মরিব।

§ ধানসী ভীমপলশ্রী—ধড়া ও দাসপেড়ে

রূপে ভরল দিঠি সোঙরি পরশ মিঠি
পুলক না তেজই অঙ্গ।
মধুর মুরলী-রবে শ্রুতি পরিপূরিত
না শুনে আন পরসঙ্গ ॥

সজনি, অব কি করবি উপদেশ।
কানু অনুরাগে মোর তনু মন মাতল
না গুণে ধরম লব-লেশ ॥ ধ্রু ॥
নাসিকা হো সে অঙ্গের সৌরভে উনমত
বদনে না লয়ে আন নাম।
নব নব গুণগণে বান্ধল মঝু মনে
ধরম রহব কোন ঠাম ॥
গৃহপতি-তরজনে গুরুজন-গরজনে
অন্তরে উপজয়ে হাস।
তহিঁ এক মনোরথ জনি হয়ে অনরথ
পূছত গোবিন্দদাস ॥

§ মল্লার—দাসপেড়ে

কালা কেলি-কদম্বতলে ওনা নব মেঘের কোড়া
মেঘের উপরে চাঁদ তাহে কমল জড়া ॥
কিয়ে কমল দোলে রে নাটুয়া খঞ্জন পাখী।
ঘর সরবস যৌবন দিয়া শ্যামরূপ দেখি ॥
কেহ কেহ বলে আরে শুন প্রাণসখি।
কেহ বলে দণ্ডেক দাঁড়াও রূপ দেখি ॥

চলিতে না চলে পদ যাইব কেমনে।
কুলের গৌরব আমার গেল এতদিনে॥
তুলনা দিবার নাই বরণ চিকণ কালা।
ঝলমল করে কত নানা ফুলের মালা॥
অলকা আবৃত মুখ মকর কুণ্ডল।
শ্যামতনু বিরাজিত করে ঝলমল॥
নব জলধর অঙ্গ পীতবাস তায়।
মধুর মুরলীরবে পাষাণ মিলায়॥
ভুবনমোহন রূপ নারি পাসরিতে।
চল দেখি শ্যামরূপ না পারি রহিতে॥
গোবিন্দদাস শুনি আনন্দিত মন।
সঙ্গে সাজিল ধনীর প্রিয় সখীগণ॥

কড়খা ধানশ্রী—মধ্যম ছুটাতাল

আধক আধ আধ দিঠি-অঞ্চলে
যব ধরি পেখলুঁ কান।
কত শত কোটি কুসুম-শরে জর জর
রহত কি যাত পরাণ॥
সজনি, জানলুঁ বিহি মোহে বাম।
দুই লোচন ভরি যো হরি হেরই
তছু পায়ে মঝু পরণাম॥

স্থনয়নি কহত কানু ঘনশ্যামর
মোহে বিজুরি সম লাগি।
রসবতি তাক পরশ-রসে ভাসত
মঝু হৃদয়ে জ্বলু আগি॥
প্রেমবতি প্রেম লাগি জিউ তেজত
চপল জীবনে মঝু সাধ।
গোবিন্দদাস ভণে শ্রীবল্লভ জানে
রসবতি-রস-মরিযাদ॥

শ্রীরাগ—তেওট

সজনী, মঝু মনে লাগল নন্দকিশোর।
অনিমিখ লাখ নয়ন যুগ শত শত
হেরইতে না পাইয়ে ওর॥ ধ্রু॥
কিয়ে ইন্দ্রনীল-মণি মুকুর-কাঁতি জিনি
জগ-মন-মোহন বয়না।
শারদ ইন্দু অমল-নব-পঙ্কজে
পূজল জনু দুই নয়না॥
বন্ধুক-বন্ধু অধর অতি মোহন
বিলসই রসময় বংশে।

ভঙ্গিম গীম ভারে অতি মন্থর
অবতংস বিরাজিত অংসে ॥
ভালে সে চন্দন-চাঁদ রমণী-মোহন ফাঁদ
তছু পরি মুকুতার ঝারা।
অনন্ত কহিছে ঘন চাঁদের উপরে যেন
সঘনে বরিখে জলধারা ॥

মায়ুর—তেওট

অলপ বয়েসে মোর শ্যামরসে জর জর
না জানি কি হবে পরিণামে।
যদি নয়ন মুদে থাকি অন্তরে গোবিন্দ দেখি
নয়ন মেলিয়া দেখি শ্যামে ॥
যদি চলি যাই পথে শ্যাম যায় মোর সাথে
চরণে চরণ ঠেকাইয়া।
ভ্রমেতে ফিরাই আঁখি কেঁউ ত সঙ্গে নাহি দেখি
মরে থাকি মেনে মূরছিয়া ॥
কহিনু তোমার আগে দাগা পাইলাম শ্যাম দাগে
এ ছার জীবনে নাহি দায়।

তিল তুলসী দিয়া সমর্পণ কৈলুঁ হিয়া
জনমের মত রাঙ্গা পায় ॥
যোগিনী হইয়া যাব শ্রবণে কুণ্ডল দিব
এই ছার গৃহ পরিহরি।
কৃষ্ণ নাম লব মুখে জনম গোঙাব সুখে
যদু কহে এই বাঞ্ছা করি ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়

বংশী খণ্ড

শ্রীরাগ মিশ্র বেহাগ—ছুটাতাল

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী-নইকুলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে ॥
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইলোঁ রান্ধন ॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন জনা।
দাসী হআঁ তার পাএ নিশিবোঁ আপনা ॥ ধ্রু ॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি চিত্তের হরিষে।
তার পাএ বড়ায়ি মোঁ কৈলোঁ কোণ দোষে ॥
আঝর ঝরএ মোর নয়নের পাণী।
বাঁশীর শবদেঁ বড়ায়ি হারায়িলোঁ পরাণী ॥
আকুল করিতেঁ কিবা আহ্মার মন।
বাজাএ সুসর বাঁশী নান্দের নন্দন ॥
পাখি নহোঁ তার ঠাঁই উড়ী পড়ি জাওঁ।
মেদনী বিদার দেউ—পসিআঁ লুকাওঁ ॥

বন পোড়ে, আগ বড়ায়ি ! জগজনে জাণী
মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পণী ॥
আন্তর সুখায়ে মোর কাহ্ন-অভিলাসে ॥
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥

বেহাগ—মধ্যম জপতাল

চলোরী সখি মুরলী সুনিয়ে কাহ্ন বজাঈ যমুনাতীর ।
ত্যজি লোকলাজ কুলকী কানি গুরুজনকী ভীর ॥
যমুনা জল থকিত ভয়ো, বছা ন পীবৈ ক্ষীর ।
সুর বিমান থকিত ভয়ে, থকিত কোকিল কীর ॥
দেহকী সুধি বিসরি গঈ বিসরো তনকো চীর ।
মাত তাত বিসরি গয়ে বিসরো বালক বীর ॥
মুরলীধুনি মধুরই বাজৈ কৈসে কৈ ধরো ধীর ।
সূরদাস মদনমোহন জানত হো পর পীর ॥

সুহিনী বেহাগ—ছোট একতালা ও কাটা দশকুসী

আজু কে গো মুরলী বাজায় ।
এ ত কভু নহে শ্যামরায় ॥
ইহার গৌর বরণে করে আল ।
চূড়াটি বান্ধিয়া কেবা দিল ॥

তাহার ইন্দ্রনীলকান্তি তনু ।
এ ত নহে নন্দসুত কানু ॥
ইহার রূপ দেখি নবীন আকৃতি ।
নটবর বেশ পাইল কথি ॥
বনমালা গলে দোলে ভাল
এ না বেশ কোন দেশে ছিল ॥
কে বনাইল হেন রূপখানি ।
ইহার বামে দেখি চিকণ বরণী ॥
হবে বুঝি ইহার সুন্দরী ।
সখীগণ করে ঠারাঠারি ॥
কুঞ্জে ছিল কানু কমলিনী ।
কোথা গেল কিছুই না জানি ॥
আজু কেন দেখি বিপরীত ।
হবে বুঝি দোঁহার চরিত ॥
চণ্ডীদাস মনে মনে হাসে ।
এ রূপ হইবে কোন দেশে ॥

মল্লার—তেওট

আরে সখি, বাজত বংশী মধুর
শবদ অদভুত কোন বাজায়ত
সুন্দর সুধীর গভীর ॥

ধ্বনি শুনি প্রাণ করত আনছান
চিত হোয়ত অথির।
মাতল শ্রবণ কম্পে ঘন ঘন
পুলকে ভরয়ে শরীর॥
হৃদয় দরদর শ্বাস বহে খর
নয়নে বহতহি নীর।
ধৈরয ধরইতে নাহি পারি চিতে
ভিগেও হৃদয়ক চীর॥
জাতি কুল শীল সবহুঁ দূরে গেও
উয়ল মনমথ বীর।
এ কবিরঞ্জনে মুরলী নিশানে
ঘরের করলি বাহির॥

§ শ্রীরাগ মিশ্র কেদার—মধ্যম দশকুসী

বাঁশীরব শুনিল কানে চিতে না ধৈরয মানে
অমনি উঠিল রসবতী।
কে যাবে আমার সাথে ফুলধনু লও হাতে
ভেটি গিয়ে গোকুলের পতি॥
ললিতা বলিছে রাধে সাজাব মনের সাধে
অমনি যাইবে কেন ধনি।

শেষে সব সখি সঙ্গে নাগর ভেটিব রঙ্গে
যেতে হবে তাও মোরা জানি ॥
ছুস্মৃতি মুকুতা-মালা গাঁথি এক ব্রজবালা
আনি দিল শ্রীমতীর গলে।
অনুমানে বুঝি হেন বিধু পাশে তারা যেন
উদয় হইল মেঘের কোলে॥
অভিনব কমলিনী তনু হেন কাঁচা ননী
তাহে হোল ভূষণে ভূষিত।
নিজ অঙ্গ দরপণে প্রতিবিম্ব বিলোকনে
ধনি ভেল আপনে মোহিত॥
করি বেশ বিভূষণ কহে সব সখীগণ
কি লাগিয়া বিলম্ব এখন।
যতুনাথ দাসে কয় এখন উচিত হয়
বঁধু পাশে করিতে গমন॥

শ্রীরাগ—জপতাল

মুরলীর স্বরে রহিবে কি ঘরে
গোকুল-যুবতীগণে।
কালিয়া নাগর কালি দলি তার
বিষ মিশায়েছে তানে॥

কি রঙ্গলীলা মিলায় শিলা
শুনিলে সে ধ্বনি কাণে।
যমুনা পবন স্থগিত-গমন
ভুবন মোহিত গানে॥
আনন্দ উদয় শুধু সুধাময়
ভেদিয়া অন্তরে টানে।
রয়্যা রয়্যা জ্বালা জীয়ে কি অবলা
হানয়ে মদন বাণে॥
কুলবতী-কুল কৈল নিরমূল
নিষেধ নাহিক মানে।
জ্ঞানদাস ভণে বিঁধিল মরমে
বাঁশী কি মোহিনী জানে॥

বেহাগ—জপতাল

মন্দ মন্দ মধুর তান
(শ্যামের) মুরলী কুঞ্জে বাজিল রে
নব নায়রী শ্রীরাধে ধনি
অনঙ্গ-রঙ্গে মাতিল রে॥
উঠত বসত গলত স্বেদ
মুরলী শবদে শ্রবণ ভেদ
পুলকে পূরল সবহু অঙ্গ
প্রেম-তরঙ্গে ভাসিল রে।

ভুবনমোহন-মোহিনী বেশ
রূপে উজোরল সবহু দেশ
সঙ্গে বরজ-রঙ্গিনীগণ
শ্যাম দরশনে সাজিল রে ॥
গমন জিনিয়া কুঞ্জররাজ
নূপুর কিঙ্কিণী মধুর বাজ
সৌরভে আকুল মধুকরকুল
মধুলোভে সঙ্গে ছুটিল রে ।
শিখিকুল আজ আনন্দে রঙ্গে
নাচি নাচি নাচি চলত সঙ্গে
শোভা হেরি দাস পরমানন্দ
সুখসিন্ধু-নীরে ডুবিল রে ॥

সুহিনী মিশ্র বেহাগ—ছোট ঠুংরী

বিপিনে গোবিন্দ বাঁশী পূরে মন্দ
আকুল অবশ তনু বা ।
তনু মন চিতে নারি নিবারিতে
পরাণ হরিলে কানু বা ॥
শ্যামের মুরলী কি কাজ করিলে বা ।
রাধার কুলেতে দাগা দিলে বা ॥

বড় সাধ মনে যাব তোমার সনে
চল চল বৃন্দাবন বা।
শ্যামের নিকটে রহিব শ্যামেরে দেখিব
শীতল হইবে নয়ন বা॥
বনমালা লইব শ্যাম-গলে দিব
পূরাইব মনের সাধে বা।
শ্যামের অঙ্গে অঙ্গ দিয়া মুরলী ধরিয়া
বোলাইব রাধে রাধে বা॥
কিবা সে চূড়াটি ছান্দ পরিপাটি
কহিতে আনন্দ উঠে বা।
কৃষ্ণদাসে কহে শুন বিনোদিনি
তোমার গোবিন্দ বটে বা॥

§ শ্রীরাগ ও কেদার—একতালা ও মধ্যম দ'

কি খেনে হেরিলাম শ্যাম রায়।
মল্লিকা-কলিকা কানে রহই ত্রিভঙ্গ ঠামে
করে ধরি মুরলী বাজায়॥
মুরলীতে নখপাঁতি জিনিয়া চাঁদের জ্যোতি
বাঁশীরন্ধ্রে কত সুধা ঝরে।

গগন হইতে চাঁদ বাঁশীতে নামিয়াছে
মুখ-সুধা লইবার তরে।
নবীন নীরদ অঙ্গ আর তাহে রস ঢঙ্গ
প্রেম-চাতুরী করু তায়।
গোবিন্দদাসের বাণী শুন রাধে বিনোদিনী
ভজ গিয়া সেই শ্যামের পায়॥

বেহাগ—জপতাল

মন্দ মন্দ মধুর তান
বাঁশী কোন বা কুঞ্জে বাজিল রে।
বাঁশী না জানে অন্য পর কি আপন
তনু মন সব দহিল রে।
সখি বাঁশী বাজে বেরি বেরি।
আর ত ঘরে রইতে নারি॥
মুরলী গান পঞ্চম তান
যমুনা উজান ধাইল রে।
বাঁশী অন্তরে সরল উগারে গরল
কুলবতীর কুল নাশিল রে॥

বাঁশী তোদের বাজে কাণের কাছে।
আমার বাজে হিয়ার মাঝে॥
তোরা সবাই ত শুনিলি বেণু।
(বল গো) আমার কেনে আউলাইল তনু॥
গোবিন্দদাসের তনু জর জর
পাঁজরেতে শর ফুটিল রে।
মোর বোল ধর না বাজিহ আর
াবনের আশা মিটিল রে॥

বেহাগ—জপতাল

বাঁশী বাজান জান না।
অসময়ে বাজাও বাঁশী পরাণ মানে না॥
যখন আমি বৈসা থাকি গুরুজনার মাঝে।
তুমি নাম ধইরা বাজাও বাঁশী আমি মইরি লাজে॥
ও পার হইতে বাজাও বাঁশী এ পার হইতে শুনি।
অভাগিয়া নারী হাম হে সাঁতার নাহি জানি॥
যে ঝাড়ের বাঁশের বাঁশী সে ঝাড়ের লাগি পাওঁ।
জড়ে মূলে উপাড়িয়া যমুনায় ভাসাওঁ॥
চাঁদ কাজি বলে বাঁশী শুনে ঝুরে মরি।
জীমু না জীমু না আমি না দেখিলে হরি॥

সপ্তম অধ্যায়

অভিসার খণ্ড

তত্রাভিসারিকা যথ

"যাভিসারয়তে কান্তং স্বয়ং বাভিসরত্যপি।
সা জ্যোৎস্নী তামসী যানযোগ্যবেশাভিসারিকা॥
লজ্জয়া স্বাঙ্গলীনেব নিঃশব্দাখিলমণ্ডনা।
কৃতবগুণ্ঠা স্নিগ্ধৈকসখীযুক্তা প্রিয়ং ব্রজেৎ॥"

"উজ্জ্বলনীলমণিঃ"

অভিসারিকা

"অভিসার করায় কান্তে নিজে অভিসরে।
জ্যোৎস্না তম যোগ্য বেশ অভিসারে ধরে॥
লজ্জাতে সম্বরি অঙ্গ নিঃশব্দ ভূষণ।
অঙ্গ ঝাঁপি চলে সঙ্গে সখি একজন॥"

"উজ্জ্বলচন্দ্রিকা"

বেহাগ—ছুটাতাল

চল চল সুন্দরি হরি অভিসার।
যামিনী উচিত করহ সিঙ্গার॥
জৈসন রজনি উজোরল চন্দ।
ঐসন বেশ ভূষণ করু বন্ধ॥
এ ধনি ভাবিনি কি কহব তোয়।
নিচয় নাগর তুঅ বশ হোয়॥
তুহুঁ রস নাগরি নাগর রসবন্ত।
তোরিতে চলহ ধনি কুঞ্জক অন্ত॥
একল কুঞ্জবনে আকুল কান।
বিদ্যাপতি কহ করহ পয়াণ॥

শ্রীরাগ মিশ্র বেহাগ—দাসপেড়ে

শ্যাম-মন্ত্রমালা বিনোদিনী রাধা
জপিতে জপিতে যায়।
রসের আবেশে আনন্দ-হিল্লোলে
তরল নয়নে চায়॥
অপার অপার বহু বিদগধ
সুন্দরী সে ধনী রাই।
শ্যাম দরশনে চলিলা ধেয়ানে
সুধা শ্যাম-গুণ গাই॥

মন্দ মন্দ গতি চলন-মাধুরী
যেমন সোনার লতা।
কিবা সে তড়িৎ চলিল তুরিত
কি কব তাহার কথা ॥
চৌদিকে গোপিনী মাঝে বিনোদিনী
চলে সে আনন্দ রসে ॥
কেহ কোন যেন সম্পদ পাইয়া
সুখের সায়রে ভাসে ॥
পথে যেতে কহে রাধা বিনোদিনী
কত দূরে বৃন্দাবন।
কহ কহ দেখি কোনখানে আছে
রমণী জনার ধন ॥
আগে হের দেখ দু আঁখি চাহিয়া
এই উপবন মাঝে।
ঐখানে বসিয়া নাগর আছেন
দেখহ কোন বা কাজে ॥
চণ্ডীদাস বলে গোপিনীর বোলে
চাহিয়া দেখিল রাই।
ঘন ঘন রব মুরলী শবদ
তাহাই শুনিতে পাই ॥

শ্রীরাগ—লোফা

চিকুর-তরঙ্গক-ফেন-পটলমিব
কুসুমং দধতী কামম্ ।
নটদপসব্যদৃশা দিশতীব চ
নর্ত্তিতুমতনুমবামম্ ॥
রাধা মধুরবিহারা ।
হরিমুপগচ্ছতি মন্থর-পদগতি-
লঘু-লঘু-তরলিত-হারা ॥ ধ্রু
শঙ্কিত-লজ্জিত-রস-ভর-চঞ্চল-
মধুর-দৃগন্ত-লবেন ।
মধু-মথনং প্রতি সমপহরন্তী
কুবলয়-দাম রসেন ॥
গজপতি-রুদ্র-নরাধিপমধুনা-
তন-মদনং মধুরেণ ।
রামানন্দ-রায়-কবি-ভণিতং
সুখয়তু রস-বিসরেণ ॥

বেহাগ—ছোট দুঠুকী

কলয়তি নয়নং দিশি দিশি বলিতম্
পঙ্কজমিব মৃদু-মারুত-চলিতম্ ॥

কেলী-বিপিনং প্রবিশতি রাধা ।
প্রতিপদ-সমুদিত-মনসিজ-বাধা ॥ ধ্রু ॥
বিনিদধতী মৃদু-মন্থর-পাদম্ ।
রচয়তি কুঞ্জর-গতিমনুবাদম্ ॥
জনয়তু রুদ্র-গজাধিপ-মুদিতম্ ।
রামানন্দ-রায়-কবি-গদিতম্ ॥

বেহাগ—তেওট

সখিগণ-বচনে বনায়ল বেশ ।
বিরচিল কবরি আঁচরি নিজ কেশ ॥
ভালহি দেয়ল সিন্দূর-বিন্দু ।
চন্দন-রেখ শোভয়ে আধ ইন্দু ॥
কত কত অভরণ সাজায়ল অঙ্গে ।
হেরইতে মুরছয়ে কতহুঁ অনঙ্গে ॥
নীল-বসনে তনু ঝাঁপলি গোরি ।
চললি নিকুঞ্জে শ্যাম-রস ভোরি ॥
মদনমোহন মনমোহিনি নারী ।
জ্ঞানদাস কহ যাওঁ বলিহারি ॥

মায়ুর—তেওট

বৃষভানু-নন্দিনী রমণীর শিরোমণি
নব নব রঙ্গিনী সঙ্গ ।

চলিল শ্রীবৃন্দাবনে শ্যামচাঁদের দরশনে
রসভরে ডগমগি অঙ্গ ॥
রাই রূপে লাবণ্যের সীমা।
জিনি কত কোটি শশী মুখে মৃদু মন্দ হাসি
ত্রিভুবনে নাহিক উপমা ॥
নীলমণি চুড়ি হাতে কনয়া কঙ্কন তাতে
নীল বসন সোণার গায়।
নব যৌবন ভরে গতি অতি মন্থরে
হংস-গমনে চলি যায় ॥
ললিতা দক্ষিণ হাতে বাম ভুজ দিয়া তাতে
বৃন্দাবনভূমে প্রবেশিলা।
রাই অঙ্গ-কান্তিমালা দশ দিশ করিল আলা
জ্ঞানদাস তাহাতে মজিলা ॥

বেহাগ—জপতাল

জয় জয় জয় বিজয়ী কুঞ্জে
কুঞ্জর বর গমনী।
প্রেম তরঙ্গে ভরল অঙ্গ
সঙ্গে বরজ রমণী ॥
ধবল বসন হাটক বরণ
ঝটকে সঘনে চলনী।

ঝুনুরু ঝুনুরু ঝুনু নুনু নুনু
বাজত নূপুর কিঙ্কিণী॥
মুরজ ডম্ফ জগহু ঝম্প
মৃদঙ্গ সারঙ্গ শোহিনী।
তা-না-না-না-না-না সুললিত বীণা
বাওয়ে সঘনে সজনী॥
গগন মণ্ডল অতি নিরমল
শরদ সুখদ যামিনী।
যন্ত্র তন্ত্র তাল মান
ধনি ধনি নব যৌবনী॥
সখীগণ সাথে আইলা তুরিতে
শ্রীবৃন্দাবন-বিলাসিনী।
দূর হতে হেরে শ্যাম নাগরে
মদন-মোহন-মোহিনী॥
কুঞ্জভবন তুহুঁক মিলন
অনুপম সুখ শোহিনী।
যত্নাথ দাস চিত অভিলাষ
হেরি শ্যাম মনমোহিনী॥

§ শঙ্করাভরণ—বড় দাসপেড়ে

ধনি ধনি বনি অভিসারে।
সঙ্গিনি রঙ্গিণি প্রেম-তরঙ্গিণি
সাজলি শ্যাম-বিহারে॥
চলইতে চরণের সঙ্গে চলু মধুকর
মকরন্দ পানকি লোভে।
সৌরভে উনমত ধরণী চুম্বয়ে কত
যাঁহা যাঁহা পদচিহ্ন শোভে॥
কনক-লতা জিনি জিনি সৌদামিনি
বিধির অবধি-রূপ সাজে।
কিঙ্কিণি রণরণি বঙ্করাজ-ধ্বনি
চলইতে সুমধুর বাজে॥
হংসরাজ জিনি গমন সুলাবণি
অবলম্বন সখি-কান্ধে।
অনন্তদাসে ভণে মিললি নিকুঞ্জবনে
পুরাইতে শ্যামমন-সাধে॥

বেহাগ—জপতাল

সাজল ধনি চন্দ্রবদনী
শ্যাম দরশ আশে।
সঙ্গিনীগণ রঙ্গিণী সব
ঘেরল চারি পাশে॥

তরুণারুণ চরণ যুগল
মঞ্জীর তাহে শোভে।
ভৃঙ্গাবলী পুঞ্জ পুঞ্জ
গুঞ্জরে মধু লোভে॥
কুম্ভি কুম্ভ জিনি নিতম্ব
কেশরী খিন মাঝে।
লীলাঞ্চিত পট্টাম্বর
কিঙ্কিণী তহি বাজে॥
বাহু যুগল থির বিজুরি
করিশাবক-শুণ্ডে।
হেমাঙ্গদ মণি কঙ্কণ
নখরে শশী খণ্ডে॥
হেমাচল কুচমণ্ডল
কাঁচলী তহিঁ মাঝে।
চন্দ্রকান্ত ধ্বান্ত দমন
কণ্ঠে কর্ণে সাজে॥
জাম্বু নদ হেম যুত
মুকুতা ফল পাঁতি।
ফণি মণিযুত দাম শোভিত
দামিনী সম ভাঁতি॥
বিম্বফল নিন্দি অধর
দাড়িম বীজ দশনে।

বেসর তহি নোলকে ঝলকে
মন্দ মন্দ হসনে ॥
নাসা তিলফুল অতুল কবরী
বাঁধে কানড়া ছাঁদে ।
মদন মোহন মন মোহিনী
সাজল তহি রাধে ॥
কপোল লোল অলকাবলি
সিন্দূর শুভ সাজে ।
চন্দন পাশে বিন্দু বিন্দু
মৃগমদ সহ রাজে ॥
নব যৌবনী চন্দ্রবদনী
বৃন্দাবন মাঝে ।
মাধব চিত রচিত গীত
মিলল নাগর রাজে ॥

শ্রীবড়াড়ী—মধ্যম একতালা

রাই কনক মুকুর-কাঁতি ।
শ্যাম বিলসিতে সুন্দর তনু
সাজয়ে কতেক ভাতি ॥
নীল বসন রতন ভূষণ
জলদে দামিনী সাজে

চাঁচর কেশেতে বিচিত্র বেণী
দুলিছে হিয়ার মাঝে ॥
সিঁথায় সিন্দূর নয়ানে কাজর
তাহে চন্দনের লেখা।
অরুণের কোরে নব জলধর
নবীন চাঁদের রেখা ॥
রসের আবেশে গমন মন্থর
ভাবে ঢুলি চলি যায়।
আধ উড়নী ঈষত হাসনি
বঙ্কিম নয়নে চায় ॥
শ্যামানন্দ ভণে নিকুঞ্জ ভবনে
কল্পতরুর মূলে।
রসের আবেশে বৈসে বিনোদিনী
শ্যাম-নাগরের কোলে ॥

বেলোয়াড়—মধ্যম একতালা

সাজলি রসবতি রঙ্গিণি রামা।
মন্দ মন্দ গতি নূপুর-কলরব-
লজ্জিত রাজহংসকুল ঠামা ॥ ধ্রু ॥
চম্পক কনক কেশর-কুসুমাবলি
রুচি জিনি সুন্দর অপঘন সাজে।

অলিকুল অঞ্জন জলদ নীলমণি
ছবিচয়-নিন্দিত বসন বিরাজে ॥
অমল ইন্দিবর- দল লোচনযুগ
কত কত শশি জিনি কমল-বয়নী।
সিন্দূর-বিন্দু অরুণ-ছবি নিন্দই
অহি-রমণী জিনি বেণী বনী ॥
বিদ্রুম-অধরে মধুর মৃদু হাসনি
দশন সৌদামিনী দমন করে।
তার-হার মণি- কুণ্ডল লম্বিত
কত মণি দরপই দরপভরে ॥
চৌদিশে সহচরী যন্ত্র বাজায়ত
ধিরে ধিরে রসবতী চলত সমাজে।
বল্লভ ভণত প্রবেশলি নিধুবনে
হেরি কত রতিপতি ভাজল লাজে ॥

বেলোয়াড়—গঞ্জল তাল

বয়স সমান সঙ্গে নব রঙ্গিণি
সাজলি শ্যাম-দরশ-রস লোভে।
কোই রবাব মুরজ স্বরমণ্ডল
বীণ উপাঙ্গ হাত পর শোভে ॥

ভালে বনি আওয়ে বৃষভানু-তনি।
চরণ-কমল-তলে অরুণ বিরাজিত
মঞ্জীর-রঞ্জিত মধুর ধ্বনি॥ ধ্রু॥
গতি অতি মন্থর নব যৌবন-ভর
নীল বসন মণি-কিঙ্কিণী বোলে।
গজ-অরি মাঝরি উপরে কনয়া-গিরি
বীচহি স্থরধুনী মুকুতা-হিলোলে॥
রবি-মণ্ডল-ছবি জিনি মণি-কুণ্ডল
স্থন্দর সিন্দূর ভালিরে ভালে।
গোবিন্দদাস কহ ভুলল অলিকুল
বেঢ়ল কবরীক মালতী-মালে॥

শ্রীরাগ মিশ্র বেহাগ—দাসপেড়ে

শ্যাম অভিসারে চলু বিনোদিনী রাধা।
নীল বসনে মুখ ঝাঁপিয়াছে আধা॥
স্থকুঞ্চিত কেশে রাই বাঁধিয়া কবরী।
কুন্তলে বকুলের মালা গুঞ্জরে ভ্রমরী॥
নাসায় বেশর শোভে মুকুতা হিল্লোলে।
নবীন কোকিলা জিনি আধ আধ বোলে॥
আবেশে সখীর অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া।
পদ আধ চলে আর পড়ে মূরছিয়া॥

কৃষ্ণনাম যশ গুণ প্রেম আলাপনে।
রহিয়ে রহিয়ে যায় চিন্তে মনে মনে॥
বৃন্দাবনে যাইয়া রাই চারি পানে চায়।
মাধবী তরুর তলে দেখে শ্যামরায়॥
দোঁহে দোঁহা দরশনে আনন্দ বাঢ়িল।
গোবিন্দদাস চিত ভুলিয়া রহিল॥

কামোদ—মধ্যম দশকুসী

হরি অভিসারে চলল বর সুন্দরী
শীতল বৃন্দাবন মাঝ।
গুরুয়া নিতম্ব ভরে চলই না পারই
যৈছে চলয়ে হংসরাজ॥
একে সে তরুণ ইন্দু মলয়জ বিন্দু ঝিন্দু
কস্তুরী তিলক তার মাঝে।
পিঠে দোলে হেম ঝাঁপা রঙ্গিয়া পাটের থোপা
নাসায় মুকুতা ভাল সাজে॥
চৌদিগে রমণী শোভে নূপুর কিঙ্কিণী বাজে
সভে চলে মদন তরঙ্গে।
যে দিগে পয়ান করে মদন পলায় ডরে
সৌরভে ভ্রমর ধায় সঙ্গে॥

নব যৌবনী ধনি জগ জিনি লাবণি
কুঞ্জ বিজই ধনি রাধে।
গোবিন্দদাস চিতে শ্যামরূপ জাগয়ে
রঙ্গে সাজল মনসাধে॥

বেলয়াড়—একতালা

কঞ্জ-চরণযুগ, যাবক রঞ্জন,
খঞ্জন-গঞ্জন মঞ্জীর বাজেঁ।
নীল বসন মণি- কিঙ্কিণী-রণরণি,
কুঞ্জরগমন মদন, ক্ষীণ-মাঝে॥
সাজলি শ্যাম-বিনোদিনী রাধে।
অঙ্গহি অঙ্গ, অনঙ্গ তরঙ্গিম,
মদন-মোহন-মনমোহিনী ছাঁদে॥ ধ্রু॥
কনক কটোর—চোর, কুচকোরক জোরে,
উজোরল মোতিম দাম।
ভুজ-যুগ থির বিজুরি-পর মণিময়
কঙ্কণ ঝলকিত, চমকিত কাম॥
মধুরিম হাস— সুধারস-নিরসন
দশন-জ্যোতি জিতি মোতিমকাঁতি।
সুভগ-কপোল, লোল মণিকুণ্ডল,
দশ দিশ ভরল নয়ন-শর-পাঁতি॥

ঝাঁপল কবরী, ভালে অলকাবলী
ভাঙ ধনুয়া যনু মনমথ-সেবি।
গোবিন্দদাস, হৃদয়ে অবধারল
মূরতি শিঙ্গার-দেব-অধিদেবী॥

মায়ূর—তেওট

দিনমণি-কিরণে মলিন মুখমণ্ডল
ঘামে তিলক বহি গেলা।
কোমল চরণ তপত পথ-বালুক
আতপ দহন সম ভেলা॥
হেরইতে শ্যামর চন্দ।
কোরে আগরি গোরী-মুখ মুছত
বসন ঢুলায়ত মন্দ॥
কর্পূর তাম্বূল অধরহি দেয়ল
চন্দন লেপই অঙ্গে।
শ্যামর অঙ্গ পরশে নব নাগরী
বাঢ়ল প্রেমতরঙ্গে॥
কুঞ্জ কুটীর ঘর শেজ মনোহর
মধুকর ধরু শ্রুতি ভাষ।
গোরী শ্যাম দুহুঁ মিলন কুতূহল
কহতহিঁ গোবিন্দদাস॥

বেলয়াড়—একতালা

সম-বয় বেশ-ভূষণ-ভূষিত-তনু
সখিগণ সঙ্গহি মেলি।
গজ-গতি নিন্দি গমন অতি সুন্দর
কিয়ে জিত-খঞ্জন-খেলি॥
দেখ, রাই করল অভিসার।
শিরিষ-কুসুম জিনি কোমল পদতল
বিপথে পড়ত অনিবার॥ ধ্রু॥
যো থল-কমল-পরশে অতি কোমল
ঝামর ভই উপচঙ্ক।
সো অব যাহাঁ তাহাঁ কঠিন ধরণি মাহা
ডারত বড়ই নিশঙ্ক॥
ঐছন ভাতি মিলল কুঞ্জ মাহা
দূতিক যাহাঁ উপদেশ।
ভণ রাধামোহন তহিঁ যো আচরণ
হাম কিয়ে পায়ব উদেশ॥

অষ্টম অধ্যায়

তিমির ও বর্ষা অভিসার

গুর্জ্জরী—একতালা

রতি-সুখ-সারে গতমভিসারে
মদন-মনোহর-বেশম্ ।
ন কুরু নিতম্বিনি গমন-বিলম্বন-
মনুসর তং হৃদয়েশম্ ॥
ধীর-সমীরে যমুনা-তীরে
বসতি বনে বনমালী ।
পীন-পয়োধর- পরিসর-মর্দ্দন-
চঞ্চলকরযুগশালী ॥ ধ্রু ॥
নামসমেতং কৃতসঙ্কেতং
বাদয়তে মৃদু বেণুম্ ।
বহু মনুতে ননু তে তনুসঙ্গত-
পবন-চলিতমপি রেণুম্ ॥
পততি পতত্রে বিচলিতপত্রে
শঙ্কিত-ভবদুপযানম্ ।

রচয়তি শয়নং সচকিত-নয়নং
পশ্যতি তব পন্থানম্ ॥
মুখরমধীরং ত্যজ মঞ্জীরং
রিপুমিব কেলিষু লোলম্।
চল সখি কুঞ্জং সতিমিরপুঞ্জং
শীলয় নীলনিচোলম্ ॥
উরসি মুরারে- রুপহিতহারে
ঘন ইব তরলবলাকে।
তড়িদিব পীতে রতি-বিপরীতে
রাজসি সুকৃতবিপাকে ॥
বিগলিত-বসনং পরিহৃত-রসনং
ঘটয় জঘনমপিধানম্।
কিশলয়-শয়নে পঙ্কজ-নয়নে
নিধিমিব হর্ষ-নিধানম্ ॥
হরিরভিমানী রজনিরিদানী-
মিয়মপি যাতি বিরামম্।
কুরু মম বচনং সত্বর-রচনং
পূরয় মধুরিপুকামম্ ॥
শ্রীজয়দেবে কৃতহরিসেবে
ভণতি পরম-রমণীয়ম্।
প্রমুদিত-হৃদয়ং হরিমতিসদয়ং
নমত সুকৃতকমনীয়ম্ ॥

সূহই—কাটা দশকুসী

নব অনুরাগিনি রাধা।
কছু নহি মানএ বাধা॥
একলি কএল পয়ান।
পথ বিপথ নহি মান॥
তেজল মণিময় হার।
উচ কুচ মানয়ে ভার॥
কর সয়ঁ কঙ্কণ মুদরি।
পন্থহি তেজল সগরি॥
মণিময় মঞ্জির পায়।
দূরহি তেজি চলি যায়॥
জামিনি ঘন আঁধিয়ার।
মনমথ হিয় উজিয়ার॥
বিঘিনি বিথারল বাট।
পেমক আয়ুধে কাট॥
বিদ্যাপতি মতি জান।
ঐসন ন হেরি আন॥

জয়জয়ন্তী মিশ্র শ্রীরাগ—ছোট দুঠুকী

রয়নি ছোটি অতি ভীরু রমণী।
কতি খনে আওব কুঞ্জর-গমনী॥

ভীম ভুজঙ্গম সরণা।
কত সঙ্কট তাহে কোমল-চরণা॥
বিহি পায়ে করোঁ পরিহার।
অবিঘিনে সুন্দরী করু অভিসার॥ ধ্রু॥
গগনে সঘন মহি পঙ্কা।
বিঘিনি বিথারিত উপজয়ে শঙ্কা॥
দশ দিশ ঘন আঁধিয়ার।
চলইতে খলই লখই নাহি পার॥
সব জনি পালটি ভুললি।
আওত মানবি ভাল ত লোলি॥
বিদ্যাপতি কবি কহই।
প্রেমহি কুলবতী পরাভব সহই॥

জয়জয়ন্তী মল্লার—ঠুঠুকী

গগনে অব ঘন মেহ দারুণ
সঘনে দামিনি ঝলকই।
কুলিশ পাতন শবদ ঝনঝন
পবন খরতর বলগই॥
আজু দুরদিন ভেল।
কান্ত হামারি নিতান্ত আগুসরি
সঙ্কেত-কুঞ্জহি গেল॥

তরল জলধর বরিখে ঝরঝর
গরজে ঘন ঘন ঘোর।
শ্যাম মোহনে একলি কৈছনে
পন্থ হেরই মোর॥
সঙরি মঝু তনু অবশ ভেল জনু
অথির থরথর কাঁপ।
এ মঝু গুরুজন নয়ন দারুণ
ঘোর তিমিরহিঁ ঝাঁপ॥
তুরিতে চল অব কিয়ে বিচারব
জীবন মঝু আগুসার।
রায়শেখর বচনে অভিসর
কিয়ে সে বিঘিনি বিথার॥

মায়ূর—তেওট

কানু অনুরাগে হৃদয় ভেল কাতর
রহই না পারই গেহে।
গুরু-দুরুজন ভয় কছু নাহি মানয়ে
চির নাহি সম্বরু দেহে॥
দেখ দেখ নব অনুরাগক রীত।
ঘন আন্ধিয়ার ভুজগ-ভয় কত শত
তৃণহু না মানয়ে ভীত॥ ধ্রু॥

সখিগণ সঙ্গ তেজি চলু একসরি
হেরি সহচরিগণ ধায়।
অদভুত প্রেম- তরঙ্গে তরঙ্গিত
তবহুঁ সঙ্গ নহি পায়॥
চললি কলাবতি অতিশয় রসভরে
পন্থ বিপথ নাহি মান।
জ্ঞানদাস কহ এহ অপরূপ নহ
মনহি উজোরল কান॥

শ্রীরাগ মিশ্র ললিত—মধ্যম দশকুসী

কণ্টক গাড়ি কমল সম পদতল
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি বারি ঢারি করু পিছল
চলতহিঁ অঙ্গুলি চাপি॥
মাধব, তুয়া অভিসারক লাগি।
দূতর পন্থ গমন ধনি সাধয়ে
মন্দিরে যামিনী জাগি॥
করযুগে নয়ন মুন্দি চলু ভাবিনী
তিমির পয়ানক আশে।
কর কঙ্কণ পণ ফণী মুখ বন্ধন
শিখই ভুজগ গুরু পাশে॥

গুরুজন বচন বধির সম মানই
আন শুনই কহ আন।
পরিজন বচনে মুগধি সম হাসই
গোবিন্দদাস পরমাণ॥

কামোদ কেদার—মধ্যম ছুটাতাল

নীলিম মৃগমদে তনু অনুলেপন
নীলিম হার উজোর।
নীল বলয়াগণে ভুজযুগ মণ্ডিত
পহিরণ নীল নিচোল॥
সুন্দরি, হরি অভিসারক লাগি।
নব অনুরাগে গোরী ভেল শ্যামরী
কুহু যামিনী ভয় ভাগি॥ ধ্রু॥
নীল অলকাকুল অলিক হিলোলিত
নীল তিমির চলু গোই।
নীল নলিনী জনু শ্যাম রস সায়রে
লখই না পারই কোই॥
নীল ভ্রমরগণ পরিমলে ধাবই
চৌদিকে করত ঝঙ্কার।
গোবিন্দদাস অতয়ে অনুমানল
রাই চললি অভিসার॥

মল্লার—তেওড়া

মেঘ-যামিনি চললি কামিনি
পহিরি নীল নিচোল রে।
সঙ্গে নায়ক কুসুম-শায়ক
ছোড়ি মঞ্জির লোল রে॥
গুরুয়া কুচ-ভরে চল উলট পদ
পীন জঘনক ভার রে।
হেরি দামিনি ফটিক তরু জানি
চমকি ধরু নিরধার রে॥
দেখি ফণি-মণি দীপ জলু জানি
বাম কর দেই ঝাঁপি রে।
জানি যুবতী এহি ফণি-পতি
সঘনে তনু উঠে কাঁপি রে॥
প্রাণবল্লভ ভেটল দুর্ল্লভ
পূরল মনমথ আশ রে।
ঐছন পাই গেহ সফল করু দেহ
বদত গোবিন্দদাস রে॥

ভূপালী—একতালা

অম্বরে ডম্বর ভরু নব মেহ।
বাহিরে তিমির না হেরি নিজ দেহ॥

অন্তরে উয়ল শ্যামর ইন্দু।
উছলল মনহিঁ মনোভব সিন্ধু॥
অব জনি সজনি করহ বিচার।
শুভখনে ভেল পহিল অভিসার॥
মৃগমদে তনু অনুলেপহ মোর।
তহিঁ পহিরায়হ নীল-নিচোল॥
কী ফল উচ কুচ কঞ্চুক ভার।
দূরে কর সোতিনী মোতিম হার॥
তুহুঁ সখি দেখহ দেহলি লাগি।
গুরুজন অবহুঁ ঘুমল কিয়ে জাগি॥
চলইতে দীগ ভরম জানি হোই।
গোবিন্দদাস সঙ্গে চলু গোই॥

দেশমল্লার—তুঠুকী

মন্দির বাহির কঠিন কপাট।
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট॥
তহিঁ অতি দূরতর বাদর দোল।
বারি কি বারই নীল নিচোল॥
সুন্দরি কৈছে করবি অভিসার।
হরি রহ মানস-সুরধুনী পার॥

ঘন ঘন ঝন ঝন বজর নিপাত।
শুনইতে শ্রবণে মরম জরি জাত॥
দশ দিশ দামিনী দহন বিথার।
হেরইতে উচকই লোচন তার॥
ইথে যব সুন্দরী তেজবি গেহ।
প্রেমক লাগি উপেখবি দেহ॥
গোবিন্দদাস কহ ইথে কি বিচার।
ছুটল বাণ কিয়ে যতনে নিবার॥

ধানসী—মধ্যম দশকুসী

কুলবতী কঠিন কপাট উদঘাটলুঁ
তাহে কি কাঠ কি বাধা।
নিজ মরিযাদ সিন্ধু সঞে পঙারলুঁ
তাহে কি তটিনী অগাধা॥
সজনি! মঝু পরীখন কর দূর।
কৈছে হৃদয় করি পন্থ হেরত হরি
সোঙরি সোঙরি মন ঝুর॥ ধ্রু॥
কোটি কুসুম শর বরিখয়ে যছু পর
তাহে কি জলদ-জল লাগি।
প্রেম দহন-দহ যাক হৃদয়ে সহ
তাহে কি বজরক আগি॥

যছু পদতলে হাম জীবন সোপলুঁ
তাহে কি তনু অনুরোধ।
গোবিন্দদাস কহই ধনি অভিসর
সহচরী পাওল বোধ ॥

কামোদ—ছোট দশকুসী

নূপুর কলরব শুনই চমকিত
কুঞ্জক হোই বাহার।
চলইতে খলই বলই সব অভরণ
অম্বর নহক সাম্ভার ॥
সজনি, অদভুত কানুক নেহ।
আগুসরি আদর ভাবহি বাদর
কি করব না পাওই থেহ ॥
কর গহি সঙ্কেত পুন পরবেশই
করু নিরাজন নিজ হাথ।
শীকরযুত সর- সিজদলে বীজই
মলয়জ লেপই গাত ॥
রাই পুন দরশ পরশ রসে নিমগন
লাজহি অবনত মুখ।
হেরি রাধামোহন সোই সুশোভন
মেটব পুরুবক দুখ ॥

দ্বিতীয় খণ্ড

শ্রীরাধিকার রূপ

প্রথম অধ্যায়

রাধা-প্রকরণ

১। শ্রীরাধিকায়ৈ নমঃ ॥

রাধা দামোদরপ্রেষ্ঠা রাধিকা বার্ষভানবী।
সমস্তবল্লবীবৃন্দধম্মিল্লোত্তংসমল্লিকা ॥১॥
কৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যা গান্ধর্ব্বা ললিতাসখী।
বিশাখাসখ্যসুখিনী হরিহৃদ্ভৃঙ্গমঞ্জরী ॥২॥
ইমাং বৃন্দাবনেশ্বর্য্যা দশনামমনোরমাং।
আনন্দচন্দ্রিকাং নাম যো রহস্যাং স্তুতিং পঠেৎ ॥৩॥
স ক্লেশরহিতো ভূত্বা ভূরিসৌভাগ্যভূষিতঃ।
ত্বরিতং করুণাপাত্রং রাধামাধবয়োর্ভবেৎ ॥৪॥

"রূপ গোস্বামী"

অথ শ্রীরাধিকার স্তব ॥

রাধা, অর্থাৎ যিনি শ্রীকৃষ্ণের অভীষ্ট পূরণ করেন, যিনি দামোদরের প্রিয়তমা, রাধিকা অর্থাৎ নিজকান্ত বলিয়া যিনি শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করেন, বার্ষভানবী অর্থাৎ যিনি বৃষভানু রাজার নন্দিনী, যিনি সমস্ত ব্রজরমণীগণের শিরোভূষণ মল্লিকা-মাল্যস্বরূপ ॥১॥

যিনি শ্রীকৃষ্ণের যাবতীয় প্রেয়সীর মধ্যে শ্রেষ্ঠা, যিনি সঙ্গীতাদি বিদ্যায় প্রবীণা, যিনি ললিতার সখী, বিশাখার সহিত সখ্যভাব আছে বলিয়া যিনি আত্মাকে সুখিনী জ্ঞান করেন, যিনি শ্রীকৃষ্ণের মানসভৃঙ্গের পুষ্পমঞ্জরীস্বরূপ ॥২॥

বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধিকার আনন্দচন্দ্রিকা নামক অতি সুন্দর ও গোপনীয় এই দশনামরূপ স্তোত্র যিনি পাঠ করেন, তিনি সৌভাগ্যশালী ও অবিদ্যাদিক্লেশশূন্য হইয়া আশু শ্রীরাধামাধবের করুণাপাত্র হন ॥৩॥৪॥

২। অথ শ্রীরাধার গুণ ॥

অথ বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাঃ কীর্ত্ত্যন্তে প্রবরা গুণাঃ
মধুরেয়ং নববয়াশ্চলাপাঙ্গোজ্জ্বলস্মিতা ॥
চারুসৌভাগ্যরেখাঢ্যা গন্ধোন্মাদিতমাধবা ।
সঙ্গীতপ্রসরাভিজ্ঞা রম্যবাক্ নর্ম্মপণ্ডিতা ॥

বিনীতা করুণাপূর্ণা বিদগ্ধা পাটবান্বিতা ।
লজ্জাশীলা সুমর্য্যাদা ধৈর্য্যগাম্ভীর্য্যশালিনী ॥
সুবিলাসা মহাভাবপরমোৎকর্ষতর্ষিণী ।
গোকুলপ্রেমবসতির্জ্জগচ্ছ্রেণীলসদযশাঃ ॥
গুর্ব্বর্পিতগুরুস্নেহা সখীপ্রণয়িতাবশা ।
কৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যা সন্ততাশ্রবকেশবা ।
বহুনা কিং গুণাস্তস্যাঃ সংখ্যাতীতা হরেরিব ॥

"উজ্জ্বলনীলমণিঃ"

অতঃপর রাধিকার কহি গুণগণ ।
মধুর নূতন বয়ঃ চঞ্চল নয়ন ॥
উজ্জ্বল স্মিত চারু-সৌভাগ্য-রেখাবিন্দু ।
যার গন্ধে উন্মাদিত হয়েন গোবিন্দ ॥
সঙ্গীত-পণ্ডিত রাধা, রমণীয় বাণী ।
পরিহাস-পণ্ডিত রাধা, বিনয়ের খনি ॥
করুণা-সমুদ্র রাধা, হয়েন বিদগ্ধা ।
পটু, লজ্জাশীলা পুনঃ, হয়েন সুমর্য্যাদা ॥
ধৈর্য্য-গাম্ভীর্য্য-নিধি আর সুবিলাস ।
মহাভাব উৎকর্ষেতে বড় অভিলাষ ॥
গোকুলের প্রেমপাত্র, জগ ভরি যশ ।
গুরুজনের স্নেহপাত্র, সখীগণের বশ ॥

কৃষ্ণপ্রেয়াগণের রাধিকা মুখ্যতম।
যাহার কথার বশ ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
আর কি কহিব রাধিকার গুণগণ।
কৃষ্ণগুণ সম ইহার নাহিক গণন॥

"উজ্জ্বলচন্দ্রিকা"

৩। অথ শ্রীরাধাতত্ত্ব

এবে সংক্ষেপে কহি—রাধাতত্ত্ব স্বরূপ—
কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি, তাতে তিন প্রধান—
চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি, জীবশক্তি আন্।
অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা, তটস্থা—কহি যারে;
অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি সবার উপরে।
সৎ-চিৎ-আনন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ;
অতএব স্বরূপশক্তি হয় তিন রূপ—
আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী;
চিদংশে সম্বিৎ—যারে জ্ঞান করি মানি।
কৃষ্ণকে আহ্লাদে তাতে নাম আহ্লাদিনী;
সেই শক্তিদ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি।
সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন;
ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ।

হ্লাদিনীর সার অংশ—তার প্রেম নাম ;
আনন্দ চিন্ময় রস প্রেমের আখ্যান।
প্রেমের পরম সার—মহাভাব জানি ;
সেই মহাভাবরূপা রাধাঠাকুরাণী।
প্রেমের স্বরূপ দেহ,—প্রেমে বিভাবিত ;
কৃষ্ণের প্রেয়সী শ্রেষ্ঠা জগতে বিদিত।
সেই মহাভাব হয় চিন্তামণি সার ;
কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ণ করে—এই কার্য্য তার।
মহাভাব চিন্তামণি রাধার স্বরূপ ;
ললিতাদি সখী তাঁর কায়ব্যূহরূপ।
রাধা প্রতি কৃষ্ণস্নেহ—সুগন্ধি উদ্বর্ত্তন ;
তাহে অতি সুগন্ধি দেহ উজ্জ্বল বরণ।
কারুণ্যামৃতধারায় স্নান প্রথম ;
তারুণ্যামৃতধারায় স্নান মধ্যম ;
লাবণ্যামৃতধারায় তদুপরি স্নান।
নিজ লজ্জা-শ্যামপট্টশাটী পরিধান।
কৃষ্ণ অনুরাগ রক্ত দ্বিতীয় বসন ;
প্রণয়-মান-কঞ্চুলিকায় বক্ষ আচ্ছাদন।
সৌন্দর্য্য-কুঙ্কুম, সখী-প্রণয়-চন্দন ;
স্মিতকান্তি-কর্পূর—তিনে অঙ্গ বিলেপন।
কৃষ্ণের উজ্জ্বলরস মৃগমদ-ভর,
সেই মৃগমদে বিচিত্রিত কলেবর।

প্রচ্ছন্নমান-বাম্য ধম্মিল্য বিন্যাস
ধীরাধীরাত্ব-গুণ অঙ্গে পটবাস।
রাগ-তাম্বূল রাগে অধর উজ্জ্বল ;
প্রেম কৌটিল্য—নেত্রযুগলে কজ্জল।
সুদীপ্ত-সাত্বিক ভাব—হর্ষাদি সঞ্চারী ;
এই সব ভাব ভূষণ সর্ব্ব-অঙ্গে ভরি।
কিলকিঞ্চিতাদি—ভাব বিংশতি ভূষিত ;
গুণশ্রেণী-পুষ্পমালা সর্ব্বাঙ্গে পূরিত।
সৌভাগ্য-তিলক চারু ললাটে উজ্জ্বল ;
প্রেমবৈচিত্ত্য-রত্ন হৃদয়ে তরল।
মধ্য বয়ঃস্থিতি সখীস্কন্ধে করন্যাস ;
কৃষ্ণলীলা মনোবৃত্তি সখী আশপাশ।
নিজাঙ্গ-সৌরভালয়ে গর্ব্ব-পর্য্যঙ্ক ;
তাতে বসি আছে সদা চিন্তে কৃষ্ণসঙ্গ।
কৃষ্ণ-নাম-গুণ-যশ অবতংস কাণে ;
কৃষ্ণ-নাম-গুণ-যশ প্রবাহ বচনে।
কৃষ্ণকে করায় শ্যামরস-মধু পান ;
নিরন্তর পূর্ণ করে কৃষ্ণের সর্ব্বকাম।
কৃষ্ণের বিশুদ্ধ প্রেম-রত্নের আকর ;
অনুপম গুণগণে পূর্ণ কলেবর।
যাঁহার সৌভাগ্য গুণ বাঞ্ছে সত্যভামা ;
যাঁর ঠাঞি কলাবিলাস শিখে ব্রজরামা।

যাঁর সৌন্দর্য্যাদি গুণ বাঞ্ছে লক্ষ্মী-পার্ব্বতী ;
যাঁর পতিব্রতা-ধর্ম্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী ।
যাঁর সদ্‌গুণগণের কৃষ্ণ না পান পার ;
তাঁর গুণ গণিবে কেমনে জীব ছার ।

"শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

দ্বিতীয় অধ্যায়

তদুচিত গৌরচন্দ্রিকা

সুহই—বড় দশকুসী

আরে মোর আরে মোর গোরা দ্বিজমণি
রাধা রাধা বলি কান্দে লোটায়ে ধরণী ॥
রাধা নাম জপে গোরা পরম যতনে ।
সুরধুনীধারা বহে অরুণ নয়নে ॥
খেনে খেনে গোরা অঙ্গ ভূমে গড়ি যায়
রাধা নাম বলি খেনে খেনে মূরছায় ॥
পুলকে পূরল তনু গদগদ বোল ।
বাসু কহে গোরা কেন এত উতরোল ॥

সিন্ধুড়া—মধ্যম দশকুসী

পহুঁ করুণা-সাগর গোরা ।
ভাবের তরঙ্গে অঙ্গ গর গর
হেরিয়া ভুবন ভোরা ॥ ধ্রু ॥

হাহাকার করি ভুজযুগ তুলি
বোলে হরি হরি বোল।
রাধা রাধা বলি ডাকে উচ্চ করি
গদাধর হেরি ভোর ॥
খেনে খেনে কত করুণা করত
গরজে গভীর নাদে।
পতিত দেখিয়া আকুল হইয়া
ধরিয়া ধরিয়া কান্দে ॥
চরণ যুগল অতি সুচঞ্চল
রাতা উতপল রীত।
বদন কমলে গদ গদ স্বরে
গাওয়ে রসময় গীত ॥
মুরলী মুরলী খেনে খেনে বলি
স্বরূপ-মুখ নেহারে।
শিখি-পিঞ্ছ হেরি কি ভাব উঠয়ে
বাসু কি বলিতে পারে ॥

তুড়ি—একতালা

আইলা গৌরাঙ্গ আমার
কাদম্বিনী হইয়া।
ভাসাইলা গৌড় দেশ
প্রেম-বৃষ্টি দিয়া॥
নিত্যানন্দ রায় তাহে
মারুত সহায়।
যাঁহা নাহি প্রেম-বৃষ্টি
তাঁহা লইয়া যায়॥
প্রেমের সমুদ্র তাহে—
রাধা-কৃষ্ণলীলা।
মন্থন করিয়া রূপ
তাহা উঠাইলা॥
এবে সেই প্রেম দেখি বিদিত করিয়া।
এ মাধব দাস কান্দে বিন্দু না পাইয়া॥

সুহিনী—মধ্যম দশকুসী

সোনার বরণ গোরা প্রেম-বিনোদিয়া।
প্রেম-জলে ভাসাওল নগর নদীয়া॥
পরিসর বুক বাহি পড়ে প্রেম-ধারা।
নাহি জানে দিবানিশি প্রেমে মাতোয়ারা॥

গোবিন্দের অঙ্গে পহু অঙ্গ হেলাইয়া।
বৃন্দাবনগুণ শুনে মগন হইয়া॥
রাধা রাধা বলি পহু পড়ে মূরছিয়া।
শিবানন্দ কান্দে পহুর ভাব না বুঝিয়া॥

সুহই—বড় দশকুসী

কুন্দন-কনয়-কলেবর কাঁতি।
প্রতি অঙ্গে অবিরল পুলক পাঁতি॥
প্রেমভরে ঝর ঝর লোচনে চায়।
কতহুঁ মন্দাকিনি তহিঁ বহি যায়॥
দেখ দেখ গোরা গুণমণি।
করুণায় কো বিহি মিলায়ল আনি॥ ধ্রু॥
জপিয়া জপায়ে মধুর নিজ নাম।
গাই গাওয়ায়ে আপন গুণ-গাম॥
নাচি নাচাওয়ে বধির জড় অন্ধ।
কতিহুঁ না পেখলু ঐছন পরবন্ধ॥
আপহি ভোরি ভুবন করু ভোর।
নিজ পর নাহি সভারে দেই কোর॥
ভাসল প্রেমে অখিল নর নারি।
গোবিন্দদাস কহে যাঙ বলিহারি॥

ধানশ্রী—জোত সনতাল

কি ভাব উঠিল মনে কান্দিয়া আকুল কেনে
সোনার অঙ্গ ধূলায় লোটায়।
খেনে খেনে বৃন্দাবন করে গোরা সোঙরণ
সোঙরে ললিতা বিশাখায়॥
রাধাভাব অঙ্গীকারি রাধার বরণ ধরি
রাধা বিনে আন নাহি ভায়।
সুরধুনি তীরে বন দেখি মনে বৃন্দাবন
যমুনা পুলিন বলি ধায়॥
রাধিকা রাধিকা বলি ভূমে যায় গড়াগড়ি
রাধানাম জপে উভরায়॥
প্রেম রসে হইয়া ভোরা সংকীর্ত্তন মাঝে গোরা
রাধা নাম জীবেরে বুঝায়॥
ত্রিভঙ্গ হইয়া গোরা দু নয়নে প্রেমধারা
পীত বসন বংশী চায়।
প্রেমধন অনুক্ষণ দান করে জনে জন
এ লোচনদাস গুণ গায়॥

সূহই—মধ্যম দশকুসী

আমার গৌরাঙ্গ জানে প্রেমের মরম।
ভাবিতে ভাবিতে ভেল রাধার বরণ॥
রা বোল বলিতে পূর্ণিত কলেবর।
ধা বোল বলিতে বহে নয়নের জল॥
ধারা ধরণী সঘনে বহি যায়।
পুলকে পূরিত তনু জপে নাম তায়॥
মন নিমগন গোরী-ভাবের প্রকাশ।
এক মুখে কি কহব যদুনাথ দাস॥

সূহই—যোত সোম তাল

আজু হাম কি পেখলুঁ নবদ্বীপচন্দ।
করতলে করই বয়ন অবলম্ব॥
পুন পুন গতাগতি করু ঘর পন্থ।
খেনে খেনে ফুলবনে চলই একান্ত॥
ছল ছল নয়ন-কমল সুবিলাস।
নব নব ভাব করত পরকাশ॥
পুলক-মুকুলবর ভরু সব দেহ।
রাধামোহন কছু না পাওল থেহ॥

ধানসী—মধ্যম দশকুসী

কনক কমল জিনি গৌরবরণখানি
আর তাহে পুলকের পাঁতি।
বচন নাহিক কয়, অবনত মাথে রয়,
কি লাগিয়া হইল আন ভাতি॥
আরে মোর গৌরকিশোর।
এমন হইলে কেনে, ধারা বহে ছু নয়নে,
অবিরত ভাবে বিভোর॥ ধ্রু॥
নিতি নিতি পুন পুন, ধরণী লোটায় ঘন,
ক্ষণে ক্ষণে উঠিয়া সে চায়।
তেজিয়া হরি গুণ, কাঁপয়ে ঘন ঘন,
প্রিয় পারিষদে গুণ গায়॥
কহিলে না কয় কথা, মরমে মরমি বেথা,
এক ছুখে শত ছুখ পায়।
যার সনে যার ভাব, তার সনে তার লাভ,
নিমানন্দ কি বলিবে তায়॥

তৃতীয় অধ্যায়

রূপ খণ্ড

গুর্জ্জরী রাগ—রূপক

কেশপাশে শোভে তার সুরঙ্গ সিন্দুর।
সজল জলদে যেহ্ন উইল নব সূর ॥
কনককমলরুচি বিমল বদনে।
দেখি লাজে গেলা চান্দ দুঈ লাখ যোজনে ॥
মুনিমনমোহিনী রমণী আনুপামা।
পতুমিনী আম্মার নাতিনী রাধানামা ॥ ধ্রু ॥
ললিত আলকপাঁতিকাঁতি দেখি লাজে।
তমালকলিকাকুল রহে বনমাঝে ॥
আলস লোচন দেখি কাজলে উজল।
জলে পসি তপ করে নীল উতপল ॥
কণ্ঠদেশ দেখিআঁ শঙ্খত ভৈল লাজে।
সত্বরে পশিলা সাগরের জলমাঝে ॥

কুচযুগ দেখি তার আতি মনোহরে।
আভিমান পাআঁ পাকা দাড়িম বিদরে॥
মাঝা খিনী গুরুতর বিপুল নিতম্বে।
মত্ত রাজহংস জিণী চলএ বিলম্বে॥
দিনে দিনে বাঢ়ে তার নহুলী যৌবন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥

পাহাড়ী আরাগ—ক্রীড়া

শরত উদিত চান্দ বদন কমল।
খঞ্জন জিণিআঁ তোর নয়নযুগল॥
আধরে বন্ধুলী রাগ শোভএ সুন্দরী।
হেন রুপেঁ কাহ্নাইকে কেহ্নে পরিহরী॥
আলিঙ্গন দিআঁ যাহা সুণ ল সুন্দরী।
তোহ্মাতে মজিল চিত ধরিতেঁ না পারী॥ ধ্রু॥
শ্রবণে শোভএ তোর রতনকুণ্ডল।
কুচযুগ শোভে যেহ্ন শ্রীফলযুগল॥
তথিত উপর শোভে হার মঞ্জরী।
তা দেখিআঁ প্রাণ রাধা ধরিতেঁ না পারী॥

যশোদার পোঅ আহ্মে নামে গোবিন্দ।
তোর রুপ দেখিআঁ চখুতে নাইসে নিন্দ॥

এহাক জানীআঁ রাধা পুর মোর আশ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস॥

মালব রাগ। যতিঃ। দণ্ডক

নীল জলদ সম কুন্তলভারা।
বেকত বিজুলি শোভে চম্পকমালা॥
শিশত শোভএ তোর কামসিন্দূর।
প্রভাত সমএ যেন উয়ি গেল সুর॥
ললাটে তিলক যেহ্ন নব শশিকলা।
কুণ্ডলমণ্ডিত চারু শ্রবণযুগলা॥
নাসা তিলফুল তোর আতী আনুপামা
গণ্ডস্থল শোভিত কমলদলসমা॥
নয়নযুগল শোভে যেহেন খঞ্জনে।
ঈসত কটাক্ষে মোহে মুনিমনে॥
বিম্বফল জিনী তোর আধরের কলা।
মাণিক জিণিআঁ তোর দশন উজলা॥
কণ্ঠ কম্বুসম কুচ কোকযুগলা।
বাহু মৃণাল কর রাতা উতপলা॥

কনক চম্পক সম শোভে কলেবরা ।
মাঝা দেখি সিংহ গেলা পর্ব্বতকুহরা ॥
নাভি গভীর তোর প্রেয়াগ উপামা ।
উরুযুগ রামকদলীতরুসমা ॥
মন্থর গমনে যাসি ভাঁগিবার ডরে ।
তা দেখিআঁ বনবাস লৈল করীবরে ॥
অমরপুরত নাহিঁ হএ হেন রামা ।
বিধি কৈল জঙ্গমে কনকপ্রতিমা ॥
দেবাস্থরেঁ মহোদধি মথিল তোহ্মারে ।
গাইল বড়ূ চণ্ডীদাস বাসলীবরে ।

পাহাড়ীআ রাগ—ক্রীড়া

তমালকুস্থম চিকুরগণে ।
নীল কুরুবক তোর নয়নে ॥
স্থপুট নাসা তিলফুলে ।
দেখি তোর গণ্ডযুগ মহুলে ॥
আধর স্থরঙ্গ বান্ধুলীফুলে ।
কণ্ঠযুগ তোর এ বগহুলে ॥
মুকুলিত কুন্দ তোর দশনে ।
খস্তরী কুস্থম তোর বসনে ॥

ভুজযুগ হেমযূথিকামালে।
আশোকতবক করযুগলে ॥
মুকুলিত থলকমল তনে।
রোমরাজী তাত আতয়ীগণে ॥
গভীর নাভী নাগেশর ফুলে।
কনককেতকী জংঘযুগলে ॥
চরণকমল থলকমলে।
আঙ্গুলী চম্পককলিকা জালে ॥
নখরনিকর দেখি গুলালে।
শিরীষকুসুম তনুসকলে ॥
কনক চম্পক কুসুমপান্তী।
তোহ্মার সকল শরীরকান্তী ॥
নেআলী সেআলী মাহ্লী বিকসে।
তোহ্মার মধুর ঈষত হাসে ॥
দেখোঁ মো তোর ফুলশরীরে।
গাইল চণ্ডীদাস বাসলীবরে ॥

মায়ূর—তেওট

কাঞ্চন-বরণী কে বটে সে ধনী
ধীরে ধীরে চলি যায়।
হাসির ঠমকে চপলা চমকে
নীল শাড়ী শোভে গায়॥
দেখিতে বদন মোহিত মদন
নাসাতে দুলিছে দুল।
সুবিশাল আঁখি মানস ভাবিয়া
ছুটিছে মরালকুল॥
আঁখিতারা দুটি বিরলে বসিয়া
সৃজন করেছে বিধি।
নীল পদ্ম ভাবি লুবধ ভ্রমরা
ছুটিতেছে নিরবধি॥
কিবা দন্ত-ভাতি মুকুতার পাঁতি
জিনিয়া কুন্দক কুঁড়ি।
সিঁথায় সিন্দূর জিনিয়া অরুণ
কাণে কর্ণবালা ঢেঁড়ি॥
শ্রীফল-যুগল জিনি কুচযুগ
পাতলা কাঁচলি তাহে।
তাহার উপরে মণিময় হার
উপমা কহিব কাহে॥

কেশরী জিনিয়া   কৃশ মাজাখানি
মুঠে করি যায় ধরা।
গজকুম্ভ জিনি   নিতম্ব-বলনি
উরু করিকর পারা॥
চরণ যুগল   জিনিয়া কমল
আলতা রঞ্জিত তায়।
মঝু মন তাহে   কাহে না ভুলব
মদন মূরছা পায়॥
কাহার নন্দিনী   কাহার রমণী
গোকুলে এমন কে।
কোন পুণ্য ফলে   বল বল সখা
সে রামা পাইল সে॥
চণ্ডীদাস বলে   ভেব না ভেব না
ওহে শ্যাম গুণমণি।
তুমি সে তাহার   সরবস ধন
তোমারি আছে সে ধনী॥

জয়জয়ন্তী—ঢুঠ্‌কী

সজনি, ও ধনী কে কহ বাটে।
গোরোচনা-গোরী নবীনা কিশোরী
নাহিতে দেখিনু ঘাটে॥
শুন হে পরাণ সুবল সাঙ্গাতি
কে ধনী মাজিছে গা।
যমুনার তীরে বসি তার নীরে
পায়ের উপরে পা॥
অঙ্গের বসন করেছে আসন
এলায়ে দিয়াছে বেণী।
উচ কুচমূলে হেমহার দোলে
সুমেরুশিখর জিনি॥
সিনিয়া উঠিতে নিতম্ব-তটীতে
পড়েছে চিকুররাশি।
কাঁদিয়ে আঁধার কলঙ্ক চাঁদার
শরণ লইল আসি॥
কিবা সে ভুগুলি শঙ্খ ঝলমলি
সরু সরু শশিকলা।
সাঁজেতে উদয় সুধু সুধাময়
দেখিয়ে হইনু ভোলা॥

চলে নীল শাড়ী নিঙ্গাড়ি নিঙ্গাড়ি
পরাণ সহিত মোর।
সেই হৈতে মোর হিয়া নহে থির
মনমথ-জ্বরে ভোর॥
কহে চণ্ডীদাসে বাশুলী আদেশে
শুন হে নাগরচন্দা।
সে যে বৃষভানু রাজার নন্দিনী
নাম বিনোদিনী রাধা॥ *

কামোদ—দশকুসী

সখা হে, ভাল করি পেখন না ভেল।
মেঘমাল সঞে তড়িতলতা জনু
হৃদয়ে শেল দেই গেল॥
আধ আঁচর খসি আধ বদনে হাসি,
আধহি নয়ন তরঙ্গ।
আধ উরজ হেরি, আধ আঁচর ভরি
তব ধরি দগধে অনঙ্গ॥
একে তনু গোরা, কনক কটোরা
অতনু কাঁচলা উপাম।

* লোচনদাস এবং জগন্নাথ দাসের রচিত দুইটী পদ মিলাইয়া কোন লিপিকর বা কীর্ত্তনীয়া অথবা কোন সংগ্রাহক উপরের পদটী প্রস্তুত করিয়াছেন।

হারে হরল মন জনু বুঝি ঐছন,
ফাঁস পসারল কাম ॥
দশন মুকুতাপাঁতি, অধর মিলায়ত,
মৃদু মৃদু কহতহি ভাষা ।
বিদ্যাপতি কহ, অতয়ে সে দুখ রহ
হেরি হেরি না পূরল আশা ॥

সুহই—কাটা দশকুসী

অলসে আঙ্গিনা শুতলি রাই ।
দোঁহ আকুল বদন চাই ॥
চকোর ভ্রমরে লাগল দন্দ ।
ও বোলে কমল ও বোলে চন্দ ॥
বিহি কৈল তাহে উত্তম কাজ ।
সিমা বাঁটি দিল ভুরুক মাঝ ॥
বাঁটল সীমা ভাঙ্গল দন্দ ।
আধ কমল আধ চন্দ ॥
কহ বিদ্যাপতি বুঝব কে ।
যে জন রসিক বুঝব সে ॥

শ্রীরাগ—মধ্যম দুঠুকী

সুন্দর বদনে সিন্দূরবিন্দু,
সাঙর চিকুরভার—
যনু রবি শশী সঙ্গহি উয়ল
পিছে করি আন্ধিয়ার।
রামা! অধিক চন্দ্রমা ভেল—
কতেক যতনে কত অদভুত
বিধি নিধি তোরে দেল॥ ধ্রু॥
চঞ্চল লোচনে বঙ্ক নেহারসি
অঞ্জনে শোভা পায়—
জনু ইন্দীবর, পবনে ঠেলল,
অলি-ভরে উলটায়।
উন্নত উরজ,—চীরে ঝাঁপসি,
থোর থোর দরশায়—
কতেক যতনে, কতেক গোপসি
হিমে গিরি না লুকায়।
ভণ বিদ্যাপতি শুনহ যুবতী
এ সব এরূপ জান।
রায় শিবসিংহ রূপনারায়ণ
লছিমা দেবী পরমাণ॥

বেহাগ—দাসপেড়ে

চন্দ্র-বদনি ধনি মৃগ-নয়নী।
রূপে গুণে অনুপমা রমণি-মণী॥
মধুরিম হাসিনি কমল-বিকাশিনি
মোতিম-হারিণি কম্বুকণ্ঠিনী।
থির-সৌদামিনি গলিত কাঞ্চন জিনি
তনু-রুচি-ধারিণি পিক-বচনী॥
উরজ-লম্বিত বেণি মেরু পর যেন ফণি
অভরণ বহু মণি গজ-গমনী।
বিণা-পরিবাদিনি চরণে নূপুর-ধ্বনি
রতিরসে পুলকিনি জগমোহিনী॥
সিংহ জিনি মাঝ খিনি তাহে মণি-কিঙ্কিণি
ঝাঁপি ওঢ়নি তনু পদ অবনী।
বৃষভানু-নন্দিনী জগজন-বন্দিনি
দাস রঘুনাথ-পহুঁ-মনোহারিণী॥

তিরোথা ধানসী—ছোট দুঠুকা

যব—গোধুলি সময় বেলি
ধনি—মন্দির বাহির ভেলি।
নব জলধর বিজুরি-রেহা
দন্দ পসারিয় গেলি॥

ধনি—অলপবয়সী বালা
জনু—গাঁথনি পুহপ-মালা।
থোরি দরশনে আশ না পূরল
বাঢ়ল মদন-জালা॥
গোরি কলেবর নূনা
জনু—আঁচরে উজোর সোনা।
কেশরি জিনি মাঝা রি খিনী
তুলহ লোচন-কোণা॥
ঈসত হাসনি সনে
মুঝে—হানল নয়ন-বাণে।
চীরঞ্জীব রহু পঞ্চ গৌড়েশ্বর
কবিরঞ্জন ভণে॥

শ্রীরাগ—ছুটাতাল

ঢল ঢল কষিত কাঞ্চনতনু গৌরী।
ধরণী পড়িছে নব যৌবন হিলোরি॥
বদন শরদ সুধানিধি অকলঙ্ক।
মনমথমথন অলপ দিঠি বঙ্ক॥
কি বলিব আর রাই কি বলিব আর।
ভুবনে কি দিয়ে হেন উপমা তোমার॥ ধ্রু॥

কুটিল কবরী বেঢ়ি কুসুমের দাম।
সুরঙ্গ সিন্দূর ভালে অতি অনুপাম ॥
নাসিকার আগে গজমুকুতা হিলোরে।
পরাণ নিছিয়ে তোমার নয়ান কাজরে ॥
উন্নত উরজ কিবা কনক মহেশ।
মুঠিতে ধরিলে হয় কটিমাঝদেশ ॥
উলট কদলী উরু গুরুয়া নিতম্ব।
জ্ঞানদাসের পঁহু জিয়ে অই অবলম্ব ॥

সুহিনী—নন্দনতাল

কমল-বয়ান কনককাঁতি।
মুকুতানিকর দশনপাঁতি ॥
নাসা তিল মৃদু কুসুম তুল।
কাজরে মাজল দিঠি দুকূল ॥
চললি হরিণ-নয়নী রাই।
ত্রিভুবন জিনি উপমা নাই ॥
অরুণ অধরে হসন ইন্দু।
চিবুকে মধুর শ্যামর বিন্দু ॥
উচকুচযুগ কনকগিরি।
হিয়ার মাঝারে মাণিক ছিরি ॥

পবন তরল বসন মেলি।
দামিনী বেঢ়ল চাঁদনি বেলি॥
বিভ্রম সারিম সুচারু সাজ।
রবিশিলা যত তটিনী মাঝ॥
রোমলতাবলী ভুজগী ভাণ।
নাভি-সরোবরে করু পয়ান॥
কেশরী সোসরি মাঝারি অঙ্গ।
ত্রিবলী যৌবন সোপান রঙ্গ॥
মদন বিমান চাক নিতম্ব।
উলট কদলী উরু আরম্ভ॥
নীবী যে বান্ধল বেঢ়ল জাদ।
উলট কমল ফুটল আধ॥
কটির উপরে কিঙ্কিণীনাদ।
রতন-মঞ্জীর করু বিবাদ॥
চরণ কমল শীতল ছায়।
জ্ঞানদাস মন জুড়ায় তায়॥

মায়ুর—মধ্যম দশকুসী

শরদ-সুধাকর কিয়ে মুখ-শোভা।
কুঙ্কুম কাঞ্চন বিজুরি গোরোচন
চম্পক-হরণ বরণ মন-লোভা॥

দেখ দেখ রাধা-রূপ অপারা।
মদনমোহন বাহিত অনুখন
লাবণি প্রেম অমিয়া রসধারা॥
শির পর কুসুম-খচিত বর-বেণী।
লম্বিত হৃদি পর মালতি মালবর
সুমেরু ভেদিয়া জনু বহত ত্রিবেণী॥
কনক-করভ-কর ভুজবর সাজে।
কেশরি খীন কটি মণি কিঙ্কিণি তটি
গতি গজরাজ-মনোহর রাজে॥
থল-পঙ্কজ পদ-শোভা।
নখর-মুকুর মণি- মঞ্জির রণরণি
মাধব-নয়ন-ভ্রমর-চিত-ক্ষোভা॥

বেলয়াড়—একতালা

কুঞ্চিত-কেশিনী নিরুপম-বেশিনী
রস-আবেশিনী ভঙ্গিনী রে।
অধর সুরঙ্গিণী অঙ্গতরঙ্গিণী
সঙ্গিনী নব নব রঙ্গিণী রে॥
সুন্দরী রাধে আওয়ে বনি।
ব্রজরমণীগণ-মুকুট-মণি॥ ধ্রু॥

কুঞ্জর-গামিনী মোতিম-দশনী
দামিনী চমক নেহারণী রে।
অভরণ-ধারিণী নব অভসারিণী
শ্যামর-হৃদয়-বিহারিণী রে॥
নব অনুরাগিণী অখিল সোহাগিনী,
পঞ্চম রাগিণী মোহিনী রে।
রাসবিলাসিনী হাস বিকাশিনী
গোবিন্দদাস চিত শোহিনী রে॥

মালসী—তেওড়া

জয় জয় বৃষ- ভানু নন্দিনী
শ্যাম-মোহিনী রাধিকে।
খঞ্জন গঞ্জন নয়ন রঞ্জন
বয়ন কোটীন্দু নিন্দিকে॥ ধ্রু॥
ভালে সিন্দূর- বিন্দু চন্দন
কুটিল কুন্তলজালিকে।
জিনি ফণি-মণি বেণী লম্বিত
কবরী মালতীমালিকে॥
মন্দ মৃদু হাস সুধা পরকাশ
কাম কত শত মোহিতে।

হেম দশবান জিনি সুবরণ
বিচিত্র অম্বর দেহেতে ॥
পদ্মদল জিনি পদতলে ধনি
রতনমঞ্জীরনাদিকে।
গোবিন্দ তথি মাগয়ে ভকতি
নমো নমো দেবি রাধিকে ॥

বেলাবলী—কাওয়ালী

ধনি ধনি রাধা, আওয়ে বনি,
ব্রজরমণী-গণ-মুকুট-মণি ॥ ধ্রু ॥
অধর সুরঙ্গিণী, রসিক তরঙ্গিণী
রমণী-মুকুট-মণি-বর-তরুণী।
ফুলধনুধারিণী পীন-কুচ-ভারিণী
কাঁচলি-পর নীল-মণি হারিণী ॥
কনক দীপত মণি, বরণ বিজুরী জিনি
জলধর-বাসিনী-রূপ-সোহিনী।
কেশরী ডমরু জিনি, অতিশয় মাঝা খিনী
রসনা-কিঙ্কিণী মণি, মধুর ধ্বনি ॥

গুরুয়া নিতম্বিনী   বিলোলিত বর-বেণী,
উরুযুগ স্খলনী—ছবি লাবনী।
মরাল-গমনী ধনী   বৃষভানু-নৃপতনী
গোবিন্দদাস-পহু-মনমোহিনী॥

যথারাগ

নাগরি নাগরি নাগরি।
কত প্রেমের আগরি নব নাগরি॥
কনক-কেতকি-চম্পা-তড়িত-বরণী।
ইন্দিবর-নিলমণি-জলদ-বসনী॥
মৃগজ-পঙ্কজ-মিন-খঞ্জন-নয়নী।
কাম-ধনু ভ্রমর-পংক্তি ভুরু ভুজঙ্গিনী॥
নাসা তিল-ফুল-খগ-চম্প-কলি-জিতা।
জামি জল বহন্তি বেণি ঝাঁপি ঝলকিতা॥
ভালে সে সিন্দূর-বিন্দু শোভে কেশ-শোভা
জিনি ইন্দিবর বাহু তমালের আভা॥
ভালে বিরাজিত উরে মোতিম-হারা।
হংস-বক-শ্রেণী গঙ্গাজল দুগ্ধধারা॥
কহ সালবেগ হীন জগত-পামরা।
রসের কলিকা রাই কানু সে ভ্রমরা॥

বেলয়ারী—একতাল

চিকন চামরী চামরচয়-রুচি
পদ অবলম্বিত কেশা।
কান্তি কলা-যুত কামিনী মদহর
ত্রিভুবন বিজয়ী বেশা ॥
হরি হরি, কো ইহ অপরূপ বালা
কুন্দন কনয় কান্তি কবল কর
নিরুপম রূপক শালা ॥
ইন্দীবর বর গরব গরাসিত
খঞ্জন গঞ্জন নয়না।
কোমল বিমল কমলক কৌশল
জিত স্মিত বিকশিত বয়না ॥
থল কমলারুণ রাতুল পদতল
জিত চান্দ নখ-চান্দ শোভা।
হেরইতে লাবণি অমিয়া সার জিনি
রাধামোহন মন লোভা ॥

চতুর্থ অধ্যায়

পূর্ব্বরাগ খণ্ড

ললিত—দশকুসী

নবীন কিশোরী মেঘের বিজুরী
চমকি চাহিয়ে গেল।
সঙ্গের সঙ্গিনী সকল কামিনী
ততহি উদিত ভেল॥
জনমিয়া দেখি নাই হেন নারী।
রঙ্গিম ভঙ্গিম ঘন সে চাহনি
গলে সে মোতিম হারি॥
অঙ্গের সৌরভে, ভ্রমরা ধাওয়ে
ঝঙ্কার করয়ে যাই।
অঙ্গের বসন, ঘুচায়ে কখন,
সঘনে ঝাঁপয়ে তাই॥

মনের সহিতে, মরম কৌতুকে
সখির কাঁধেতে বাহু।
হাসির চাহনি, দেখাল কামিনী,
পরাণ হারান্থু তাহু॥
চলন ভঙ্গি অতি সুরঙ্গি
চাপটিল জীবন মোর।
অঙ্গুলির আগে চাঁদ যে ঝলকে
পড়িছে উছলি জোর॥
চাহে যাহা পানে, বধয়ে পরাণে,
দারুণ চাহনি তার।
হিয়ার ভিতরে কাটিয়া পাঁজরে
বিঁধিলে বাণ যে মার॥
জর জর হিয়া, রহিল পড়িয়া,
চেতন নহিল মোর।
চণ্ডীদাসে কয়, ব্যাধি সমাধি নয়
দেখিয়া হইলাম ভোর॥

বেহাগ খাম্বাজ—চঞ্চুপুট তাল

বেলি অসকালে দেখিনু যে ভালে
পথেতে যাইতে সে।
জুড়াল কেবল নয়ন যুগল
চিনিতে নারিনু কে॥
সই, সে রূপ কে চাহিতে পারে।
অঙ্গের আভা বসন শোভা
পাসরিতে নারি তারে॥
বাম অঙ্গুলিতে মুদড়ী সহিতে
কনক কটোরি হাতে।
সিঁথায় সিন্দূর নয়ানে কাজর
মুকুতা শোভিত নথে॥
নীল শাড়ী মোহনকারী
উছলিতে দেখি পাশ।
কি আর পরাণে সঁপিনু চরণে
দাস করি মনে আশ॥
কুচযুগ গিরি কনক কটোরি
শোভিত হিয়ার মাঝে।
ধীরে ধীরে যায় চমকিয়া চায়
ঘন না চাহে লোক-লাজে॥

কিবা সে ভঙ্গিমা কি দিব উপমা
চলন মন্থর গতি।
কোন ভাগ্যবানে পাইয়াছে দানে
ভজিয়া সে উমাপতি॥
চণ্ডীদাসে কয় মূরতি সে নয়
বধিতে নাগর জনে।
অমিয়া ছানিয়া যতন করিয়া
গঠিল বুঝি অনুমানে॥

তথারাগ

মগন করিয়া গেল সে চলিয়া
সোনার পুতলি কায়া।
তাহে নীল শাড়ী ভেদিয়া আঁচল
রূপ অনুপম ছায়া॥
বসন ভেদিয়া রূপ উঠে গিয়া
যেমন তড়িৎ দেখি।
লখিতে নারিনু কেমন বন্ধন
লখিয়া নাহিক লখি॥
কি আর কহিব নয়ান চঞ্চল
নানা আভরণ গায়।

নানা পরিপাটী রসের সৌরভে
লাখ লাখ অলি ধায় ॥
চলিল যখন দেখিল তখন
গমন হংসিনী প্রায় ।
আপন গেয়ানে না দেখি নয়ানে
এমন রূপের কায় ॥
সোনার নূপুর বাজয়ে মধুর
পঞ্চম শবদ করে ।
চলিয়া যাইতে সে মন্দগামিনী
হেলিয়া হেলিয়া পড়ে ॥
যেমত কেশরী নিতম্ব মাঝারি
ঘটের মুটকে পাই ।
ঐছন দেখিনু মধুর মূরতি
আপন নয়ানে চাই ॥
হাসিতে অমিয়া পড়ে কত শত
দেখিলাম নয়ান কোণে ।
যেমত দেখিনু রাজার কুমারী
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে ॥

গান্ধার—মধ্যম দশকুসী

রমণীর মণি পেখিনু আপনি
ভূষণ সহিতে গায়।
দেখিতে দেখিতে বিজুরী ঝলকে
ধৈরযে ধৈরয নয়॥
সই, চাহনি মোহিনী থোর।
মরমে লাগিল হেরিয়া বুঝিল
রূপের নাহিক ওর॥
বদন ছাঁদ কামের ফাঁদ
ঝুরিয়া ঝুরিয়া কাঁদে।
কেশের আগ চলয়ে নাগ
ফিরিয়া ফিরিয়া বান্ধে॥
বসন খসয়ে অঙ্গুলি চাপয়ে
কর সে কড়চে থুইয়া।
দেখিয়া লোভয়ে মদন ক্ষোভয়ে
কেমনে ধরিব হিয়া॥
জলের কান্ধারে কেশের আঁধারে
সাপিনী লাগিল মোয়।
কেমনে কামিনী আছয়ে আপনি
এমন নাগিনী থোয়॥

দশনের কাঁতি মুকুতার পাঁতি
হাসিতে উগারে শশী।
পরাণ পুতলি হইল পাগলী
মরমে লাগিল পশি॥
শুধু যে হিয়া রহল পড়িয়া
বস্তু যে চলিল তায়।
চণ্ডীদাস কয় ফিরি দেখা হয়
তবে সে পরাণ রয়॥

শ্রীললিত—ছোট দশকুসী

গেলি কামিনি গজহু গামিনি
বিহসি পলটি নেহারি।
ইন্দ্রজালক কুসুম-সায়ক
কুহকি ভেলি বর নারী॥
জোরি ভুজযুগ মোরি বেঢ়ল
ততহি বদন সুছন্দ।
দাম চম্পক কাম পূজল
জইসে সারদ চন্দ॥

উরহি অঞ্চল ঝাঁপি চঞ্চল
আধ পয়োধর হেরু।
পবন পরাভব সরদ ঘন জনু
বেকত কএল সুমেরু॥
পুনহি দরশন জীব জুড়াএব
টুটব বিরহক ওর।
চরণ জাবক হৃদয় পাবক
দহই সব অঙ্গ মোর॥
ভন বিদ্যাপতি সুনহ জদুপতি
চিত থির নাহি হোয়।
সে জে রমনি পরম গুণমণি
পুনু কিএ মিলব তোয়॥

মায়ূর—মধ্যম দশকু

অপরূপ পেখলুঁ রামা।
কনকলতা অব- লম্বনে উয়ল
হরিণ-হীন হিম-ধামা॥ ধ্রু॥
নয়ন নলিনি দৌ .অঞ্জনে রঞ্জল
ভাঙ বিভঙ্গি-বিলাস।
চকিত চকোর জোর বিধি বান্ধল
কেবল কাজর-পাশ॥

গিরিবর-গুরুয়া পয়োধর পরশত
গিম গজমোতি-হারা।
কাম কম্বু ভরি কনয়া-শম্ভু পরি
ঢারত সুরধুনি-ধারা॥
পয়সি পয়াগে জাগ-শত জাগই
সো পাওয়ে বহুভাগী।
বিদ্যাপতি কহ গোকুল নায়ক
গোপী-জন অনুরাগী॥

ধানসী—লোফা

নন্নুয়া-বদনি ধনি বচন কহসি হসি।
অমিয়া বরিখে জনু শরদ পূণিম শশী॥
অপরূপ রূপ রমণি-মণি।
যাইতে পেখলুঁ গজরাজগমনি ধনি॥ ধ্রু॥
সিংহ জিনি মাঝা খিনি তনু অতি কমলিনি
কুচ ছিরিফল ভরে ভাঙ্গিয়া পড়য়ে জানি॥
কাজরে রঞ্জিত বঁনি ধরল নয়নবর।
ভ্রমর ভুলল জনু বিমল কমল পর॥
কবিরঞ্জন ভণে অশেষ অনুমানি।
রাএ নসরৎ সাহ ভুলল কমলা বাণী॥

শ্রীললিত—মধ্যম দশকুসী

যব ধরি পেখলুঁ সো মুখ লাবণি
অপরূপ নয়ান সন্ধান।
তব ধরি মঝু পরি, বরিখে কুসুম-শর
দিন রজনী নাহি জান॥
সখি, শুন মোর মরমকি বাত।
বিরহক ধূমে ছটপট অন্তর
জীবন না রহে সোয়াথ॥
যদুনন্দন কহ অব দুখ বিরমহ
সব সখী হোই এক ঠাম।
বলতহিঁ যৈছনে রাই মানাইয়া
পুরায়ব তুয়া নিজ কাম॥

করথা ধানসী—ছুটাতাল

থীর বিজুরি বরণ গোরি
পেখলু ঘাটের কূলে।
কানড়া ছান্দে কবরি বান্ধে
নব মল্লিকার ফুলে॥
সই, মরম কহিলুঁ তোরে।
আড় নয়ানে ইষত হাসিয়া
আকুল করিলে মোরে॥ ধ্রু॥

ফুলের গেঁড়ুয়া লুফিয়া ধরয়ে
সঘনে দেখায় পাশ।
উচ কুচযুগ বসন ঘুচায়ে
মুচকি মুচকি হাস॥
চরণ-কমলে মল্ল তোড়ল
সুন্দর যাবক রেখা।
গোপাল দাসে কয় পাবে পরিচয়
পালটি হইলে দেখা॥

ধানসী মিশ্র মায়ুর—ছোট দশকুসী

সজনি, অপরূপ পেখলু বালা।
হিমকর-মদন- মিলিত মুখমণ্ডল
তা পর জলধর-মালা॥
চঞ্চল নয়নে হেরি মুঝে সুন্দরী
মুচকায়ই ফিরি গেল।
তৈখনে মরমে মদন-জর উপজল
জিবইতে সংশয় ভেল॥
অহনিশি শয়নে সপনে আন না হেরিয়ে
অনুখন সোই ধেয়ান।

তাকর পিরিতিকি রিতি নাহি সমুঝিয়ে
আকুল অথির পরাণ ॥
মরমক বেদন তোহে পরকাশল
তুহুঁ অতি চতুরি স্থজান ।
সো পুন মধুর মুরতি দরশায়বি
রাধাবল্লভ গান ॥

পঞ্চম অধ্যায়

অনুরাগ খণ্ড

কামোদ—ছোট দশকুসী

চম্পক বরণী, বয়সে তরুণী,
হাসিতে অমিয়-ধারা।
সুচিত্র বেণী, দুলিছে জনি,
কপিলা চামর পারা॥
সখি, যাইতে দেখিনু ঘাটে।
জগত-মোহিনী, হরিণ-নয়নী,
ভানুর ঝিয়ারী বটে॥
হিয়া জর জর, খসিল পাঁজর,
এমতি করিল হঠে।
চলল কামিনী, বঙ্কিম চাহনি,
বিঁধিল পরাণ তটে॥

না পাই সমাধি, কি হইল বেয়াধি,
মরম কহিব কারে।
চণ্ডীদাসে কয়, ব্যাধি সমাধি হয়
পাইবে যবে তারে॥

বালা ধানশী—জপতাল

সুন্দরি, মাধব তুয়ে অনুরাগী।
তুহুঁ ধনি ঐছন ভেলি কথি লাগি॥
যব ধরি তো সঞে ভেল সম্ভাষি।
তব ধরি সব সুখ ভেল উদাসি॥
তুহারি কাহিনি বিনু না শুনয়ে আন।
তুয়া গুণে বাঁধল প্রেম পরাণ॥
খনে খনে রাই বলি ছোড়য়ে নিশ্বাস।
মুদল নয়ন না করে পরকাশ॥
চৌদিগে উছলি উছলি পড়ু লোর।
অন্তর বেদন কো কহু ওর॥
লাখ কলাবতী আছে উহ ধাম।
স্বপনেহ কাহুক না করয়ে নাম॥
এক তুয়া তুয়া করি তেজয়ে পরাণ।
বড়কা প্রেম বড়হি এক জান॥

বিদ্যাপতি কহে প্রেম অগেয়ান।
তনু সঞে পরবশ করত পরাণ॥

তিরোথা ধানসী—মধ্যম একতালা

ধনি ধনি, রমণি-জনম ধনি তোর।
সব জন কাহ্নু কাহ্নু করি ঝূরএ
সে তুঅ ভাব-বিভোর॥
চাতক চাহি তিয়াসল অম্বুদ
চকোর চাহি রহু চন্দা।
তরু লতিকা অবলম্বন করিএ
মঝু মন লাগল ধন্দা॥
কেস পসারি জবহুঁ তুহুঁ আছলি
উরপর অম্বর আধা।
সে সব সুমিরি কাহ্নু ভেল আকুল
কহ ধনি ইথে কি সমাধা॥
হসইত কব তুহুঁ দসন দেখাএলি
করে কর জোরহি মোর।
অলখিতে দিঠি কব হৃদয় পসারিলি
পুন হেরি সখি কৈলি কোর॥

এতহুঁ নিদেস কহল তোহে সুন্দরি
জানি ইহ করহ বিধান।
হৃদয় পুতলি তুহুঁ সূন কলেবর
কবি বিদ্যাপতি ভান॥

মায়ূর—তেওট

যব সে পেখলুঁ হাম রূপে গুণে অনুপাম
তাহে রহল মন লাগি।
তুহুঁ সুচতুর ধনি, মোয় অনুকুল জানি,
যব পুন হয় মোর ভাগি॥
ওই দিবস খন, হোয়ব সুলখন,
মোহে মিলব ধনি রাই।
হামারি শুভ দিন, পায়ব পরশন,
তব হাম জীবন পাই॥
ভনয়ে বিদ্যাপতি, শুন হে গোকুলপতি,
মনে কিছু না ভাবহ দুখ।
সোই বিনোদিনি, তোহে মিলাব আনি,
তবহি হোয়ব মঝু সুখ॥

গৌরী—তেওট।

চম্পকদাম হেরি চিত অতি কম্পিত
লোচনে বহে অনুরাগ।
তুয়া রূপ অন্তরে জাগয়ে নিরন্তর
ধনি ধনি তোহারি সোহাগ॥
বৃষভানু-নন্দিনী জপয়ে রাতি দিনি
ভরমে না বোলয়ে আন।
লাখ লাখ ধনি বোলয়ে মধুর বাণি
স্বপনে না পাতয়ে কাণ॥ ধ্রু॥
"রা" কহি "ধা" পহুঁ কহই না পারই
ধারা ধরি বহে লোর।
সোই পুরুখ-মণি লোটায় ধরণি পুন
কো কহ আরতি ওর॥
গোবিন্দদাস তুয়া চরণে নিবেদল
কানুক এতহুঁ সম্বাদ।
নীচয়ে জানহ তছু দুখ-খণ্ডক
কেবল তুয়া পরসাদ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়

অভিসার খণ্ড

তথারাগ

এ ঘোর রজনী   মেঘের ঘটা
কেমনে আইল বাটে।
আঙ্গিনার কোণে   বন্ধুয়া তিতিছে
দেখিয়া পরাণ ফাটে॥
সই, কি আর বলিব তোরে।
কোন্ পুণ্যফলে   সে হেন বন্ধুয়া
আসিয়া মিলল মোরে॥ ধ্রু॥
ঘরে গুরুজন   ননদী দারুণ
বিলম্বে বাহির হৈলুঁ।
আহা মরি মরি   সঙ্কেত করিয়া
কত না যাতনা দিলুঁ॥

বন্ধুর পীরিতি আরতি দেখিয়া
মোর মনে হেন করে।
কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া
আনল ভেজাই ঘরে॥
আপনার দুখ সুখ করি মানে
আমার দুখের দুখী।
চণ্ডীদাস কহে বন্ধুর পীরিতি
শুনিয়া জগত সুখী॥

মল্লার—ঠুঠকী

জানল ঘর পর নিন্দে ভেল ভোর।
শেজ তেজি উঠয়ি নন্দ-কিশোর॥
সঘনে গগনে হেরি নখতর-পাঁতি।
অবধি না ছুটল না উঠল রাতি॥
জলধর-রুচিহর শ্যামর-কাঁতি।
যুবতি-মোহন বেশ ধরু কত ভাতি॥
ধনি অনুরাগিণি জানি সুজান।
ঘোর আন্ধিয়ারে তব করল পয়ান॥
পর-নারি-পিরিতিক ঐছন রীত।
চললি নিভৃত পথে না মানয়ে ভীত॥

কুসুমিত কানন কালিন্দি-তীর।
তাঁহা চলি আওল গোকুল-বীর॥
শেখর পহুঁপর মীলল যাই।
আনলি নাগর ভেটলি রাই॥

বালা ধানসী—একতালা

চলিলা রসিকরাজ ধনী ভেটিবারে।
অথির চরণ-যুগ আরতি অপারে॥
সঙরিতে প্রেম অবশ ভেল অঙ্গ।
অন্তরে উথলল মদন তরঙ্গ॥
শীতল নিকুঞ্জ বনে শুতিয়াছে রাধে।
ধনীমুখ নিরখিতে পহু ভেল সাধে॥
অধর কপোল, আখি ভুরুযুগ মাঝ।
ঘন ঘন চুম্বই বিদগধ-রাজ॥
অচেতনী রাই সচেতন ভেল।
মদনজনিত তাপ সব দূরে গেল॥

নরোত্তমদাসপহু আনন্দে বিভোর।
দুহু দুহু মিলনে সুখের নাহি ওর ॥

§ বেলোয়াড়—বড় দশকুসী

কুবলয় নীল রতনদলিতাঞ্জন
মেঘপুঞ্জ জিনি বরণ সুছাঁদ।
কুঞ্চিত কেশ খচিত শিখি-চন্দ্রক
অলকা-বলিত ললিতানন চান্দ ॥
আওত রে নব নাগর কান।
ভাবিনী ভাব বিভাবিত অন্তর
দিন রজনী নাহি জানত আন ॥ ধ্রু ॥
মধুরাধর হাস মনোহর তহি অতি
সুমধুর মুরলী বিরাজ।
ভাঙ্গ বিভঙ্গিম কুটিল নেহারই
কুলবতী উমতি দূরে রহু লাজ ॥

গজগতি ভাতি গমন অতি মন্থর
মঞ্জীর বাজত রুনুঝুনিয়া।
হেরইতে কোটি মদন মূরছায়ই
গোবিন্দদাস কহ ধনি ধনিয়া॥

বেহাগ—তেওট

কাননে সবহুঁ কুসুম পরকাশ।
শারিশুকপিক-কুল মধুরিম ভাষ॥
মউর মউরিগণ ঘন দেই নাদ
শুনইতে কাতর ভেল উনমাদ॥
দেখ দেখ নাগররাজ।
চললহি সঙ্কেত-কুঞ্জক মাঝ॥ ধ্রু॥
কিশলয়-পুঞ্জহি শেজবর কেল
তঁহি পর বৈঠি পুন তরখিত ভেল॥

পথ হেরি আকুল বিকল পরাণ
সুন্দরি অবহুঁ নহলি আগুয়ান ॥
অন্তরে মদন কয়ল পরকাশ ।
চৌদিশে হেরই গোবিন্দদাস ॥

তথারাগ

সজনি, তোহে হাম কি কহব আর ।
মঝু লাগি সো ধনি ভেলহি যৈছন
ঐছন সবহুঁ আমার ॥
ভাবিনি-ভাব মনহি মন গণইতে
ধনি ধনি আপনাকে মানি ।
সহচরি সঙ্গে চলল বর নাগর
কহইতে গদ গদ বাণী ॥
কত কত ভাব বিভাবিত অন্তর
সোঙরিতে সো গুণগাম ।
যোই নিকুঞ্জে আছয়ে ধনি আকুল
যাই মিলল সোই ঠাম ॥

কুঞ্জক দ্বারে রাখি বর নাগর
সখি কহে মুগধিনি পাশ।
চেতন করহ তুরিতে উঠি বৈঠহ
কহ গৌরসুন্দর দাস ॥

তৃতীয় খণ্ড

শ্রীযুগলরূপ

প্রথম অধ্যায়

যুগল প্রকরণ

শ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ

১। অথ শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োর্যুগলনামাষ্টকং ॥

রাধামাধবয়োরেতদ্বক্ষ্যে নামযুগাষ্টকং ।
রাধাদামোদরৌ পূর্ব্বং রাধিকামাধবৌ ততঃ ॥১॥
বৃষভানুকুমারীচ তথা গোপেন্দ্রনন্দনঃ
গোবিন্দস্য প্রিয়সখী গান্ধর্ব্বাবান্ধবস্তথা ॥২॥
নিকুঞ্জনাগরৌ গোষ্ঠকিশোরজনশেখরৌ ।
বৃন্দাবনাধিপৌ কৃষ্ণবল্লভারাধিকাপ্রিয়ৌ ॥৩॥

"রূপ গোস্বামী"

অথ রাধাকৃষ্ণের যুগলনামাষ্টক

এক্ষণে রাধামাধবের যুগল নামাষ্টকরূপ স্তব কীর্ত্তন করিব। প্রথমে রাধাদামোদরের স্তব, তদনন্তর রাধামাধবের স্তব লিখিত হইবে ॥১॥

যিনি বৃষভানুকুমারী ও যিনি ব্রজেন্দ্রনন্দন, যিনি গোবিন্দের প্রিয়সখী ও যিনি গান্ধর্ব্বা অর্থাৎ রাধিকার বান্ধব ॥২॥

যিনি নিকুঞ্জ বনের নাগরী ও যিনি নিকুঞ্জ বনের নাগর, যিনি ব্রজবাসিনী যুবতীবৃন্দের শিরোভূষণ এবং যিনি ব্রজবাসী যুবকবৃন্দের শিরোভূষণ, যিনি বৃন্দাবনের অধিষ্ঠাত্রী ও যিনি বৃন্দারণ্যের অধীশ্বর, যিনি কৃষ্ণবল্লভা ও যিনি শ্রীরাধিকা-প্রিয় ॥৩॥

২। শ্রীরাধাকৃষ্ণৌ জয়তঃ ॥

অতুর্বিধবিদগ্ধতাস্পদবিমুগ্ধবেশশ্রিয়ো-
রমন্দশিখিকন্ধরাকনকনিন্দিবাসস্ত্বিষোঃ।
স্ফুরৎপুরটকেতকীকুসুমবিভ্রমাভ্রপ্রভা-
নিভাঙ্গমহসোর্ভজে ব্রজনবীনযূনোর্যুগং ॥১॥
সমৃদ্ধবিধুমাধুরীবিধুরতাবিধানোদ্ধুরৈ-
র্নবাম্বুরুহরম্যতামদবিড়ম্বনারম্ভিভিঃ।

বিলিম্পদিব বর্ণকাবলিসহোদরৈর্দিক্তটী
মুখদ্যুতিভরৈর্ভজে ব্রজনবীনযূনোর্যুগং ॥২॥
ঘনপ্রণয়ানর্ঝরপ্রসরলব্ধপূর্ত্তের্মনো-
হ্রদস্য পরিবাহিতামনুসরদ্ভিরস্রৈঃ প্লুতং।
স্ফুরত্তনুরুহাঙ্কুরৈর্নবকদম্বজৃম্ভশ্রিয়ং
ব্রজত্তদনিশং ভজে ব্রজনবীনযূনোর্যুগং ॥৪॥

"রূপ গোস্বামী"

যাঁহারা নৃত্য গীতাদি সমগ্র কলার আশ্রয় ও সুন্দর বেশ-ভূষায় বিভূষিত, সুন্দর ময়ূরকণ্ঠের ন্যায় ও উৎকৃষ্ট সুবর্ণের ন্যায় যাঁহাদিগের অম্বর, প্রফুল্ল সুবর্ণকেতকীকুসুম ও নবীন মেঘের ন্যায় যাঁহাদিগের অঙ্গকান্তি, এইরূপ ব্রজের নবীন কিশোরী ও নবীন কিশোর শ্রীরাধিকা ও শ্রীকৃষ্ণ, এই যুগল-মূর্ত্তিকে আমি ভজনা করি ॥১॥

পূর্ণ শশধরের ও প্রফুল্ল অম্বুজের সৌন্দর্য্যগর্ব্বখর্ব্ব-কারিণী শ্রীমুখকান্তি দ্বারা কুঙ্কুমাদি অনুলেপনের ন্যায় যাঁহারা দশদিক্ অনুলিপ্ত করিতেছেন, সেই ব্রজনবীন কিশোরী ও ব্রজনবীন কিশোরকে আমি ভজনা করি ॥২॥

প্রগাঢ় প্রণয়রসে পরিপূর্ণ, বিগলিত আনন্দাশ্রুরূপ বারি-প্রবাহে পরিব্যাপ্ত এবং রোমাঞ্চস্বরূপ নব কদম্বকুসুমে সুশোভিত যাঁহাদের চিত্তসরোবর বিরাজমান হইতেছে, সেই

ব্রজনবযুবতী ও ব্রজনবযুবরাজ শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণ যুগল-মূর্ত্তিকে আমি ভজনা করি ॥৪॥

কোণেনাক্ষ্ণঃ পৃথুরুচি মিথোহারিণা লিহ্যমানা-
বেকৈকেন প্রচুরপুলকেনোপগূঢ়ৌ ভুজেন।
গৌরীশ্যামৌ বসনযুগলং শ্যামগৌরং বসানৌ
রাধাকৃষ্ণৌ স্মরবিলসিতোদ্দামতৃষ্ণৌ স্মরামি ॥১॥

"রূপ গোস্বামী"

যাঁহারা প্রীতিপূর্ব্বক সুন্দর নয়নপ্রান্ত দ্বারা পরস্পরের রূপ পরস্পর দর্শন করিতেছেন, পরস্পরে পুলকাঙ্কিত হস্ত দ্বারা পরস্পর আলিঙ্গিত হইতেছেন এবং যাঁহাদের শ্রীঅঙ্গে নীল বসন ও পীত বসন শোভা পাইতেছে, যাঁহারা পরস্পর বিলাসবিবর্ত্তনে সতৃষ্ণ, ঈদৃশ গৌরবর্ণা ও নব নীরদকান্তি সেই রাধাকৃষ্ণকে আমি স্মরণ করি ॥১॥

দ্বিতীয় অধ্যায়

যুগল মিলন

তথারাগ

এমন পীরিতি কভু দেখি নাই শুনি।
পরাণে পরাণ বাঁধা আপনা আপনি॥
দুহুঁ কোড়ে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া
তিল আধ না দেখিলে যায় সে মরিয়া॥
জল বিনে মীন যেন কবহুঁ না জীয়ে।
মানুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিয়ে॥
ভানু কমল বলি সেহ হেন নহে।
হিমে কমল মরে, ভানু সুখে রহে।
চাতক জলদ কহি, সে নহে তুলনা।
সময় নহিলে সে না দেয় এক কণা॥
কুসুম মধুপ কহি সেহ নহে তুল।
না আইলে ভ্রমর আপনি না যায় ফুল॥

দুগ্ধে আর জলে প্রেম কিছু রহে স্থির।
উথলি উঠিলে দুগ্ধ জল পাইলে ধীর ॥
কি ছার চকোর চাঁদ দুহুঁ সম নহে।
ত্রিভুবনে হেন নাহি চণ্ডীদাস কহে ॥

আশাবরী—তেওট

নিতুই নৌতুন পীরিতি দুজন
তিলে তিলে বাঢ়ি যায়।
ঠাঞি নাহি পায় তথাপি বাঢ়য়
পরিণাম নাহি থায় ॥
সখি হে, অদভুত দুহুঁ প্রেম।
এত দিন চাহি অবধি না পাই
ইথে কি কষিল হেম ॥ ধ্রু ॥
উপমার গণ সব কৈল আন
দেখিতে শুনিতে ধন্দ।
এ কি অপরূপ তাহার স্বরূপ
স্বভাবে করিলে অন্ধ ॥
চণ্ডীদাস কহে দোঁহ সম হয়ে
এখানে সে বিপরীত।
এ তিন ভুবনে হেন কোন জনে
শুনি না দরবে চীত ॥

গান্ধার—শ্রীরাগ

আজু রজনী হম ভাগে গমাওলুঁ
পেখলুঁ পিয়ামুখচন্দা।
জীবন যৌবন সফল করি মানলুঁ
দশ দিশ ভেল নিরদন্দা॥
আজু মঝু গেহ গেহ করি মানলুঁ
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোহে অনুকূল হোয়ল
টুটল সবহুঁ সন্দেহা॥
সোই কোকিল অব লাখ লাখ ডাকউ—
লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচবাণ অব লাখবাণ হউ
মলয় পবন বহু মন্দা॥
অব মঝু যব পিয়া সঙ্গ হোয়ত
তবহি মানব নিজ দেহা।
বিদ্যাপতি কহ অলপ ভাগি নহ
ধনি ধনি তুয়া নব নেহা॥

কেদার—ঝুজঝুটী তাল

অপরূপ রাধামাধব মেল।
তুহুঁ দোঁহা দরশনে উলসিত ভেল ॥
অকূল অমিয়া-সাগরে ডুবি গেলি।
কো কহু তুহুঁ জন নিরুপম কেলি ॥ ধ্রু ॥
তুহুঁ দিঠি তুহুঁ মুখে, অবধি নাহিক সুখে,
পুলকে পূরল তুহুঁ তনু।
চৌদিকে সখীর ঠাট, যৈছন চাঁদের হাট,
তার মাঝে শোভে রাধা কানু ॥
দোঁহার রূপের ছান্দে, মদন পড়িয়া কান্দে
সুধাকর কিরণ লুকায়।
দোঁহার মুখের বাণী অমিয়া অধিক শুনি
সখীগণ শ্রবণ জুড়ায় ॥
দোঁহার মাধুরী গুণে উলসিত সখীগণে
নানা ফুলে দোঁহারে সাজায়।
সুগন্ধি চন্দন দিয়া, কর্পূর তাম্বূল লৈয়া,
বিশাখিকা দোঁহারে যোগায় ॥
ললিতা ইঙ্গিত পাইয়া, মালিনী আইলা ধাইয়া
বিনি সূতে গাঁথি ফুলহার।
দেয়ল দোঁহার গলে, হিয়ার উপরে দোলে,
দেখি আঁখি শীতল সবার ॥

শেখর মধুর করি, কহে কথা ধীরি ধীরি,
কাননের শোভা দেখিবারে।
শুনিয়া চতুর কান, মনে করি অনুমান,
উঠিল ধনির ধরি করে॥

বেহাগ—পিয়ারি তাল

আবেশে সখীর অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া।
বৃন্দাবনে প্রবেশিল শ্যাম জয় দিয়া॥
বৃন্দাবনে প্রবেশিয়া চারি পানে চায়।
মাধবী তরুর তলে দেখে শ্যামরায়॥
দোঁহে দোঁহা দরশনে উপজিল প্রেম।
দারিদ পাইল যেন ঘট ভরা হেম॥
এস এস বিনোদিনী বৈস সিংহাসনে।
তোমা বিনে তিমির হেরি এই বৃন্দাবনে॥
করে ধরি লইয়া রাই বসাইল বামে।
পীত বাসে মোছই রাই-মুখ ঘামে॥
নিজ করকমলে চরণ-ধূলি ঝাড়ে।
ললিতা মুচকি হাসে কুন্দলতার আড়ে॥
আনিয়া যমুনা-বারি চরণ ধোয়ায়।
পীতবাস দিয়া নাগর যতনে মোছায়॥

ভাঙ্গিয়া চূড়ার ফুল হাতে করি নিল।
নম প্রেমময়ী বলে চরণেতে দিল॥
পন্থকি দুখ পুছত বরকান।
আনন্দে নিমগন কিছুই না জান॥
শ্যামের বামে বৈঠল রসের মঞ্জরী।
জ্ঞানদাস মাগে দোঁহার চরণ মাধুরী॥

ধানশী—বড় একতালা

মিলিল শ্যামের সনে নবীনা কিশোরী।
পশু পাখী উনমত দুহুঁ রূপ হেরি॥
শ্যাম অঙ্গে অঙ্গ দিয়া রাই দাঁড়াইল।
রাই মুখপানে নাগর অমনি চেয়ে রইল॥
হিলন দিয়া দাঁড়াইল রসময় শ্যামচন্দ্র।
নাগর অমনি চেয়ে রইল রাইমুখচন্দ্র॥
মিললি রে আরে নব রঙ্গিনী রাধা।
দরশনে দূরে গেল মনসিজ বাধা॥
দুহুঁ দোঁহা মিলই বাহু পসারি।
আনন্দে মগন ভেল সখিগণে হেরি॥
শ্যাম-বামে বৈঠল রসের মঞ্জরী।
জ্ঞানদাসেতে মাগে চরণ মাধুরী॥

সুহই—একতালা

মিললি নিকুঞ্জে রাই কমলিনী।
দোঁহে দোঁহা পায়ল পরশমণি॥
দরশনে তুহুঁ মুখ তুহুঁ প্রেমে ভোর।
নয়নে ঝরয়ে দোঁহার আনন্দ লোর॥
সরস সম্ভাষণে উপজল রঙ্গ।
উথলল তুহুঁ মন মদন-তরঙ্গ॥
সহচরীগণে সভে আনন্দ ভাস।
তুহুঁ মুখ হেরই নরোত্তম দাস॥

জয়জয়ন্তী—তুঠুকি

ও মুখ শরদ- সুধাকর-সুন্দর
ইহ নলিনীদল গঞ্জে।
ও তনু নবঘন- সুন্দর রঞ্জিত
ইহ থির দামিনীপুঞ্জে॥
দেখ রাধা-মাধব জোরি।
তুহুঁক পরশ-রসে তুহুঁ পুলকায়িত
তুহুঁ দোঁহা রহল আগোরি॥ ধ্রু॥
ও নব-নাগর সব গুণে আগোর
ইহ যে কলাবতী-সীম।

ও অতি চতুর- শিরোমণি বিদগধ
এ সব গুণহিঁ গরিম ॥
মধুর বৃন্দাবনে শ্যাম-গোরী-তনু
তুহুঁ নব কিশোরী কিশোর।
নরোত্তম দাস আশ চরণে রহু
শ্রীবল্লভ-মন ভোর ॥

বিহগড়া—জপতাল

তুহুঁ জন নিতি নিতি নব অনুরাগ।
তুহুঁ রূপ নিতি নিতি তুহুঁ হিয়ে জাগ ॥
তুহুঁ মুখ চুম্বই তুহুঁ করু কোর।
তুহুঁ পরিরম্ভনে তুহুঁ ভেল ভোর ॥
তুহুঁ দোঁহা যৈছন দারিদ হেম।
নিতি নব নৌতুন নিতি নব প্রেম ॥
নিতি নিতি ঐছন করত বিলাস।
নিতি নিতি হেরই গোবিন্দদাস ॥

কেদার—দশকুসী

তুহুঁ দোঁহা দরশনে উলসিত ভেল।
অকূল অমিয়া-সাগরে ডুবি গেল॥ ধ্রু॥
তুহুঁ জন নয়ন হোয়ল যব থির।
তুহুঁ মুখ তুহুঁ হেরি ঢরকত নীর॥
করে ধরি রাই লই বসাওল বামে।
পীতবাসে মোছই রাইমুখঘামে॥
অপরূপ রাধা কানু বিলাস।
আনন্দে নিরখই গোবিন্দদাস॥

বিহগড়া—তুঠুকি

দোঁহে দোঁহা দরশনে ভাবে বিভোর
তুহুঁক নয়নে বহে আনন্দলোর॥
করে ধরি নাগর রাই নিল কোর।
তুহুঁক আলিঙ্গনে নাহি সুখ ওর॥
বাহু পসারিয়া দোঁহে দোঁহা ধরু।
তুহুঁ অধরামৃতে তুহুঁ মুখ ভরু॥
শ্যাম বামে বৈঠল রসের মঞ্জরী।
গোবিন্দদাসে মাগে চরণ মাধুরী॥

কেদার রাগ—মণ্ঠক তাল

তুহুঁ জন আওল কুঞ্জক মাহ
অপরূপ কো বিহি রস নিরবাহ ॥
ঝর ঝর বরিখে গগনে জলধার ।
দামিনী দহই ঝলকে অনিবার ॥
ঐছে সময় বর রাধা কান ।
কুঞ্জক মাঝে বৈঠি এক ঠাম ॥
তুহুঁ তনু মিলল মনমথে মাতি ।
তুহুঁ পরিরম্ভন সমরক ভাতি ॥
অপরূপ তুহুঁ জন নিধুবন-কেলি ।
গোবিন্দদাস হেরই সখী মেলি ॥

করুণ, বড়াড়ি—মধ্যম একতালা

আদরে আগুসরি রাই হৃদয়ে ধরি
জানু উপরে পুন রাখি ।
নিজ-কর-কমলে চরণযুগ মোছই
হেরই চির থির আঁখি ॥
পীরিতি মূরতি অধিদেবা ।
যাকর দরশনে সব দুখ মীটল
সোই আপনে করু সেবা

হিমকর-শীতল নীরহি তীতল
করতলে মাজই মুখ।
সজল নলিনীদলে মৃদু মৃদু বীজই
পূছই পন্থকি দুখ॥
অঙ্গুলে চিবুক ধরি বদনে তাম্বূল পুরি
মধুর সম্ভাষই কান।
গোবিন্দদাস ভণ নিতি নব নৌতুন
রাইক অমিয়া সিনান॥

কামোদ—দুঠুকি

নিকুঞ্জ মাঝারে রাই বিনোদিনী
বসিয়া শ্যামের বামে।
চৌদিকে বেড়িয়া সখিগণ মেলি
দাঁড়াইল বিবিধ ঠামে॥
দুহুঁ মুখে হাস হেরিয়া উল্লাস
কত না আনন্দ তায়।
শ্রীরূপ মঞ্জরী বীজন বিজই
আনন্দে ভাসিয়া যায়॥
ময়ূরা ময়ূরী দুহুঁ মুখ হেরি
রঙ্গেতে নাচিছে তায়।

শুক সারী মেলি তরুডালে বসি
রাধাকৃষ্ণগুণ গায় ॥
নবীন গান, নবীন তান,
নব অলিকুল বেড়িয়া।
ভ্রমরা ভ্রমরী, গুন গুন করি,
আনন্দে পড়ে মাতিয়া ॥
নবীন শ্যাম, নবীন ধাম,
নবীন রাধিকা সঙ্গে।
নবীন চাহনি, নবীন হাসনি,
নব নব রস রঙ্গে ॥
নবীন কুণ্ড, নবীন জল,
নবীন তরঙ্গ তায়।
নব প্রেম হেরি দাস গোবিন্দ
প্রেমানন্দে ভাসি যায় ॥

কন্থুণ, বড়াড়ি—মধ্যম একতালা

কিয়ে শুভ দরশনে উলসিত লোচনে
তুহুঁ দোহাঁ হেরি মুখ-ছান্দে।
তৃষিত চাতক নব জলধরে মীলল
ভুখিল চকোর চারু চান্দে ॥

আধ নয়নে দুহুঁ রূপ নেহারই
চাহনি আনহিঁ ভাঁতি।
রসের আবেশে দুহুঁ অঙ্গ হেলাহেলি
বিছুরল প্রেম-সাঙ্গাতি॥
শ্যাম সুখময়-দেহ গোরি-পরশে সেহ
মিলায়ল যেন কাঁচা ননী।
রাই তনু ধরিতে নারে আউলাইল আনন্দভরে
শিরিষ-কুসুম-কোমলিনী॥
অতসি কুসুম সম শ্যাম সুনায়র
নায়রি চম্পক-গোরি।
নব জলধরে জনু চান্দ আগোরল
ঐছে রহল শ্যাম-কোরি॥
বিগলিত কেশ- কুসুম শিখি-চন্দ্রক
বিগলিত নীল নিচোল।
দুহুঁক প্রেমরসে ভাসল নিধুবন
উছলল প্রেম-হিলোল॥
দুহুঁ রসে ভাসি দুহুঁ অবলম্বই
দুহুঁ মুখে মৃদু মৃদু হাস।
নব নাগরী সঞে নাগর-শেখর
ভুলল গোবিন্দদাস॥

ঝুমুর

আজ এমনি থাকুক শ্রীরাধাগোবিন্দ।
উলসিত ভেল সব সহচরীবৃন্দ॥
তরুডালে বসি গায় শুক আর সারী।
দুহুঁ মুখ হেরি নাচে ময়ূর ময়ূরী॥
নিকুঞ্জের মাঝে আজু সুখের নাহি ওর।
বিনোদিনী বসিয়াছে বিনোদিয়ার কোর॥
অপরূপ রাধা-কানু-বিলাস।
আনন্দে নেহারই গোবিন্দদাস॥

ধানশী—জপতাল

দুহুঁ মুখ সুন্দর কি দিব তুলনা।
কানু মরকত মণি রাই কাঁচা সোনা॥
নব গোরোচনা গোরী কানু ইন্দীবর।
বিনোদিনী বিজুরি বিনোদ জলধর॥
কনকের লতা যেন তমালে বেড়িল।
নবঘন মাঝে যেন বিজুরী পশিল॥
রাই-কানু-রূপের নাহিক উপাম।
কুবলয় চান্দ মিলিল এক ঠাম॥
রসের আবেশে দুহুঁ হইলা বিভোর।
দাস অনন্ত পহুঁ না পাওল ওর॥

ঝুমুর

আজু রসের বাদর নিশি।
ভাবে নিমগন ভেল বৃন্দাবনবাসী॥
শ্যামঘন বরিখয়ে প্রেমসুধাধার।
কোরে রঙ্গিণী রাধা বিজুরী সঞ্চার॥
প্রেমে পিছল পথ গমন সুবঙ্ক।
মৃগমদ চন্দন কুঙ্কুমে ভেল পঙ্ক॥
দিগ্ বিদিগ্ নাহি প্রেমের পাথার।
ডুবিল অনন্তদাস না জানে সাঁতার॥

কামোদ—দশকুসী

নব অভিসারিণি কুঞ্জহি ভেটল
ও নব নাগর সঙ্গ।
পন্থ-ঘটিত দুখ সবহুঁ দূরে গেও
বাঢ়ল মনোভবরঙ্গ॥
দেখ দেখ, অনুপম দুহুঁ মুখ-ইন্দু।
দুহুঁক দরশ-রসে ভাব-লহরী সঞে
উছলল প্রেমক সিন্ধু॥ ধ্রু॥
দুহুঁক আলোকনে দুহুঁ পুলকায়িত
লোচনে আনন্দ লোর।

বিবরণ কাঁপ ঘাম ভেল গদগদ
স্তবধ ভেল পুন ভোর ॥
ঐছন ভাব না হেরিয়ে ত্রিভুবনে
ঐছন নিরুপম নেহ ।
দাস রাধামোহন চীতে নিচয় করু
একু পরাণ ভিন দেহ ॥

তৃতীয় অধ্যায়

ঝুমর

কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর॥

"বিদ্যাপতি"

শ্যাম রূপ হিয়ার মাঝে জাগে।
কত অনুরাগিণী ঝুরে অনুরাগে॥

'জ্ঞানদাস"

শুন হে সুন্দর শ্যাম জগমনমোহিনী রাধা।
কিয়ে বিধি সিরজিল রসময় সাধা॥

"অজ্ঞাত"

ও শ্রীরাধে দশমি দশা ভেল কান।
তুহুঁ যদি না মিলবি তেজব পরাণ

"অজ্ঞাত"

ধামালী

নিকুঞ্জ মাঝারে আজু সুখের নাহি ওর রে।
হেরি হেরি সখিগণ আনন্দে বিভোর রে॥

"অজ্ঞাত"

আজ এমনি থাকুক শ্রীরাধাগোবিন্দ।
তুহুঁ রূপ নিরখই যত সখীবৃন্দ॥

"গোবিন্দদাস"

নব রে নব রে নব দোঁহাকার প্রেম রে।
দরিদ পায়ল যেন ঘট ভরা হেম রে॥

"গোবিন্দদাস

নিতুই নৌতুন নব প্রেম রে
বিলসই রে (নিতুই নৌতুন)
নব নব প্রেম রে (শ্রীরাধাগোবিন্দের)
(আমাদের আমাদের শ্রীরাধাগোবিন্দের)
নব নব প্রেম রে॥

চতুর্থ খণ্ড

বিভিন্নলীলোচিত রূপ

প্রথম অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণের জন্মখণ্ড

§ বিভাস মধ্যম দশকুসী

পূরব জনম দিবস দেখিয়া
আবেশে গৌর রায়।
নিজগণ লৈয়া হরষিত হৈয়া
নন্দ-মহোৎসব গায়॥
খোল করতাল বাজয়ে রসাল
কীর্ত্তন জনম-লীলা।
আবেশে আমার গৌরাঙ্গসুন্দর
গোপবেশ নিরমিলা॥
ঘৃত ঘোল দধি গোরস হলদি
অবনী মাঝারে ঢালি।
কান্ধে ভার করি তাহার উপরি
নাচে গোরা বনমালী॥

করেতে লগুড় নিতাই সুন্দর
আনন্দ-আবেশে নাচে।
রামাই মহেশ রাম গৌরীদাস
নাচে তার পাছে পাছে॥
হেরিয়া যতেক, নীলাচল-লোক,
প্রেমের পাথারে ভাসে।
দেখিয়া বিভোর, আনন্দ-সাগর,
এ রাধামোহন দাসে॥

কোবিভাস—বৃহৎ জপতাল

নিশি অবশেষে জাগি বরজেশ্বরী
হেরই বালক-মুখচান্দে।
কতহুঁ উল্লাস কহই না পারিয়ে
উথলই হিয়া নাহি বান্ধে॥
আনন্দ কো করু ওর।
শুনি ধ্বনি নন্দ গোপেশ্বর আওল
শিশু-মুখ হেরিয়া বিভোর॥ ধ্রু॥
চলতহিঁ খলত উঠত খেনে গিরত
কহি সব গোকুল-লোকে।
আওল বন্দিগণ ব্রাহ্মণ সজ্জন
করতহিঁ জাত বৈদিকে॥

দধি ঘৃত নবনী   হরিদ্রা হৈয়ঙ্গব
ঢালত অঙ্গন মাঝে।
কহ শিবরাম   দাস তব আনন্দে
নাচত গাওত ব্রজবর-রাজে॥

কৌবিভাস—জপতাল

পুত্রমুদারমসূত যশোদা।
সমজনি বল্লব-ততিরতিমোদা॥ ধ্রু॥
কোঽপ্যুপনয়তি বিবিধমুপহারম্।
নৃত্যতি কোঽপি জনো বহুবারম্॥
কোঽপি মধুরমুপগায়তি গীতম্।
বিকিরতি কোঽপি সদধি নবনীতম্॥
কোঽপি তনোতি মনোরথ-পূর্ত্তিম্।
পশ্যতি কোঽপি সনাতন-মূর্ত্তিম্॥

তুড়ী মিশ্র ভাটিয়ারী—ধামালী

জয় জয় ধ্বনি ব্রজ ভরিয়া রে।
উপানন্দ অভিনন্দ   সুনন্দ নন্দন নন্দ
সবে মিলি নাচে বাহু তুলিয়া রে॥ ধ্রু॥

যশোধর যশোদেব সুদেবাদি গোপ সব
নাচে রে নাচে আনন্দে ভুলিয়া রে।
নাচে রে নাচে রে নন্দ সঙ্গে লৈয়া গোপবৃন্দ
হাতে লাঠি কাঁধে ভার করিয়া রে॥
খেনে নাচে খেনে গায় সুতিকা-গৃহেতে ধায়
ফিরয়ে বালক-মুখ হেরিয়া রে।
দধি দুগ্ধ ভারে ভারে ঢালে রে অবনী পরে
কেহ শিরে ঢালে দধি ভুলিয়া রে॥
লগুড় লইয়া করে আওল ধীরে ধীরে
নন্দের জননী নাচে বরীয়সী বুড়িয়া রে।
যত বৃদ্ধ গোপনারী জয়কার ধ্বনি করি
আশীষ করয়ে শিশু বেড়িয়া রে॥
নর্ত্তক বাদক যত নাচে গায় শত শত
ধেনু ধায় উচ্চ পুচ্ছ করিয়া রে।
ভোর হৈল গোপ সব অপরূপ নন্দোৎসব
এ দাস শিবাই নাচে ফিরিয়া রে॥

ললিত—ছোট দশকুসী

যশোদা নন্দন দেখি, আনন্দে পূর্ণিত আঁখি
কৌতুকে নাচয়ে গোপরাণী।

তৈল হরিদ্রা লয় সবে সবার অঙ্গে দেয়
হুলাহুলি দিয়া জয়ধ্বনি ॥
কেহ নাচে কেহ গায় কেহ নানা বাদ্য বায়
নন্দের আনন্দের নাহি সীমা।
উৎসব করয়ে রোলে ঘন ঘন হরি বোলে
কি কহিব যশোদার মহিমা ॥
অখিল ভুবনপতি অনাথ জনার গতি
সকল দেবের শিরোমণি।
আজু শুভদিন মোরে হৈলা প্রভু নন্দঘরে
বড় ভাগ্যবতী নন্দরাণী ॥
তহি এক ধনি আসি কহে যশোমতী প্রতি
কৈছন বালক দেখি।
কি কহব ভাগ্য যোগ্য নহে ত্রিভুবনে
পুণ্যপুঞ্জ তব লেখি ॥
শুনইতে ঐছন বচন রসায়ন
ভাসই আনন্দ হিল্লোলে।
আপন হৃদয় সঞে করে ধরি বালক
দেয়ল তাকর কোলে ॥
গদ গদ যশোমতী কহই সকল প্রতি
মঝু নহে তোহাঁ সবাকার।
কহে যদুনন্দন একে একে সব জন
পরশিয়া আনন্দ অপার ॥

§ আশোয়ারী—তেওট

জয় ব্রজরাজ-কোঙর।
গোকুল উদয়গিরি-চান্দ উজোর॥
কোটি ইন্দু জিনি মুখ, তনু জলধর।
একত্র উদয়ে আলা করিয়াছে ঘর॥
মুখ নীল সরোরুহ বিম্ব অধর।
অরুণ কমল শ্রুতি নয়ান ভ্রমর॥
করভ জিনিয়া কর রক্ত-পদ্ম-বর॥
নীল ধরাধর উর নাভি সরোবর॥
সিংহের শাবক কটি অতি মনোহর।
উলটি কদলী উরু দেখিতে সুন্দর॥
ও থলকমল জিনি চরণ রাতুল।
হেরিয়া উদ্ধবপহুঁ চিত মন ভুল॥

কোড়া রাগ—একতালী

নীল কুটিল ঘন মৃদু দীর্ঘ কেশ।
তাত ময়ূরের পুছ দিল সুবেশ॥
চন্দনতিলকেঁ আতি শোভিত কপালে
দুঈ পাণি লঘু মধ্য তনুত বিশালে॥

সকল দেবের বোলেঁ হরি বনমালী।
আবতার করি করে ধরণীত কেলী॥ ধ্রু॥
সুরেখ সুপুট নাসা নয়ন কমল।
কামাণ সদৃশ শোভে ভ্রূহিযুগল॥
ওষ্ঠ আধর যেহ্ন যমজ পোঁআর।
কর্ণযুগ শোভে যেহ্ন বরুণের জাল॥
ভুজযুগ করিকর জানুত লুলে।
করকুরুবিন্দমাল নির্ম্মিত কমলে॥
মরকতপাট সদৃশ বক্ষস্থল।
ক্ষীণ মধ্য রামরম্ভা জংঘযুগল॥
মাণিক রচিত চন্দ্রসম নখপান্তী।
সজল জলদরুচি জিণি দেহকান্তী॥
বত্তীস রাজলক্ষণ সহিত শরীর।
কংসের বধ কারণ আতি মহাবীর॥
নানা মণি অলঙ্কার শোভিত শরীরে।
পীত বসন শোভে বাঁশী ধরে করে॥
নিতি নিতি বাছা রাখে গিআঁ বৃন্দাবনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে॥

ঝুমুর

স্বর্গে দুন্দুভি বাজে নাচে দেবগণ ।
হরি হরি হরি ধ্বনি ভরিল ভুবন ॥
ব্রহ্মা নাচে শিব নাচে আরে নাচে ইন্দ্র ।
গোকুলে গোয়ালা নাচে পাইয়া গোবিন্দ ॥
নন্দের মন্দিরে রে গোয়ালা আইল ধাইয়া ।
হাতে লড়ি কান্ধে ভার নাচে থৈয়া থৈয়া ॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত ঘোল অঙ্গনে ঢালিয়া ।
নাচে রে নাচে রে নন্দ গোবিন্দ পাইয়া ॥
আনন্দ হইল বড় আনন্দ হইল ।
এ দাস শিবাইর মন ভুলিয়া রহিল ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়

শ্রীরাধার জন্মখণ্ড

§ ভাটিয়া—মধ্যম একতালা

প্রিয়ার জনম- দিবস আবেশে,
আনন্দে ভরল তনু।
নদীয়া নগরে, বৃষভানুপুর
উদয় করল জনু॥
গদাধর-মুখ, হেরি পুনঃ পুনঃ
নাচে গোরা নটরায়।
ভাব অনুভব করি সঙ্গী সব
মহামহোৎসব গায়॥
দধির সহিত হলদি মিলিত
কলসে কলসে ঢালি।
প্রিয়গণ নাচে নানা কাচ কাচে
ঘন দিয়া হুলাহুলি॥
গৌরাঙ্গ নাগর রসের সাগর
ভাবের তরঙ্গ তায়।
জগত ভাসিল এ হেন আনন্দ
এ দাস বল্লবী গায়॥

§ সারঙ্গ—তেয়ট

ভাদ্র শুক্লাষ্টমী তিথি বিশাখা নক্ষত্র তথি
শ্রীমতীজনম সেই কালে।
মধ্যদিনগত রবি দেখিয়া বালিকা ছবি,
জয় জয় দেই কুতূহলে॥
বৃষভানু-রাজপুরে সবে প্রতি ঘরে ঘরে
জয় রাধে শ্রীরাধে বোলে।
কন্যার চাঁদ মুখ দেখি, রাজা হৈল মহাসুখী
দান দেই ব্রাহ্মণসকলে॥
নানা দ্রব্য হস্তে করি নগরের যত নারী
আইলা সভে কীর্ত্তিদা-মন্দিরে।
অনেক পুণ্যের ফলে দৈব হৈলা অনুকূলে
এ হেন বালিকা মিলে তোরে॥
মোদের মনে হেন লয় এহো ত মানুষ নয়
কোন ছলে কেবা জনমিলা।
ঘনশ্যাম দাস কয়, না করিহ সংশয়,
কৃষ্ণপ্রিয়া সদয় হইলা॥

শ্রীরাগ—তুঠুকী

বৃষভানু পুরেতে আনন্দকলরব।
উর্দ্ধমুখে ধেয়ে আইল ব্রজবাসী সব ॥
ধাইয়া আইল সব ব্রজের রূপসী।
দেখে বৃষভানুসুতা জিনি কত শশী ॥
দেখিয়া গোপিকা সব আনন্দে ভরিল
নাহিক নয়ান দুটি কীর্ত্তিদা দেখিল ॥
পায়াছিলাম সাধ পুরাব রতনের নিধি
গোবিন্দদাস কহে নিদারুণ বিধি ॥

৪ ধানশ্রী—যোত সম তাল

কান্দয়ে কীর্ত্তিদা রাণী, দু নয়নে বহে পানি
ধূলি পড়ি গড়াগড়ি যায়।
এমনি সুন্দর কন্যা এ রূপ জগতে ধন্যা
বিধি চক্ষু নাহি দিল তায় ॥
হায় বিধি, কি দশা করিলা।
দিয়ে গো রতন নিধি হাত নাহি দিল বিধি
ধন আহরণ না হইলা ॥
কান্দি বৃষভানুনারী ভূমে যায় গড়াগড়ি
তেজিল অঙ্গের অলঙ্কার।

কেশপাশ নাহি বান্ধে ভূমে গড়াগড়ি কান্দে
দু নয়নে বহে পানি-ধার ॥
আসি যত সহচরী উঠাইল হাতে ধরি
বসাইল আপনার কোলে।
কহয়ে মধুর বাণী আর না কান্দিহ রাণী
ভালো মন্দ কপালের ফলে ॥
কন্যা কোলে কর দেবী ঐ হোক চিরজীবী
বাহু মেলি কন্যা লহ কোলে।
বাঁচিয়া থাকিলে এই শতেক কোঙর সই
আশিস্ করহ কুতূহলে ॥
শোক দুঃখ পরিহরি কন্যা নিল কোলে করি
ছাড়ে রাণী দীরঘ নিশ্বাস।
দাসীগণ সারি সারি সেচই বাসিত বারি
মর্ম্ম জানে গোবিন্দদাস ॥

বালা ধানসী—একতালা

যত ব্রজবাসী আইলা দেখিবারে রাই।
কৃষ্ণ কোলে করি আইল যশোমতী মাই ॥
কোলে হইতে গোপালে রাখিয়া ভূমিতলে।
যশোদায় কীর্ত্তিদা দুঃখ কান্দি কান্দি বলে ॥

হামাগুড়ি ধরি ধরি যাইয়া মুরারি।
এলাম আমি, নয়নকোণে হেরহ কিশোরী ॥
রাইহিয়ায় হাত দিয়া রহিলেন হরি।
রাধিকা চাহিয়া দেখে ও রূপমাধুরী ॥
হেন কালে দেখিয়া যশোদা নন্দরাণী।
আই আই বলে কোলে নিল নীলমণি ॥
নিরমল আঁখি দেখি কীর্ত্তিদা বিহ্বলা।
গোপালে আদরে দিল কাঞ্চনের মালা ॥
পুরাইল গোপাল তোমার আমার বাসনা।
এ শশিশেখর দিল নগরে ঘোষণা ॥

শ্রীরাগ—দুঠুকি

এ তোর বালিকা, চান্দের ক
দেখিয়া জুড়ায় আঁখি।
হেন মনে লয়ে, সদাই হৃদয়ে,
পসরা করিয়া রাখি ॥
শুন বৃষভানু-প্রিয়ে।
কি হেন করিয়া কোলেতে রেখেছ
এ হেন সোনার ঝিয়ে ॥ ধ্রু ॥
তড়িত জিনিয়া বদন সুন্দর,
মুখে হাসি আছে আধা।

গণকে যে নাম সে নাম রাখুক
আমরা রাখিলাম রাধা ॥
স্বরূপ লক্ষণ, অতি বিলক্ষণ
তুলনা দিব বা কিয়ে।
মহাপুরুষের প্রেয়সী হইবে
সঙরিবা যদি জীয়ে ॥
দুহিতা বলিয়া দুঃখ না ভাবিহ
ইহোঁ উদ্ধারিবে বংশ।
জ্ঞানদাস কহে শুনেছি কমলা
ইহাঁর অংশের অংশ ॥

তুড়ী মিশ্র ভাটিয়ারী—ধামালী

আজু কি আনন্দ ব্রজ ভরিয়া।
নব-বাস-ভূষা পরি ধায়ত গোপনারী
রহিতে নারয়ে ধৃতি করিয়া ॥ ধ্রু ॥
কিবা অপরূপ সাজে প্রবেশে ভবন মাঝে
গোপগণ কান্ধে ভার করিয়া।
বৃষভানু নৃপমণি, আপনা মানয়ে ধনি,
বালিকা-বদন-বিধু হেরিয়া ॥
সুভানু সুচন্দ্র ভানু ধরিতে নারয়ে
নাচে সব গোপ তায় ঘেরিয়া।

বাজে বাদ্য নানাজাতি গীত গায় প্রেমে মাতি
বসন উড়ায় ফিরি ফিরিয়া ॥
ঘৃত দধি দুগ্ধ সহ হরিদ্রা-সলিল কেহ
ঢালে কারু মাথে ছল করিয়া ।
মুখরার সাধ কত করয়ে মঙ্গল যত
কৌতুকে দেখয়ে নরহরিয়া ॥

§ আশোয়ারী—তেওট

জয় রে জয় রে জয় বৃষভানু-তনি ।
থির বিজুরী জিনি উয়ল অবনী ।
অরুণ অধর মুখ পূর্ণ চন্দ্র জিনি ।
উগারে অমিয়া তাহে ঈষদ হাসিনি ॥
নয়নযুগল শ্রুতি অতি মনোলোভা ।
কর-পদতল এই অষ্ট পদ্ম শোভা ॥
মুখ-ইন্দু গণ্ডযুগ ভালে অর্দ্ধ চান্দে ।
করপদে নখে কত বিধু পড়ি কান্দে ॥
কনক-মৃণাল ভুজ নাভি সরোবর ।
এ দাস উদ্ধব হেরি চিত মনোহর ॥

ঝুমুর

ভাটিয়ারী—ধামালী

বৃষভানু-পুরে আজি আনন্দ বাধাই।
রত্নভানু সুভানু নাচয়ে তিন ভাই॥
দধি ঘৃত নবনীত গোরস হলদি।
আনন্দে অঙ্গনে ঢালে নাহিক অবধি॥
গোপ গোপী নাচে গায় যায় গড়াগড়ি।
মুখরা নাচয়ে বুড়ী হাতে লৈয়া নড়ি॥
বৃষভানু রাজা নাচে অন্তর-উল্লাসে।
আনন্দে বাধাই গীত গায় চারি পাশে॥
লক্ষ লক্ষ গাভী বৎস অলঙ্কৃত করি।
ব্রাহ্মণে করয়ে দান আপনা পাসরি॥
গায়ক নর্ত্তক ভাট করে উতরোল।
দেহ দেহ লেহ লেহ শুনি এহি বোল॥
কন্যার বদন দেখি কীর্ত্তিদা জননী।
আনন্দে অবশ দেহ আপনা না জানি॥
কত কত পূর্ণচন্দ্র জিনিয়া উদয়।
এ দাস উদ্ধব হেরি আনন্দহৃদয়॥

তৃতীয় অধ্যায়

বাল্যখণ্ড

§ কৌবিভাস—জপতাল

এক মুখে কি কহব গোরাচান্দের লীলা।
হামাগুড়ি যায় নানা রঙ্গে শচীর বালা॥
লালে মুখ ঝর ঝর দেখিতে সুন্দর।
পাকা বিম্বফল জিনি সুরঙ্গ অধর॥
অঙ্গদ বলয়া শোভে সুবাহু-যুগলে।
চরণে মগরা খাড়ু বাঘনখ গলে॥
সোনার শিকলী পিঠে পাটের থোপনা।
বাসুদেব ঘোষ কহে নিছনি আপনা॥

ধানসী সূহই—দশকুসী

কি মোহন যাহুয়া কি রঙ্গ।
নব নলিনী-দল জিনি মুখ সুন্দর
পঙ্ক বিরাজিত অঙ্গ॥

কর-জানু-ভর গতি চরণ চঞ্চল অতি
ক্ষিতি চুম্বন মতিমাল।
নিজ কটি কিঙ্কিণী ঝুমুর ঝুমুর শুনি
রহি রহি অঙ্গ নেহার ॥
জননী ভরম হইয়া আনের নিকট যাইয়া
আঁচল ধরিয়া উঠে কোলে।
ঊর্দ্ধে নয়ন করি বয়ান নেহারি হরি
মা বলিয়া আন দিকে চলে ॥
বুদ্ধি রহিতে হেন ফিরে জগজীবন
যশোমতী দেখয়ে অলিন্দে।
কহে যদুনাথ দাস জনমে জনমে আশ
সো পহুঁ চরণারবিন্দে।

বিভাস—একতালা

দেখ মাই যশোমতী কোরে কানাই।
তেজোময় বালক, ত্রিজগত-পালক,
কি কহিব তপের বড়াই ॥ ধ্রু ॥
পিন্ধন বসনে রাণী, মুখানি মুছায়ই,
বীজন করয়ে মুখ-ইন্দু।
সরোরুহ-লোচন, কাজরে রঞ্জিত,
ভালে শোভে গোরোচনাবিন্দু ॥

সেবহু চতুর্মুখ, শিব শুক নারদ,
যছু পদ অনুখন ভাবি।
সো পহুঁ গোঙারিক চরণে লুঠই
রোয়ত হুধক লাগি ॥
চরণাঘাত করি, ফিকি ফিকি গীরত,
মিনতি লাখ লাখ বেরি।
গোবিন্দদাস কহ, কোই নাহি সমুঝই,
আপহি আপরসে ভোরি ॥

রামকেলি—তেওট

দেখ মাই নাচত নন্দদুলাল।
মণিময় নূপুর কটি-পর ঘাঘর
মোহন উরপর মাল ॥ ধ্রু ॥
গোপিনী শত শত, বালক যূথ যূথ,
গায়ত বোলত ভাল।
তিন্দা দ্রিমিকি ধনি, তাথৈ তাথৈ পুনি,
নিগধি তৃগধী বাজে তাল ॥
লহু লহু হাস, ভাষ মৃদু বোলত,
নিকসত দশন রসাল।
শ্যামদাস ভণ, জগজনজীবন,
গোপাল পরম দয়াল ॥

কল্যাণ—জপতাল

নন্দদুলাল, নাচত ভাল,
যশোদা তাহে, ধরত তাল,
সবহুঁ বোলত, ভাল ভাল,
হেরি মোহিত ব্রজনারী।
জলদ নিন্দি, সুন্দর শ্যাম,
কণ্ঠেতে মণি, মোতিম দাম,
বিন্দু বিন্দু, চুয়ত ঘাম,
তাহে অধিক মাধুরী॥
যশোদা-রচিত, সুন্দর সাজ,
শোহন নাচত, আঙ্গিনা মাঝ,
সবহুঁ ভুলত, নিজহি কাজ,
হেরি নয়নভঙ্গি চাতুরী।
হিলত অঙ্গ, বিবিধ রঙ্গ,
হেরি সবহুঁ পুলক অঙ্গ,
তাহে কতহি, মদন ভঙ্গ,
দেখিয়া ও রূপমাধুরী॥
বদন-চান্দ, হাসত মন্দ,
বচন কহত, অমিয়া ছন্দ,
তাহে উদয়, আনন্দ কন্দ,
সবহুঁ নয়নে খলত বারি।

শুনিয়া রাই, চলত ধাই,
তুরিতে নন্দ- মহলে যাই,
নয়ন ভুলল, বদন চাই,
আনন্দে ভাসল কিশোরি গোরী ॥
উদয় ভানু, নাচত কানু,
ধূলি ধূসর, চিকণ তনু,
করেতে শোভিছে, মোহন বেণু,
জগজনমনবিহারী ।
উভ করি বান্ধি, চাঁচর চুল,
বেড়িয়া মল্লিকা, মালতি ফুল,
কুলবতীগণ, ভাঙ্গল কুল,
হেরিয়া চাঁদ কি উজোরি ॥
কেশরী জিনিয়া, অধিক মাঝ,
ঘাঘর ঘুঙুর, কিঙ্কিণী বাজ,
শুনিয়া মোহিত, মদনরাজ,
কি আনন্দ আজ নন্দপুরী ।
অরুণ চরণে, মঞ্জির বোলে,
নিমানন্দ দাস, পড়িল ভোলে,
কৃপা করি রাখ, তাহারি তলে,
এই আশা আমি সদাই করি ॥

রামকেলি—মধ্যম দশকুশী

নাচত মোহন নন্দদুলাল।
বঙ্কিম চরণে, মঞ্জির ঘন বাজত,
কিঙ্কিণী তাহিঁ রসাল ॥ ধ্রু ॥
থল পঙ্কজদল, জিনিয়া চরণতল,
অরুণকিরণ কিয়ে আভা।
তাহার উপরে নখ- চাঁদ সুশোভিত,
হেরইতে জগমনলোভা ॥
মণি অভরণ কত, অঙ্গহি ঝলকত,
নাসায় মুকুতা কিবা দোলে।
মা মা মা বলি, চাঁদ-বদন তুলি,
নবীন কোকিলা যেন বোলে ॥
শুনি যশোমতি মাই, আহা মরি মরি যাই
বাহু পসারিয়া নিল কোলে।
মুখানি মুছিয়া রাণী, চুম্ব দেই মুখখানি,
বংশী ভাসে আনন্দ হিলোলে ॥

গোপালের নৃত্য

§ তিরোথা মিশ্র বিভাস—মধ্যম একতালা

শচীর আঙ্গিনায় নাচে বিশ্বম্ভর রায়।
হাসি হাসি ফিরি ফিরি মায়েরে লুকায়॥
বয়ানে বসন দিয়া বলে লুকাইনু।
শচী বলে বিশ্বম্ভর আমি না দেখিনু॥
মায়ের অঞ্চল ধরি চঞ্চল চরণে।
নাচিয়া নাচিয়া যায় খঞ্জন-গমনে॥
বাসুদেব ঘোষ কহে অপরূপ শোভা।
শিশুরূপ দেখি হয় জগ-মনলোভা॥

§ খাম্বাজ মিশ্র ভূপালি—আড়া কয়ালী

জননী কোরে বিলসত নন্দদুলাল।
আধহি আধ বোলত দোলত
মুখমে চুয়ায়ত লাল॥
ক্ষণে উঠত ক্ষণে বৈঠত মোহন
ক্ষণে ক্ষণে দেওত গারি।
যশোমতী সুন্দরী করে অঙ্গুলি ধরি
শিশুকে শিখাওত চারী॥

কবহি যশোমতী মুখ হেরি রোয়ত
পুন পুন মাগই কোর।
কোরহি বৈঠই পয়োধর পীয়ই
চরণ নাচাওত থোর॥
কটিতে ঘুঙ্গুরু কর- বলয়া বিরাজিত
হৃদয়ে দোলত মণিহার।
যতুনাথ দাস কহ, ও মুখ-শশি সঞে
দূর করত আন্ধিয়ার॥

সুহিনী মিশ্র বেলাবলি—নন্দন তাল

নব-নীরদ-নীল সুঠাম তনু।
ঝলমল মুখ পূর্ণ চাঁদ জনু॥
শিরে কুঞ্চিত কুন্তল বন্ধ ঝোঁটা।
ভালে শোভিত গোময়-চিত্র ফোঁটা॥
অধরোজ্জ্বল রঙ্গিম বিম্ব জিনি।
গলে শোভিত মোতিম-হার-মণি॥
ভুজ-লম্বিত অঙ্গদ মণ্ডলয়া।
নখ-চন্দ্রক গর্ব্ব-বিখণ্ডনয়া॥
হিয়ে হার রুরু-নখ রত্নে জড়া।
কটি কিঙ্কিণি ঘাঘর তাহে মোড়া॥

পদে নূপুর বঙ্করাজ সুশোভে।
থল-পঙ্কজ-বিভ্রমে ভৃঙ্গ লোভে
ব্রজ-বালক মাখন লেই করে।
সভে খাওত দেয়ত শ্যাম-অধরে॥
বিহরে নন্দনন্দন এ ভবনে।
পদ-সেবক দেব নৃসিংহ ভণে॥

সুহই ঝুমুর—সমতাল

গোপাল নাচিয়ে নাচিয়ে অমনি আসিয়ে
বসিলা মায়ের কোলে।
কর পর নন্দরাণী যোগায় ক্ষীর ননী
খাইতে খাইতে দোলে॥

চতুর্থ অধ্যায়

গোষ্ঠখণ্ড

§ বেলয়াড়—মধ্যম একতালা

আজু রে গৌরাঙ্গের মনে কি ভাব উঠিল।
ধবলী সাঙলি বলি সঘনে ডাকিল॥
সিঙ্গা বেণু মুরলী করিয়া জয়ধ্বনি।
হৈ হৈ বলিয়া গোরা ফিরায় পাঁচনী॥
রামাই সুন্দরানন্দ সঙ্গে নিত্যানন্দ।
গৌরীদাস অভিরাম সবার আনন্দ॥
বাহু তুলি গোরাচাঁদ করে হরিধ্বনি।
আনন্দে বিভোর ভেল নদীয়া-রমণী॥
বাসুদেব ঘোষ কহে মনের হরিষে।
গোষ্ঠলীলা গোরাচাঁদ করিলা প্রকাশে॥

শ্রীরাগ মিশ্র ভূপালী—একতালা

নীলপীত ধড়া নন্দ পরায় আপনি।
চন্দনতিলক দেই যশোদা রোহিণী॥

মাথায় বান্ধিল চূড়া শিখিপুচ্ছ তায়।
তাহাতে কতেক শোভা কহনে না যায়॥
কটিতে কিঙ্কিণী দিল মণিহার গলে।
ধড়ার অঞ্চল রাঙ্গা চরণেতে দোলে॥
গোপালে সাজাইয়া রাণী দোলমাল হিয়া
একবার কোলে আয় রে মা মা বলিয়া॥
রাঙ্গা লাঠি দিল হাতে সর্ব্বাঙ্গে চন্দন।
বংশীবদনে কহে চল গোবর্দ্ধন॥

শ্রীরাগ—ছোট জপতাল

বাজত সব গোঠ-বাজনা
সাজত বলবীরে।
মদ-ঘূর্ণিত নয়ন যুগল
পাগ লটপটি শিরে॥
বলাইর মুখ নয় যেন বিধু রে।
বুক বাহি পড়ে, অধরের লাল,
(যেন) শ্বেত কমলের মধু রে॥ ধ্রু॥
গলে বনমালা, বাহে তাড়বালা.
শ্রবণে কুণ্ডল সাজে।
ধব-ধব-ধব ধবলি বলিয়া
ঘন ঘন শিঙ্গা বাজে॥

* নব নটবর, নীলাম্বর,
লম্ফে ঝম্ফে আওয়ে।
মদে মাতল, কুঞ্জর গতি,
উলটি পালটি চাওয়ে॥
আপন তনু- ছায়রি হেরি
রোখা বেশ হোই।
হুঁ হুঁ পথ ছোড়হ বলি
অঙ্গুলি ঘন জোই॥
কর পাঁচনী কক্ষে দাবি
রাঙ্গা ধূলি গায় মাখে।
কা-কা-কা-কা-কা-কা, কানাইয়া বলিয়া
ঘন ঘন ঘন ডাকে॥
পদাঘাত মারি, কহে তিন বেরি,
স্থিরা ভব ধরণী।
শশিশেখর কহে হলধর
পদতলে যাঙ নিছনি॥

* এই অংশটুকু 'সারঙ্গ—বৃহৎ জপতালে' গীত হইতে পারে।

মঙ্গল মিশ্র ভাটিয়ারী—ধামালী

দণ্ডবৎ করি মায় চলিলা যাদব রায়
আগে পাছে ধায় শিশুগণ।
ঘন বাজে শিঙ্গা বেণু, গগনে গোখুর-রেণু,
স্থর নর হরষিতমন॥
আগে আগে বৎসপাল, পাছে ধায় ব্রজবাল
হৈ হৈ শবদ ঘনরোল।
মধ্যে নাচি যায় শ্যাম, দক্ষিণে শ্রীবলরাম
ব্রজবাসী হেরিয়া বিভোর॥
রহিয়ে রহিয়ে যায়, ফিরিয়া ফিরিয়া চায়,
জননী প্রবোধে বারে বারে।
শেখর শুনই বোল, কি লাগিয়ে কর রোল
মায়েরে লইয়া যাও ঘরে॥

খাম্বাজ মিশ্র বিভাস—বৃহৎ জপতাল

তুঙ্গ মণিমন্দিরে ঘন বিজুরি সঞ্চরে
মেঘরুচি বসন পরিধানা।
যত যুবতি মণ্ডলি পন্থ ইহ পেখলি
কোই নহি রাইক সমানা॥

ভাবি বিহি তোহারি সুখ লাগি।
রূপে গুণে সায়রি সুজল ইহ নায়রি
ধনি রে ধনি, ধন্য তুয়া ভাগি॥ ধ্রু॥
দিবস অরু যামিনী রাই অনুরাগিনী
তোহারি হৃদি-মাঝে রহু জাগি।
প্রতি দিবস নৌতুনা রাই মৃগিলোচনা
অতয়ে তুহুঁ উহারি অনুরাগী॥
রতন অট্টালিকা উপরে বসি রাধিকা
হেরি হরি অচল পদ পাণি।
রসিক জন মানসে হরিগুণ-সুধারসে
জাগি রহু শশিশেখর-বাণী॥

সুরট সারঙ্গ—জপতাল

আজু বিপিনে যাওত কান
মূরতি মূরত কুসুম-বাণ
জনু জলধর রুচির অঙ্গ
ভঙ্গি-নটবর-শোহনি
ইষত হসিত বয়ন-চন্দ
তরুণি-নয়ন নয়ন-ফন্দ
বিম্ব-অধরে মুরলি-খুরলি
ত্রিভুবনমনমোহনি॥

কুসুম-মিলিত চিকুর-পুঞ্জ
চৌদিগে ভ্রমর ভ্রমরী গুঞ্জ
পিঞ্ছ-নিচয়-রচিত-মুকুট
মকর-কুণ্ডল ডোলনি।
চঞ্চল নয়ন খঞ্জন জোর
সঘন ধাওত শ্রবণ-ওর
গীম শোহত রতন-রাজ
মোতিন হার লোলনি॥
কটিপীত-পট কিঙ্কিণি বাজ
মদগতি অতি কুঞ্জর-রাজ
জানুলম্বিত কদম্ব-মাল
মত্ত মধুকর ভোরণি।
অরুণ-বরণ চরণ-কঞ্জ
তরুণ-তরণি কিরণ গঞ্জ
গোবিন্দদাস-হৃদয় রঞ্জ
মঞ্জু-মঞ্জীর বোলনি॥

সুহিনী মিশ্র বেলাবলি—ছোট দুঠুকী

ব্রজ-নন্দকি নন্দন নীলমণি।
হরি-চন্দন-তিলক ভালে বনি॥

শিখি-পুচ্ছ চূড়া শিরে বামে টলি।
ফুল-দাম নেহারিতে কাম ঢলি॥
অতি কুঞ্চিত-কুন্তল-লম্বী চলি।
মুখ-নীল-সরোরুহ বেঢ়ি অলি॥
ভুজদণ্ডে বিখণ্ডিত হেমমণি।
নব-বারিদ বিত্যুত স্থির অবনি॥
অতি চঞ্চল লম্বিত পীত ধটি।
কল-কিঙ্কিণী সংযুত পীত কটি॥
পদ-নূপুর বাজত পঞ্চ স্বরং।
কর-বাদন নর্ত্তন গীতবরং॥
পদ-নূপুর বাজত পঞ্চরসে।
কিবা বেণু বেয়াপিত দিগ দশে॥
মুনি ধ্যান টলে যোগী যোগ ভুলে।
ধায় কামিনী কাননে তেজি কুলে॥
গজ সর্প সঞে গিরিরাজ চলে।
সুখ-রূপ-ভূ-বীরুধ পুষ্প-ফলে॥
সুরাসুর লজ্জিত শান্ত মনে।
পদ-সেবক দেব নৃসিংহ ভণে॥

সারঙ্গ খাম্বাজ মিশ্র—বৃহৎ জপতাল

নটবর নব কিশোর রায়
রহিয়া রহিয়া যায় গো।
ঠমকি ঠমকি চলত রঙ্গ
ধূলিধুসর শ্যাম অঙ্গ
হৈ হৈ হৈ সঘনে বোলত
মধুর মুরলী বায় গো॥
নীলকমল বদন চাঁদ
ভাঙ্গর ভঙ্গিম মদন ফাঁদ
কুটিল অলকা তিলক ভাল
কলিত ললিত তায় গো।
চূড়ে বরিহা গোকুলচন্দ
পবনে দোলয়ে মন্দ মন্দ
মধুকর মন হয়ে বিভোর
নিরখি নিরখি ধায় গো॥
নয়ানে সঘনে উলটি উলটি
হেরি হেরি পালটি পালটি
গোরী গোরী থোরি থোরি
আন নাহিক ভায় গো।
বলরাম দাস করত আশ
রাখাল সঙ্গে সদাই বাস

বেত্র মুরলী লইয়া খুরলী
সঙ্গে সঙ্গে যায় গো ॥

§ শ্রীরাগ মিশ্র সোহই মল্লার—ধড়া তাল

নীল কমল-দল শ্রীমুখ-মণ্ডল
ঈষত মধুর মৃদু হাস।
নাচিতে নাচিতে যায় গোধূলি লেগেছে গায়
আহীর-বালক চারি পাশ ॥
মণিময় ঝুরি মাথে কনয়া পাঁচনী হাতে
রতন-নূপুর রাঙ্গা পায়।
আগে আগে ধেনু ধায় পাছে যায় শ্যামরায়
বরিহা উড়িছে মন্দ বায় ॥
সবার সমান ঝুঁটা কপালে চন্দন-ফোঁটা
বিনোদ রাখাল কোন জনা।
শ্রীদামের কান্ধে হাত ওই যায় প্রাণনাথ
সখীরে দিছেন রাই চিনা ॥

§ কড়খা ধানশ্রী—বড় ছুটা তাল

যমুনাক তীরে ধীরে চলু মাধব
মন্দ মধুর বেণু বাওই রে।

ইন্দীবর-নয়নী বরজ-বধূ কামিনী
সদন তেজিয়া বনে ধাওই রে ॥
অসিত সরসীরুহ অসিত অম্বুধর
অসিত কুসুম অহিমকরসুতানীরে ।
ইন্দ্রনীলমণি উদার মরকত
শ্রী-নিন্দিত বপু-আভা রে ॥
শিরে শিখণ্ডদল নব গুঞ্জাফল
নিরমল মুকুতা লম্বিত নাসাতল ।
নব কিশলয় অব- তংস গোরোচন
অলকা তিলকা মুখবিভা রে ॥
শ্রোণি পীতাম্বর বেত্র বাম কর
কম্বু-কণ্ঠে বনমালা মনোহর ।
ধাতু-রাগ- বিচিত্র কলেবর
চরণে চরণ পরি শোভা রে ॥
গোধূলি-ধূসর বিশাল বক্ষঃস্থল
রঙ্গ-ভূমি জিনি বিলাস নটবর ।
গো-ছান্দন-রজ্জু বিনিহিত কন্ধর
রূপে ভুবন-মনলোভা রে ॥
ব্রহ্মা পুরন্দর দিনমণি শঙ্কর
যো চরণাম্বুজ সেবে নিরন্তর ।
সো হরি কৌতুকে ব্রজ-বালক সাথে
গোপ-নাগরী অভিলাষা রে ॥

সো মধু-রিপু- পদ-পঙ্কজ অনুখন
পরাগ-লালস-মানস-মোহন।
অভিনব সংকবি দাস জগন্নাথ
জননী-জঠর-ভয়-নাশা রে॥

§ শ্রীরাগ—মধ্যম দশকুসী

ঘনশ্যাম শরীর কলা রস ধীর
যমুনাক তীর বিহার বনি।
প্রিয় দাম শ্রীদাম ভায়া বলরাম
সঙ্গে বসুদাম রঙ্গে কিঙ্কিণী॥
নব রঙ্গ ধটী পহিরণ কটী
কত আঁচল লোলি দোলে পবনা।
শ্বেত চন্দন ভাল অঙ্গে গিরিলাল
কাণে ফুল ভাল করে কঙ্কণা॥
কত শৃঙ্গ সাজে করতাল বাজে
স্বরমণ্ডল বেণু বীণা মুরলী।
লোফিছে পাঁচনী বাজিছে কিঙ্কিণী
পদ-নূপুর রুনু-ঝুনু রব রোলি॥
যব বেণু পূরে মৃগ-পক্ষী ঝুরে
পুলকে তরু-পল্লব পুষ্প-ফলে।
টেড়ে করি অঙ্গ করি কত ভঙ্গ
প্রেমানন্দ অন্তর লোলি দোলে॥

খাম্বাজ বিভাস—একতালা

গিরিধর লাল গিরি পর খেলন
তরু হেলন পদ-পঙ্কজ দোলনিয়া।
অতিবল সুবল মহাবল বালক
কান্ধে ছান্দ করে ভাণ্ড দোহনিয়া॥
গিরিবর নিকট খেলত শ্যামসুন্দর
ঘূর্ণিত নয়ন বিশালা।
নৌতুন তৃণ হেরি- য়া যমুনা-তট
চঞ্চল ধায় গোপালা॥
সখাগণ সঙ্গে রঙ্গে নন্দনন্দন
উপনীত যমুনা-তীর।
পাঁচনী বেত্র বাম কক্ষে দাবই
অঞ্জলি ভরি পিয়ে নীর॥
প্রিয় সুদাম শ্রীদাম মধুমঙ্গল
তীরে রহি হেরত রঙ্গ।
শ্যামল সুন্দর মূরতি মনোহর
হেরি যমুনা অতি বাঢ়ল তরঙ্গ॥

শ্রীরাগ—একতালা

নীল বসন রতন ভূষণ
নাটুয়া মোহন বেশ।
বদন-ছান্দে মদন কান্দে
চামরী চাঁচর কেশ ॥
তাহাতে বিনোদ চূড়া।
শিখণ্ড-রচিত গুঞ্জায় খচিত
বিবিধ কুসুমে বেড়া ॥ ধ্রু ॥
গণ্ড-মণ্ডলে এক কুণ্ডল
এক মঞ্জরী ফুল।
চান্দ-বদনে শিঙ্গার নিসানে
ধাওয়ে ধবলী কুল ॥
মধুমঙ্গল বামে সুবল
সমুখে চিকণ কালা।
তার মাঝে রাম জিনি কোটি কাম
যমুনা দু-কূল আলা ॥
সখাগণ সনে ভাণ্ডীরের বনে
যমুনা-পুলিনে রৈয়া।
চরায় ধেনু বাজায় বেণু
দাস সুন্দরে লৈয়া ॥

পঞ্চম অধ্যায়

উত্তরগোষ্ঠখণ্ড

১ তুড়ি—রূপক

সুরধুনীতীরে আজু গৌর কিশোর।
সহচর মেলি আনন্দে বিভোর॥
খেলায় বিনোদ খেলা গোরা বনমালী
পুলিনবিহার করি ভকতমণ্ডলী॥
দিন অবসান দেখি গৃহেতে চলিলা।
জননীচরণে আসি প্রণাম করিলা॥
ধূলায় ধূসর অঙ্গ গদগদ ভাষ।
এ রাধামোহন পদ করতহিঁ আশ॥

গৌরী মিশ্র মায়ূর—তেওট

চাঁদ-মুখে বেণু দিয়া সব ধেনুর নাম লইয়া
ডাকিতে লাগিল উচ্চৈঃস্বরে।
শুনিয়া কানুর বেণু ঊর্দ্ধমুখে ধায় ধেনু
পুচ্ছ ফেলি পিঠের উপরে॥

অবসান বেণু-রব বুঝিয়া রাখাল:সব
আসিয়া মিলল নিজ সুখে।
যে ধেনু যে বনে ছিল ফিরাইয়া একত্র কৈল
চালাইল গোকুলের মুখে॥
শ্বেতকান্তি অনুপাম আগে ধায় বলরাম
আর শিশু চলে ডাহিন বামে।
শ্রীদাম সুদাম পাছে ভাল শোভা করিয়াছে
তার মাঝে নবঘনশ্যামে॥
ঘন বাজে শিঙ্গা বেণু গগনে গোখুর-রেণু
পথে চলে করি কত রঙ্গে।
যতেক রাখালগণ আবা আবা দিয়া ঘন
বলরাম দাস চলু সঙ্গে॥

তুড়ি গৌরী—তেওট

গোখুর-ধূলি উছলি ভরু অম্বর
ঘন হাম্বা হৈ হৈ রাব।
বেণু বিষাণ- নিশান সমাকুল,
সঙ্গে রঙ্গে সব ব্রজবাসী ধাব॥
বন সঞে গিরিবরধর ঘরে আওয়ে।
জলদ নেহারি যৈছে, তৃষিত চাতকী
ব্রজরমণীগণ মঙ্গল গাওয়ে॥

কুটিল অলকাকুল গোরজ-মণ্ডিত
বরিহা মুকুট মনোহর ছান্দ।
বিপিনবিহারী ছরমে ঘরমায়িত
ঝামর ভেল নীল উতপল মুখচান্দ॥
সরস কপোল লোল-মণিকুণ্ডল,
গণ্ড মুকুর উজিয়ারা।
গোবিন্দদাস ভণ, অপরূপ মোহন
হেরইতে জগ ভরি মদন বিথারা॥

জয়জয়ন্তী—ঢুঠুকী

দূরেতে আওত নাগর রায়।
যুবতী উমতি উন্নত চায়॥
বিরস বদন সরস ভেল।
হিয়ার আগুনি তখনি গেল॥
হসিত বেকত বচন মিঠ।
সজল ছুটল তরল দিঠ॥
মুরলী খুরলী শুনিতে পাই।
অতুল আনন্দে আকুল রাই॥
দেখিবারে সব সঙ্গিনী আই।
উঠল অট্টালি মিলল রাই॥

রতন আসনে বসিলা সবে।
শেখর সবারে সেবয়ে তবে॥

§ গৌরী—মধ্যম দশকুসী, ডাঁস পাহিড়া

তরুণী-লোচন- তাপ-বিমোচন-
হাস-সুধাঙ্কুর-ধারী।
মন্দ-মরুচ্চল- পিঞ্ছ-কৃতোজ্জ্বল-
মৌলিরুদার-বিহারী॥
সুন্দরি, পশ্য মিলতি বনমালী।
দিবসে পরিণতি- মুপগচ্ছতি সতি
নবনববিভ্রমশালী॥ ধ্রু॥
ধেনু-খুরোদ্ধৃত- রেণু-পরিপ্লুত-
ফুল্ল-সরোরুহ-দামা।
অচির-বিকস্বর- লসদিন্দীবর-
মণ্ডল-সুন্দর-ধামা॥
কল-মুরলী-রুতি- কৃত-তাবক-রতি-
রত্র দৃগন্ত-তরঙ্গী।
চারু-সনাতন- তনুরনুরঞ্জন-
কারিসুহৃদগণ-সঙ্গী॥

§ গৌরী—আড়া একতালা

বন সঞে আওত নন্দদুলাল।
গোধূলি-ধূসর শ্যাম কলেবর
আজানু লম্বিত বনমাল॥ ধ্রু॥
ঘন ঘন শৃঙ্গ বেণুরব শুনইতে
ব্রজবাসীগণ ধায়।
মঙ্গল-থারি দীপ করে বধূগণ
মন্দির-দ্বারে দাঁড়ায়॥
পীতাম্বর-ধর মুখ জিনি বিধুবর
নব মঞ্জরী অবতংস।
চূড়া ময়ূর- শিখণ্ডক-মণ্ডিত
বাওই মোহন বংশ॥
ব্রজবাসীগণ বাল বৃদ্ধ জন
অনিমিখে মুখ-শশী হেরি।
ভুখিল চকোর চাঁদ জনু পাওল
মন্দিরে নাচয়ে ফেরি॥
গোগণ সবহুঁ গোঠে পরবেশল
মন্দিরে চলু নন্দলাল।
আকুল পন্থে যশোমতী ধাওল
মোহন-ভণিত রসাল॥

গৌরী—তেওট

সাঁঝ সময়ে গৃহে আওল ব্রজসুত
যশোমতী আনন্দচিত।
প্রদীপ জারি থারি পর রাখই
আরতি করতহি গাওত গীত॥
ঝলকত ও মুখ-চন্দ।
ব্রজ-রমণীগণ চৌদিগে বেড়ল
হেরইতে রতিপতি পড়লহি ধন্দ॥ ধ্রু॥
ঘণ্টা তাল মৃদঙ্গ বাজাওত
শঙ্খশবদ ঘন জয়-জয়কার।
বরিখত কুসুম দেবগণ হরষিত
আনন্দ জগজন নগর বাজার॥
শ্যামর অঙ্গ মনোহর সুরচিত
বনমাল আজানু বিরাজ।
গোবিন্দদাস কহে ও রূপ হেরইতে
সংশয় যৌবনলাজ॥

গৌরী—জপতাল

আরতি করে নন্দরাণী
বালক-মুখ হেরি।
গায়ত নব নায়রিগণ
রাখাল সব ঘেরি॥
রম্ভাফল ঘৃত প্রদীপ
পুষ্প-রচিত থালি।
সুন্দরীগণ উলতি দেই
শিশুগণ করতালি॥
রাখি শিঙ্গাবেণু যশোদা মাই
কোরে নিল দোন ভাই
মাখন দহি দেহি ক্ষীর
খাওয়ে রাম কানাই॥
সকল শিশুর চাঁদ-মুখ তুলি
যশোমতী চুমো খাওয়ে
মঙ্গল পুছে নন্দ ঘোষ
জগদানন্দ গাওয়ে॥

ষষ্ঠ অধ্যায়

মানখণ্ড

অথ মানঃ ॥

স্নেহস্তূৎকৃষ্টতা-ব্যাপ্ত্যা মাধুর্য্যং মানয়ন্নবং ।
যো ধারয়ত্যদাক্ষিণ্যং স মান ইতি কীর্ত্ত্যতে ॥

"উজ্জ্বলনীলমণিঃ"

স্নেহের উৎকর্ষে হয় মাধুর্য্য নূতন ।
তাথে অদাক্ষিণ্যে 'মান' কহে বুধগণ ॥

"উজ্জ্বলচন্দ্রিকা"

মানখণ্ড (ক)—খণ্ডিতা

ভৈরবী—বৃহৎ জপতাল

পশ্য শচীসুতমনুপমরূপং ।
খণ্ডিতামৃত-রস-নিরুপম-কূপং ॥
কৃষ্ণরাগ-কৃত-মানস-তাপং ।
লীলা-প্রকটিত-রুদ্রপ্রতাপং ॥

প্রকলিত-পুরুষোত্তম-সুবিষাদং ।
কমলাকর-কমলাঞ্চিত-পাদং ॥
রোহিত-বদন-তিরোহিত-ভাষং ।
রাধামোহন-কৃত-চরণাশং ॥

খণ্ডিতারসোচিত শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দ-বন্দন

ভৈরবী—একতালা

ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ-পঙ্কজ-কলিতম্ ।
ব্রজবনিতা-কুচ-কুঙ্কুম-ললিতম্ ॥
বন্দে গিরিবরধর-পদকমলম্ ।
কমলাকর-কমলাঞ্চিতমমলম্ ॥ ধ্রু ॥
মঞ্জুল-মণি-নূপুর-রমণীয়ম্ ।
অচপল-কুল-রমণী-কমনীয়ম্ ॥
অতিলোহিতমতি-রোহিতভাসম্ ।
মধুমধুপীকৃত-গোবিন্দদাসম্ ॥

সখীর উক্তি

§ বিভাস—বৃহৎ জপতাল

উমত ঝুমত চরত গীরত
চলত চরণ থোর ।

মধুর মূরতি পূজল যুবতী
সোণার কমল জোর ॥
সখি, শ্যাম নাগর দেখ ।
রজনী জাগরে লোহিত লোচন
হৃদয়ে নখের রেখ ॥ ধ্রু ॥
কটি আভরণ নীল বসন
আনতহি আন বেশ ।
বকুল-মাল ভ্রমরী-জাল
সৌরভে ভুলল দেশ ॥
অধর অরুণ অমিয়া ঝরণ
রসবতী রস নেল ।
নয়ন-কমলে মধু পিবইতে
ভ্রমরবরণ ভেল ॥
কিঙ্কিণী-জাল অতি রসাল
বিরমি বিরমি বাজে ।
নরহরি-পহুঁ চরত গীরত
রাইক অঙ্গন মাঝে ॥

শ্রীমতীর উক্তি

৪ রামকেলি—জপতাল

আওত পরবঞ্চক শঠ নাগর শতঘরিয়া।
রমণী-পদ-যাবক পরিসর বক্ষসি ধরিয়া॥
নীলাম্বর পরিহিত-কটি লম্বিত পদ-আগে।
অরুণাধর দশন-ক্ষত ভুজ কঙ্কণ-দাগে॥
তরুণারুণ নয়নাম্বুজ আধ মুদিত অলসে।
ভালোপরি সিন্দূরবর কজ্জল সহ বিলসে॥
যা যা সখি বারহ মঝু নিয়ড়ে নাহি আওয়ে।
ঐছন শুনি তৈখনে উঠি শশিশেখর ধাওয়ে॥

বাঁরোয়া—তেওট

হেদে হে নিলাজ বঁধু লাজ নাহি বাসো।
বিহানে পরের বাড়ী কোন লাজে আইস
বুক মাঝে দেখি তোমার কঙ্কণের দাগ।
কোন কলাবতী আজ পাইয়াছিল লাগ॥
নখ-পদ বিরাজিত রুধিরে পূরিত।
আহা মরি কিবা শোভা করিলে ভূষিত॥
কপালে সিন্দূররেখা অধরে কাজল।
সে ধনি বিহনে তোমার আঁখি ছল ছল॥

দ্বিজ চণ্ডীদাসে কহে শুন বিনোদিনি।
না ছুঁইহ তুমি ইহার সব রঙ্গ জানি॥

শ্রীকৃষ্ণের উত্তর

§ ললিত—মধ্যম দশকুসী

সুন্দরি, কাহে কহসি কটুবাণী।
তোহার চরণ ধরি শপথ করিয়ে কহি
তুহুঁ বিনে আন নাহি জানি॥
তুয়া আশোয়াসে জাগি নিশি বঞ্চলুঁ
তাহে ভেল অরুণ নয়ান।
মৃগমদ-বিন্দু অধরে কৈছে লাগল
তাহে ভেল মলিন বয়ান॥
তোহে বিমুখ দেখি ঝরয়ে যুগল আঁখি
বিদরয়ে পরাণ আমার।
তুহুঁ যদি অভিমানে মোহে উপেখবি
হাম কাঁহা যাওব আর॥
হামারি মরম তুহুঁ ভাল রীতে জানসি
তবে কাহে কহ বিপরীত।
ঐছন বচনে দ্বিগুণ ধনি রোখয়ে
জ্ঞানদাস-চিত ভীত॥

§ সুহই—কাটা দ°

নখ-পদ হৃদয়ে তোহারি।
অন্তর জ্বলত হামারি॥
অধরহিঁ কাজর তোর।
বদন মলিন ভেল মোর॥
হাম উজাগরি রাতি।
তুয়া দিঠি অরুণিম কাঁতি॥
কাহে মিনতি করু কান।
তুহুঁ হাম একই পরাণ॥
হামারি রোদন-অভিলাষ।
তুহুঁক গদগদ ভাষ॥
সবে নহ তনু তনু সঙ্গ।
হাম গোরী তুহুঁ শ্যাম-অঙ্গ॥
অতয়ে চলহ নিজ বাস।
কহতহিঁ গোবিন্দদাস॥

শ্রীরাগ মিশ্র ললিত—মধ্যম দশকুসী

কাহাঁ নখ-চিহ্ন চিহ্নলি তুহুঁ সুন্দরি
এহ নব কুঙ্কুম-রেহ।
কাজর-ভরমে মরমে কিয়ে গঞ্জসি
ঘন মৃগমদ-পদ এহ॥

ভামিনি, মঝু মনে লাগল ধন্দ।
অপরূপ রোখে দোখ করি মানসি
দিনহিঁ তরুণি-দিঠি মন্দ॥
গৈরিক হেরি বৈরি সম মানসি
উর পর যাবক-ভানে।
ফাগুক বিন্দু ইন্দুমুখি নিন্দসি
সিন্দূর করি অনুমানে॥
তোহারি সম্বাদে জাগি সব যামিনী
অরুণিম ভেল নয়ান।
তুহুঁ পুন পালটি মোহে পরিবাদসি
গোবিন্দদাস পরমাণ॥

§ বিভাষ রাগিণী—একতালা

নীলোৎপল শ্রীমুখমণ্ডল
ঝামর কাহে ভেল।
মদন জ্বরে তনু তাতল
জাগরে নিশি গেল॥
সিন্দূরহি পরিমণ্ডিত
চৌরস কাহে ভাল।
গোবর্দ্ধনে গৌরিক সেবি
সিন্দূর তথি নেল॥

নখ-নিক্ষত বক্ষসি তুয়া
দেয়ল কোন নারী।
কণ্টকে তনু ক্ষত বিক্ষত
তোহে ঢুঁড়ইতে গোরি ॥
নীলাম্বর তুহুঁ পহিরলি
পীতাম্বর ছোড়ি।
অগ্রজ সঞে পরিবর্ত্তিত
নন্দালয়ে ভোরি ॥
অঞ্জন কাহে গণ্ডস্থলে
খঞ্জন কাহে অধরে।
উত্তর প্রতি- উত্তর দিতে
পরাজয় শশিশেখরে ॥

সুহই—ধানসী

মাধব, কাহে কান্দায়সি হামে।
চলি যাহ সো ধনি ঠামে ॥
তোহারি হৃদয় অধিদেবী।
তাকর চরণ যাহ সেবি ॥
যো যাবক তুয়া অঙ্গ।
ততহিঁ করহ পুন রঙ্গ ॥

সোই পূরব তুয়া কাম।
কী ফল মুগধিনি ঠাম॥
এত কহুঁ গদগদ ভাষ।
ভণ রাধামোহন দাস॥

§ সুহই—ধড়া

রাইক হৃদয়- ভাব বুঝি মাধব
পদতলে ধরণী লোটাই।
দুই করে দুই পদ ধরি রহুঁ মাধব
তবহি বিমুখ ভেল রাই॥
পুনহি মিনতি করু কান।
হাম তুয়া অনুগত তুহুঁ ভাল জানত
কাহে দগধ মঝু প্রাণ॥
তুহুঁ যদি সুন্দরী, মঝু মুখ না হেরবি
হাম যাওব কোন ঠাম।
তুয়া বিনু জীবন কোন কাজে রাখব
তেজব আপন পরাণ॥
এতহুঁ মিনতি যব করলহি মাধব
তব নাহি হেরল বয়ান।
গোবিন্দদাস মিছ আশোয়াসল
রোই রোই চলু বর কান॥

তিরোথা ধানসী বা ধানসী—মধ্যম একতালা

রাই-অনাদর হেরি রসিকবর
অভিমানে করল পয়ান।
নয়নক লোরে পথ লখই না পারই
পিত-বাসে মুছই বয়ান ॥
হরি হরি, নিজ অপরাধ নাহি জান।
সো হেন প্রেম গহি কথি লাগি নিরসল
কাহে কয়ল মুঝে মান ॥ ধ্রু ॥
মোহে উপেখি রাই কইছে জীয়ব
সো দুখ করি অনুমান।
রসবতি-হৃদয় বিরহ-জরে জারব
ইথে লাগি বিদরে পরাণ ॥
রাইক সম্বাদ সুধারস-সিঞ্চনে
তনু তিরপিত করু মোর।
গোবিন্দদাস যব যতনে মিলায়ব
তব যশ গাওব তোর ॥

মানখণ্ড (খ)—কলহান্তরিতা

§ তুড়ি বা বিভাষ—বড় সমতাল

মান-বিরহ-ভাবে পহুঁ ভেল ভোর।
ও রাঙ্গা নয়নে বহে তপতহিঁ লোর ॥

আরে মোর আরে মোর গৌরাঙ্গ-চাঁদ ।
অখিল জীবের মনলোচন-ফাঁদ ॥ ধ্রু ॥
প্রেম-জলে ডুবু ডুবু লোচন-তারা ।
প্রলাপ সন্তাপ ভাব আদি ভোরা ॥
কাঁদিয়া কহয়ে পুন ধিক মোর বুদ্ধি ।
অভিমানে উপেখলুঁ কানু গুণনিধি ॥
হইল মনের দুখ কি বলিব কায় ।
মঝু মন জীবন কৈছে জুড়ায় ॥
এইরূপে উদ্ধারিলা সব নর নারী ।
রাধামোহন কহে কিছু নহিল হামারি ॥

বালাধানসী—মধ্যম একতালা

কুঞ্জসে নিকসই মানিনী রাই ।
অরুণিম লোচনে সখি-মুখ চাই ॥
চলইতে অঙ্গ চলই না পারি ।
ছল ছল নয়ানে গলয়ে ঘন বারি ॥
টুটল মান ভেল বিরহতরঙ্গ ।
গৃহ মাঝে বৈঠল সহচরি সঙ্গ ॥
কহইতে অন্তর গদগদ ভাষ ।
বিমুখ হই সব ছোড়ল পাশ ॥

চন্দ্রশেখর কহে অনুচিত মান।
রোখে তেজলী কাহে নাগর কান॥

শ্রীরাগ—জপতাল

আসিয়া নাগর সমুখে দাঁড়াল
গলে পীত বাস লৈয়া।
সো চাঁদবদন ফিরি না চাহলি
তু বড় কঠিন মেয়া॥
সো শ্যাম নাগর জগত-দুর্ল্লভ
কিসের অভাব তার।
তোমা হেন কত কুলবতী সতী
দাসী হইয়াছে যার॥
তার চূড়া মেনে সুখেতে থাকুক
তাহে ময়ূরের পাখা।
তোমা হেন কত রূপসী যুবতী
দুয়ারে পাইবে দেখা॥
অভিমানী হৈয়া মোরে না কহিয়া
তেজলি আপন সুখে।
আপনার শেল যতনে আপনি
হানলি আপন বুকে॥

মনের আগুনে মরহ পুড়িয়া
নিভাইবে আর কিসে।
শ্যাম জলধর আর না মিলিবে
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে ॥

ললিত বিভাস—দশ

সখিক বচন শুনি রাই বিনোদিনী
ছোড়ল দীরঘ নিশ্বাস।
সো হেন রসিকবর আর না মিলব যব
অতয়ে উঠল ব্রজবাস ॥
গুণনিধি উপেখিয়া থির নাহি বাঁধে হিয়া
অব হাম কি করি উপায়।
কাঁদিয়া কহয়ে ধনী আর না রাখিব প্রাণী
বন্ধু বিনে প্রাণ মোর যায় ॥
মরণ শরণ ভেল কুল মান সব গেল
সোঙরি সোঙরি মন ঝুর।
চণ্ডীদাসে ভণে মঝু মুখ চাহ কেনে
সে জানি গেল কত দূর ॥

§ ধানসী মিশ্র ভূপালী—মধ্যম দশকুসী

চরণনখ রমণীরঞ্জন ছাঁদ
ধরণী লোটায়ল গোকুলচাঁদ ॥
ঢরকি ঢরকি পড়ু লোচনলোর ।
কত রূপে মিনতি কয়ল পহুঁ মোর ॥
লাগল কুদিন কয়ল হাম মান ।
অবহুঁ না নিকসয়ে কঠিন পরাণ ॥
রোখ-তিমির এত বৈরি কি জান ।
রতনক ভৈগেল গৈরিক ভাণ ॥
নারীজনমে হাম না করলুঁ ভাগি ।
মরণ শরণ ভেল মানক লাগি ॥
কবিরঞ্জন কহ শুন ধনি রাই ।
রোয়সি কাহে কহ ভালে সমঝাই ॥

§ গান্ধার—সমতাল

যাকর চরণ- নখর-রুচি হেরইতে
মুরছিত কত কোটি কাম ।
সো মঝু পদতলে ধরণী লোটায়ল
পালটি না হেরলুঁ হাম ॥

আর মোহে কি পুছসি, হামারি অভাগি।
ব্রজকুলনন্দন- চান্দ উপেখলুঁ
দারুণ মানকি লাগি॥ ধ্রু॥
কাতর দিঠি মিঠি বচনামৃতে
কত রূপে সাধল নাহ।
সো হাম শ্রবণক সীম নাহি আনলুঁ
অব হিয়া তুষানলে দাহ॥
সো হেন রসিক পিয়া কাঁহা রহুঁ কাঁহা করু
সোঙরি সোঙরি মন ঝুর।
গোবিন্দদাস কহ শুন বর-সুন্দরি
সো পহুঁ তোহারি অদূর॥

§ মায়ুর—তেওট

আন্ধল প্রেমে পহিলে নাহি হেরলুঁ
সো বহু-বল্লভ কান।
আদর সাধে বাদ করি তা সঞে
অহনিশি জলত পরাণ॥
সজনি, তোহে কহি মরমক দাহ।
কানুক দোখে যো ধনি রোখই
সোই তাপিনি জগ মাহ॥ ধ্রু॥

যো হাম মান বহুত করি মানলুঁ
কানুক মিনতি উপেখি ।
সো অব মনসিজ- শরে ভেল জর জর
তাকর দরশ না দেখি ॥
ধৈরজ লাজ মান সঞে ভাগল
জীবন রহত সন্দেহ ।
গোবিন্দদাস কহই সতি ভামিনি
ঐছন কানুক নেহ ॥

§ শ্রীরাগ—মধ্যম দশকুসী

শুনইতে কানু- মুরলী-রব-মাধুরী
শ্রবণে নিবারলুঁ তোর ।
হেরইতে রূপ নয়ন-যুগ ঝাপলুঁ
তব মোহে রোখলি ভোর ॥
সুন্দরি, তৈখনে কহলম তোয় ।
ভরমহি তা সঞে লেহ বাঢ়ায়লি
জনম গোঙায়বি রোয় ॥ ধ্রু ॥
বিনি গুণ পরখি পরশ-রস-লালসে
কাহে সোঁপলি নিজ দেহা ।
দিনে দিনে খোয়ায়লি ইহ রূপ লাবণি
জীবইতে ভেল সন্দেহা ॥

যো তছু হৃদয়ে প্রেম-তরু রোপলি
শ্যাম-জলদ-রস-আশে।
সো অব নয়ন- নীর দেই সিঞ্চহ
কহতহিঁ গোবিন্দদাসে॥

§ মল্লার—ধরাতাল

সীদতি সখি মম হৃদয়মধীরম্।
যদভজমিহ নহি গোকুল-বীরম্॥
নাকর্ণয়মপি সুহৃদুপদেশম্।
মাধব-চাটু-পটলমপি লেশম্॥
নালোকয়মর্পিতমুরু-হারম্।
প্রণমন্তঞ্চ দয়িতমনুবারম্॥
হন্ত সনাতন-গুণমভিযান্তম্।
কিমধারয়মহমুরসি ন কান্তম্॥

শ্রীরাগ মিশ্র ললিত—মধ্যম দশকুসী

চরণে লাগি হরি হার পিন্ধায়ল
যতনে গাঁথি নিজ হাথ।
সো নাহি পহিরলুঁ দূরহিঁ ডারলুঁ
মানিনি অবনতমাথ॥

সজনি, কাহে মোহে দুরমতি ভেল।
দগধ মান মঝু বিদগধ মাধব
রোখে বিমুখ ভৈ গেল ॥ ধ্রু ॥
গিরিধর নাহ বাহু ধরি সাধল
হাম নাহি পালটি নেহারি।
হাতক লছিমি চরণ পর ডারলুঁ
অব কি করব পরকারি ॥
সো বহু-বল্লভ সহজই দুর্ল্লভ
দরশ লাগি মন ঝূর।
গোবিন্দদাস যব যতনে মিলায়ব
তবহিঁ মনোরথ পূর ॥

§ ধানসী—বড় দশকুসী

কৈছে চরণে কর- পল্লব ঠেললি
মীললি মান-ভুজঙ্গে।
কবলে কবলে জিউ জরি যব যায়ব
তবহিঁ দেখব ইহ রঙ্গে ॥
মা গো, কিয়ে ইহ জিদ্দ অপার।
কো অছু বীর ধীর মহাবল
পঙরি উতারব পার ॥ ধ্রু ॥

আপনাক মান বহুত করি মানলি
তাক মান করি ভঙ্গ ।
সো তুলহ নাহ উপেখি তুহুঁ অব
বঞ্চবি কান্হুঁক সঙ্গ ॥
সখিগণ-বচন অলপ করি মানলি
চাহসি কাহে মঝু মুখ ।
ভণ ঘনশ্যাম শ্যাম তুহুঁ উপেখলি
দেয়লি বহুতর তুখ ॥

§ ধানসী—একতালা

তিল এক শয়নে সপনে যো মঝু বিনে
চমকি চমকি করু কোর ।
ঘন ঘন চুম্বনে গাঢ় আলিঙ্গনে
নিঝরে ঝরয়ে বহু লোর ॥
সজনি, সো যদি করু নিঠুরাই ।
না জানিয়ে কো বিধি নিধি দেই লেয়ল
সো সুখ করি বিছুরাই ॥ ধ্রু ॥
তুহুঁ কাহে বিরস- বচনে মোহে মারসি
ডারসি শোককি কূপে ।
মূরছিত জনে ঘা- তন নহে সমুচিত
জগজনে কহব বিরূপে ॥

ভাঙ্গল মান সবহুঁ জন-গঞ্জন
পীরিতি পীরিতি করি বাধা।
রসিক সুনাহ আপনে সুখ পায়ব
এ বড়ি মরমে মঝু সাধা ॥
সো মুখ-চান্দ হৃদয়ে ধরি পৈঠব
কালিন্দি-বিষ-হ্রদ-নীরে।
পামরি গোবিন্দ- দাস মরি যায়ব
সাজি আনল তছু তীরে ॥

§ গান্ধার—দশকুসী

কি কহলি কঠিনি কালিদহে পৈঠবি
শুনইতে কাঁপই দেহা।
ঐছন বচন কানু যব শুনব
জীবনে না বান্ধব থেহা ॥
তাহে তুহুঁ বিদগধ নারী।
অনুচিত মানে দেহ যদি তেজবি
মরমহি বিরহ বিথারি ॥ ধ্রু ॥
কানুক চীত রীত হাম জানত
কবহুঁ নহত নিঠুরাই।
তুহুঁ যদি তাহে লাখ গারি দেয়সি
তবহুঁ রহত পথ চাই ॥

ঐছন বোল না বোলবি সুন্দরী
কাহে পরমাদসি এহ।
গোবিন্দদাসক শপতি তোহে শত শত
যদি উদবেগ বাঢাহ॥

পঠমঞ্জরী—চঞ্চুপুটতাল

কয়লি ত কয়লি কলহে কাহে কাঁদসি
বৈঠি বিরম নিজ ভবনে।
সো কাঁহা যাওব আপহি আওব
পুনহি লোটায়ব চরণে॥
সুন্দরি, বচনে করবি বিশোয়াসে।
সজল নয়নে হরি পন্থ নেহারই
চিত্রা কহল মঝু পাশে॥ ধ্রু॥
বেণু ধেনু তেজি সকল সখাগণ
পরিহরি নীপমূলে বসই।
রাই রাই করি শিরে কর হানই
য়া নাম ধরই নিশসই॥
তুয়া লাগি কত বেরি মঝু গেহে আওব
মোহে যব সাধব লাখ।
চন্দ্রশেখর কহ তব তুহুঁ বঞ্চবি
আপন কান্তকি সাথ॥

কৌভৈরবী—বৃহৎ জপতাল

পহিলহিঁ রাগ নয়ন-ভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল॥
না সো রমণ না হাম রমণী।
দুহুঁ মন মনোভব পেশল জনি॥
এ সখি সো সব প্রেম-কাহিনী।
কানু ঠামে কহবি বিছুরহ জানি॥ ধ্রু॥
না খোজলুঁ দূতী না খোজলুঁ আন।
দুহুঁক মিলনে মধ্যত পাঁচবাণ॥
অব সো বিরাগে তুহু ভেলি দূতি।
সুপুরুখ-প্রেমক ঐছন রীতি॥
বর্দ্ধন-রুদ্র-নরাধিপ-মান।
রামানন্দ রায় কবি ভাণ॥

কামোদ—দশকুসী

ধনি পরবোধি চললি বর-সুন্দরী
ধরলিহু বিপিনক পন্থ।
গোঠ গোবর্দ্ধন যমুনা কানন
এ সব ফিরত একান্ত॥

সুন্দরি, কতিহুঁ না পেখল নাহ।
নিরজনে গোপ গোধন সব পরিহরি
পড়ি রহু পাঁতর মাহ ॥ ধ্রু ॥
হেম-বরণ এক অম্বুজ করে ধরি
পুন পুন হেরত তায়।
রাই রাই করি শিরে কর হানই
ধূলিধূসর সব কায় ॥
চূড়া চারু শিখণ্ডক মণ্ডিত
মুরলী পড়ি রহু দূর।
ঐছন সময়ে তাহি পরবেশল
চন্দ্রশেখর সুচতুর ॥

ধানসী—বড় দশকুসী বা কামোদ—একতালা

দূরে হেরি নাগর চতুরা সহচরী
ঠমকি ঠমকি চলি যায়।
জনু আন কাজে চলত বর-রঙ্গিণী
ডাহিন বামে নাহি চায় ॥
হরি হরি, ধূলি লোটায়ত কান।
সহচরী গমন হেরইতে তৈখন
হৃদয়ে করত অনুমান ॥ ধ্রু ॥

কিয়ে অতি সদয়- হৃদয় ইহ মঝু পর
সহচরী ভেজল রাই।
কিয়ে আন কাজে চলত বর-রঙ্গিণী
কারণ পুছই বোলাই॥
সহচরী সহচরী সহচরী করি হরি
বেরি বেরি করত ফুকার।
চতুরিণী সহচরী ঝুঁকি কহত মুঝে
নাম লেই কোন গোঙার॥
চমকি কহত হরি হাম রাই-কিঙ্কর
করুণা করিয়া ইহাঁ আহ।
দাস মনোহর এক নিবেদন
শুনি তব আনতহি যাহ॥

বালা ধানসী—জপতাল

দূতিক বচন শুনি নাগর-রাজ।
অন্তরে পাওল বহুতর লাজ॥
ইঙ্গিতে বুঝল সো আশোয়াস।
মন মাহা হোয়ল বহুত উল্লাস॥
তবহিঁ সফল করি জীবন মান।
তাকর সঙ্গে হরি করল পয়ান॥

পন্থহি কত কত ভাবে বিভোর।
ঐছনে পায়ল কুঞ্জক ওর॥
দূর সঞে নাগরি নাগর হেরি।
বৈঠলি তহিঁ পুন আনন ফেরি॥
গদ গদ নাগর যুড়ি দুই পাণি।
কহইতে বদনে না নিকসয়ে বাণী॥
গোবিন্দদাস কহই পুন মান।
দেখি ভীত অতি নাগর কান॥

§ ধানসী অথবা সুহই—বড় ছুটা

চাহ মুখ তুলি রাই চাহ মুখ তুলি।
নয়ন নাচনে নাচে হিয়ার পুতলি॥
পীত পিন্ধন মোর তুয়া অভিলাষে।
পরাণ চমকে যদি ছাড়হ নিশ্বাসে॥
লেহ লেহ রাই মোর সাধের মুরলী।
পরশিতে চাহি তোমার চরণের ধূলি॥
তুয়া মুখ নিরখিতে আঁখি ভেল ভোর।
নয়ন-খঞ্জন তুয়া পর-চিত-চোর॥
রূপে গুণে যৌবনে ভুবনে আগলি।
বিহি নিরমিল তুয়া পীরিতি-পুতলি॥

এত ধনে ধনী যেই সে কেন কৃপণ।
জ্ঞানদাস কহে কেবা জানিবে মরম ॥

§ দেশ বড়াড়ী রাগ—অষ্টতাল

বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্ত-রুচি-কৌমুদী
হরতি দর-তিমিরমতিঘোরম্।
স্ফুরদধর-সীধবে তব বদন-চন্দ্রমা
রোচয়তি লোচন-চকোরম্ ॥
প্রিয়ে চারু-শীলে, মুঞ্চ ময়ি মানমনিদানম্।
সপদি মদনানলো দহতি মম মানসং
দেহি মুখ-কমল-মধু-পানম্ ॥ ধ্রু ॥
সত্যমেবাসি যদি সুদতি ময়ি কোপিনী
দেহি খর-নখর-শর-ঘাতম্।
য় ভুজ-বন্ধনং জনয় রদ-খণ্ডনং
যেন বা ভবতি সুখ-জাতম্ ॥
ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনং
ত্বমসি মম ভব-জলধি-রত্নম্।
ভবতু ভবতীহ ময়ি সততমনুরোধিনী
তত্র মম হৃদয়মতিযত্নম্ ॥
নীল-নলিনাভমপি তন্বি তব লোচনং
ধারয়তি কোকনদ-রূপম্ ॥

কুসুম-শর-বাণ- ভাবেন যদি রঞ্জয়সি
কৃষ্ণমিদমেতদনুরূপম্ ॥
স্ফুরতু কুচ-কুম্ভয়ো- রুপরি মণি-মঞ্জরী
রঞ্জয়তু তব হৃদয়-দেশম্ ।
রসতু রসনাপি তব ঘন-জঘন-মণ্ডলে
ঘোষয়তু মন্মথ-নিদেশম্ ॥
স্থল-কমল-গঞ্জনং মম হৃদয়রঞ্জনং
জনিত-রতি-রঙ্গ-পরভাগম্ ।
ভণ মসৃণবাণি কর- বাণি চরণদ্বয়ং
সরস-লসদলক্তক-রাগম্ ॥
স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদপল্লবমুদারম্ ।
জ্বলতি ময়ি দারুণো মদন-কদনারুণো
হরতু তদুপাহিতবিকারম্ ॥
ইতি চটুল-চাটু-পটু চারু মুরবৈরিণো
রাধিকামধি-বচন-জাতম্ ।
জয়তি পদ্মাবতী- রমণ-জয়দেব-কবি-
ভারতী-ভণিতমতিশাতম্ ॥

করুণ কামোদ—দশকুসী

নিজ অপরাধ মানি যব মাধব
কোরে আগোরত ধাব।
সরস-বিরসময়ি ইঙ্গিতে রসবতি
অসমতি সমতি বুঝাব॥
দেখ সখি, রাই কি করয়ে নৈরাশে।
মান-জলদ সঞে নিকসয়ে মুখ-শশি
কানুক দীঘনিশাসে॥ ধ্রু॥
কনয়াচল-রুচ উচ কুচ-চুচুক
সরসহি পরশতি নাহ।
মানক শেষ- লেশ-রস-সূচক
আধ-মুদিত-দিঠি চাহ॥
অধর-সুধারস পিবইতে যব ধনি
বঙ্কিম করু মুখ আধা।
জগদানন্দ ভণ তবহি সফল করু
হরি মন-মনসিজ বাধা॥

শ্রীরাগ বা করুণ বড়াড়ি—একতালা

অনুনয় করি হরি পাণি পসারই
রাইক চরণক আগে।

নিজ মুখে আপনক কহই দোষ শত
মানই করম অভাগে॥
দেখ রাধামাধব-প্রীত।
ত্তহুঁ কর নিজ নিজ গুণহিঁ বাঢ়ায়ত
ত্তহুঁ জন নিজ নিজ রীত॥ ধ্রু॥
সুমুখি কহই কাহে মোহে বিড়ম্বহ
হাম তুয়া মুগধিনী নারী।
তুহুঁ সে রসিক-বর বিদগধ নাগর
নাগরী-জন-মনোহারী॥
কহইতে এতহুঁ নয়ন লোরে ঝাঁপল
কানু করল ধনি কোর।
ভাঙ্গল মান হেরি রাধামোহন
আনন্দে পুন ভেল ভোর॥

কামোদ—একতালা

রাই-কানু বিলসই নিকুঞ্জ-ভবনে।
নয়ানে নয়ানে ত্তহুঁ বয়ানে বয়ানে॥
ত্তখ সঞে সুখ ভেল ত্তহুঁ অতি ভোর।
হোর দেখ এ সখি রাই শ্যাম-কোর॥

দোঁহ দোঁহা অধরে কয়ল মধু পান।
চান্দ চকোরে যেন মিলায়ল আন॥
ভুজে ভুজে মিলল পরাণে পরাণ।
গোবিন্দদাস নিগূঢ় রস পান॥

ঝুমুর

বন্ধু তুমি আমার কালিয়া সোণা।
বলেছি কয়েছি কত মনেতে করো না॥

মানখণ্ড (গ)—দুর্জ্জয় মান

§ সূহই—সমতাল বা দশকুসী

বরণ কাঞ্চন দশবান
অরুণ বসন পরিধান॥
অবনত মাথে গোরা রহে।
অরুণ নয়ানে ধারা বহে॥
খেনে শিরে করতল রাখি।
খেনে ক্ষিতিতলে নখে লিখি॥
কান্দিয়া আকুল গোরা রায়।
সোণার অঙ্গ ধূলায় লোটায়॥
বাসুদেব ঘোষে গুণ গায়।
নিশি দিশি আন নাহি ভায়॥

§ ধানশ্রী—জোত সমতাল

মদন-কুঞ্জ পর বৈঠল মোহন
বৃন্দাসখি-মুখ চাই।
যোড়ি যুগল কর মিনতি করত কত
তুরিতে মিলায়বি রাই॥
হাম পর রোখি বিমুখ ভৈ সুন্দরী
যবহুঁ চললি নিজ গেহা।
মদন-হুতাশনে মঝু মন জারল
জীবনে না বান্ধই থেহা॥
তুহুঁ অতি চতুরী- শিরোমণি নাগরী
তোহে কি শিখাওব বাণী।
তুহুঁ বিনে হামারি মরম নাহি জানত
কৈছে মিলায়বি আনি॥
চন্দন চান্দ পবন ভেল রিপু-সম
বৃন্দাবন বন ভেল।
মউর কোকিল কত ঝঙ্কার দেয়ত
মঝু মনে মনমথ-শেল॥
ছল ছল নয়ন বয়ন ভরি রোয়ত
চরণ পাকড়ি গড়ি যায়।
হা হা সো ধনি হামে না হেরব
সিংহ ভূপতি রস গায়॥

§ শ্রীগান্ধার—মধ্যম দশকুসী

মাধব, নিপট কঠিন মন তোর।
হাত হাত হাম বাত শিখায়লুঁ
বাত না রাখলি মোর॥
সো বর নাগরী সহজেই সুন্দরী
কোমল অন্তর বামা।
বহুত যতন করি তোহে মিলায়লুঁ
কাহে উপেখলি রামা॥
তুহুঁ অতি লম্পট কয়লহি বিপরিত
প্রেমক রীত না জানি।
হাতক লছিমি চরণ পরে ডারলি
কৈছে মিলায়ব আনি॥
বাসর জাগি আগি সম উপজল
রজনি গোঙায়ল জাগি।
তোহারি বচনে হাম এক বেরি যায়ব
মিলব তুয়া গতি ভাগি॥
মোহন-মানস বুঝি দূতি আওল
মিলল রাইক পাশ।
ভূপতিনাথ দেখি অতি কৌতুক
অন্তরে উপজল হাস॥

ধানসী—মধ্যম একতালা

মদন-কুঞ্জ তেজি চললি চতুর দূতী
পবনক গতি সম গেল।
ক্ষিতি নখে লেখি দেখি মুখ ঝাঁপল
রাই উতর নাহি দেল॥
চতুরি দূতী তব মনহি বিচারল
কহত ললিতা সঞে বাত।
কাহে বিমুখ ভই বৈঠলি দূবরি
কি ভেল আজুক বাত॥
হেরি ললিতা সখি মৃদু মৃদু বোলত
হামারি করম মতি ভেলি।
নাগর কিশোর কুঞ্জে নিশি বঞ্চল
চন্দ্রাবলী সঞে কেলি॥
হাসি হাসি নিয়ড়ে যাই দূতী বৈঠল
কহতহি মধুরিম বাণী।
ইহ লঘু দোখে রোখ যব মানসি
কো কহে তোহে সেয়ানী॥
উঠ উঠ সুন্দরি মান দূর করি
বাহু পসারি করু কোর।
ফটকি হাত বাত নাহি শুনল
কোপে ভরল তনু জোর॥

রাইক নিঠুর বচন শুনি সহচরী
কোপে ভরল সব গাত।
ভূপতিনাথ রোখে তব বোলত
যবহুঁ ফটকল হাত॥

শ্রীরাগ—মধ্যম দুঠুকী

অখিল-লোচন-তম- তাপ-বিমোচন
উদয়তি আনন্দ-কন্দে।
এক নলিন মুখ মলিন করয়ে যদি
ইথে লাগি নিন্দহ চন্দে॥
সুন্দরি, বুঝল তুয়া প্রতিভাতি।
গুণগণ তেজি দোষ এক ঘোষসি
অন্তর অহিরিণি জাতি॥ ধ্রু॥
সকল জীব-জন- জীব সমীরণ
মন্দ সুগন্ধ সুশীতে।
দীপক জ্যোতি পরশে যদি নাশয়ে
ইথে লাগি নিন্দ মারুতে॥
থাবর জঙ্গম কীট পতঙ্গম
সুখদ যো সকল শরীরে।
কাগজ পত্র পরশে যব নাশয়ে
ইথে লাগি নিন্দহ নীরে॥

খেনে খেনে সকল কুসুম-মন তোষয়ে
নিশি রহু কমলিনি সঙ্গে।
চম্পক এক যদপি নাহি চুম্বই
ইথে লাগি নিন্দহ ভৃঙ্গে॥
পাঁচ পঞ্চগুণ দশগুণ চৌগুণ
আট দ্বিগুণ সখি মাঝে।
চম্পাতিপতি অতি আকুল তো বিনু
বিষাদ না পায়সি লাজে॥

কামোদ—ছোট দশকু

সখি হে, কাহে কহসি কটুভাষা।
ঐছন বহু গুণ এক দোষে নাশই
এক গুণ বহু দোষনাশা॥ ধ্রু॥
কি করব জপ তপ দান ব্রত নৈষ্ঠিক
যদি করুণা নহি দীনে।
সুন্দর কুল শীল ধন জন যৌবন
কি করব লোচন-হীনে॥
গরল-সহোদর গুরু-পত্নী-হর
রাহু-বমন তনু কারা।
বিরহ-হুতাশন বারিজ-নাশন
এক গুণ শশী উজিয়ারা॥

পরস্থত-হীত যতন নাহি নিজস্থতে
কাক-উচ্ছিষ্টরসপানী।
সে সব অবগুণ সগুণ এক পিক
বোলত মধুরিম বাণী ॥
কানুক পীরিতি কি কহব রে সখি
সব গুণ মূল অমূলে।
বংশী পরশি শপথি করে শত শত
তবহিঁ প্রতিত নাহি বোলে ॥
বর-পরিরম্ভন চুম্বন আলিঙ্গন
সঙ্কেত করি বিশোয়াসে।
আন রমণী সঞে সো নিশি বঞ্চল
মোহে করল নৈরাশে ॥
সুন্দর সিন্দূর নয়নক অঞ্জন
সঞ্চরু দশ নখ-রেখা।
কুঙ্কুম চন্দন অঙ্গে বিলেপন
প্রাত সময়ে দিল দেখা ॥
দশ গুণ অধিক অনলে তনু দাহিল
রতিচিহ্ন দেখি প্রতি অঙ্গে।
চম্পাতি পৈড় কপূর যব না মিলব
তবহুঁ মিলব হরি সঙ্গে ॥

§ কামোদ—মধ্যম দশকুশী

রাইক নিঠুর বচন শুনি সহচরী
মীলল কানুক পাশ।
পন্থক শ্রম-ভরে বচন কহে গদগদ
খরতর বহই নিশাস॥
মাধব, তুর্জ্জয় মানিনি মানি।
বিপরিত চরিত হেরি ভেল চমকিত
না ফুরয়ে এহ আধ বাণী॥ ধ্রু॥
"কা" বোল বোলইতে শুনই না পারই
শ্রবণ মুদয়ে তুই পাণি।
জৈমিনি জৈমিনি পুন পুন ফুকরই
বজর শবদ সম মানি॥
তুয়া গুণ নাম শ্রবণে নাহি শুনয়ে
তুয়া রূপ রিপু-সম জানি।
তুয়া নিজ জন সঞে সম্ভাষ না করয়ে
কৈছে মিলায়ব আনি॥
নীল বসনবর নীল চুড়ি কর
পোঁতিক মাল উতারি।
করি-রদ-চুড়ি কর মোতি-মালবর
পহিরণ অরুণিম শাড়ী॥
অসিত চিত্র কর উর পর আছিল
মিটায়ল চন্দন লাগাই।

মৃগমদ-তিলক ধোই দৃগঞ্চল
কুচ-মুখ চন্দনে ছাপাই ॥
চারু চিবুক পর এক তিল আছিল
নিন্দি মধুপ-সুত শ্যামা।
তৃণ অগ্রে করি মলয়জে রঞ্জল
সবহুঁ ছাপায়লি রামা ॥
জলধর হেরি চন্দ্রাতপে ঝাঁপল
শ্যামরি সখী নাহি পাশ।
তমাল তরুগণে চূণে লেপায়ল
শিখি পিকু দূরে নিবাস ॥
তুয়া গুণ বোলত এক শুক পণ্ডিত
শুনি তহিঁ উঠি রোযাই।
পঞ্জর ঝটকি ফটকি কর পটকিতে
ধাই ধরল হাম যাই ॥
মধুকর ডরে ধনি চম্পক-তরুতলে
লোচনে জল ভরি-পুর।
শ্যাম চিকুর হেরি মুকুর করে পটকল
টুটি ভৈগেল শতচূর ॥
মেরু-সম মান কোপ সুমেরু-সম
দেখি ভেল রেণু সমান।
চম্পাতিপতি অব রাই মানাইতে
আপ সিধারহ কান ॥

§ শ্রীগান্ধার—মধ্যম দশকুসী

বর-নাগর সাজই নাগরি বেশা।
মুকুট উতারি সীঁথি সোঙারল
বেণী বিরচিত কেশা॥
চন্দন ধোই সিন্দূর ভালে রঞ্জই
লোচনে অঞ্জন অঙ্কা।
কুণ্ডল খোলি কর্ণ-ফুল পহিরল
ভরি তনু কেশর-পঙ্কা॥
বেশর খচিত শতেশ্বরী পহিরল
চুড়ি কনক কর-কঞ্জে।
চরণ-কমল পাশে যাবক রঞ্জল
তা পর মঞ্জির গঞ্জে॥
কাঁচুলি মাঝে কদম্ব-কুসুম ভরি
আরম্ভল কুচ-আভা।
অরুণাম্বর বর শাটি পহিরল
বক্র বিলোকন-শোভা॥
ধরি পরিবাদিনী শ্যাম-সুমিলনে
শুভ অনুকূল পয়ানে।
পহিলহিঁ বাম চরণ তুলি মোহন
স্ত্রিয়া-গতি-লচ্ছন ভানে॥
ঐছন চরিতে মিলিল যাঁহা সুন্দরী
দূরহি একলি ঠাড়ি।

করে ধরি যন্ত্র তন্ত্র সঙারত
কো ইহ লখই না পারি ॥
রাইক নিকটে বাজাওত সুন্দরী
শুনইতে ভৈগেল সাধা।
এ নব যৌবনি নবীন বিদেশিনি
আও ফুকারই রাধা ॥
শুনইতে শ্যাম হরখি চিতে আওল
উঠি ধনি আদর কেল।
বাহু পাকড়ি নিজ আসনে বৈসায়ল
কত কত হরষিত ভেল ॥
তাহিঁ বাজাওত বীণা সুমাধুরী
রিঝি দেয়ল মণি-মাল।
ঐছে বাজাওত হামারি যন্ত্রিয়া
মোহন যন্ত্র রসাল ॥
সুর অপসরি কিয়ে নাগ-কুমারী তুহুঁ
স্বরূপে কহবি সখি মোয়।
আজুক দিবস সফল করি মানলুঁ
দুর্ল্লভ দরশন তোয় ॥
নাম গাম কহ কুল-অবলম্বন
ব্রজে আগমন কিয়ে কাজা।
সুখময়ি নাম মথুরা পুর যদুকুল
গুণি-জনে পীড়ই রাজা ॥

ধনি কহে তুয়া গুণে রিঝি পরসন্ন ভেল
মাগহ মানস যোয়।
মনোরথ-কর্ম্ম যাচলি যদি সুন্দরি
মান-রতন দেহ মোয়॥
হাসি মুখ মোড়ি পীঠ দেই বৈঠল
কানু কয়লি ধনি কোর।
টুটল মান বাঢ়ল যত কৌতুক
ভূপতি কো করু ওর॥

ভূপালী—একতালা

অপরূপ রাধামাধব-রঙ্গ।
দুর্জ্জয় মানিনি-মান ভেল ভঙ্গ॥
চুম্বই মাধব রাই-বয়ান।
হেরই মুখ-শশী সজল নয়ান॥
সখিগণ আনন্দে নিমগন ভেল।
দুহুঁ জন মন মাহা মনসিজ গেল॥
দুহুঁ জন আকুল দুহুঁ করু কোর।
দুহুঁ দরশনে বিদ্যাপতি ভোর॥

সপ্তম অধ্যায়

দানখণ্ড

অথ দানং ॥

ব্যাজেন ভূষণাদীনাং প্রদানং দানমুচ্যতে ॥

"উজ্জ্বলনীলমণিঃ"

ছলেতে কান্তারে দেয় বসন ভূষণ।
"দান" বলি তার নাম কহে কবিগণ ॥

"উজ্জ্বলচন্দ্রিকা"

§ সূরট মল্লার—তেওট

হোর দেখ নব নব গৌরাঙ্গ-মাধুরী
রূপে জিতল কোটি কাম।
অঙ্গহি অঙ্গ ঘামকুল সঞ্চরু
যৈছন মোতিম-দাম ॥
নয়নহি নীর বহ কম্পই থির নহ
হাসি কহত মৃদু বাত।

কো জানে কি ক্ষণে ঘর সঞে আয়লুঁ
ঠেকি গেলুঁ শ্যামর হাত ॥
বেশক উচিত দান কভু না শুনিয়ে
কাহাঁ শীখলি অবিচার ।
বুঝি দেখি নিরজন বন সে গোবর্দ্ধন
লুটবি তুহুঁ বাটপার ॥
কো ইহ ভাব- ভরহি ভরমাইত
কিঞ্চিত পাটল আঁখি ।
রাধামোহন কিয়ে আনন্দে ডুবব
ও রস-মাধুরী দেখি ॥

§ ধানসী—দাসপেড়ে

খেলা-রসে ছিলা কানাই সুবলের সনে ।
হেন কালে রাধারে পড়িয়া গেল মনে ॥
আপনার ধেনু সব সঙ্গিগণে দিয়া ।
রাধা বলি বাজায় বাঁশী ত্রিভঙ্গ হইয়া ॥
রাধা বলি কানাই পূরিল মোহন বাঁশী ।
শ্রীরাধিকার কর্ণে তাহা প্রবেশিল আসি ॥
শুনি ধ্বনি সুবদনী অথির হইয়া ।
বন্ধুরে ভেটিতে যায় আপনারে দিয়া ॥
রায় শেখর কহে এই কথা বটে ।
চল সবে যাই মোরা যমুনার তটে ॥

মায়ূর—তেওট

মোহন মুরলী-রবে আকুল হইয়া সভে
আর চিত ধরণে না যাই।
চল চল বড়ি মাই মথুরার বিকে যাই
দান-ছলে ভেটিব কানাই ॥
চলু বৃষভানু-নন্দিনী।
আনন্দে আকুল চিত অঙ্গ ভেল পুলকিত
শুনিয়া গোবিন্দ পথে দানী ॥ ধ্রু ॥
সুবর্ণের ভাণ্ড ভরি ঘৃত দধি ছেনা পূরি
সারি সারি পসরা উপর।
তাহাতে উড়নি ভালি বিচিত্র নেতের ফালি
দাসী শিরে করে ঝলমল ॥
গুরুয়া নিতম্বভরে পাখানি টলমল করে
যেন মদমত্ত করিণী।
লোটন লোটায় পিঠে কাঁকালি লুকায় মুঠে
তাহে শোভে বিচিত্র কিঙ্কিণী ॥
মুখে চুয়াইছে ঘাম যেন মুকুতার দাম
হেন বুঝি কুমুদের সখা।
শীতল তরুর ছায় রহিয়া রহিয়া যায়
যমুনা-কিনারে দিল দেখা ॥

নাগর আছিলা তথি দেখিয়া সে কুলবতী
দান ছলে আগুলিলা আসি।
দাস জগন্নাথে কয় মুখ নিরখিয়া রয়
যেমন চকোরে মিলে শশী ॥

শ্রীবড়াড়ি—মধ্যম একতালা

হেদে হে নন্দের সুত, কে তোমা করিলে মহাদানী।
দণ্ডে কাচ নানা কাচ না ছাড় রমণীর পাছ
বুঝাইলে না বুঝ হিত বাণী ॥ ধ্রু ॥
শুনিয়াছি শিশুকালে পূতনা বধ্যাছ হেলে
তৃণাবর্ত্তের লৈয়াছ পরাণ।
এখনি নন্দের বাড়ী দেখিয়াছি গড়াগড়ি
এখনি সাধিতে আইলা দান ॥
কাড়ি লব পীত ধড়া আলুয়্যা ফেলিব চূড়া
বাঁশীটি ভাসাঞা দিব জলে।
কুবোল বলিবা যদি মাথায় ঢালিব দধি
বসিতে না দিব তরুতলে ॥
মোহন চাতুরী করি বাঁশীতে সন্ধান পূরি
বুকে হান মনমথ-বাণ।
রমণী-মণ্ডল করি অভরণ লব কাড়ি
ভাল মতে সাধাইব দান ॥

রাখাল বর্ব্বর জাতি ধেনু রাখ দিবা রাতি
মহিষ গোধন বৎস লয়্যা।
কুলবধূ সনে হাস ইথে নাহি লাজ বাস
এখনি কংসেরে দিব কয়্যা॥

সুহই—ছোট দশকুসী

কি বলিলে সুধামুখি আমি মাঠে ধেনু রাখি
পুরুষে সকলি শোভা পায়।
রাজার নন্দিনী হইয়ে দধির পসরা লয়ে
মাঠে হাটে কে ধেয়ে বেড়ায়॥
পদ্মগন্ধ উড়ে গায় মধু লোভে অলি ধায়
অপরূপ শোভা আহিরিণী।
দেখিতে চাঁদের সাধ কোটী কাম উনমাদ
নিরুপম অমিয়া নিছনি॥
তোমার নিজ পতি যে কেমনে ধরেছে দে
তোমাতর পাঠাইয়া দিয়া হাটে।
এমন রূপসী যদি মোরে মিলাইত বিধি
বসাইয়া রাখিতাম সোনার খাটে॥
কানু কহে শুন রাই যে পুরুষের ধন নাই
ধন ধর্ম্ম সকলি কপালে।
যদুনাথ কহে এবে দূরে বিকে কেনে যাবে
বিকি কিনি কর তরুতলে॥

মালসী—তেওট

আইস বৈস তরুতলে শশিমুখি রাই ।
তোমার বদন-শোভার বলিহারি যাই ॥
ঢর ঢর কষিল-কাঞ্চন-তনু গোরী ।
ধরণী পড়িছে নব-যৌবন-হিলোরি ॥
বদন শরদ-সুধানিধি অকলঙ্ক ।
মনমথ-মথন অলপ দিঠি বঙ্ক ॥
আলো রাই কি বলিব আর ।
ভুবনে দিবার নাহি তুলনা তোমার ॥ ধ্রু ॥
কুটিল কুন্তল বেঢ়ি কুসুমের জাদ ।
সুরঙ্গ সিন্দূর সিঁথে বড় পরমাদ ॥
উন্নত উরজ কিবা কনক-মহেশ ।
মুঠে ধরয়ে কিবা খীন মাঝাদেশ ॥
উলটি-কদলি উরু গুরুয়া নিতম্ব ।
জ্ঞানদাসের পহুঁ জীয়ে এই অবলম্ব ॥

§ বড়াড়ি—বড় একতালা

বিনোদিনি মো বড় উদার দানী ।
সকল ছাড়িয়া দানী হইয়াছি
তোমার মহিমা শুনি ॥

খঞ্জন-নয়ন অঞ্জনে রঞ্জিত
তাহে কটাক্ষের বাণ।
নাসিকা উপরে অমূল্য মুকুতা
তাহার অধিক দান॥
অলকা উপরে কুটিল কবরী
তাহে চন্দনের রেখা।
পরশ-দাপনি জিনি মুখখানি
কে করে দানের লেখা॥
পীন পয়োধর সুমেরু-শিখর
তাহে মুকুতার হারে।
রতন অধিক যতন করিয়া
ঝাঁপিয়া রেখেছ কোরে॥
চরণ উপরে কনক-নূপুর
চলিতে করয়ে ধ্বনি।
রসের পসার করি আগুসার
প্রবোধ করহ দানি॥
বংশীবদনে কহয়ে যতনে
শুন লো রাজার ঝি।
উচিত কহিতে মনে মন্দ ভাব
আঁচলে ঝাঁপিলা কি॥

শ্রীরাগ—জপতাল

এই মনে বনে দানী হইয়াছ
ছুঁইতে রাধার অঙ্গ।
রাখাল হইয়া রাজবালা সনে
কিসের রভস রঙ্গ ॥
এমন আচর নাহি কর ডর
ঘনাইয়া আসিছ কাছে।
গুরুবর আগে করিব গোচর
তখন জানিবে পাছে ॥
ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না নিলাজ কানাই
আমরা পরের নারী।
পর-পুরুষের পবন পরশে
সচেলে সিনান করি ॥
গিরি গিয়া যদি গৌরী আরাধহ
পান কর কনক-ধূমে।
কামনা-সাগরে কামনা করহ
বেণী-বদরিকাশ্রমে ॥
সূর্য্য-উপরাগে সহস্র সুন্দরী
ব্রাহ্মণে করাহ সাথ।
তভু হয় নহে তোমার শকতি
রাই-অঙ্গে দিতে হাত ॥

গোবিন্দদাসের বচন মানহ
না কর এসব ঢঙ্গ।
যোই নাগরী ও রসে আগরি
করহ তাকর সঙ্গ ॥

করুণ বড়াড়ি—মধ্যম একতালা

তোহারি হৃদয় বেণী-বদরিকাশ্রম
উন্নত কুচগিরি জোর।
সুন্দর বদন-ছবি কনক-ধূম পিবি
ততহিঁ তপত মন মোর ॥
সুন্দরি, তোহারি চরণযুগ ছোড়ি।
গৌরী-আরাধনে কাঁহা চলি যায়ব
তুহুঁ সে তিরিথময়ী গোরী ॥ ধ্রু ॥
সুন্দর সিন্দূর মৃগমদ পরশল
এহি সুরয-গ্রহ জানি।
তুয়া পদনখ-দ্বিজ- রাজহি সোঁপলু
সুন্দরী সহস্র পরাণি ॥
কাম-সাগরে হাম সহজই নিমগন
কাম পূরবি তুহুঁ রাই।
শ্যামর বোলি অব চরণে না ঠেলবি
গোবিন্দদাস মুখ চাই ॥

শ্রীরাগ—একতালা

শুন লো সুন্দরি প্রেমের আগরি
তুয়া অনুরাগে মরি।
তোমার লাগিয়া সকল ছাড়িয়া
আইনু গোকুল-পুরী॥
তোমার কারণে ফিরি বনে বনে
ধেনু রাখিবার ছলে।
ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া লাগি না পাইয়া
শ্রমে বসি তরুতলে॥
রাই হে, আমি সে তোমার দানি।
সকল ছাড়িয়া বিষয় লৈয়েছি
তোমার মহিমা শুনি॥ ধ্রু॥
হেম বরণ মণি অভরণ
সদাই নয়নে দেখি।
পাসরিতে নারি হিয়ায় ভরি
পালটিতে নারি আঁখি॥
তুমি সে পরাণ- সরবস ধন
এ দুই নয়ানের তারা।
এত কলাবতী গোকুলে বসতি
কারু নহে হেন ধারা॥

কি জানি কি গুণে হিয়ার মাঝারে
পশিয়া করহ বাস।
অপরূপ নহে এমত সহজে
কহয়ে বংশীদাস॥

ভূপালী— ঝুজ্‌ঝুটি তাল

রাধা মাধব নীপমূলে হো।
কেলি কলারস দান-ছলে হো॥
দূরে গেও সখিগণ সহিতে বড়াই।
নিভৃত নীপ-মূলে লুঠই রাই॥
দোহেঁ দোহাঁ হেরইতে দুহুঁ ভেল ভোর
চাঁদ মিলল জনু ভুখিল চকোর॥
দুহুঁ জন হৃদয়ে মদন পরকাশ।
সখিগণ হেরি দুহে বাঢ়ল উল্লাস॥
ভুজে ভুজে বেড়ি দুহার নয়ানে নয়ান।
কমলে মধুপ যেন হইল মিলন॥
দোঁহার অধর-মধু দুহুঁ করু পান।
নিজ অঙ্গে দিল রাই ঘন রস দান॥
মীলল দুহুঁ জন পূরল আশ।
আনন্দে সেবই গোবিন্দদাস॥

ঝুমর

রাধা মাধব নীপমূলে
কেলি-কলা-রস দানছলে ॥

অষ্টম অধ্যায়

নৌকাখণ্ড

অথ নোখেলা

মুক্তা তরঙ্গনিবহেন পতঙ্গপুত্রী
নব্যা চ নৌরিতি বচস্তব তথ্যমেব ।
শঙ্কানিদানমিদমেব মমাতিমাত্রং
ত্বং চঞ্চলো যদিহ মাধব নাবিকোঽসি ॥

"উজ্জ্বলনীলমণিঃ"

এই ত যমুনা বহে উৎকট তরঙ্গ তাহে
ভাল নৌকা তাহা মোরা জানি ।
চড়িবারে ভয় করি আমরা যুবতী নারী
খেয়ারি চঞ্চলশিরোমণি ॥

"উজ্জ্বলচন্দ্রিকা"

§ সুহই—বড় দশকুসী

আরে মোর আরে মোর গৌরাঙ্গ রায়।
সুরধুনী মাঝে যাইয়া নবীন নাবিক হৈয়া
সহচর মেলিয়া খেলায়॥ ধ্রু॥
প্রিয় গদাধর সঙ্গে পুরব রভস-রঙ্গে
নৌকায় বসিয়া করে কেলি।
ডুবু ডুবু করে না বহয়ে বিষম বা
দেখি হাসে গোরা বনমালী॥
কেহো করে উতরোল ঘন ঘন হরিবোল
দু কূলে নদীয়ার লোকে দেখে।
ভুবনমোহন নায়্যা দেখিয়া বিবশ হৈয়া
যুবতী ভুলিল লাখে লাখে॥
জগজনচিত-চোর গৌরসুন্দর মোর
যে করে তাহাই পরতেক।
কহে দীন রামানন্দে এ হেন আনন্দ-কন্দে
বঞ্চিত হইনু মুই এক॥

ধানশ্রী—মধ্যম দশকুসী

সখাগণ সঙ্গ ছোড়ি সব ধেনুগণ
চলতহি নাগররাজ।

ভাবিনী মনোরথে চলত বিপিন-পথে
সাধিতে মনোরথ কাজ ॥
চতুরশিরোমণি কান।
হেরি যমুনার জল মনমথ উথলল
পূরল মুরলীনিসান ॥ ধ্রু ॥
সৃজিল তরণীখানি প্রবাল মুকুতা আনি
মাঝে মাঝে হীরার গাঁথনি।
শিখিপুচ্ছ গুঞ্জা ছড়া রজত কাঞ্চনে মোড়া
কেরোয়ালে রজতকিঙ্কিণী ॥
তপনতনয়া-নীরে তরণী লইয়া ফিরে
বিদগধ নাগররাজ।
গোবিন্দদাস ভণে কি আনন্দ হৈল মনে
ঝুনু ঝুনু নূপুর বাজ ॥

ভাটিয়া—ধামালি তাল

দধি দুগ্ধ ঘৃত ঘোলে সাজাঞা পসরা।
মথুরার বিকে চলে যত ব্রজবালা ॥ ধ্রু ॥
তপনক তাপে তাপিত ভেল মহীতল
বালুকা দহন-সমান।
চড়ই মনোরথে ভামিনী চলু পথে
তাপাতাপ কিছু নাহি মান ॥

প্রেমক গতি দুরবার

নবীন-যৌবনী ধনী চরণ কমল জিনি
তবহিঁ করল অভিসার ॥
সতীগণ-সৌরভ গুরুজন-গৌরব
তৃণ করি না মানিল বাধা।
ছুটল মন মাহা মনমথে মাতল
ডুবল কুলমরিযাদা ॥
প্রখর রবির তাপে চলিয়া যাইতে পথে
ঘামিয়াছে রাই-মুখশশী।
শীতল তরুর ছায় রহিয়া রহিয়া যায়
যমুনাতে দেখা দিল আসি ॥

§ তুক—ধড়াতাল

কিবা যায় রে, শ্যাম-সোহাগিনী।
ধনী ঠমকি ঠমকি চলনী, চরণে মণি-মঞ্জীর বোলনি,
পিঠ পর বেণী দোলনী ॥
সাজায়ে পসরা যাইতে মথুরা
যতেক গোপের নারী।
চলিতে চলিতে দেখে আচম্বিতে
প্রবল যমুনা-বারি ॥

দেখিয়া লাগিল ডর।
দু কূল বাহিয়া বারি যায় বয়ে
জল ঘোরে নিরন্তর ॥
কহে গোপনারী সে তরঙ্গ হেরি
পথে বিড়ম্বিল বিধি।
যাইব কেমনে, বাড়িছে এখনে
প্রবল যমুনা নদী ॥
এক দিঠ করি সব গোপনারী,
দু কূলে নেহারি রয়।
আইলা শ্রীহরি, হইয়া কাণ্ডারী
বলরাম দাসে কয় ॥

মিশ্র খাম্বাজ—মধ্যম ঠুংকী

বড়াই, ঐ কি ঘাটের নেয়ে।
কোথা হৈতে আসি দিল দরশন
বিনোদ তরণী বেয়ে ॥ ধ্রু ॥
রজত কাঞ্চনে নাখানি সাজান
বাজিছে কিঙ্কিণীজাল।
অপরূপ তাতে শোভে রাঙ্গা হাতে
মণি-বান্ধা কেরোয়াল ॥

রতনের ফালি শিরে ঝলমলি
কদম্বকুসুম কানে।
জঠর অঞ্চলে বাঁশিটি গুঁজেছে
শোভে নানা অভরণে॥
হাসিতে হাসিতে গীত আলাপিছে
ঢুলাইছে রাঙ্গা আঁখি।
চাপাইয়া নায় কি জানি কি চায়
চঞ্চল উহারে দেখি॥
আমরা কহিব কংসের যোগানী
মুখে না হারিও কেহু।
জগন্নাথ কয় শশী ষোলকলা
পেলে কি ছাড়িবে রাহু॥

§ সারঙ্গ—দুঠুকী

যমুনার দু কূল করিল আলা নায়্যার রূপে।
জগজন-মন ভুলে দেখিয়া স্বরূপে॥
গলে বনমালা দোলে শিরে শিখিপাখা।
দেখি মেনে জাতি কুল নাহি গেল রাখা॥
মুচকি হাসিয়া নায়্যা যার পানে চায়।
যাচিয়া যৌবন দিতে সেই জন ধায়॥

ঠেকিনুঁ নায়্যার হাতে কি করি উপায়।
বজর পড়িল সখি কুলের মাথায়॥
বংশীবদনে কহে স্থির কর হিয়া।
তোমরা এমন হৈলা না কহিতে নায়্যা॥

গৌরী—মধ্যম দাসপেড়ে

আলো, তোরা কে লো খঞ্জন-নয়নী।
এহেন সুন্দর সাজে বল যাবে কোন কাজে
বল না বল না তাই শুনি॥ ধ্রু॥
তোমরা ডাকিছ সুখে তরণী পড়েছে পাকে
আমি আগে আপনা সামালি হে।
যে হই সে হই মোরা তরণী আনহ ত্বরা
কাজে কাজে জানিবে সকলি॥
দেখিয়া গোপীর ঠাট নাবিক লাগায় নাট
অঙ্গভঙ্গ গান রঙ্গরসে।
যমুনা আনন্দভরে সম্বরিতে নাহি পারে
উছলি পড়িছে দুই পাশে॥
কিবা সে তরণীখানি রজত-কাঞ্চন-মণি-
মাণিক-খচিত দেব-লোভা।
তার মাঝে নীলোৎপল- কান্তি জিনি সুকোমল
প্রফুল্ল বদন অঙ্গশোভা॥

রমণী-ভ্রমরী যত শব্দ করয়ে কত
পরিমলে লুবধ হইয়া।
চঞ্চল সে নীলোৎপল অগাধ যমুনা-জল
আনন্দতরঙ্গ যায় বৈয়া॥

মল্লার—ছুঠুকী

বিনোদিনী পহিলে চাপিলা গিয়া নায়।
দক্ষিণে ঘোমটা টানি বামেতে পসরাখানি
গুঢ়া চাপি বসাইলা তায়॥
কহিছে কাণ্ডারী শুনহ গোরী
তেজহ ও নীল শাড়ী।
নব ঘন বলি বাড়িবে পবন
রাখিতে নারিব তরী॥
ধনি, তেজহ বসন তোর।
তরঙ্গ বাড়িবে বিষম হইবে
নাখানি ডুবিবে মোর॥
নেয়ে, তুমি সে কহিলে ভাল।
নব ঘন জিনি তোমার বরণ
কেমনে ঘুচাবে কাল॥
আছয়ে উপায় বলি হে তোমায়
শুনহ আমার বোল।

কালিয়া মূরতি ঘুচাইবে যদি
শিরে ঢালি দিব ঘোল ॥
এ বোল শুনিয়া অবনত হৈয়া
রহল চতুর নেয়ে ।
জ্ঞানদাস কহে বিলম্ব না সহে
বিকিকিনি গেল বৈয়ে ॥

জয়জয়ন্তী—ঢুঠুকী

ঝমকি ঝমকি পড়িছে কেরোয়াল
ব্রজবধূ বায়ত রঙ্গে ।
শ্রীহরি কাণ্ডারী, ব্রজবধূ দাঁড়ি,
সারি গায় তারা সঙ্গে ॥
সুন্দরী নাগরী, বদন নেহারি,
বারে বারে দেখে রঙ্গে ।
যমুনা নেহারে, আনন্দে উথলে,
বহিছে উজান তরঙ্গে ॥
দু কূলের লোকে, দেখে মনসুখে,
আনন্দ-সায়রে ভাসে ।
কহে বংশীদাসে, মনের উল্লাসে
রহি সখিগণ পাশে ॥

শ্রীরাগ—জপতাল

রাই কানু যমুনার মাঝে।
ফিরয়ে তরণী জলের ঘূরণী
দূরে গেল কুললাজে॥
কুম্ভীর মকর মীন উঠত
সঘনে বদন তুলি।
হরিষে যমুনা উথলে দ্বিগুণা
রাই-কানু-রূপে ভুলি॥
কহয়ে ললিতা হৈয়া সচকিতা
শুন লো মুখরা বুড়ি।
তোহারি কথায় চড়ি ভাঙ্গা নায়
পরাণ সহিত মরি॥
মুখরা বলয়ে যে মাগে কাণ্ডারী
তাহাই করহ দান।
এ ভাঙ্গা তরণী পার হবে এখনি
কেনে বা যাইবে প্রাণ॥
এ সব বচন শুনিয়া কাণ্ডারী
কহই ললিতা পাশে।
তোমার সখীর পরশ মাগিয়ে
বংশী শুনিয়া হাসে॥

ভাটিয়ারী—ধানসী

না বাও হে, না বাও হে নবীন কাণ্ডারী
ঝলকে উঠিছে জল ভয়ে কাঁপ্যা মরি ॥
ত্বরায় তরণী লইয়া তীরে আইলা শ্যাম।
সফল করিলা বিধি পূরল মনকাম ॥
খির সর মাখন সহচরী দেল।
নাবিক সো সব কিছু নাহি নেল ॥
রাইক আঁচর ছোড়ি নাহি যায়।
সব সখিগণ তবে করল উপায় ॥
নাবিক কহয়ে দেহ বেতন মোর।
তব হাম ছোড়ব আঁচর তোর ॥
কহি কহি চুম্বই রাই-বয়ান।
পূরয়ে মনোরথ নাগর কান ॥
পূরল মনোরথ আনন্দ ওর।
বৃষভানু-কুমারী নন্দ-কিশোর ॥
নিজ নিজ মন্দিরে সভে চলি গেল।
বংশীবদন চিতে আনন্দ ভেল ॥

নবম অধ্যায়

বিরহখণ্ড

§ সুহই—বড় সমতাল

কহ সখি জিবন-উপায় ।
ছাড়ি গেল গোরা নটরায় ॥
ভাবি ভাবি তনু ভেল ক্ষীণ ।
বিচ্ছেদে বাঁচিব কত দিন ॥
নিরমল গৌরাঙ্গ-বদন ।
কোথা গেলে পাব দরশন ॥
কি বিহি লিখিল মোর ভালে ।
চিড়ি দেখি কি আছে কপালে ॥
হিয়া জরজর অনুরাগে ।
এ দুখ কহিব কার আগে ॥
কহ বাসু ঘোষ নিদান ।
গোরা বিনু না রহে পরাণ ॥

অমূন্যধন্যানি দিনান্তরাণি
হরে ত্বদালোকনমন্তরেণ।
অনাথবন্ধো করুণৈকসিন্ধো
হা হন্ত হা হন্ত কথং নয়ামি ॥

শ্রীরাগ মিশ্র কামোদ—মধ্যম দশকুসী

যে দিন মাধব পয়ান করল
উয়ল সো সব বোল।
দোঁহার হৃদয়ে করুণা বাঢ়ল
নয়নে গলয়ে লোর ॥
করে কর ধরি শিরে ঠেকায়ল
নিয়ড়ে আসিয়া কান।
মোর অঙ্গ ছুঁয়ে শপথি করল
সো সব ভৈ গেল আন ॥
অবধি পূরল নাথ না আয়ল
ভেল মধুপুরে ভোর।
কোন গুণবতী গুণহি বাঁধল
লুবধ মাধব মোর ॥

সখি রে, অবহুঁ না আয়ল নাহ।
দুরন্ত বসন্ত আগুসার ভেল
কো সহ মদনকি দাহ॥
পথ নিরখিতে চিত মোর জারল
ফুটল মাধবীলতা।
কুহু কুহু করি কোকিল কুহরে
গুঞ্জরে ভ্রমরা মাতা॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুনহ বর-যুবতি
রসিক নাগর তোর।
মথুরা নগরে নাগরীর সনে
নাগর হইলা ভোর॥

শ্রীরাগ—জপতাল ও ঝাঁপতাল

চির দিবস ভেল হরি, রহল মথুরাপুরি,
অতয়ে সখি বুঝহ অনুমানে।
মধু-নগর-যোষিতা, সবহুঁ তারা পণ্ডিতা
বান্ধল মন সুরত-রতি-দানে॥
গ্রাম্য গোপ-বালিকা, সহজে পশুপালিকা
হাম কিয়ে শ্যাম-উপভোগ্যা।
রাজকুল-সম্ভবা, সরসীরুহ-গৌরবা
যোগ্য জনে মিলয়ে জনু যোগ্যা॥

তাবত দিন যাপই নিম্বফল চাখই
অমিয়া-ফল যাবত নাহি পাওয়ে।
অমিয়া-ফল ভোজনে, উদর পরিপূরণে
নিম্বফল দিক নাহি চাওয়ে॥
তাবত অলি গুঞ্জরে, যাই ফুল ধুতুরে
মালতি ফুল যাবত নাহি ফুটে।
রাই-মুখ-কাহিনী, শশিশেখর শুনি শুনি
রোখভরে কহিয়া কিছু উঠে॥

§ মায়ূর—তেওট বা মধ্যম দশ

প্রেমক অঙ্কুর জাত আত ভেল
ন ভেল যুগল পলাশা।
প্রতিপদ-চাঁদ উদয় যৈছে যামিনী
সুখ-লব ভৈ গেল নিরাশা॥
সখি হে, অব মোহে নিঠুর মাধাই
অবধি রহল বিসরাই॥
কে জানে চাঁদ চকোরিণী বঞ্চব
মাধব মধুপ সুজান।
অনুভবি কানু পীরিতি অনুমানিএ
বিঘটিত বিহি নিরমাণ॥

পাপ পরাণ আন নহি জানত
কাহ্নু কাহ্নু করি ঝুর।
বিদ্যাপতি কহ নিকরুণ মাধব
গোবিন্দদাস রসপুর॥

ললিত মিশ্র শ্রীরাগ—মধ্যম দশকুশী

অঙ্কুর তপন-তাপ জদি জারব
কি করব বারিদ মেহে।
ইহ নব যৌবন বিরহ গমাওব
কি করব সো পিয়া নেহে॥
হরি হরি, কে ইহ দৈব দুরাসা।
সিন্ধু নিকট জদি কণ্ঠ সুখাএব
কে দূর করব পিয়াসা॥
চন্দনতরু জব সৌরভ ছোড়ব
সসধর বরিখব আগি।
চিন্তামণি জব নিজ গুণ ছোড়ব
কী মোর করম অভাগি॥
সাওন মাহ ঘন বিন্দু ন বরিখব
সুরতরু ঝাঁঝ কি ছাঁদে।
গিরিবর সেবি ঠাম নহি পাএব
বিদ্যাপতি রহু ধাঁদে॥

§ সুহই—ধড়া

এই ত মাধবী-তলে আমার লাগিয়া পিয়া
যোগী যেন সদাই ধেয়ায়।
পিয়া বিনে হিয়া কেনে ফাটিয়া না পড়ে গো
নিলাজ পরাণ নাহি যায়॥
সখি হে, বড় দুখ রহল মরমে।
আমারে ছাড়িয়া পিয়া মথুরা রহল গিয়া
এই বিধি লিখিল করমে॥ ধ্রু॥
আমারে লইয়া সঙ্গে কেলি-কৌতুক-রঙ্গে
ফুল তুলি বিহরই বনে।
নব কিশলয় তুলি শেজ বিছায়ই
রস-পরিপাটীর কারণে॥
আমারে লইয়া কোরে অনিমিখে মুখ হেরে
যামিনী জাগিয়া পোহায়।
সে হেন গুণের পিয়া কোনখানে কার সনে
কৈছনে দিবস গোঙায়॥
এতেক দিবস হৈল প্রাণনাথ না আইল
কারু মুখে না পাই সম্বাদ।
গোবিন্দদাস-চিত আঁখি বহু ঝুরত
দারুণ বিরহ বিষাদ॥

তথারাগ

এ ধন যৌবন বড়াই সকলি অসার।
ছিণ্ডিয়া ফেলাব গজমুকুতার হার॥
মুছিয়া ফেলাইব শিসের সিন্দূর।
বাহুর বলয়া মো করব শঙ্খচুর॥
দারুণী বড়াই গো, দেহ প্রাণ দান।
আপনার দৈব দোষে হারাইল কান॥
মুণ্ডিয়া ফেলাব কেশ যাইব সাগর।
যোগিনীরূপ ধরি লব দেশান্তর॥
যবে কানু না মিলিহে করমের ফলে।
হাতে তুলিয়া মো খাইব গরলে॥
অবহুঁ বড়াই মোর কর প্রতিকার।
আনিয়া দিয়া মোর কানু একবার॥
অনাথ করিয়া মোরে কানাই পলায়।
বাসলী শিরে বন্দি চণ্ডীদাসে গায়॥

মল্লার—মধ্যম একতালা

মরিব মরিব সখি নিচয় মরিব।
কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়া যাব॥
তোমরা যতেক সখি থেকো মঝু সঙ্গে।
মরণকালে কৃষ্ণনাম লিখো মঝু অঙ্গে॥

ললিতা প্রাণের সখি মন্ত্র দিও কাণে।
মরা দেহ পড়ে যেন কৃষ্ণনাম শুনে॥
না পোড়াইও রাধা-অঙ্গ না ভাসাইও জলে।
মরিলে তুলিয়া রেখো তমালের ডালে॥
সেই ত তমাল তরু কৃষ্ণবর্ণ হয়।
অবিরত তনু মোর তাহে যেন রয়॥
কবহুঁ সে পিয়া যদি আসে বৃন্দাবনে।
পরাণ পাওব আমি পিয়া দরশনে॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
ধৈরজ ধরহ চিতে মিলব মুরারি॥

§ সুহই—সমতাল

অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ হে
মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোক-কাতরং
দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহং॥

§ শ্রীরাগ মিশ্র বিভাস—বৃহৎ জপতাল

ক্ব নন্দকুলচন্দ্রমাঃ ক্ব শিখিচন্দ্রিকালঙ্কৃতিঃ
ক্ব মন্দ্র-মুরলী-রবঃ ক্বঃ নু সুরেন্দ্র-নীলদ্যুতিঃ।

ক্ব রাসরস-তাণ্ডবী ক্ব সখি জীবরক্ষৌষধিঃ
নিধির্মম সুহৃত্তমঃ ক্ব তব হন্ত হা ধিগ্বিধিং ॥

বালা ধানসী—জপতাল

কহইতে গোরী লোরে ভরি লোচন
মূরছি পড়ল তছু পরি।
কাহিনী না বোলত শ্বাস নাহি ত্যজত
নিমিখ তেজলি গোরী ॥
সহচরী আকুল করতহি বিবিধ উপায়।
কোই আগোরি কোরে বসনে মুখ মোছই
শ্রবণে কানুগুণ গায় ॥

§ মায়ূর—দশকুসী

সো নামলুবধ ভেল গোরী।
শ্যামক নাম শ্রবণে যব পৈঠল
অমনি উঠল তনু মোড়ি ॥

বালা ধানসী—জপতাল

শ্যামনামে প্রাণ পেয়ে ইতি-উতি চায়।
না দেখিয়া পিয়া-মুখ কাঁদে উভরায় ॥
চতুরা সুবুদ্ধি দূতী রাধারে বুঝায়।
কেঁদ না কিশোরি কৃষ্ণ মিলাব তোমায় ॥

বালা ধানসী—একতাল

কাঁহা মোর প্রাণনাথ মুরলীবাদন।
কাঁহা মোর গুণনিধি ও চাঁদ বয়ান ॥
কাঁহা মোর প্রাণবঁধু নবঘনশ্যাম।
কাঁহা মোর প্রাণেশ্বর কোটি কোটি কাম ॥
কাঁহা মোর মনমথ কোটীন্দুশীতল।
কাঁহা মোর নবাম্বুদ সুধা নিরমল ॥
ঐছনে প্রলাপিতে ভেল মূরছিত
এ রাধামোহনপহুঁ বিরহচরিত ॥

§ জয়জয়ন্তী মল্লার—ব্রহ্মতাল

তুমি কহিও নিঠুর আগে।
যাহার লাগিয়া যে জন মরয়ে
সে বধ তাহারে লাগে ॥
তুমি কহিও আমার হয়ে।
কি কথা কহিলে কদম্বতলায়
কালিন্দী-জল ছুঁয়ে ॥
আছে বৃন্দাবন তার সাখি।
শারী শুক আর কোকিল ভ্রমর
কপোত নামেতে পাখী ॥

কহিও তাহার পাশে।
যাহারে ছুঁইলে সিনান করিতাম
সে মোরে দেখিয়ে হাসে॥
দ্বিজ চণ্ডীদাসে ভণে।
যাহার লাগিয়ে সব তেয়াগিনু
সে জন ছাড়য়ে কেনে॥

শ্রীরাগ—জপতাল

রাই ধৈর্য্যং কুরু ধৈর্য্যং
মম গচ্ছং মথুরায়ে।
ঢুরব হাম পুরী প্রত্যক্ষ
যাঁহা দরশন পাওয়ে॥
অতি শীঘ্রং অতি শীঘ্রং
শীঘ্রং কুরু গমনা।
অবিলম্বনে মথুরাপুরী
প্রবেশ করল ভ্রমনা॥
এক রমণী সম-বয়সিনী
নিজ প্রয়োজন পুছে।
নন্দ-জাত কৃষ্ণ খ্যাত
কাহার ভবনে আছে॥

শুনি সো বাণী কহয়ে ধনী
সো কাঁহা ইঁহা আওব।
বসুদেবকী সুত কৃষ্ণ খ্যাত
কংসঘাতী মাধব॥
সোই সোই কই কই
তার দরশনে মম আশা।
গোকুলানন্দে কহে যাও যাও
ঐ যে উচ্চ বাসা॥

দ্রুত ধানসী—লোফা

মধুপুর-নাগরী হাসি কহত ফিরি
গোকুল-গোপ-কোঙ্গারি।
সপ্তম দ্বার পার রাজা বৈঠত
তাঁহা কাঁহা যাওবি নারী॥
ব্রজপুরী দূতি বাত কহত ফেরি
সোই ভকত ভগবান।
ব্রজপুর নাম শ্রবণে যব শুনব
তেজব রাজবিছান॥
হা হা বর-নাগর গোপীজীবনধন
দূতী ডাকয়ে উভরায়।

হৃদয়ক নাথ বাত শুনি কাতর
তুরিতহি দূতী আগে ধায় ॥
দূতিক বদন হেরি কহতহি বেরি বেরি
ব্রজ-কুশল কহত আমায় ।
শুনি সখি তৈখনে বাত না কহতহি
গোবিন্দদাস মুখ চায় ॥

শ্রীরাগ—জপতাল

মনে হবে কেন গেল হে সে দিন
ভূপতি হয়েছ শ্যাম ।
রাধার চরণে যাবক পরায়ে
লিখিলে আপন নাম ॥
গলে বাস দিয়া চরণে ধরিয়া
পড়িয়া রহিলে তুমি ।
তোমার লাগিয়া মিনতি করিয়া
রাই মানাইলাম আমি ॥
(তুমি) রাধার লাগিয়া গোধন লইয়া
যমুনার তীরে যেতে ।
ত্রিভঙ্গ হইয়া মুরলী লইয়া
সদা রাধানাম নিতে ॥

যশোদানন্দন নিলাজ কথন
লাজ নাহি বাস মুখে।
মোহন সুন্দরী কেমনে পাসরি
হেথা আছ কোন সুখে॥
দূতীর বচন শুনিয়া তখন
কহে রসময় কান।
ব্রজের কুশল কহবি সকল
এ দাস মাধবে গান॥

কামোদ—ছোট দশকুসী

অসনি কহতহি তসনি পয়ে হসি
বিসরিদে বিসোয়াসয়া।
রঙন ভঙন স- মান কানন
কঠিন করই নিবাসয়া॥
অওধ আনন হঠ না মানয়ে
নয়নে গলে জল-ধারয়া।
চাঁদে চঢ়ি যেন বেঢ়ি খঞ্জন
মুঞ্চ মোতিম-মালয়া॥
কুটিল কেশ- কলাপ খিণ তনু
সখিনি যতনে সঙারয়া।

(জনু) উজর-হাটক- ছাট মনমথ
বান্ধি চামর চারয়া ॥
(বহু) দিবস গেল বহু মাস ভেল বহু
বরিখ কত যে সমাবয়া ।
(নিজ) নারি বিরহিণি জারি মাধব
কোন সাধবি কাজয়া ॥
ইহ সান শুনি শুনি কহত পুনি পুনি
আকুল ভই বহু কানয়া ।
(নিজ) লেহ গণি চলু গেহ যদুপতি
সিংহ ভূপতি ভাণয়া ॥

ধানসী বা বিভাস—জপতাল

কুর্ব্বতি কিল কোকিলকুল উজ্জ্বল-কলনাদং ।
জৈমিনিরিতি জৈমিনিরিতি জল্পতি সবিষাদং ॥
মাধব ঘোর-বিয়োগ-তমসি নিপপাত রাধা ।
বিধুর-মলিন-মূর্ত্তিরধিক-সমধিরূঢ়-বাধা ॥ ধ্রু ॥
নীল-নলিন-মাল্যমহহ বীক্ষ্য পুলক-বীতা ।
গরুড় গরুড় গরুড়েত্যেতিরৌতি পরমভীতা ॥
লম্ভিত-মৃগনাভিমগুরু-কর্দ্দমমনুদীনা ।
ধ্যায়তি শিতি-কণ্ঠমপি সনাতনমনুলীনা ॥

§ মায়ূর—তেওট

তুহুঁ রহলি মধুপুর।
ব্রজপুর আকুল দু কুল কলরব
কানু কানু করি ঝুর ॥ ধ্রু ॥
যশোমতী নন্দ অন্ধসম বৈঠত
সাহসে উঠই না পার।
সখাগণ বেণু ধেনু সব বিছুরল
বিছুরল নগর বাজার ॥
কুসুম ত্যজিয়া অলি ক্ষিতিতলে লুঠই
তরুগণ মলিন সমান।
শারি শুক পিক ময়ূরী না নাচত
কোকিলা না করতহি গান ॥
বিরহিণী-বিরহ কি কহব মাধব
দশ দিশ বিরহ হুতাশ।
সহজে যমুনা-জল হোয়ল অধিক
কহতহি গোবিন্দদাস ॥

§ (পল্লব গান) শ্রীরাগ মিশ্র সুহই—বড় একতালা

দূতিমুখে ব্রজের দশা শুনি কান।
গোপীমুখ হেরইতে সজল নয়ান ॥
তুরিতহি সাজল ব্রজপুর কান।
দূতি সঙ্গে মাধব করল পয়ান ॥

ধানসী—লোফাতাল

বাঁধিতে বাঁধিতে চূড়া তিলক হইল মোড়া
অবসর নাহি বাঁশী নিতে।
নূপুর বিহীন পায়ে অমনি চলিয়া যায়
পীত ধড়া পড়িতে পড়িতে॥
ননী জিনি স্থকোমল তুখানি চরণতল
কোথা পড়ে নাহিক ঠাহর।
দয়া করি চাতকীরে পিপাসা করিতে দূরে
ধায় যেন নবজলধর॥
সেই সে রাধার ধাম আসি উতরোল শ্যাম
বিরহিণী জীউ যেন বাসে।
গোবিন্দদাসে কয় মৃত তরু মুঞ্জরয়
(যেন) বসন্ত ঋতু পরকাশে॥

ধানসী—জপতাল

মাধব চিরদিন মিলল রাইক পাশ
ধনি উঠই না পারই বিরহ হুতাশ॥
বাম পাণি দেই দক্ষিণ শরীরে।
চেতন হোয়ল হাতক ভারে॥
আঁখি মেলি হেরইতে উঠই না পার।
নাগর লেয়ল ধনি কোরে আপনার॥

বিরহিণী বামে করি বৈঠল কান।
ধনি তাহে মানল স্বপন সমান ॥
পূরল যতহুঁ মরম অভিলাষ।
কিছু নাহি বুঝল বলরাম দাস ॥

শ্রীরাগ—ছুঠুকী—জপতাল

বহু দিন পরে বঁধুয়া এলে।
দেখা না হইত পরাণ গেলে ॥
এতেক সহিল অবলা বলে।
ফাটিয়া যাইত পাষাণ হলে ॥
দুখিনীর দিন দুখেতে গেল।
মথুরা-নগরে ছিলে ত ভাল ॥
এ সব দুখ কিছু না গণি।
তোমার কুশলে কুশল মানি ॥
এ সব দুখ গেল হে দূরে।
হারাণ রতন পাইলাম ক্রোড়ে ॥
এখন কোকিল আসিয়া করুক গান।
ভ্রমরা ধরুক তাহার তান ॥
মলয় পবন বহুক মন্দ।
গগনে উদয় হউক চন্দ ॥
বাশুলী আদেশে কহে চণ্ডীদাসে।
দুখ দূরে গেল সুখ-বিলাসে ॥

* § বালা ধানসী—জপতাল

কি কহব রে সখি আনন্দ-ওর।
চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর॥
পাপ সুধাকর যত দুখ দেল।
পিয়া-মুখ দরশনে তত সুখ ভেল॥
আঁচর ভরিয়া যদি মহানিধি পাই।
তব হাম পিয়া দূর দেশে না পাঠাই॥
শীতের উড়নী পিয়া গীরিষের বা।
বরিষার ছত্র পিয়া দরিয়ায় না॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
সুজনক দুখ দিবস দুই চারি॥

বেহাগ—জপতাল

নিকুঞ্জ মাঝারে রাই বিনোদিনী
বসিয়া শ্যামের বামে।
চৌদিকে বেঢ়িয়া সখিগণ মেলি
দাঁড়াইয়া রহল ঠামে॥
দুহুঁ মুখচাঁদ হেরিয়া উল্লাস
কত না আনন্দ তায়।
শ্রীরূপমঞ্জরী বীজন বীজই
আনন্দে ভাসিয়া যায়॥

ময়ূরা ময়ূরী তুহুঁ মুখ হেরি
রঙ্গেতে নাচিছে তায়।
শুক শারী মেলি তরু-ডালে বসি
রাধা-কৃষ্ণ-গুণ গায়॥
নবীন গান নবীন তান
নব অলিকুল বেড়িয়া।
ভ্রমরা ভ্রমরী গুন গুন করি
আনন্দেতে পড়ে মাতিয়া॥
নবীন যমুনা নবীন জল
নবীন তরঙ্গ তায়।
নব প্রেম হেরি দাস গোবিন্দ
প্রেমানন্দে ভাসি যায়॥

রাই মিলল গিরিধারী—
শ্যামের বামে বৈঠল রসের মঞ্জরী॥

দশম অধ্যায়

(ক)

বসন্তলীলা

§ বসন্তরাগ—মধ্যম দশকুসী

মধু ঋতু বিহরই গৌরকিশোর।
গদাধর-মুখ হেরি আনন্দে নরহরি
পূরব-প্রেমে ভেল ভোর॥
নবীন লতা নব পল্লব তরুকুল
নওল নবদ্বীপ ধাম।
ফুল্ল কুসুমচয় ঝঙ্কৃত মধুকর
সুখময় ঋতুপতি নাম॥
মুকুলিত চূত- গহন অতি সুললিত
কোকিল-কাকলী-রাব।
সুরধুনী-তীর সমীর সুগন্ধিত
ঘরে ঘরে মঙ্গল গাব॥

মনমথ-রাজ সাজ লেই ফিরই
নব ফল ফুলে অতি শোভা।
সময় বসন্ত নদীয়াপুর সুন্দর
উদ্ধবদাস-মনলোভা॥

গৌরী বসন্ত—মধ্যম দশকুসী

ললিত-লবঙ্গলতা-পরিশীলন-
কোমল-মলয়-সমীরে।
মধুকর-নিকর-করম্বিত-কোকিল-
কূজিত-কুঞ্জ-কুটীরে॥
বিহরতি হরিরিহ সরস-বসন্তে।
নৃত্যতি যুবতী-জনেন সমং সখি
বিরহি-জনস্য দুরন্তে॥ ধ্রু॥
উন্মদ-মদন-মনোরথ-পথিক-
বধূ-জন-জনিত-বিলাপে।
অলি-কুল-সঙ্কুল-কুসুম-সমূহ-
নিরাকুল-বকুল-কলাপে॥
মৃগমদ-সৌরভ-রভস-বশম্বদ-
নবদল-মাল-তমালে।
যুবজন-হৃদয়-বিদারণ-মনসিজ-
নখরুচি-কিংশুক-জালে॥

মদন-মহীপতি-কনক-দন্তরুচি-
কেশর-কুসুম-বিকাশে।
মিলিত-শিলীমুখ-পাটলি-পটল-
কৃত-স্মর-তূণ-বিলাসে॥
বিগলিত-লজ্জিত-জগদবলোকন-
তরুণ-করুণ-কৃতহাসে।
বিরহি-নিকৃন্তন-কুন্ত-মুখাকৃতি-
কেতকী-দন্তুরিতাশে॥
মাধবিকা-পরিমল-ললিতে নব-
মালিকয়াতিসুগন্ধৌ।
মুনি-মনসামপি মোহনকারিণী
তরুণাকারণ-বন্ধৌ॥
স্ফুরদতিমুক্ত-লতা-পরিরম্ভণ-
পুলকিত-মুকুলিত-চূতে।
বৃন্দাবনবিপিনে পরিসরপরি-
গতযমুনা-জল-পূতে॥
শ্রীজয়দেব-ভণিতমিদমুদয়তি
হরিচরণ-স্মৃতি-সারং।
সরস-বসন্ত-সময়-বন-বর্ণন-
মনুগত-মদন-বিকারং॥

বসন্ত বাহার—কাওয়ালী

নব বৃন্দাবন নব নব তরুগণ
নব নব বিকশিত ফুল।
নওল বসন্ত নওল মলয়ানিল
মাতল নব অলিকুল ॥
বিহরই নওল কিশোর।
কালিন্দী-পুলিন কুঞ্জবন শোভন
নব নব প্রেম বিভোর ॥
নওল রসাল-মুকুল-মধু-মাতল
নব কোকিলকুল গায়।
নব যুবতীগণ চিত উমতায়ই
নব-রস কানন ধায় ॥
নব যুবরাজ নওল নব নাগরি
মিলএ নব নব ভাঁতি।
নিতি নিতি ঐসন নব নব খেলন
বিদ্যাপতি-মতি মাতি ॥

বসন্ত—তুং

শিশিরক অন্তরে আওয়ে বসন্ত।
ফুয়ল কুসুম সব কানন-অন্ত ॥

শ্রীবৃন্দাবন পুলিনক রঙ্গ।
ভোরল মধুকর কুসুমক সঙ্গ॥
নব নব পল্লবে শোভিত ডাল।
শারী শুক পিক গাওয়ে রসাল॥
তহিঁ সব রঙ্গিণী মেলি এক সঙ্গে
ভেটলি নাগরি নাগর সঙ্গে॥
বিহরই কাননে যুগল কিশোর।
নাচত গাওত রঙ্গিণি জোর॥
বাজত গাওত কত কত তান।
গোবিন্দদাস অবধি নাহি জান॥

§ বসন্ত রাগ—মধ্যম দশকুসী

অভিনব-কুট্মল- গুচ্ছ-সমুজ্জ্বল-
কুঞ্চিত-কুন্তল-ভার।
প্রণয়ি-জনেরিত- বন্দন-সহকৃত-
চূর্ণিত-বর-ঘনসার॥
জয় জয় সুন্দর নন্দ-কুমার।
সৌরভ-সঙ্কট- বৃন্দাবন-তট-
বিহিত-বসন্ত-বিহার॥ ধ্রু॥
অধর-বিরাজিত- মন্দতর-স্মিত-
রোচিত-নিজ-পরিবার।

চটুল-দৃগঞ্চল- রচিত-রসোচ্ছল-
রাধা-মদন-বিকার ॥
ভুবন-বিমোহন- মঞ্জুল-নর্ত্তন-
গতি-বল্গিত-মণিহার।
নিজ-বল্লভজন- সুহৃৎ সনাতন-
চিত্ত-বিহরদবতার ॥

বসন্ত বাহার—কাওয়ালী

মধুরিপুরত্র বসন্তে।
খেলতি গোকুল- যুবতিভিরুজ্জ্বল-
পুষ্প-সুগন্ধি-দিগন্তে ॥ ধ্রু ॥
প্রেম-করম্বিত- রাধা-চুম্বিত-
মুখ-বিধুরুৎসবশালী।
ধৃত-চন্দ্রাবলী- চারু-করাঙ্গুলি-
রিহ নব-চম্পক-মালী ॥
নব-শশি-রেখা- লিখিত-বিশাখা-
তনুরথ ললিতা-সঙ্গী।
শ্যামলয়াঞ্চিত- বাহুরুদঞ্চিত-
পদ্মা-বিভ্রম-রঙ্গী ॥

ভদ্রা-লম্বিত- শৈব্যোদীরিত-
রক্ত-রজোভরধারী ।
পশ্য সনাতন- মূর্ত্তিরয়ং ঘন-
বৃন্দাবন-রুচিকারী ॥

§ মায়ূর বসন্ত—তেওট

ঋতুরাজার্পিত-তোষতরঙ্গং ।
রাধে ভজ বৃন্দাবন-রঙ্গং ॥
মলয়ানিল-গুরু-শিক্ষিত-লাস্যা
নটতি লতাবলিরুজ্জ্বল-হাস্যা ॥
পিকততিরিহ বাদয়তি মৃদঙ্গং ।
পশ্যতি তরুকুলমঙ্কুরদঙ্গং ॥
গায়তি ভৃঙ্গ-ঘটাদ্ভুতশীলা ।
মম বংশীব সনাতনলীলা ॥

বসন্ত রাগ—ঠুঠকী

আওল রে ঋতুরাজ বসন্ত ।
খেলত রাই কানু গুণবন্ত ॥
তরুকুল মুকুলিত অলিকুল ধাব
মদন-মহোৎসব পিককুল রাব ॥

দিনে দিনে দিনকর ভেল কিশোর।
শীত ভীত রহুঁ শীখর-কোর ॥
মলয়জ পবন সহিতে ভেল মীত।
নিরখি নিশাকর যুবজন-হীত ॥
সরবর-সরসিজ শ্যামর লেহা।
জ্ঞানদাস কহে রস নিরবাহা ॥

মায়ূর বসন্তরাগ—মধ্যম দশকুসী

জয় রাধামাধব কেলি।
ঋতুপতি বিপিন বিহার করত
তুহুঁ কণ্ঠে কণ্ঠে করু মেলি ॥ ধ্রু ॥
পবন পরাগ- ঘটিত পটবাসহি
কানন কয়ল সুগন্ধ।
যমুনা শীকর নিকর সুশীতল
বরিখে বরিখে মকরন্দ ॥
পুলিনে নলিনী দল, ফুলে পূরল স্থল
ফীরত তুহুঁ সুকুমার।
তুহুঁ অঙ্গ-পরিমলে কানন বাসল
মধুকর করত ঝঙ্কার ॥
তুহাঁর মুখের বাণী কোকিলা যে মনে গণি
লাজে পঞ্চম নাহি গায়।

গোবিন্দ ঘোষের মন সেই দুজনার গুণ
জনমে জনমে যেন গায় ॥

ঝুমুর

বসন্তে বিহরই আমার শ্রীরাধা গোবিন্দ
হেরি হেরি সখীগণের বাঢ়ল আনন্দ ॥

একাদশ অধ্যায়

বাসন্তীরাস

(১)

বসন্তরাগ—মধ্যম দশকুসী

মধুঋতু-যামিনী সুরধুনী-তীর।
উজোর সুধাকর মলয়-সমীর ॥
সহচর সঙ্গে গৌর নটরাজ।
বিহরয়ে নিরুপম কীর্ত্তন মাঝ ॥
খোল করতালধ্বনি নটন-হিলোল।
ভুজ তুলি ঘন ঘন হরি হরি বোল ॥
নরহরি গদাধর বিহরই সঙ্গে।
নাচত গাওত কতহুঁ বিভঙ্গে ॥
কোকিল মধুর পঞ্চম ভাষ।
বলরামদাসপহু করয়ে বিলাস ॥

(২)

বসন্তরাগ—মধ্যম দশকুসী

দেখ দেখ গৌর দ্বিজ নটরাজ।
চৌদিকে শোভত মধুর ভকত শত
যৈছন বরজসমাজ॥
মধু ঋতু যামিনী উজোরল চাঁদনী
হেরি কত কৌতুক বিলাস।
নাচত কলাগুরু ভাবাবলী অঙ্গে ভরু
রাসরসে হৃদয় উল্লাস॥
ক্ষণে কহে প্রাণনাথ নাচ দেখি মোর সাথ
মঝু সঙ্গে করি এক শায়।
দ্রুতগতি নাচি যাবে পদে নূপুর না বাজিবে
তবহিঁ বুঝব নটরায়॥
এত বলি গৌর হরি হাসতহি থোরি থোরি
ভাবাবেশে গদগদ বচন।
সকল ভকতগণ হেরি আনন্দিত মন
কৃষ্ণ বলি করয়ে নর্ত্তন॥
বাজে খোল করতাল ডম্ফ সর-মণ্ডল
রুনুঝুনু নূপুরের বোল।
ভাবাবিষ্ট ভক্তগণ করে রাস-সংকীর্ত্তন
ব্রজভাবে হইয়া বিভোল॥

সেই সব সঙ্গিগণ   সেই রস আস্বাদন
করতহি পরম আনন্দ।
সেই প্রেম সংকীর্ত্তন   পাব কিএ দরশন
কহয়ে এ দাস গোবিন্দ ॥

৪ শ্রীভূপালি মিশ্র বসন্ত—মধ্যম দশকুসী

চাঁদবদনী ধনি করু অভিসার।
নব নব রঙ্গিণী রসের পসার ॥
মধু-ঋতু রজনি উজোরল চন্দ।
সুমলয় পবন বহয়ে মৃদু মন্দ ॥
কর্পূর চন্দন অঙ্গে বিরাজ।
অবিরত কঙ্কণ কিঙ্কিণী বাজ ॥
নূপুর চরণে বাজয়ে রুনুঝুনু।
মদন বিজয়ী বাণ হাতে ফুলধনু ॥
বৃন্দা-বিপিনে ভেটল শ্যামরায়।
কোকিল মধুকর পঞ্চম গায় ॥
ধনি-মুখ হেরিয়া মুগধ ভেল কান।
বৈঠল তরুতলে দুহুঁ এক ঠাম ॥
পূরল দুহুঁক মরম-অভিলাষ।
আনন্দে হেরতহিঁ বলরামদাস ॥

মালসী বসন্ত—তেওড়া

মধুর যামিনী কাম কামিনী
বিহরই কালিন্দী-তীর।
কোকিলা কুহরত ভ্রমরা-ঝঙ্কৃত কন্ত
বদতহি ফুকরি সুধীর॥
রাধামাধব সঙ্গ।
সঙ্গে সহচরি নাচয়ে ফিরি ফিরি
গাওয়ে রস-পরসঙ্গ॥
করহি বন্ধন ঝমকে কঙ্কণ
চরণে মঞ্জির বোল।
কটিতে কিঙ্কিণী বাজএ কিনিকিনি
গণ্ডে কুণ্ডল দোল॥
রাই নাচত কতহুঁ রসভৃত
কানু কতহুঁ গাওই।
সবহুঁ সখি মেলি রচয়ে মণ্ডলী
জ্ঞানদাস মতি ভায়ই॥

কামোদ বসন্ত—দাসপেড়ে

সরস বসন্ত- সময় বন শোহন
মোহন কামিনী সঙ্গ।
অপরূপ রাস- বিলাসহি নিমগন
দুহুঁ দুহুঁ অঙ্গহি অঙ্গ॥

দেখ সখি, রাস-বিলাস।
কত কত যন্ত্র সঙরত কতহুঁ
কতহুঁ রাগ পরকাশ॥
যূথহি যূথ মিলই সব কামিনী
যামিনী বিলসই ভাল।
নাচত রঙ্গিণী প্রেম-তরঙ্গিণী
গাওত মদনগোপাল॥
বাওয়ে উপাঙ্গ ডম্ফ সর-মণ্ডল
কঙ্কণ কিঙ্কিণী রোল।
বহুবিধ তাল মান ধরু করতাল
দাস অনন্ত আনন্দহিলোল॥

কামোদ বসন্ত—দাসপেড়ে

বাজত দ্রিগি দ্রিগি ধোদ্রিমি দ্রিমিয়া।
নটতি কলাবতি শ্যাম সঙ্গে মাতি
করে করু তালপ্রবন্ধক ধনিয়া॥
ডগমগ ডম্ফ দ্রিমিকি দ্রিমি মাদল
রুনু ঝুনু মঞ্জীর বোল।
কিঙ্কিণি রণরণি বলয়া কনয়া মণি
নিধুবনে রাস তুমুল উতরোল॥

বীণ রবাব মুরজ সর-মণ্ডল
সা রি গা মা পা ধা নি সা বহুবিধ ভাব।
ঘেটিতা ঘেটিতা ঘেনি মৃদঙ্গ গরজনি
চঞ্চল সর-মণ্ডল একু রাব॥
শ্রম-ভরে গলিত ললিত কবরীযুত
মালতি-মাল বিথারল মোতি।
সময় বসন্ত রাস-রস-বর্ণন
বিদ্যাপতি-মতি ক্ষোভিত হোতি॥

বসন্ত—ঢুঠুকী

ফুটল কুসুম অলিকুল মেলি।
কুহর কোকিল বরিহা কেলি॥
কপোত নাচত আপন রঙ্গে।
রাই নাচত শ্যাম সঙ্গে॥
দেখ রি সখি কুঞ্জ মাঝ।
শ্যাম নায়র নায়রী সাজ॥
বিবিধ যন্ত্র একই তান।
গায়ত বায়ত অখণ্ড মান॥
তা তা দ্রিমি দ্রিমি বাজে মৃদঙ্গ
সরস পরশ অঙ্গ অঙ্গ॥

সহজ শ্যাম ললিত-অঙ্গ ।
তাহে কতহুঁ নয়ন-ভঙ্গ ॥
নয়নে নয়নে মধুর দিঠ ।
অমিয়া-অধিক বোলয়ে মিঠ ॥
হিয়ে হির-হার অলস লোল ।
চরণ-মঞ্জীর ঘুঙ্গুর বোল ॥
অধরে অধর মৃদুল হাস ।
জ্ঞানদাসক চিত বিলাস ॥

§ বেহাগ বসন্ত—কাওয়ালী

ঋতুপতি রাতি রসিক রসরাজ ।
রসময় রাস-রভস রস মাঝ ॥
রসবতী রমণী-রতন ধনি রাই ।
রাস-রসিক সহ রস অবগাই ॥
রঙ্গিণীগণ সব রঙ্গহি নটই ।
রণরণি কঙ্কণ কিঙ্কিণী রটই ॥
রহি রহি রাগ রচয়ে রসবন্ত ।
রতি-রত-রাগিণী-রমণ বসন্ত ॥
রটতি রবাব মহতি কপিলাস ।
রাধারমণ করু মুরলী-বিলাস ॥

রসময় বিদ্যাপতি কবি ভাণ।
রূপনারায়ণ ভূপতি জান॥

ঝুমুর

রাধামাধব কুঞ্জ-গৃহে।
হেরইতে রূপ মদন-মন মোহে॥
দুহুঁ জন বৈঠি কহয়ে রসভাষ।
শ্রম-জলে দুহুঁক ভিগল বাস॥
নিকুঞ্জের মাঝে দোহাঁর কেলীবিলাস।
দূরে রহি নিরখত নরোত্তম দাস॥

দ্বাদশ অধ্যায়

হোলীলীলা

§ বসন্ত—মধ্যম দ'

ঋতুপতি-রজনী উজোরল চাঁদনী
হেরি গোরা আঁখি ছলছল।
মলয় পবন বায় পুলকে ভরল গায়
ভাবে তনু করে টলমল॥
দেখ দেখ, নিরুপম গৌরাঙ্গ-বিলাস।
শুনহ মুরলী গান বলি গোরা পাতে কান
কহে কিছু করিয়া প্রকাশ॥
সখাগণ সঙ্গে রঙ্গে নন্দ-নন্দন
আনন্দে খেলত হোরি।
চল চল সভে মিলি তা সনে ফাগুয়া খেলি
জীতব করিয়া চাতুরী॥
এত বলি গোরা রায় ভাবে গড়াগড়ি যায়
কাঁদে কোথা প্রাণনাথ বলি।
সকল ভকতকুল নয়নে বহয়ে জল
এ রাধামোহন বেয়াকুলি॥

§ মায়ূর বসন্ত—তেওট

ঘন মুরলী-ধ্বনি ডম্ফ-শবদ শুনি
উমরই নাগরী-চিত।
সখিগণ সঙ্গে সাজি ধনি নিকসল
গায়ত সুমধুর গীত॥
ডম্ফ রবাব উপাঙ্গ বাজাওত
কোই সখি করে তাল।
সভে ভেল উনমত আবীর উড়ায়ত
কোই সখি বলে ভালি ভাল॥
হোরিক রঙ্গে সঙ্গে ব্রজবধূগণ
আওল কালিন্দী-তীর।
বটু সুবল সঙ্গে খেলিতে খেলিতে রঙ্গে
আওল গোকুলবীর॥
মদনমোহন হেরি দেয়ত রসগারি
দুই দলে ভেল এক ঠাম।
ছুটে পিচকারী গুলাল ভরি ভরি
নিরখি মূরছি কোটি কাম॥
দুই দলে এক মেলে ঘন কুঙ্কুম চলে
আবীরে অরুণ ভেল অঙ্গ।
এ জগমোহন তহিঁ রঙ্গ জোগায়ত
দেখত দুহুঁ জন রঙ্গ॥

স্থহই বসন্ত—মধ্যম তুঠুকী

বিহরতি সহ রাধিকয়া রঙ্গী।
মধু-মধুরে বৃন্দাবন-রোধসি
হরিরিহ হর্ষ-তরঙ্গী ॥ ধ্রু ॥
বিকিরতি যন্ত্রেরিতমঘবৈরিণি
রাধা কুঙ্কুম-পঙ্কম্।
দয়িতাময়মপি সিঞ্চতি মৃগমদ-
রস-রাশিভিরবিশঙ্কম্ ॥
ক্ষিপতি মিথো যুবমিথুনমিদং নব-
মরুণতরং পটবাসম্।
জিতমিতি জিতমিতি মুহুরভিজল্পতি
কল্পয়দতনু-বিলাসম্ ॥
সুবলো রণয়তি ঘন-করতালীং
জিতবানিতি বনমালী।
ললিতা বদতি সনাতন-বল্লভ-
মজয়ত পশ্য মমালী ॥

কামোদ বসন্ত—কাহারবা

সব সখি মেলি ঘের রি
কুঞ্জবনসে না নিকসই কানাইয়া ॥

যূথহি যূথ প্রবন্ধ হোয়ল সব
ললিতা বিশাখা আদি করি।
সম্মুখ সম্মুখ দুহুঁ ছুটে পিচকারী মুহু
রঙ্গ গুলাল বহু ভরি॥
বটু সুবল সঞে খেলত আগে তহিঁ
নটবর নাগর রায়।
উড়ত গুলাল বাদর ভেল দশ দিশি
কেহ কাহু দেখিতে না পায়॥
লাখে লাখে পিচকারী মেলি সব সহচরী
ঢারত শ্যামর গায়।
মধুমঙ্গল সহ সুবল পলায়ত
বল্লভীদাস জয় গায়॥

সূহই বসন্ত—বৃহৎ জপতাল

ও শ্যাম নাগর হয়ে হারিলে হে॥
চপল চপল দিঠে সুধামুখী চায়।
চুয়া চন্দন গোরী দেই শ্যামগায়॥
ললিতা ললিত হাসি—প্রহেলিকা গায়।
আনন্দে বিশাখা সখি মৃদঙ্গ বাজায়॥
রঙ্গভরে রঙ্গদেবী নাগরে সুধায়।
আর বার খেলিবা ফাগু গোপিকা সভায়॥

সুদেবী সজল আঁখি নাগরে বুঝায়।
জ্ঞানদাস গোবিন্দের চরণে লোটায়॥

§ বসন্ত ধানসী—মধ্যম একতালা

এস বঁধু, আর বার খেলি হে ফাগুয়া।
এবার হারিবে যদি তোমা ফাগুহারা নিরবধি
জগ ভরি গাব এই ধুয়া॥
যদি বল একা আমি বহু সঙ্গের সঙ্গী তুমি
সম্মুখে বিশাখা হউক তুয়া।
ললিতা আমার সখি আইস আবার খেলি দেখি
জানা যাবে যে যেমন খেলুয়া॥
যদি বল রঙ্গ নাই লেহ রঙ্গ যত চাই
নহে বোলাও আপন খেলুয়া।
পিচকারী নাহি থাকে দিব আমি লাখে লাখে
যত চাবে পাবে হে বঁধুয়া॥
গিরিধর নাম ধর লোকে বলে বীর বড়
হেন নাম না হয় হারুয়া।
শুন হে রসিক শ্যাম জিনিয়া রাখহ নাম
বলু যেন না গায় ভাগুয়া॥

বসন্ত—তুঠুকী

খেলত ফাগু বৃন্দাবন-চান্দ ।
ঋতুপতি মনমথ-মনমথ ছাঁদ ॥
সুন্দরিগণ করি মণ্ডলী সাজ ।
রঙ্গিণী প্রেম-তরঙ্গিণী মাঝ ॥
আগে ফাগু দেয়ল সুন্দরী-নয়নে ।
অবসরে মাধব চুম্বয়ে বয়নে ॥
চকিত চন্দ্রামুখী সহচরী-গহনে ।
ধাই ধরল গিরিধারীক বসনে ॥
তরল-নয়ানী তুরিতে এক যাই ।
কর সঞে কাড়ি মুরলী লেই ধাই ॥
ঘন করতালি ভালি রে ভালি বোল ।
হো হো হোরি তুমুল উতরোল ॥
অরুণ তরুণ তরু অরুণহি ধরণী ।
স্থল জলচর ভেল সবে একবরণী ॥
অরুণহি নীরে অরুণ অরবিন্দ ।
অরুণ-হৃদয় ভেল দাস গোবিন্দ ॥

§ বসন্ত জয়জয়ন্তী—বড় দুঠুকী

বৃষভানু-কুমারী নন্দকুমার।
হোরিক রঙ্গে অঙ্গে অরুণাম্বর
মন আনন্দ অপার॥
নিরখত বয়ন নয়ন-পিচকারি
প্রেম-গুলাল মনহি মন লাগ।
দুহুঁ অঙ্গ-পরিমল চুয়া চন্দন ফাগু-
রঙ্গ তহিঁ নব অনুরাগ॥
খেলত তনু মন জোরি ভোরি দুহুঁ
কতয়ে ভঙ্গী রস-ভাতি।
তনু তনু সরস পরশে মন মাতল
দুহুঁ পর দুহুঁ পড়ু মাতি॥
ব্রজবনিতা যত রিঝি রিঝায়ত,
রস-গারি মৃদু ভাষ।
প্রেমজল-কলেবর হেরিয়ে চামর
ঢুলায়ত উদ্ধব দাস॥

গুর্জ্জরী বসন্ত—কাহারবা

মের রাধা প্যারী সহ খেলত নন্দদুলাল।
অরুণিত মরকত অরুণিত হেমযুত
ঐছন মূরতি রসাল॥

অরুণাম্বর বর শোভে কলেবর
অরুণ মোতি মণিমাল।
লটপটি পাগ উপরে শিখিচন্দ্রক
ওঢ়নি রঙ্গ গুলাল॥
তুহুঁ করে আবীর তুহু অঙ্গে ডারত
পীচকা রঙ্গে পাখাল।
অরুণিত যমুনা- পুলিন নিকুঞ্জবন
অরুণিত যুবতিক জাল॥
অরুণিত তরুকুল অরুণিত লতা ফুল
অরুণ ভ্রমরগণ ভাল।
অরুণিত শারী শুক শিখি কোকিল
উদ্ধব ভণিত রসাল॥

§ সুহিনী বসন্ত—আড়া ঠুঠুকী

হোরি হো রঙ্গে মা
আবিরে অরুণ গোরি-শ্যামর-কাঁতি॥ ধ্রু॥
নিপততি যন্ত্রে সুরঙ্গিম কুঙ্কুম
চুয়া চন্দন কেশর সাথী।
চৌদিকে আবির উড়ায়ত ব্রজবধূ
অরুণ তিমির কিয়ে ভেল দিন রাতি॥

বীণ উপাঙ্গ মুরজ সর-মণ্ডল
ডম্ফ রবাব বাওয়ে কত ভাতি।
কোই মাউর স্মুরট কোই সারঙ্গি
কোই বসন্ত গাওয়ে সর-জাতি॥
নাচত মৌর ঘোর ঘন কোকিল
রোল বোলে মত মধুকরপাঁতি।
ঋতুপতি পরম মনোহর খেলন
হেরি শিবরাম হরিখে ভরু ছাতি॥

বসন্ত—দুঠুকা

খেলাতে হারিয়া শ্যাম পলাইতে চায়।
চৌদিকে ব্রজবধূ পথ নাহি পায়॥
আবিরে অরুণ আঁখি মেলিতে না পারে।
হারিলুঁ হারিলুঁ শ্যাম বোলে বারে বারে॥
কর সঞে মুরলী ভূমেতে পড়ে খসি।
করতালি দেই সব সখিগণ হাসি॥
শিখিপুচ্ছ আউলাই পড়ে মহীতলে।
অরুণিত বসন ভিজিল শ্রম-জলে॥
শ্যামেরে বিভোর দেখি রসবতী রাই।
অরুণ বসন দিয়া ও মুখ মুছাই॥

সিংহাসনে বৈসে রাই কোরে করি শ্যাম।
শ্রমভরে দুহুঁ অঙ্গে পরিপূর্ণ ঘাম॥
শ্রীরতিমঞ্জরী দোঁহে চামর ঢুলায়।
শ্রীরূপমঞ্জরী দোঁহে তাম্বূল যোগায়॥
শ্রীগুণমঞ্জরী দেই সুবাসিত জল।
এ মোহনদাস হেরি নয়ন সফল॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়

হোলীরাস

কল্যাণ বসন্ত—বৃহৎ জপতাল

ঋতু-রাজ ব্রজ-সমাজ
হোরি রঙ্গে রঙ্গিয়া।
নাগরীবর হোরি রঙ্গে উনমত-চিত শ্যাম সঙ্গে
নাচত কত ভঙ্গিয়া॥ ধ্রু॥
গাওত কত রসপ্রসঙ্গ বাওত কত বীণ মোচঙ্গ
থৈয়া থৈয়া মৃদঙ্গিয়া।
চঞ্চল গতি অতি সুরঙ্গ নিরখি ভুলে কত অনঙ্গ
সঙ্গীত রসতরঙ্গিয়া॥
স্বরমণ্ডল সর অভঙ্গ বিবিধ যন্ত্র জলতরঙ্গ
মধুর স্বর উপাঙ্গিয়া।
সখিগণ মেলি ধরত তাল গাওত পদ নন্দলাল
রাই অঙ্গে অঙ্গিয়া॥
খেলি গুলাল অঙ্গ লাল সুন্দরবর দ্যুতি রসাল
রঙ্গিণীগণ সঙ্গিয়া॥

হো হো করি করত ভাষ করতালি ঘন মন উলাস
জয় জয় বর ঢঙ্গিয়া।
গোবিন্দগুণ করি প্রকাশ রচিত গীত উদ্ধবদাস
হোরি রসতরঙ্গিয়া॥

বেহাগ বসন্ত—জপতাল

আজু রঙ্গে হোরি
খেলত শ্যাম গোরী।
সখিগণ মিলি গাওত বাওত
কিশোর কিশোরী নাচি নাচাওত
আনন্দে মন ভোরি॥
বিবিধ যন্ত্র তাল মৃদঙ্গ
কোই মোচঙ্গ বাওয়ে উপাঙ্গ
তন নন নন তোরি।
তথ তথ তথ তা থৈয়া
দৃগতি দৃগতি দ্রিমি ধৈয়া
চঙ লঙ লঙ লোরি॥
মণি মঞ্জীর সালঙ্কৃত
কিং কিনি কিনি ঝন ঝঙ্কৃত
নটন করহি জোড়ি

ঘন কানন কুসুম ফুলিত
পরিমলে দশ দিগ আমোদিত
মাতল ভ্রমরা ভ্রমরী ॥
কোই গায়ত ধরত তাল
কহত সখিরী ভালি ভাল
কোই গায়ত হোরি ।
রতিপতি জিতি রভস কেল
হেরি শিবরাম আনন্দ ভেল
দেয়ত তনু নিছোড়ি ॥

ঝুমুর

রাধা মাধব হোরিরসছরমে ।
বৈঠল শ্যাম রাই করি বামে ॥
রতন আসনে দুহুঁ বসিলা আনন্দে ।
চামর বীজন করে সহচরীবৃন্দে ॥

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

ঝুলনলীলা

§ সুরট মল্লার—তেওট

দেখ দেখ ঝুলত গৌর কিশোর।
সুরধুনী-তীরে তরুকুল তাহে
রচিত রতন হিণ্ডোর॥
ঝুলিতে ঝুলিতে কমল আঁখিতে
যে দিকে গৌরাঙ্গ চায়।
সেই দিগে প্রেমের বাদর স্থাবর
জঙ্গম সিঞ্চয়ে তায়॥
হেম-দরপণ জিনিয়া বরণ
চৌদিকে রূপের ছটা।
এ উদ্ধব ভণে যেমন আউলাইয়ে
পড়িছে বিজুরী ঘটা॥

§ মায়ূর—তেওট

বৃষভানু-নন্দিনী নব অনুরাগিণী
তুরিতে করত অভিসার।
সঙ্গিনী রঙ্গিণী প্রেম তরঙ্গিণী
মন্দির হোই বাহার॥
চলইতে চরণে নূপুর তহি বোলত
সুমধুর মধু ক্ষরি যাত।
হংস-গমনে ধনি আওল বিনোদিনী
সখিগণ করি লেই সাথ॥
রসিক নাগরবর বিদগধ-শেখর
তুরিতে মিলল ধনি পাশ।
দুহুঁ দোঁহা দরশনে উলসিত লোচনে
নিরখই গোবিন্দদাস॥

জয়জয়ন্তী মল্লার—তেওট

শাওন মাস গগনে ঘন-গরজন
শুনি ধনি পুলকিতগাত।
শ্যাম-অনুরাগ-ভরে রহিতে না পারি ঘরে
চলিলা সখিগণ সাথ॥
হৃদয়ে উয়ল শ্যামল সুন্দর
ঝুলব বৃন্দাবন মাঝ।

সঙ্গিনীগণ সঙ্গে আয়ল বিনোদিনী
মিলল নাগররাজ ॥
দোঁহে দোঁহা দরশনে উলসিত লোচনে
তুহুঁ হেরি তুহুঁ ভেল ভোর।
প্রিয় সহচরী সনে আয়ল তুহুঁ জনে
কুঞ্জ-কল্পতরু ওর ॥
বৃন্দা-বিরচিত রতন হিণ্ডোর
বসিলা শ্যামর গোরী।
ঝুলত তুহুঁ জন আনন্দে নিমগন
ঝুলায়ত যত সহচরী ॥
ঝুলনার ঝুকে রূপ চমকে
আনন্দ কহনে না যায়।
উদ্ধবদাস ভণে দেখি তুহুঁ জনে
আনন্দে চামর ঢুলায় ॥

§ ইমন কল্যাণ—বৃহৎ জপতাল

ঝুলত রঙ্গে রঙ্গিণী সঙ্গে
নাগরবর রঙ্গিয়া।
চৌদিগে গোপিনী রূপ-তরঙ্গিণী
রঙ্গিণী সব সঙ্গিয়া ॥

লালহি ডোর কুসুম উজোর
মণি মোতিম রঙ্গিয়া।
শ্যামরু সঙ্গে বৈঠল রঙ্গে
রাধা উলস অঙ্গিয়া॥
নিকুঞ্জ ভবন কুসুম মোহন
ভ্রমই ভ্রমর ভঙ্গিয়া।
গাওত সুস্বর শুক পিকবর
নাচত ময়ূর রঙ্গিয়া॥
ঝুলত ঘন মন্দ পবন
দোলত রসিক রঙ্গিয়া।
মোহনলাল নন্দদুলাল
হেরত লালি সঙ্গিয়া॥

জয়জয়ন্তী মল্লার—ঠুঠ্কী

অপরূপ ঝুলন নানা ফুল শোভন
তা পর কিশোরী কিশোর।
ঝুলায়ত সহচরী দুহুঁ রূপ মাধুরী
নিরখি সুখের নাহি ওর॥
অপরূপ ঝুলন-বিহার।
কোই সখি বায়ত কোই কোই গায়ত
কোই সখি ধরতহি তাল॥

কোই সখি নাচত ভালি ভালি বোলত
মঞ্জীর বাজত ঝন ঝনৎকার ।
সবাই সুকণ্ঠিনী নানা রাগ রাগিণী
আলাপই উল্লাস সভার ॥
দেব-লোকে হেরত বহু পরশংসত
বোলত-জয় জয়কার ।
গোবিন্দদাস ভণে কিন্নরী গন্ধর্ব্বগণে
আপনাকে করয়ে ধিক্কার ॥

§ মায়ূর মল্লার—তেওট

নওল নওলি নব রঙ্গমে ।
তুহুঁ ঝুলত প্রেম-তরঙ্গমে ॥
সুখ শোহিনী সব সঙ্গমে ।
রস মাধুরী ধরু অঙ্গমে ॥
উহ সঙ্গে ভামিনী দমকে দামিনী
মধুর যামিনী অতি বনি ।
সুভগ শাঙন বরিখে ভাঙন
বুন্দ সুন্দর নেনি নেনি ॥
বদত মৌর চকোর চাতক
কীর কোইল অলি গণি ।

রটত দরদা তোয়ে দাতুরী
অম্বুদাম্বরে গরজনী ॥
গাওয়ে সখিরী জোরি জোরি।
হেরি হাসত থোরি থোরি ॥
থোরি থোরি চঙ্গ উপাঙ্গ আওয়াজ
বাজে পাখোয়াজ ঝিঁ ঝিঁ ঝিনাং।
ঝনন ঝন নন ঝাগরন ঝাগরন
তাগরধি নাগরধি দিদি দিনাং ॥
উহ দৃষ্টি ঠেরন পহির ভূখণ
ঝলকে ঝাঁইরি ঝলমলং।
উঘট ঘট ঘট থো দিগ দিগ থো দিগ দিগ দিগ
থুঙ্গ থুঙ্গনি ধিধি ধিনাং ॥
বাজে ধুধুধু ধিনা সরমণ্ডল বাঁশরী বীণা
বর বীণ তাল পরবীণ পূরল
প্রেম-ভরে হিয়া হরখনি।
মাণিক বিন্দু শরদ-ইন্দু
করত অমৃত বরখনি ॥
হংস সারস বদত পারস
চারু চাতক রস-ঘনি।
বিহরয়ে শিব- রামকে প্রভু
পরম স্থঘড়শিরোমণি ॥

শ্রীরাগ—জপতাল

যত সহচরী হাত ধরাধরি
ঝুলনার কাছে কাছে।
আনন্দ-লহরী ময়ূরা ময়ূরী
পেখম ধরিয়া নাচে॥
ভ্রমরা ভ্রমরী গুন গুন করি
উড়িছে চূড়ার ফুলে।
শারী শুক পিক হইয়া বিভোর
গান করে বসি ডালে॥
যত ব্রজবালা গাঁথি ফুলমালা
সবে আনি নানা রঙ্গে।
গন্ধ চন্দন লৈয়া গোপীগণ
দিতেছে দোঁহার অঙ্গে॥
সুগন্ধি চন্দন অঙ্গেতে লেপন
করিয়া যতেক সখী।
আনন্দে মগন দেখি শ্রীবদন
ঝুলাইয়া ঝুলাইয়া দেখি॥
সঙ্গের সঙ্গিনী বড়ই রঙ্গিণী
ঝুলায় আনন্দ করি।
নাগর নাগরী ঝুলাইয়া ঝুলিছে
কহয়ে দাস মুরারি॥

ইমন কল্যাণ—বৃহৎ জপতাল

ঝুলত শ্যাম গোরী বাম
আনন্দ-রঙ্গে মাতিয়া।
ইষত হষিত রভস-কেলি,
ঝুলায়ত সব সখিনী মেলি,
গাওত কত ভাতিয়া॥
হেম মণিযুত বর হিণ্ডোর,
রচিত কুসুম-গন্ধে ভোর
পড়ল ভ্রমর-পাঁতিয়া।
নবীন লতায়ে জড়িত ডাল
বৃন্দা-বিপিনে শোভিত ভাল
চাঁদ-উজোর রাতিয়া॥
নবঘন-তনু দোলত শ্যাম
রাই সঙ্গে ঝুলত বাম
তড়িত-জড়িত-কাঁতিয়া।
তারামণি চন্দ্রহার
ঝুলিতে দোলিত গলে দোঁহার
হিলন তুহুঁক গাতিয়া॥
ধিধিকটা থৈয়া তা থৈয়া বোল
বাজে মৃদঙ্গ মোহন রোল
তিনিনা তিনিনা তা তিয়া:

ভেদ পরল গ্রামপুর
ঘোর শবদ জীন সুর
বরণী নাহিক যাতিয়া ॥
মণি-অভরণ কিঙ্কিণী বঙ্ক
ঝুলনে বাজিছে ঝনর ঝঙ্ক
ঝন ঝন ঝন ঝাঁতিয়া ।
রাধামোহন-চরণে আশ
কেবল ভরসা উদ্ধবদাস
রচিত পুরিত ছাতিয়া ॥

§ সুরট মল্লার—তেওট

দেখ সখি ঝুলত যুগল কিশোর ।
অঙ্গ হেলাহেলি বাহু ঝুলাঝুলি
কঙ্কণ কিঙ্কিণী ঝঙ্কোর ॥
হিন্দোলা উপরি শোভিত মাধুরী
রঙ্গেতে ঝুলই তায় ।
সব সখি মেলি হিন্দোলা ধরি
আনন্দে দোঁহে ঝুলায় ॥
ময়ূর নাচত কোকিল কলরব
ভ্রমরা গুন গুন গায় ।

হংস সারস দাহুরী বোলত
মত্ত অলিকুল ধায় ॥
দুহুঁ জন হেরি উলসিত অতি
অধরে মৃদু মৃদু হাস।
নিকুঞ্জ মাঝারে ঝুলিছে দুহুঁ জন
হেরত গোবিন্দদাস ॥

ঝুমর

ঝুলে বিনোদ বিনোদিনী।
ঝুলনা উপরে শোভে হেম নীলমণি ॥

পঞ্চদশ অধ্যায়

রাসলীলা

অথ রাসো যথা—

হরির্নবঘনাকৃতিঃ প্রতিবধূদ্বয়ং মধ্যত-
স্তদংশবিলসদ্ভুজো ভ্রমতি চিত্রমেকোঽপ্যসৌ।
বধূশ্চ তড়িদুজ্জ্বলা প্রতিহরিদ্বয়ং মধ্যতঃ
সখীধৃতকরাম্বুজা নটতি পশ্য রাসোৎসবে॥

"উজ্জ্বলনীলমণি

কৃষ্ণ জিনি নব ঘন তড়িত যেন গোপীগণ
তড়িতের মাঝে জলধর।
তড়িত মেঘের মাঝে সম সখ্যা হয়া সাজে
রাসলীলা বড় মনোহর॥

"উজ্জ্বলচন্দ্রিকা"

মহারাস

§ তুড়ি—রূপক

বৃন্দাবন-লীলা গোরার মনেতে পড়িল।
যমুনার ভাব সুরধুনী যে ধরিল॥
ফুল-বন দেখি বৃন্দাবনের সমান।
সহচরগণ গোপীগণ অনুমান॥
খোল করতাল গোরা সুমেলি করিয়া।
তার মাঝে নাচে গোরা জয় জয় দিয়া॥
বাসুদেব ঘোষ তাহে করয়ে বিলাস।
রাস-রস গোরাচাঁদ করিলা প্রকাশ॥

বেহাগ—আড়া কাওয়ালী

ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ।
বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ॥

বেহাগ—আড়া কাওয়ালী

রূপ দেখি আপনার
কৃষ্ণের হয় চমৎকার
আস্বাদিতে মনে উঠে কাম॥

বেহাগ—জপতাল

শরদ-চন্দ পবন মন্দ
বিপিনে ভরল কুসুম-গন্ধ
ফুল্ল মল্লিকা মালতি যুথি
মত্ত-মধুকর-ভোরণি
হেরত রাতি ঐছন ভাতি
শ্যামমোহন মদনে মাতি
মুরলী-গান পঞ্চম তান
কুলবতী-চিত-চোরণি ॥
শুনত গোপী প্রেম রোপি
মনহিঁ মনহিঁ আপন সোঁপি
তাঁহি চলত যাঁহি বোলত
মুরলিক কল লোলনি।
বিসরি গেহ নিজহুঁ দেহ
এক নয়নে কাজর কেহ
বাহে রঞ্জিত কঙ্কণ একু
একু কুণ্ডল দোলনি ॥
শিথিল-ছন্দ নিবিক বন্ধ
বেগে ধাওত যুবতীবৃন্দ
খসত বসন রসন চোলি
গলিত বেণি লোলনি

ততহিঁ বেলি সখিনি মেলি
কেহু কাহুক পথে না চলি
ঐছে মিলল গোকুলচন্দ
গোবিন্দদাস গাহনি ॥

মল্লার বেহাগ—ঢুঠ্‌কী

বিপিনে মিলল গোপনারী
হেরি হসত মুরলীধারী
নিরখি বয়ন পুছত বাত
প্রেমসিন্ধু গাহনি ।
পুছত সবক গমন-ক্ষেম
কহত কীয়ে করব প্রেম
ব্রজক সবহুঁ কুশল বাত
কাহে কুটিল চাহনি ॥
হেরি ঐছন রজনী ঘোর
তেজি তরুণী পতিক কোর
কৈছে পাওলি কানন ওর
থোর নহত কাহিনী ।
গলিত-ললিত-কবরী-বন্ধ
কাহে ধাওত যুবতীবৃন্দ,
মন্দিরে কিয়ে পড়ল দ্বন্দ্ব
বেঢ়ল বিপথ-বাহিনী ॥

কীয়ে শারদ চাঁদনী রাতি
নিকুঞ্জে ভরল কুসুম-পাঁতি
হেরত শ্যাম ভ্রমরা-ভাতি
বুঝি আওলি সাহনি।
এতহুঁ কহত না কহ কোই
কাহে রাখত মনহি গোই
ইহহি আন নহই কোই
গোবিন্দদাস গায়নি॥

§ বেহাগ—তেওট

ঐছন বচন কহল যব কান।
ব্রজ-রমণীগণ সজল-নয়ান॥
টূটল সবহুঁ মনোরথ-সরণি।
অবনত-আনন নখে লিখু ধরণি॥
আকুল অন্তর গদগদ কহই।
অকরুণ-বচন-বিশিখ নাহি সহই॥
শুন শুন সুকপট শ্যামর-চন্দ।
কৈছে কহসি তুহুঁ ইহ অনুবন্ধ॥
ভাঙ্গলি কুলশীল মুরলিক সানে।
কিঙ্করিগণ জনু কেশে ধরি আনে॥

অব কহ কপট ধরমযুত বোল।
ধার্ম্মিক হরয়ে কুমারি-নিচোল॥
তোহে সোঁপিত জীউ তুয়া রস পাব।
তুয়া পদ ছোড়ি অব কো কাহাঁ যাব॥
এতহুঁ কহত যব যুবতী মেল।
শুনি নন্দ-নন্দন হরষিত ভেল॥
করি পরসাদ তহিঁ করয়ে বিলাস।
আনন্দে নিরখয়ে গোবিন্দদাস॥

§ কেদার মিশ্র কামোদ—মধ্যম দশকুসী

কাঞ্চন মণিগণে জনু নিরমাওল
রমণী-মণ্ডল সাজ।
মাঝহি মাঝ মহামরকত-মণি
শ্যামর নটবররাজ॥
ধনি ধনি, অপরূপ রাসবিহার।
থীর বিজুরি সঞে চঞ্চল জলধর
রস বরিখয়ে অনিবার॥ ধ্রু॥
কত কত চান্দ তিমির পর বিলসই
তিমিরহুঁ কত কত চান্দে।
কনক-লতায়ে তমালহুঁ কত কত
দুহুঁ দুহুঁ তনু তনু বান্ধে॥

কত কত পতুমিনি পঞ্চম গাওত
মধুকর ধরু শ্রুতি-ভাষ।
মধুকর মেলি কত পতুমিনি গাওত
মুগধল গোবিন্দদাস॥

তত্রারভত গোবিন্দো রাসক্রীড়ামনুব্রতৈঃ।
স্ত্রীরত্নৈরন্বিতঃ প্রীতৈরন্যোন্যাবদ্ধবাহুভিঃ॥

বেহাগ—খাম্বাজ—জপতাল

অঙ্গনামঙ্গনামন্তরা মাধবো
মাধবং মাধবং চান্তরেণাঙ্গনা।
ইত্থমাকল্পিতে মণ্ডলে মধ্যগো
বেণুনা সংজগৌ দেবকীনন্দনঃ॥

এবং পরিষঙ্গকরাভিমর্ষ-
স্নিগ্ধেক্ষণোদ্দামবিলাসহাসৈঃ।
রেমে রমেশো ব্রজসুন্দরীভি-
র্যথার্ভকঃ স্বপ্রতিবিম্ববিভ্রমঃ॥

§ শ্রীরাগ মিশ্র বেহাগ—মধ্যম একতালা

বলয়ানাং নূপুরাণাং কিঙ্কিণীনাঞ্চ যোষিতাং।
স্বপ্রিয়াণামভূচ্ছব্দস্তুমূলো রাসমণ্ডলে॥

বেহাগ—জপতাল

নাগর সঞে   নাচত কত
যূথে যূথে অঙ্গনা ।
চৌদিগে ঘেরি   সখিগণ মেলি
ঠমকি ঠমকি চলনা ॥
ঝনন ঝনন   নূপুর বোলন
কিঙ্কিণী কিণি কলনা ।
গোবিন্দ-মোহিনী   রাই রঙ্গিণী
নাচত কত শোভনা ॥

বিহগড়া—বৃহৎ জপতাল ও পটতাল

ব্রজাঙ্গনা সঙ্গে রঙ্গে নাচে নন্দলালা ।
মেঘচক্র মাঝে যেন বিদ্যুতের মালা ॥
রক্তকণ্ঠী সুমধ্যমা সকল যোষিত ।
দেখিয়া যাদবানন্দ পাইলেন প্রীত ॥
নাচিতে নাচিতে কেহ শ্রমযুত হইয়া ।
আবেশে কৃষ্ণের অঙ্গে পড়ে মূরছিয়া ।
তাহারে সাদরে কৃষ্ণ করেন সম্ভাষণ ।
বদনে বদন-শশী করিয়া মিলন ॥

যেমন বালক লইয়া খেলে নিজ ছায়।
তেমতি আপন রঙ্গে রঙ্গী যদুরায়॥ *

শ্রীরাগ—জপতাল

মধুর বৃন্দা-বিপিনে মাধব
বিহরে মাধবী সঙ্গীয়া।
তুহু গুণ তুহু গাওয়ে সুললিত
চলত নর্ত্তক-ভঙ্গিয়া॥
শ্রবণ যুগল পর, দেই পরস্পর
নওল কিশলয় তোড়িয়া।
দোহুক ভুজ তুহু কান্ধে সোহই
চুম্বই মুখ-শশী মোড়িয়া॥
তেজি মকরন্দ—ধাই বেঢ়ল
মুখর মধুকর-পাঁতিয়া।
মত্ত কোকিল মঙ্গল গায়ত
নাচত শিখি-কুল মাতিয়া॥
সকল সখিগণ কুসুম বরিষণ
করত আনন্দ ভোরিয়া।
দাস গিরিধর কবহু হেরব—
কাঁতি শামর-গোরিয়া॥

* এই পদটী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অবধূত বন্দ্যোপাধ্যায় কীর্ত্তনরসসাগর মহাশয়ের নিকট হইতে সংগৃহীত।

§ বেহাগ—মধ্যম দশকুসী

রাস-অবসানে অবশ ভেল অঙ্গ।
বৈঠল দুহুঁ জন রভস-তরঙ্গ॥
শ্রমভরে দুহুঁ অঙ্গে ঘাম বহি যায়।
কিঙ্করিগণ করু চামরের বায়॥
পৈঠল সবহুঁ যমুনা-জল মাহ।
পানি-সমরে দুহুঁ করু অবগাহ॥
নাভি-মগন জলে মণ্ডলী কেল।
দুহুঁ দুহুঁ মেলি করই জল-খেল॥
কণ্ঠমগন জলে কয়ল পয়ান।
চুম্বয়ে নাহ তব সবহুঁ বয়ান॥
ছলে বলে কানু রাই লই গেল।
যো অভিলাষ করল দুহুঁ মেল॥
জল সঞে উঠি তব মুছই শরীর।
জনু বিধু-মণ্ডিত যামুন তীর॥
রাস-বিলাস করি পানি-বিলাস।
দাস অনন্তক পূরল আশ॥

কেদার—লোফা

কেলি সমাধি উঠল দুহুঁ তীরহি
বসন ভূষণ পরি অঙ্গ।

রতন-মন্দির মাহা বৈঠল দুহুঁ জন
করু বন-ভোজন-রঙ্গ ॥
আনন্দে কো করু ওর।
বিবিধ মিঠাই ক্ষীর বহু বনফল
ভুঞ্জই নন্দকিশোর ॥ ধ্রু ॥
নাগর-শেষে লেই সব রঙ্গিণী
ভোজন করু রসপুঞ্জে।
ভোজন সমাধি তাম্বূল সভে খাওল
শূতলি নিজ নিজ কুঞ্জে ॥
ললিতানন্দ কুঞ্জ যমুনা-তট
শূতল যুগলকিশোর।
দাস নরোত্তম করতহি সেবন
অলস নয়ন হেরি ভোর ॥

নৃত্যরাস (১)

§ কেদার মিশ্র কামোদ—মধ্যম দশকুসী

নাচত গৌর রাসরস অন্তর
গতি অতি ললিত ত্রিভঙ্গী।
বরজ-সমাজ রমণিগণ যৈছন
তৈছন অভিনয়-রঙ্গী ॥

দেখ দেখ নবদ্বীপ মাঝ ।
গাওত বাওত মধুর ভকত শত
মাঝহি বর-দ্বিজরাজ ॥ ধ্রু ॥
তা তা দ্রিমি দ্রিমি মৃদঙ্গ বাজত
ঝুনু ঝুনু নূপুর রসাল ।
রবাব বীণ আর সর-মণ্ডল
সুমিলিত করু করতাল ॥
এ হেন আনন্দ না হেরি ত্রিভুবন
নিরুপম প্রেম-বিলাস ।
ও সুখ-সিন্ধু পরশ কিয়ে পায়ব
কহ রাধামোহন দাস ॥

§ তূড়ি—সমতাল

গোরা নাচে প্রেমবিনোদিয়া ।
অখিল ভুবনপতি বিহরে নদীয়া ॥
দিগবিদিগ নাহি জানে নাচিতে নাচিতে ।
চাঁদমুখে হরি বলে কাঁদিতে কাঁদিতে ॥
গোলোকের প্রেমধন জীবে বিলাইয়া ।
সংকীর্ত্তনে নাচে গোরা হরিবোল বলিয়া ॥
রসে অঙ্গ ঢর ঢর মুখে মৃদু হাস ।
ও রসে বঞ্চিত ভেল বলরাম দাস ॥

বেহাগ—জপতাল

শারদ পূর্ণিমা নিরমল রাতি
উজোর সকল বন।
মল্লিকা মালতী বিকশিত তথি
মাতল ভ্রমরাগণ॥
তরুকুল-ডাল ফুল ভরি ভাল
সৌরভে পূরিল তায়।
দেখিয়া সে শোভা জগমনলোভা
ভুলিল নাগররায়॥
নিধুবনে আছে রতন-বেদিকা
মণি মাণিক্যেতে বাঁধা।
ফটিকের তরু শোভিয়াছে চারু
তাহাতে হীরার ছাঁদা॥
চারি পাশে সাজে প্রবাল মুকুতা
গাঁথনি আটনি কত।
তাহাতে বেড়িয়া কুঞ্জ-কুটীর
নিরমাণ শত শত॥
নেতের পতাকা উড়িছে উপরে
কি তার কহিব শোভা।
অতি রম্য স্থল দেব অগোচর
কি কহিব তার আভা॥

মাণিকের ঘটা কিরণের ছটা
এমতি মণ্ডপ-ঘর।
চণ্ডীদাস বলে অতি অপরূপ
নাহিক তাহার পর॥

কেদার—মধ্যম একতালা

একে সে মোহন যমুনার কূল,
আরে সে কেলি-কদম্বমূল,
আরে সে বিবিধ ফুটল ফুল,
আরে সে শারদ যামিনী।
ভ্রমর ভ্রমরী করত রাব,
পিক কুহু কুহু করত গাব,
সঙ্গিনী রঙ্গিণী মধুর বোলনী,
বিবিধ রাগ গায়নী॥
বয়স কিশোর মোহন ঠাম,
নিরখি মূরছি পড়ত কাম,
সজল-জলদ-শ্যাম-ধাম,
পিয়ল-বসন-দামিনী।
শাঙল ধবল কালিম গোরী,
বিবিধ বসন বনি কিশোরী,
নাচত গাওত রস বিভোরী,
সবহুঁ বরজ-কামিনী॥

বীণা কপিনাশ পিনাক ভাল,
সপ্ত স্বর বাজত তাল,
এ স্বর-মণ্ডল মন্দিরা ডম্ফ
মেলি কতহুঁ গায়নী।
নূপুর ঘুঙ্গুর মধুর বোল
ঝনন ননন নটন লোল,
হাসি হাসি কেহু করত কোল,
ভালি ভালি বোলনি।
বলরাম দাস পঢ়ত তাল,
গাওত মধুর অতি রসাল,
শুনত শুনত জগত উমত
হৃদয়-পুতলি দোলনি॥

বেহাগ—জপতাল

দেখ রি সখি শ্যাম-চন্দ
ইন্দু-বদনি রাধিকা।
বিবিধ যন্ত্র যুবতিবৃন্দ
গাওয়ে রাগ-মালিকা॥
মন্দ পবন কুঞ্জ-ভবন
কুসুম-গন্ধ-মাধুরী।

মদন-রাজ নব সমাজ
ভ্রমত ভ্রমর চাতুরী ॥
তরল তাল গতি তুলাল
নাচে নটিনি নটন-শূর ।
প্রাণনাথ ধরত হাত
রাই তাহে অধিক পূর ॥
অঙ্গে অঙ্গে পরশে ভোর
কেহুঁ রহত কাহুঁক কোর ।
জ্ঞানদাস কহত রাস
যৈছন জলদে বিজুরি জোর ॥

ধানসী—জপতাল

নব নায়রি নব নায়র
নৌতুন নব নেহা ।
আঁখে আঁখে নিমিখে নিমিখে
বিছুরল নিজ দেহা ॥
নৌতুন গণ নৌতুন বন
নৌতুন সখি গানে ।
তা দিগ্‌দিগ্ তা দিগ্‌দিগ্ থো দিগ্‌দিগ্ থো দিগ্‌দিগ্
তাল ফুকারই বামে ॥

নৌতুন রস কেলি-রভস
নৌতুন গতি তালে।
দ্রিমি ধো দ্রিমি থো দ্রিমি দ্রিমি
বাওত সখি ভালে॥
চঞ্চল মণি- কুণ্ডল চল
চঞ্চল পট-বাস।
দোহেঁ দোহাঁ-কর ধরিয়া নাচত
হেরত অনন্ত দাস॥

বেহাগ—লোফাতাল

বাজত তাল রবাব পাখোয়াজ
নাচত যুগল কিশোর।
অঙ্গ হেলাহেলি নয়ন ঢুলাঢুলি
দুহুঁ দোহাঁ মুখ হেরি ভোর॥
চৌদিগে সখি মেলি গাওত বাওত
করহি করহি কর জোর।
নবঘন পরে জনু তড়িত লতাবলী
দুহুঁ রূপ অধিক উজোর॥
বীণ উপাঙ্গ মুরজ সর-মণ্ডল
বাজত থোরহি থোর।
অনন্তদাস-পহুঁ রাই-মুখ নিরখই
যৈছন চান্দ চকোর॥

কানাড়া মিশ্র জপতাল—মধ্যম ধামালী

চাঁদবদনী নাচত দেখি ॥
তা ত্তা থোই থোই তিনিকিটি তিনিকিটি ঝাঁ।
দিগ দিগ দিগ দিগ দিগ দিগ দিগ
থোই দৃমি দৃমি দৃমিকি দৃমিকি দৃমি
তাক তাক গড়ি গড়ি গড়ি গড়ি গড়ি গড়ি গড়ি গড়ি
তত্তা দিমিতা তাতা থোই তিনিকিটি ঝা ॥ ধ্রু ॥
না হবে ভূষণের ধ্বনি না নড়িবে চির।
দ্রুতগতি চরণে না বাজিবে মঞ্জীর ॥
বিষম সঙ্কট তালে বাজাইব বাঁশী।
ধনু অঙ্কের মাঝে নাচ বুঝিব প্রেয়সী ॥
হারিলে তোমার লব বেশর কাঁচলি।
জিনিলে তোমারে দিব মোহন মুরলী ॥
যেমন বলেন শ্যামনাগর তেমনি নাচেন রাই।
মুরলী লুকান শ্যাম চারি দিকে চাই ॥
সবাই বলে রাইয়ের জয় নাগর হারিলে।
দুঃখিনি কহিছে গোপীমণ্ডলী হাসালে ॥

বেহাগ মিশ্র ধানসী—কাওয়ালী তাল

(আরে) ধনি ঠমকি ঠমকি চলি যায়।
চারু বদনে মৃদু মধুরিম হাসত
বেশর দুলিছে নাসায়॥
নূপুর রুনু ঝুনু ঝুনুরু ঝুনুর ঝুনু
ঝুনুরে ঝুনরে ঝঙ্কার।
দু বাহু যুগলে (ধনির) বলয়া শোভিত
(ধনির) গলে দোলে গজমতিহার॥
ললিত নিতম্বে লম্বিত বেণী
ফণিমণি যেন শোভা পায়।
চরণে নূপুর পুন কঙ্কণ কনকন
কটিতটে কিঙ্কিণী বায়॥
বাজে যত যন্ত্র সুতন্ত্র মধুর স্বরে
নিধুবনশবদে মাতায়।
কেলি কুতূহলে শ্রীরাস-মণ্ডলে
কেহু গায় কেহু বা বাজায়॥
সখিগণ সঙ্গে রঙ্গে রসরঙ্গিণী
চারি পাশে নাচিয়া বেড়ায়।
আধ ঘুঙটা দিঠি উলটি পালটি
অনিমিখে পিয়া-মুখ চায়॥

দেখি রসিকবর বিদগধ নাগর
বাহু পসারিয়া ধায়।
ভুজে ভুজে আকর্ষণে বিনোদ বন্ধনে
বিনোদিনী বিনোদ মাতায়॥
কনক-কমল মাঝে নীল-উৎপল সাজে
মেঘে যেন বিজুরি খেলায়।
তুহুঁক রূপের সীমা নাহি দেখি উপমা
বসু রামানন্দ গুণ গায়॥

কানাড়া মিশ্র জপতাল—মধ্যম ধামাল

শ্যাম তোমারে নাচতে হবে।
দিগে দা ঝিনে কেটা থোর লাগ ঝিগ ঝাঁ॥
উড় তাড়া থোই ঝনুর ঝনুর ঝনু
ঝনু ঝনু ঝনু ঝনু।
ধোই ধোই ধোই গিড় গিড় গিড়
গিড় গিড় গিড় গিড়॥
গিড় তিত্তা দিমিতা তানা থোরি কাটা ঝাঁ॥ ধ্রু॥
না নড়িবে গণ্ড মুণ্ড নূপুরের কড়াই।
না নড়িবে বনমালা বুঝিব বড়াই॥
না নড়িবে ক্ষুদ্র ঘন্টি শ্রবণের কুণ্ডল।
না নড়িবে নাসার মোতি নয়নের পল॥

ললিতা বাজায়ে বীণা বিশাখা মৃদঙ্গ।
সুচিত্রা বায় সপ্তস্বরা রাই দেখে রঙ্গ ॥
তুঙ্গবিদ্যা কপিনাস তম্বুরা রঙ্গদেবী।
ইন্দুরেখা পিনাক বায় মন্দিরা সুদেবী ॥
উদ্ভট তালে যদি হার বনমালী।
চূড়া বাঁশী কেড়ে লব দিব করতালি ॥
যদি জিন রাইকে দিব আমরা হব দাসী।
নইলে কারাগারে রাখিব দুঃখিনী শুনি হাসি ॥

সোহিনী—জপতাল

নাচ শ্যাম সুখময়।
দেখি, তালে মানে কেমন জ্ঞানোদয় ॥
এ ত ঘাটে মাঠে দান সাধা নয়।
এখানে গাইতে বাজাতে জানে গোপীসমুদায় ॥
একবার নাচ হে শ্যাম ফিরি ফিরি।
সঙ্গে সঙ্গে নাচব মোরা চাঁদ-বদন হেরি ॥

সোহিনী বেহাগ—বৃহৎ জপতাল

নাচত নাগর কান।
বিধুমুখী ফিরি ফিরি হেরত বয়ান ॥ ধ্রু ॥
বাজত কত কত যন্ত্র রসাল।
গায়ত সহচরী দেয়ত তাল ॥

চৌদ্দিকে বেঢ়ল নটিনীসমাজ।
তার মাঝে শোভিত নটবররাজ॥
পদতলে তাল ধরণীপর ধরি।
নাচত সঙ্গে নিশঙ্ক মুরারি॥
হাসি ললিতা করে লইল ডম্ফ।
বিকট তাল তব করল আরম্ভ॥
হাসি কমলমুখী কহে শুন কান।
ইথে পরে পদগতি করহ সন্ধান॥
মাতি মদন-মদে মদন গোপাল।
বিকট তাল পর নাচত ভাল॥
রিঝি দেয়ল ধনি নিজ মতি মাল।
সুখভরে শেখর কহে ভালি ভাল॥

§ বেহাগ মল্লার—বৃহৎ জপতাল

আজু শ্যাম রাস-রস-রঙ্গিয়া।
নব যুবরাজ যুবতী সঙ্গিয়া॥ ধ্রু॥
চঞ্চল-গতি চরণে চলত
সঙ্গীত সুরঙ্গিয়া।
নাচে মনোহর-গতি অঙ্গভঙ্গিয়া॥
বীণ অধিক বিবিধ যন্ত্র
বাওয়ে উপাঙ্গিয়া।

মধুর তা তা থৈ থৈ থৈ
বোলত মৃদঙ্গিয়া ॥
কানু লপত সুর মোহন
লাল মঞ্জির মান রি।
রুচির তা তা থৈয়া থৈয়া থৈয়া
গাওত সুর তান রি ॥
বৃষভানু-নন্দিনি কিশোরি গোরি
গাওত অনুপাম রি।
শিবরাম আনন্দে নাহিক ওর
হেরত রাস-ধাম রি ॥

সোহিনী মিশ্র বেহাগ—ঝপতাল

রাধা শ্যাম নাচে রে, ধনু অঙ্ক পাতিয়া।
জলধর শ্যাম এ কি অনুপাম
থির বিজুরি বামে রাখিয়া ॥
থুগু থুগু থুগু তা রঙ্গে ভঙ্গে চলে পা
নখমণি ঝলমলিয়া।
মঞ্জীর মূক এ বড়ি কৌতুক
কিঙ্কিণী কিনিকিনিয়া ॥
নাচে যদুবীর থির করি শির
কুণ্ডল মৃদু দোলনিয়া।

মাধব গানে স্থরকুল বাখানে
মুনিজনমনমোহনিয়া ॥
অংসে অংসে দুহুঁ বিনিহিত-বাহু
হাস দামিনীদমনিয়া ।
অঙ্গ ভঙ্গ করি শ্রীরাসবিহারী
গোবিন্দদাস হেরে মাতিয়া ॥

বেহাগ—জপতাল

নাচত নব নন্দতুলাল
রসবতী করি সঙ্গে ।
রবাব খবাব বীণ কপিনাস
বাজত কত রঙ্গে ॥
কোই গায়ত কোই বায়ত
কোই ধরত তালে ।
সখিগণ মিলি নাচই গাওই
মোহিত নন্দলালে ॥
শুক নাচিছে শারী নাচিছে
বসিয়া তরুর ডালে ।
কপোত কপোতী দু জনে মিলিয়া
ধরিছে কতই তালে ॥

ফুলের উপরে ভ্রমরা নাচিছে
ভ্রমরী নাচিছে সঙ্গে ।
মধুকর যত নাচে কত শত
মধু পিয়ে তারা রঙ্গে ॥
যমুনা নাচিছে তরঙ্গের ছলে
তাহাতে মকর-মীনে ।
জলচর পাখী নাচিয়া বুলিছে
নাহি জানে রাতি দিনে ॥
ঊর্দ্ধে নাচিছে যত দেবগণ
হইয়া আনন্দ-চিত ।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর নাচিয়া নাচিয়া
গাইছে মধুর গীত ॥
ব্রহ্মা নাচিছে সাবিত্রী সহিতে
পুলকে পূরিত অঙ্গ ।
বৃষের উপরে নাচে মহেশ্বর
পার্ব্বতী করি সঙ্গ ॥
মিহির নাচিছে স্ব-পত্নী সহিতে
রোহিণী সহিতে চান্দে ।
যত দেবগণে আনন্দে নাচিছে
হিয়া থির নাহি বান্ধে ॥
সুরাসুর আদি আনন্দে নাচিছে
পাতালে নাগের সনে ।

কূর্ম্মের সনে অনন্ত নাচিছে
অতি আনন্দিত মনে ॥
সুমেরু সহিতে পৃথিবী নাচিছে
বলিছে ভালি রে ভালি।
গোবর্দ্ধন গিরি আনন্দে নাচিছে
যার তটে রাস-কেলি ॥
এ সব নাচন দেখিয়া মগন
বহিছে আনন্দধারা।
নিমানন্দ দাস নাচন দেখিয়া
নাচিছে বাউল পারা ॥

বেহাগ—জপতাল

অতিশয় নটনে পরিশ্রম ভৈ গেল
ঘামে তিতল তনু-বাস।
নৃত্য সমাধি রাই কানু বৈঠল
বরজ-রমণী চারু পাশ ॥
আনকে কহনে না যায়।
চামর করে কোই বীজন বীজই
কোই বারি লেই ধায় ॥ ধ্রু ॥
চরণ পাখালই তাম্বূল জোগায়ই
কোই মুছায়ই ঘাম

ঐছন দুহুঁ তনু শীতল করল জনু
কুবলয় চম্পক দাম ॥
আর সহচরিগণে বহুবিধ সেবনে
শ্রমজল করলহি দূর ।
আনন্দ-সায়রে দুহুঁ মুখ হেরইতে
উদ্ধবদাস হিয়া পূর ॥

নৃত্যরাস (২)

মায়ূর—মধ্যম দশকুসী

দেখ দেখ গোরা-নট-রঙ্গ ।
কীর্ত্তন মঙ্গল মহারাস-মণ্ডল
উপজিল পুরুব-প্রসঙ্গ ॥
নাচে পহুঁ নিত্যানন্দ ঠাকুর অদ্বৈতচন্দ্র
শ্রীনিবাস মুকুন্দ মুরারি ।
রামানন্দ বক্রেশ্বর আর যত সহচর
প্রেম সিন্ধু আনন্দ-লহরী ॥
তা তা থৈ থৈ মৃদঙ্গ বাজই
ঝনর ঝনর করতাল

তন তন তাম্বুর বীণা সুমধুর
বাজত যন্ত্র রসাল ॥
ঠাকুর পণ্ডিত গায় গোবিন্দ আনন্দে বায়
নাচে গোরা গদাধর সঙ্গে।
দ্রিমিকি দ্রিমিকি থৈয়া তা থৈয়া তা থৈয়া থৈয়া
বাজত মোহন মৃদঙ্গে ॥
কীর্ত্তন-মণ্ডল- শোভা অপরূপ ভেল
চৌদিকে ভকত করু গানে।
তীরে তীরে শোভন শ্রীবৃন্দাবন
জাহ্নবি শ্রীযমুনা জানে ॥
পুরুবক লালস বিলাস রাস-রস
সোই সব সখিগণ সঙ্গ।
এ কবিশেখর হোয়ল ফাঁপর
না বুঝিয়া গৌরাঙ্গ-রঙ্গ ॥

বেহাগ—জপতাল

রমণী-মোহন বিলসিতে মন
মরমে হইল পুনি।
গিয়া বৃন্দাবনে বসিলা যতনে
রমিতে বরজ-ধনি ॥

মধুর মুরলী পূরে বনমালী
রাধা রাধা করি গান।
একাকী গভীর বনের ভিতর
বাজায় কতেক তান॥
অমিয়া-নিছনি বাজিছে সঘনে
মধুর মুরলী-গীত।
অবিচল কুল- রমণী সকল
শুনিয়া হরল চিত॥
শ্রবণে যাইয়া রহিল পশিয়া
অন্তরে বাঁজিছে বাঁশী।
আইস আইস বলি ডাকয়ে মুরলী
যেন ভেল সুখরাশি॥
আনন্দে অবশ পুলক-মানস
সুকুমারী ধনি রাধে।
গৃহ-কর্ম্ম যত হৈল বিসরিত
সকল করিল বাধে॥
রাইয়ের অগ্রেতে যতেক রমণী
কহয়ে মধুর বাণী।
ওই ওই শুন কিবা বাজে তান
কেমন করয়ে প্রাণী॥
সহিতে না পারি মুরলীর ধ্বনি
পশিল হিয়ার মাঝে।

বরজ-তরুণী হইল বাউরী
হরিল কুলের লাজে ॥
কেহ পতি সনে আছিল শয়নে
ত্যজিয়া তাহার সঙ্গ ।
কেহ বা আছিল সখীর সহিত
কহিতে রভস-রঙ্গ ॥
কেহ বা আছিল দুগ্ধ-আবর্ত্তনে
চুলাতে রাখি বেসালি ।
ত্যজি আবর্ত্তন হই আনমন
ঐছনে সে গেল চলি ॥
কেহ শিশু লইয়া কোলেতে করিয়া
দুগ্ধ করায়ে পান ।
শিশু কেলি ভূমে চলি গেল ভ্রমে
শুনি মুরলীর গান ॥
কেহ বা আছিল শয়ন করিয়া
নয়নে আছিল নিদ ।
যেন কেহ আসি চোরাই লইল
নয়নে কাটিয়া সিঁধ ॥
কেহ বা আছিল রন্ধন করিতে
তেমতি চলিয়া গেল ।
কৃষ্ণ-মুখী হইয়া মুরলী শুনিয়া
সব বিসরিত ভেল ॥

সকল রমণী ধাইল অমনি
কেহ কাহো নাহি মানে।
যমুনার কূলে কদম্বেরি মূলে
মিলল শ্যামের সনে॥
ব্রজনারীগণে দেখিয়া তখনে
হাসিয়া নাগর-রায়।
রাস-বিলসন করিল রচন
দ্বিজ চণ্ডীদাসে গায়॥

কেদার—মধ্যম দশকুসী

ব্রজরমণীগণ হেরি হরষিত মন
নাগর নটবর-রাজ।
নটন-বিলাস- উলসহি নিমগন
চৌদিগে রমণী-সমাজ॥
যূথে যূথে মিলি করে কর ধরাধরি
মণ্ডলী রচিয়া সুঠান।
বাজত বীণ উপাঙ্গ পাখাওজ
মাঝহি মাঝ রাধা কান॥
শরদ-সুধাকর গগনহিঁ নিরমল
কাননে কুসুম-বিকাশ।

কোকিল ভ্রমর গাওয়ে অতি সুস্বর
অমল কমল পরকাশ ॥
হেরি হেরি ফিরি ফিরি বাহু ধরাধরি
নাচত রঙ্গিনী মেলি ।
জ্ঞানদাস কহে নাগর রসময়
করে কত কৌতুক কেলি ॥

§ বেহাগ—তেওট

করে কর মণ্ডিত মণ্ডলিমাঝ ।
নাচত নাগরী নাগর-রাজ ॥
বাজত কত কত যন্ত্র সুতান ।
কত কত রাগ-মান করু গান ॥
দ্রিগিতা দ্রিগিতা দ্রিগি তাদ্রিগি তাদ্রিগি দ্রিগি,
থৈ থৈ থৈ থৈ ঝুনুর ঝুনুর ঝুনু—
ঝুনু ঝুনু ঝুনিয়া ।
কঙ্কণ কন কন কিঙ্কিণী কিনি কিনি
কিনি রে কিনি রে কিনি কিনিয়া ॥
কত কত অঙ্গভঙ্গ করু কম্প ।
চলয়ে চরণে সুমঞ্জির ঝম্প ॥
কঙ্কণ কিঙ্কিণী বলয়া নিসান ।
অপরূপ নাচত রাধা কান ॥

জনু নব জলধর বিজুরিক ভাতি।
কহ মাধব তুহুঁ ঐছন কাঁতি॥

বেহাগ—বৃহৎ জপতাল

রাধা শ্যাম নাচে রে
নাচে রাসরসে মাতিয়া।
রাধা শ্যাম তুহুঁ মেলি
নাচে কর ধরাধরি
রাস-রসরঙ্গে রঙ্গিয়া॥
নাচে জলধরশ্যাম শ্যাম
থির বিজুরি বাম
নাচে কত অঙ্গভঙ্গিয়া।
থুঙ্গু থুঙ্গু তা,—
অঙ্গভঙ্গে চলে পা
নাচে তুহুঁ মৃদু মৃদু হাসিয়া॥
কঙ্কণ কন কন ঝঙ্কন ঝন ঝন
কিঙ্কিণী কিনিকিনিয়া।
তুহুঁ মুখ তুহুঁ হেরে তুহুঁ নাচে আনন্দভরে
তুহুঁ রসে তুহুঁ মাতিয়া॥
চৌদিকে সখিগণ আনন্দে মগন
নাচে তারা বদন হেরিয়া।

মাঝে নাচে রাধা-শ্যাম　　শোভা অতি অনুপাম
কত যন্ত্র বাজে সুরঙ্গিয়া ॥
চৌদিকে সখির ঠাট　　যৈছন চাঁদের নাট
নাচে তারা ঠাম ঠমকিয়া।
কঙ্কণ ঝঙ্কন　　নূপুর বাজন
আভরণ ঝলমলিয়া ॥
বিনোদিনী রঙ্গে　　বিনোদিনী সঙ্গে
নাচে দোঁহে চিবুক ধরিয়া।
মৃদু মৃদু হাসনি　　দুহুঁ বঙ্কিম চাহনি
হেরি হেরে আনন্দে ভাসিয়া ॥
মাঝে নাচে রাধা-শ্যাম　　চৌদিকে গোপিনী ঠাম
সে আনন্দ কহনে না যায়।
মধুর শ্রীবৃন্দাবনে　　রাসলীলা কুঞ্জবনে
জ্ঞানদাস হেরিয়া জুড়ায় ॥

করুণ বরাড়ি—মধ্যম একতালা

কদম্ব-তরুর ডাল　　ভূমে নামিয়াছে ভাল
ফুল ফুটিয়াছে সারি সারি।
পরিমলে সমীরণ　　ভরল শ্রীবৃন্দাবন
কেলি করে ভ্রমরা ভ্রমরী ॥

রাই কানু বিলসই রঙ্গে।
কিবা রূপ-লাবণি বৈদগধি ধনি ধনি
মণিময় আভরণ অঙ্গে ॥ ধ্রু ॥
রাধার দক্ষিণ কর ধরি প্রিয় গিরিধর
মধুর মধুর চলি যায়।
আগে পাছে সখিগণ করে ফুল বরিষণ
কোন সখি চামর ঢুলায় ॥
পরাগে ধূসর স্থল চন্দ্র-করে সুশীতল
মণিময় বেদীর উপরে।
রাই-কানু-কর জোড়ি নৃত্য করে ফিরি ফিরি
পরশে পুলকে তনু ভরে ॥
মৃগমদ চন্দন করে করি সখিগণ
বরিখয়ে ফুল গন্ধরাজে।
শ্রম-জল বিন্দু বিন্দু শোভা করে মুখ-ইন্দু
অধরে মুরলী নাহি বাজে ॥
হাস বিলাস রস সকল মধুর ভাষ
নরোত্তমমনোরথ ভরু।
তুহুঁক বিচিত্র বেশ কুসুমে রচিত কেশ
লোচনে মোহনে লীলা করু ॥

§ সোহই—সমতাল

আজ রসের বাদর নিশি।
প্রেমে ভাসল সব বৃন্দাবনবাসী॥
শ্যাম-ঘন বরিখয়ে প্রেমসুধা-ধার।
কোরে রঙ্গিণী রাধা বিজুরী সঞ্চার॥
প্রেমে পিছল পথ গমন সুবঙ্ক।
মৃগমদ-চন্দন-কুঙ্কুম ভেল পঙ্ক॥
দিগবিদিগ নাহি প্রেমের পাথার।
ডুবল নরোত্তম না জানে সাঁতার॥

বেহাগ—জপতাল

বড় অপরূপ দেখিলুঁ সজনী
নয়লী কুঞ্জের মাঝে।
ইন্দ্রনীল-মণি কতেক জড়িত
হিয়ার উপরে সাজে॥
কুসুম-শয়নে মিলিত নয়নে
উলসিত অরবিন্দ।
শ্যাম-সোহাগিনী কোরে ঘুমায়লি
চাঁদের উপরে চান্দ॥

কুঞ্জ কুসুমিত সুধাকরম্বিত
তাহে পিককুল গান।
মদনের বাণে দোঁহে অগেয়ান
বিধির কি নিরমাণ॥
মন্দ মলয়জ পবন বহ মৃদু
ও সুখ কো করু অন্ত।
সরবস ধন দোঁহার দুহু; জন
কহয়ে রায় বসন্ত॥

কেদার—জপতাল

রাস-জাগরণে নিকুঞ্জ-ভবনে
আলুঞা অলস-ভরে।
শুতলি কিশোরী আপনা পাসরি
পরাণনাথের কোরে॥
সখি, হের দেখসিয়া বা।
নিদ যায় ধনী ও চাঁদবদনী
শ্যাম-অঙ্গে দিয়া পা॥ ধ্রু॥
নাগরের বাহু করিয়া শিথান
বিথান বসন ভূষা।
নিশাসে দুলিছে রতন-বেশর
হাসিখানি তাহে মিশা॥

পরিহাস করি নিতে চাহে হরি
সাহস না হয় মনে।
ধীরে ধীরে বোল না করিহ রোল
জ্ঞানদাস রস ভণে ॥

ঝুমুর

(অমনি) রাই ঘুমাইল।
শ্যাম বঁধুয়ার কোরে
অমনি রাই ঘুমাইল ॥

পঞ্চম খণ্ড

নিবেদন ও প্রার্থনা

প্রথম অধ্যায়

নিবেদন

শ্রীরাধার আত্মনিবেদন

ধানসী—জপতাল

বঁধু, কি আর বলিব আমি।
জনমে জনমে জীবনে মরণে
প্রাণপতি হইও তুমি॥
বহু পুণ্যফলে গৌরী আরাধিয়ে
পেয়েছি কামনা করি।
না জানি কি খেণে তোমা হেন ধনে
বিধি মিলায়ল হরি॥
গুরু গরবিত তারা বলে কত
সে সব গরল বাসি।
তোমার কারণ এত না সহিয়ে
দুকুলে হইল হাসি॥

কহে চণ্ডীদাস শুন হে নাগর
রাধার আরতি রাখ।
পীরিতি রসের চূড়ামণি হয়ে
রসেতে রসিয়া থাক॥

পূরবী—ছুঠুকী

বঁধু, তোমার গরবে গরবিনী হাম
গরব টুটাবে কে।
তেজি জাতি কুল বরণ কৈলাম
তোমারে সঁপিয়ে দে॥
শিশুকাল হইতে তোমার সোহাগে
সোহাগিনী বড় আমি।
সখীগণ মোর জীবন অধিক
পরাণ-বঁধুয়া তুমি॥
(বঁধু) তোমার আগেতে মরণ হউক
এই বর মাগি আমি।
জনমে জনমে জীবনে জীবনে
প্রাণপতি হইও তুমি॥
এ কুলে ও কুলে দুকুলে গোকুলে
আর কেবা মোর আছে।

রাধা বলে কেহ শুধাইতে নাই
দাঁড়াইব কার কাছে ॥
যে হোল সে হোল সব ক্ষমা কর
বলিয়া ধরলি পায় ।
রসের পাথারে না জানে সাঁতার
ডুবল শেখর রায় ॥

কামোদ—মধ্যম দশকুসী

শুন সুন্দর শ্যাম ব্রজ-বিহারী ।
হৃদি-মন্দিরে রাখি তোমারে হেরি ॥
গুরু গঞ্জন চন্দন অঙ্গে ভূষা ।
রাধাকান্ত নিতান্ত তব ভরসা ॥
সম শৈল কুলমান দূরে করি ।
তব চরণে শরণাগত কিশোরী ॥
আহিরিণী কুরূপিণী গোপনারী ।
তুমি জগরঞ্জন মোহন বংশীধারী ॥
আমি কুলটা কলঙ্কি সৌভাগ্যহীনি ।
তুমি রসপণ্ডিত রসিকচূড়ামণি ॥
গোবিন্দদাস কহে শুন শ্যামরায় ।
তুয়া বিনে মোর মনে আন নাহি ভায় ॥

মায়ূর—মধ্যম দশকুসী

শ্যাম বঁধু, আমার পরাণ তুমি।
কোন শুভদিনে দেখা তোমা সনে
পাসরিতে নারি আমি ॥ ধ্রু ॥
যখন দেখিয়ে ও চাঁদবদনে
ধৈরজ ধরিতে নারি।
অভাগীর প্রাণ করে আনচান
দণ্ডে দশবার মরি ॥
মোরে কর দয়া দেহ পদছায়া
শুন শুন পরাণ কানু।
কুল শীল সব ভাসাইনু জলে
না জীয়ব তুয়া বিনু ॥
সৈয়দ মর্ত্তুজা ভণে কানুর চরণে
নিবেদন শুন হরি।
সকল ছাড়িয়া রহিল তুয়া পায়ে
জীবন মরণ ভরি ॥

তিরোথা ধানসী—মধ্যম একতালা

নব রে নব রে নব নব ঘনশ্যাম।
মার পীরিতিখানি অতি অনুপাম ॥

তোমার পীরিতি বঁধু সুখ-সাগরের মাঝ।
তাহাতে ডুবিল মোর কুল শীল লাজ॥
কি দিব কি দিব বঁধু মনে করি আমি।
যে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি॥
তুমি যে আমার বঁধু আমি যে তোমার।
তোমার ধন তোমাকে দিব কি যাবে আমার॥
বাঁচি কি না বাঁচি বঁধু থাকি কি না থাকি।
অমূল্য ও রাঙ্গা চরণ জীবন্তে যেন দেখি॥
যদুনাথ দাসে কহে করুণার সিন্ধু।
কিসের অভাব তার তুমি যার বঁধু॥

শ্রীকৃষ্ণের আত্মনিবেদন

সিন্ধুড়া—তেওট

শুন লো সুন্দরি প্রেমের আগরী
তুয়া অনুরাগে মরি।
তোমার লাগিয়া সকল ছাড়িয়া
আইনু গোকুল পুরী॥
তোমার কারণে ফিরি বনে বনে
ধেনু রাখিবার ছলে।
ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া লাগি না পাইয়া
শ্রমে বসি তরুতলে॥

রাই হে, আমি সে তোমার দানি।
সকল ছাড়িয়া বিষয় লইয়াছি
তোমার মহিমা শুনি ॥ ধ্রু ॥
হেম বরণ মণি আভরণ
সদাই নয়নে দেখি।
পাসরিতে নারি হিয়ামাঝে ভরি
পালটিতে নারি আঁখি ॥
তুমি সে পরাণ সরবস ধন
এ দুই নয়ানের তারা।
এত কলাবতী গোকুলে বসতি
কারু নহে হেন ধারা ॥
কি জানি কি গুণে হিয়ার মাঝারে
পশিয়া করহ বাস।
অপরূপ নহে এমত সহজে
কহয়ে বংশীদাস ॥

শ্রীরাগ—ছুঠুকী

সুন্দরি, আমারে কহিছ কি।
তোমার পীরিতি ভাবিতে ভাবিতে
বিভোর হইয়াছি ॥

থির নহে মন সদা উচাটন
সোয়াথ নাহিক পাই।
গগনে ভুবনে দশ দিগ গণে
তোমারে দেখি সদাই॥
তোমার লাগিয়া বেড়াই ভ্রমিয়া
গিরি নদী বনে বনে।
খাইতে শুইতে আন নাহি চিতে
সদাই জাগয়ে মনে॥
শুন বিনোদিনি প্রেমের কাহিনী
পরাণ রৈয়াছে বান্ধা।
একই পরাণ দেহ ভিন ভিন
জ্ঞান কহে গেল ধান্দা॥

শ্রীরাগ—ছুট্‌কী

রাই, তুমি সে আমার গতি।
তোমার কারণে রসতত্ত্ব লাগি
গোকুলে আমার স্থিতি॥
নিশি দিশি ফিরি গীত আলাপনে
মুরলী লইয়া করে।
যমুনা-সিনানে তোমার কারণে
বসি থাকি তার তীরে॥

তোমার রূপের মাধুরী দেখিতে
কদম্বতলাতে থাকি।
শুনহ কিশোরি চারি দিক্ হেরি
যেমত চাতক পাখী॥
তব রূপ গুণ মধুর মাধুরী
সদাই ভাবনা মোর।
করি অনুমান সদা করি গান
তব প্রেমে হৈয়া ভোর॥
চণ্ডীদাস কয় ঐছন পীরিতি
জগতে আর কি হয়।
এমন পীরিতি না দেখি কখন
কখন হবার নয়॥

পূরবী—ঝপতাল

ঈষত হাসিয়া রাইমুখ চাঞা
কহে বিনোদিয়া কান।
তোমার মাধুরী মহিমা চাতুরী
ইহা কে বুঝিবে আন॥
পরম দুর্ল্লভ আনন্দ-লহরী
নবীনা কিশোরী রাধা।

হিয়ায় হিয়ায় মরমে মরমে
সদাই আছয়ে বান্ধা ॥
তোমার কারণে নন্দের ভবনে
রাখিয়ে ধেনুর পাল।
গোলক তেজিয়া গোকুলে বসতি
ইহা সে জানিবে ভাল ॥
তোমার নামের মধুর মাধুরী
নিরবধি করি পান।
তোমা বিনে সব সুখের বৈভব
মনেতে না ভায় আন ॥
শ্যামের বচন শুনি চণ্ডীদাসে
আনন্দে ভাসিল অতি।
এ সব চাতুরী কেবা সে বুঝিবে
কার ইথে আছে গতি ॥

করথা ধানসী—ছুটাতাল

শুন রাধে এই রস আমি সে তোমার বশ
তোমা বিনে নাহি লয় মনে।
জপিতে তোমার নাম ধৈরজ না ধরে প্রাণ
তুয়া রূপ করিয়ে ধেয়ানে ॥

শ্রীরাধে শ্রীরাধে বাণী যে দিকে যার মুখে শুনি
সেই দিকে ধায় মোর মন।
চাতক ফুকারে যেন ঘন চাহে বরিষণ
তেন হেরি ও চাঁদবদন॥
খেনে খেনে মুখ তুলি ঘন ডাকি রাধা বলি
তবে প্রাণ হয় নিবারণ।
তোমা অনুসারে আসি কুঞ্জের ভিতরে বসি
তোমা লাগি এই বৃন্দাবন॥
করেতে মুরলী থাকে ঘন 'রাধা' বলি ডাকে
যতক্ষণ না পায় দেখিতে।
তোমার নূপুরধ্বনি আপন শ্রবণে শুনি
তবে মোর ক্ষমা হয় চিতে॥
রাধা কৃষ্ণ দুটি নাম তাহে তুমি আগুয়ান
আমি করি তোমার ভরসা।
তবে সে সফল হব তুয়া পদ পরশিব
দাস বৃন্দাবনের ইহ আশা॥

দ্বিতীয় অধ্যায়

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আস্বাদিত পদ

(১)

অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ হে
মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোক-কাতরং
দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহং॥

(২)

অমূন্যধন্যানি দিনান্তরাণি
হরে ত্বদালোকনমন্তরেণ।
অনাথবন্ধো করুণৈকসিন্ধো
হা হন্ত হা হন্ত কথং নয়ামি॥

(৩)

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মাম্
অদর্শনান্মর্মহতাং করোতু বা।

যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ ॥

(৪)

কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।
চির দিনে মাধব মন্দিরে মোর ॥

(৫)

হা হা প্রাণপ্রিয় সখি কিনা হৈল মোরে।
কানুপ্রেমবিষে মোর তনু মন জারে ॥
রাত্রি দিন পোড়ে মন সোয়াথ না পাঙ।
যাহাঁ গেলে কানু পাঙ তাহাঁ উড়ি যাঙ ॥

(৬)

সেই ত পরাণনাথ পাইলুঁ।
যাঁহা লাগি মদনদহনে ঝুরি গেলুঁ ॥

(৭)

কাহাঁ কানু কাহাঁ কানু কাহাঁ তারে পাঙ।
বিচ্ছেদ অনলে পোড়া পরাণ জুড়াঙ ॥

(৮)

বহু কালে তোরে কালা লাগ পাইলাঙ।
অন্তরে রাখিমু ভরি নাহি ছাড়িবাঙ ॥

তৃতীয় অধ্যায়

প্রার্থনা

মায়ূর—তেওট

তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম
সুত মিত রমণীসমাজে।
তোহে বিসরি মন তাহে সমাপিলুঁ
অব মঝু হব কোন কাজে॥
মাধব, হাম পরিণামনিরাশা।
তুহুঁ জগতারণ দীন দয়াময়
অতএ তোহারি বিশোয়াসা॥
আধ জনম হাম নিদে গোঁয়ায়লুঁ
জরা শিশু কত দিন গেলা।
নিধুবনে রমণী- রঙ্গরসে মাতলুঁ
তোহে ভজব কোন বেলা॥
কত চতুরানন মরি মরি যাওত
ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত
সাগরলহরী সমানা॥

ভণয়ে বিছাপতি শেষ শমন-ভয়ে
তুয়া বিনা গতি নাহি আরা।
আদি অনাদিক নাথ কহায়সি
ভবতারণ ভার তোহারা॥

মায়ূর বা ভীমপলশ্রী—মধ্যম দশকুসী

মাধব, বহুত মিনতি করি তোয়।
দেই তুলসী তিল এ দেহ সমর্পিলুঁ
দয়া নাহি ছোড়বি মোয়॥
গণইতে দোষ গুণ- লেশ নাহি পায়বি
যব তুহুঁ করবি বিচার।
তুহুঁ জগন্নাথ জগতে কহায়সি
জগ বাহির নহ মুঞি ছার॥
কিয়ে মানুষ পশু পাখী কুলে জনমিয়ে
অথবা কীট পতঙ্গে।
করম বিপাকে গতাগতি পুন পুন
মতি রহু তুয়া পরসঙ্গে॥
ভণয়ে বিছাপতি অতিশয় কাতর
তরইতে ইহ ভবসিন্ধু।
তুয়া পদ-পল্লব করি অবলম্বন
তিল এক দেহ দীনবন্ধু॥

ধানশ্রী—লোফা

যদপি সমাধিষু বিধিরপি পশ্যতি
ন তব নখাগ্রমরীচিং।
ইদমিচ্ছামি নিশম্য তবাচ্যুত
তদপি কৃপাদ্ভুতবীচিং॥
দেব ভবন্তং বন্দে।
মন্মানসমধুকরমর্পয় নিজ-পদপঙ্কজমকরন্দে॥
ভক্তিরুদঞ্চতি যদ্যপি মাধব
ন ত্বয়ি মম তিলমাত্রী।
পরমেশ্বরতা তদপি তবাধিক-
দুর্ঘটঘটনবিধাত্রী॥
অয়মবিলোল- তয়াদ্য সনাতন-
কলিতাদ্ভুতরসভারং।
নিবসতু নিত্য- মিহামৃতনিন্দিনি
বিন্দন্মধুরিমসারং॥

গান্ধার—মধ্যম দশকুসী

হরি হরি, আর কি এমন দশা হব।
এ ভব সংসার ত্যজি পরম আনন্দে মজি
আর কবে ব্রজভূমে যাব॥

সুখময় বৃন্দাবন কবে হবে দরশন
সে ধূলি লাগিবে কবে গায়।
প্রেমে গদ গদ হৈয়া রাধাকৃষ্ণ নাম লৈয়া
কাঁদিয়া বেড়াব উভরায়॥
নিভৃত নিকুঞ্জে যাইয়া অষ্টাঙ্গে প্রণাম হৈয়া
ডাকিব হা রাধানাথ বলি।
কবে যমুনার তীরে পরশ করিব নীরে
কবে পিব করপুটে তুলি॥
আর কবে এমন হব শ্রীরাসমণ্ডলে যাব
কবে গড়াগড়ি দিব তায়।
বংশীবট-ছায়া পাইয়া পরম আনন্দ হৈয়া
পড়িয়া রহিব তার ছায়॥
কবে গোবর্দ্ধন গিরি দেখিব নয়ন ভরি
কবে হবে রাধাকুণ্ডে বাস।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে কবে এ দেহ পতন হবে
কহে দীন নরোত্তম দাস॥

ধানশ্রী—যৎতাল

রাধাকৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগল কিশোর।
বনে মরণে গতি আর নাহি মোর॥

কালিন্দীর কূলে কেলিকদম্বের বন।
রতনবেদীর পরে বসাব দুজন ॥
শ্যাম গোরী অঙ্গে দিব চুয়া চন্দন গন্ধ।
চামর ঢুলাব কবে হেরব মুখচন্দ ॥
গাঁথিয়া মালতীর মালা দিব দোঁহার গলে।
অধরে তুলিয়া দিব কর্পূর তাম্বূলে ॥
ললিতা বিশাখা আদি যত সখীবৃন্দ।
আজ্ঞায় করিব সেবা চরণারবিন্দ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর দাসের অনুদাস।
সেবা অভিলাষ করে নরোত্তম দাস ॥

বিভাস—জপতাল

ভজহুঁ রে মন নন্দনন্দন
অভয় চরণারবিন্দ রে।
দুলহ মানুষ জনম সতসঙ্গে
তরহ এ ভবসিন্ধু রে ॥
শীত আতপ বাত বরিখণ
এ দিন যামিনী জাগি রে।
বিফলে সেবিনু কৃপণ দুরজন
চপল সুখলব লাগি রে ॥

এ ধন যৌবন পুত্র পরিজন
ইথে কি আছে পরতীত রে।
কমল-দলজল জীবন টলমল
ভজহুঁ হরিপদ নিত রে॥
শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ বন্দন
পাদ সেবন দাসী রে।
পূজন সখীজন আত্ম নিবেদন
গোবিন্দদাস অভিলাষী রে॥

বেলোয়ার—বড় দশকুসী

জয় জগতারণকারণ ধাম।
আনন্দকন্দ শ্রীনিত্যানন্দ রাম॥ ধ্রু॥
ডগমগ লোচন- কমল ঢুলায়ত
সহজে অথির গতি জিতি মাতোয়ার।
ভাইয়া অভিরাম বলি ঘন ঘন ডাকই
গৌরপ্রেমভরে চলই না পার॥
গদ গদ আধ মধুর বচনামৃত
লহু লহু হাস-বিকাশিত গণ্ড।
পাষণ্ড-খণ্ডন শ্রীভুজমণ্ডন
মলয়জ-খচিত অবলম্বনদণ্ড॥

কলিযুগ-কাল- ভুজঙ্গম সঙ্গম
দগধল স্থাবর জঙ্গম দেখি।
প্রেম মধুরস জগ ভরি বরিষল
গোবিন্দদাসকে কাহে উপেখি॥

ধানশ্রী—জোৎ সম তাল

গৌরাঙ্গের দুটী পদ যার ধন সম্পদ
সে জানে ভকতিরসসার।
গৌরাঙ্গের মধুর লীলা যার কর্ণে প্রবেশিলা
হৃদয় নির্ম্মল ভেল তার॥
যে গৌরাঙ্গের নাম লয় তার হয় প্রেমোদয়
তারে মুঞি যাই বলিহারি।
গৌরাঙ্গগুণেতে ঝুরে নিত্যলীলা তারে স্ফুরে
সে জন ভকতি অধিকারী॥
গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে নিত্যসিদ্ধ করি মানে
সে যায় ব্রজেন্দ্রসুত পাশ।
শ্রীগৌরমণ্ডল ভূমি যেবা জানে চিন্তামণি
হয় ব্রজভূমে বাস॥

গৌর-প্রেম-রসার্ণবে   সে তরঙ্গে যেবা ডুবে
সে রাধামাধব অন্তরঙ্গ ।
গৃহে বা বনেতে থাকে   হা গৌরাঙ্গ বলি ডাকে
নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ ॥

খাম্বাজ মিশ্র ধানসী—জপতাল

রাধানাথ, করুণা করহ আমা ।
সাধন ভজন   কিছু না করিলুঁ
ব্রজে বা না পাই তোমা ॥
রাধানাথ, এ লাগি আকুল চিত ।
রহি রহি মোর   সংশয় হইছে
ভাবিতে হইলুঁ ভীত ॥
রাধানাথ, সময় হইল শেষ ।
তব দয়া মোরে   নিচয় হইবে
কিছু না দেখিয়ে লেশ ॥
রাধানাথ, তোমায় সঁপিত কায় ।
রমণী যদি বা   কুপথে চলয়ে
পতিনামে সে বিকায় ॥
রাধানাথ, লোকে বা হাসয়ে তোমা ।
যে কহে তোমার   তারে না তারিলে
অযশ রবে ঘোষণা ॥

রাধানাথ, এড়াইতে নারিবে তুমি।
তুয়া পদে যদি রতি না থাকয়ে
সবে জানে তোমার আমি॥
রাধানাথ, এ কথার করিবে কি।
পতিত-পাবন তুয়া এক নাম
সাধুমুখে শুনেছি॥
রাধানাথ, অতয়ে করেছি আশ।
ব্রজে তোমা দোঁহা পদে দাসী কর
গৌরসুন্দর দাস॥

পাহিড়া—দশকুসী

হরি হরি, বড় দুখ রহল মরমে
গৌর-কীর্ত্তন রসে জগজন মাতল
বঞ্চিত মো হেন অধমে॥
ব্রজেন্দ্রনন্দন যেই শচীসুত হৈল সেই
বলরাম হইল নিতাই।
দীন হীন যত ছিল হরিনামে উদ্ধারিল
তার সাক্ষী জগাই মাধাই॥
হেন প্রভুর শ্রীচরণে রতি না জন্মিল কেনে
না ভজিলাম হেন অবতার।

দারুণ বিষয়-বিষে সতত মজিয়া রইনু
মুখে দিনু জ্বলন্ত অঙ্গার ॥
এমন দয়ালু দাতা আর না পাইব কোথা
পাইয়া হেলায় হারাইনু ।
গোবিন্দদাসিয়া কয় অনলে পুড়িনু নয়
সহজেই আত্মঘাতী হৈনু ॥

চতুর্থ অধ্যায়

নাম-সংকীর্ত্তন

তথারাগ

(১)

জয় রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ রাধে গোবিন্দ।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ গৌরভক্তবৃন্দ ॥

(২)

হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ ॥
হরি গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন।
গিরিধারী গোপীনাথ মদনমোহন ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত সীতা।
হরি গুরু বৈষ্ণব ভাগবত গীতা ॥
শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ ॥

এই ছয় গোঁসাইর করি চরণ বন্দন ।
যাঁহা হইতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট-পূরণ ॥
এই ছয় গোঁসাই যবে ব্রজে কৈলা বাস
রাধাকৃষ্ণনিত্যলীলা করিলা প্রকাশ ॥
এই ছয় গোঁসাই যাঁর মুই তাঁর দাস ।
তা সবার পদরেণু মোর পঞ্চগ্রাস ॥
মনের আনন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাবন ।
শ্রীগুরুবৈষ্ণবপায়ে মজাইয়ে মন ॥
শ্রীগুরুবৈষ্ণবপাদপদ্ম করি আশ ।
(হরি) নাম-সংকীর্ত্তন করে নরোত্তমদাস ॥
হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল ॥

(৩)

জয় রাধে রাধে গোবিন্দ জয় ।
জয় রাধে রাধে গোবিন্দ জয় ॥
জয় বৃষভানুরাজনন্দিনী গোবিন্দ জয় ।
জয় শ্যামকণ্ঠহেমমণি গোবিন্দ জয় ॥
জয় কৃষ্ণহৃদয়বিলাসিনী গোবিন্দ জয় ।
জয় জয় ব্রজমোহিনী গোবিন্দ জয় ॥

পদ-সূচী

পদ · পৃষ্ঠা

পদ			পৃষ্ঠা

পদ			পৃষ্ঠা

পদ			পৃষ্ঠা
তরুমূলে কি রূপ দেখিলু কালা কানু	...	..	৬১
তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম	...	...	৪২৩
তিল এক শয়নে সপনে যো মঝু বিনে	...	...	২৬৪
তুঙ্গ মণিমন্দিরে ঘন বিজুরি সঞ্চরে	...	...	২২৯
তুমি কহিও নিঠুর আগে	...	...	৩১৯
তুহুঁ রহলি মধুপুর	..	...	৩২৫
তোহারি হৃদয় বেণী-বদরিকাশ্রম	...	...	২৯৫
থীর বিজুরি বরণ গোরি	...	...	১৬০
দণ্ডবৎ করি মায় চলিলা যাদব রায়	...	...	২২৯
দধি দুগ্ধ ঘৃত ঘোলে সাজাঞা পসরা	...	...	৩০১
দর্শন শ্রবণ আদি সঙ্গমের পূর্ব্বে	...	...	৫২
দামিনি-দাম-দমন-রুচি দরশনে	...	...	১৭
দিনমণি-কিরণে মলিন মুখমণ্ডল	...	...	১০২
দুহুঁ জন আওল কুঞ্জক মাহ	...	...	১৯০
দুহুঁ জন নিতি নিতি নব অনুরাগ	...	...	১৮৮
দুহুঁ দোঁহা দরশনে উলসিত ভেল	...	...	১৮৯
দুহুঁ মুখ সুন্দর কি দিব তুলনা	...	...	১৯৪
দূতিক বচন শুনি নাগর-রাজ	...	...	২৬৯
দূতিমুখে ব্রজের দশা শুনি কান	..	...	৩২৫
দূরেতে আওত নাগর রায়	...	...	২৪১
দূরে হেরি নাগর চতুরা সহচরী	...	...	২৬৮
দেখ দেখ গোরা-নট-রঙ্গ	...	...	৩৯৬

পদ			পৃষ্ঠা
দেখ দেখ গৌর দ্বিজ নটরাজ		...	৩৪০
দেখ দেখ ঝুলত গৌর কিশোর	...	...	৩৬০
দেখ দেখ সুন্দর শচীনন্দনা	...	...	১৫
দেখ মাই নাচত নন্দদুলাল	...	...	২১৯
দেখ মাই যশোমতী কোরে কানাই	...	...	২১৮
দেখ রি সখি শ্যাম-চন্দ	...	...	৩৮৪
দেখ সখি ঝুলত যুগল কিশোর	...	...	৩৬৮
দেখ সখি মোহন-মধুর-সুবেশং	...	...	৪৮
দেখে এলাম তারে সই দেখে এলাম তারে	...	...	৩২
দোঁহে দোঁহা দরশনে ভাবে বিভোর	...	...	১৮৯
ধনি ধনি বনি অভিসারে	...	...	৯৪
ধনি ধনি, রমণি-জনম ধনি তোর	...	..	১৬৫
ধনি ধনি রাধা আওয়ে বনি	..	...	১৪৮
ধনি পরবোধি চললি বর-সুন্দরী	...	...	২৬৭
ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ-পঙ্কজ-কলিতম্	...	...	২৪৭
নওল নওলি নব রঙ্গমে	...	...	৩৬৪
নখ-পদ হৃদয়ে তোহারি	...	...	২৫১
নটবর নব কিশোর রায়	...	...	২৩৩
নতুয়া-বদনি ধনি বচন কহসি হসি	...	...	১৫৯
নন্দদুলাল নাচত ভাল	...	...	২২০
নন্দ-নন্দন চন্দ-চন্দন	...	...	৩৪
নব অনুরাগিনি রাধা	...	...	১০৬

পদকর্ত্তা-সূচী

অজ্ঞাত

অনন্তদাস

পদ পৃষ্ঠা

উদ্ধবদাস

কবিবল্লভ

কবিরঞ্জন

পদ পৃষ্ঠা

গোবিন্দদাস

গৌরসুন্দর

পদ পৃষ্ঠা

ঘনশ্যাম দাস

চণ্ডীদাস

পদ পৃষ্ঠা

চন্দ্রশেখর

চম্পতিপতি

চাঁদ কাজি

জগদানন্দ ঠাকুর (জোঁফলাই)

জগদানন্দ ঠাকুর (মঙ্গলডিহি)

পদ পৃষ্ঠা

জগন্নাথ দাস

জগমোহন

জয়দেব

জ্ঞানদাস

দয়াল

দুঃখিনী

নরহরি চক্রবর্ত্তী

নরোত্তম দাস

বংশীবদন

বাসুদেব ঘোষ

বিদ্যাপতি

রামানন্দ বসু

রামানন্দ রায়

রায়শেখর

রূপগোস্বামী

পদ পৃষ্ঠা

লক্ষ্মীকান্ত

লোচনদাস

শঙ্করঘোষ

শচীনন্দন

শশিশেখর